শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ

চতুর্থ খণ্ড

দ্বারকালীলা (১)

(দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় হইতে সপ্ততিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত)

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

ভাঃ ১২।১২।১৩

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা-সম্বলিত

লেশলব-ভাষ্যযুক্ত

"দশম স্কন্ধ ভাগবত মুখস্থ করিও"

—শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধুসুন্দর

প্রকাশক—

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

২৪'বি স্যার গুরুদাস রোড

কলিকাতা-৫৪

শ্রীশ্রীরাসযাত্রা, ১৩৬০ সাল

: প্রাপ্তিস্থান :

১। মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪ ২। মহানাম মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া ৩। ভাগবত সঙ্ঘ, ১৬ সি, ফার্ন রোড, কলি-১৯। ফোন ৪৬-১৪৫৮ ৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫। গ্লোব লাইব্রেরী, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ৬। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭। Student Library, ধুবড়ী, আসাম ৮। গ্রন্থ সেবা সমিতি এফ্ ৪/৮ নর্থ রোড, বার্নপুর ৯। গোবিন্দ প্রেস, আগরতলা ১০। শ্রীদেবেন্দ্র কুমার শ্যাম, করিমগঞ্জ, কাছাড় ১১। শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র দাম, মহানামধাম, তেজপুর ১২। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ৫৪/৩, বিধান সরণী, কলি-৬ ১৩। সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন ১৪। মহানাম এণ্টারপ্রাইজ, এ. এ, রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা ১৫। দে বুক ষ্টোরস, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-৭৩

মুদ্রক :

শ্রী এন, সি, পাল

চারু প্রেস

৭৩, ধনদেবী খান্না রোড,

কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

জয় জগদ্বন্ধু

উৎসর্গ

কৈশোরের উন্মেষকালে, যে পথে চলে সংসারের সহস্রজন, সে পথে চলি নাই। কে জানে কার টানে চলিয়াছি অজানার পানে, শ্রীহরিপুরুষের অনুস্মরণে, কোথায় কবে কী প্রাপ্তি যিনি টানেন তিনিই জানেন।

সুদীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর পিছাইয়া নিজেকে দেখি এক মাঠের কোণে ঝোপের আড়ালে, সঙ্গোপনে, অনন্যমনে নিরত একটি গ্রন্থ পঠনে। গ্রন্থখানির প্রকাশক শ্রীমহেন্দ্রজী, লেখক যোগেন্দ্র-কবিরাজ, নাম প্রেমযোগ, ব্রজ-গৌর-বন্ধু তিন লীলার তিন খণ্ডে গ্রন্থন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আবেশে উদ্‌বোধন, যেমন—"এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনমোহন।"

প্রেমযোগ নামটির যেমন সৌন্দর্য্য, প্রতিপাদ্য বিষয়ের সেইরূপই মাধুর্য্য। ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার লালিত্যে লীলা-তত্ত্বের বিশ্লেষণ-চাতুর্য্যে গ্রন্থখানি অনবদ্য। তদ্দ্বারা বালকচিত্তে অঙ্কিত সুগভীর রেখাগুলি অনপনেয়, চলার পথে পাথেয় অপরিমিত, জীবনগঠনে প্রভাব অপরিসীম

বন্ধুহরির নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

কবিরাজ যোগেন্দ্রকুমার সরকার দাদাজীবন

তাঁহাকে দর্শনভাগ্য পাইয়াছি। যেমন গ্রন্থটি তেমনই লেখকটি, সদা ঢলঢল ভাবতন্ময়তা, হরিকথা—আলোচনায় বাঙ্‌নিপুণতা, ইষ্টে স্বারসিকী একনিষ্ঠতা, প্রণয়ে দৃঢ়তা, বাৎসল্যে যেন গর্ভধারিণী মাতা।

তাঁহার শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিলাম—

দ্বারকালীলা-সম্বলিত ফেলালবযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের চতুর্থ খণ্ড, লীলাগহনে প্রবেশাভিলাষে, কিঞ্চিৎ সঙ্কেত-লালসে অশ্রুধারে ভেসে।

পাদপাশে

দাসাভাস মহানামব্রত

লীলাবিলাসঃ

[শ্রীজ্যোতির্ময়নন্দঃ]

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

বিশ্বাতীতো হরিরপি বিভুর্হ্যাশ্রমে সর্ব্বভোগ্যে
গার্হস্থ্যেঽবস্থিতি-সুমধুরো লোকশিক্ষাগুরুর্যঃ।
কর্ত্তব্যানাং দিবসরজনীং ব্যাপ্য নানাবিধানাং
কর্ত্তা বন্দে কপটগৃহিণং তং চিদানন্দমূর্ত্তিম্ ॥

জয়তু জয়তু লীলা দ্বারকায়াং প্রসিদ্ধা
গৃহিবর-মুরহন্তু র্যোগমায়াপ্রভাবাৎ।
বিলসতি চ কুরুক্ষেত্র-লীলা তদন্ত
র্জয়তু জয়তু কৃষ্ণো নিত্যলীলাময়ঃ সঃ ॥

যিনি বিশ্বের অতীত সর্বব্যাপী হরি হইয়াও লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য সকলের আশ্রয়স্থান গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া মাধুর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন এবং সমগ্র দিন-রাত্রিতে গৃহস্থের বিবিধ কর্ত্তব্য-কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই কপটগৃহী চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবানকে আমি বন্দনা করি। গৃহী মুরারির যোগমায়া প্রভাবে অনুষ্ঠিত দ্বারকালীলার জয় হউক। এই দ্বারকালীলার মধ্যেই কুরুক্ষেত্রলীলা বিরাজিত। সেই নিত্যলীলাময় শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।

প্রকাশকের নিবেদন—

ওঁ মহানামব্রতের শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ করিতে বিলম্ব হওয়ায় আমরা সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা ক্ষমাসুন্দর চোখে এই ত্রুটি দর্শন করিয়া আমাদিগকে মার্জনা করিবেন। দশম স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্মের লীলাকাহিনী। সে কাহিনী যেমন অদ্ভুত—বিস্ময়কর তেমনি মন প্রাণ-বিমুগ্ধকারী। সেই সব লীলাকাহিনীর অন্তর্নিহিত মর্মবাণী ব্রহ্মচারী মহারাজের কৈলাসের নামক ব্যাখ্যায় যেভাবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার তুলনা বিরল। অতএব ব্রহ্মচারী মহারাজের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, ধর্মসাহিত্যে এক অপূর্ব অবদান বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা, বুদ্ধির কসরৎ নহে—অনুভূতিলব্ধ সত্যের আলোকে ঝলমল। কাজেই ইহার পঠন-পাঠন মধুর হইতেও মধুর।

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি। ভাগবত-মাহাত্ম্য-কথনে দেখিতে পাই, শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাহা বলিয়াছেন—বলিয়াছেন ব্রহ্মাকে, যথা—

"যত্র যত্র ভবেৎ পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশৈঃ সহ॥
তত্র সর্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ।
যজ্ঞাঃ সপ্তপুরী নিত্যং পুণ্যাঃ সর্বে শিলোচ্চয়াঃ॥
শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং হি যশোধর্মজয়ার্থিনা।
পাপক্ষয়ার্থং লোকেন মোক্ষার্থং ধর্মবুদ্ধিনা॥"

কলিযুগে যেখানে যেখানে পবিত্র ভাগবত শাস্ত্র বর্তমান থাকিবে সেখানে সেখানে আমি সর্বদাই সমস্ত দেবতাদিগের সহিত উপস্থিত থাকি।

অধিকন্তু সেখানে গঙ্গানদী, ব্রহ্মপুত্রাদি নদ এবং মানসসরোবররূপ প্রসিদ্ধ তীর্থাদি বাস করে। সম্পূর্ণ যজ্ঞ, মুক্তিদাত্রী অযোধ্যাদি সপ্তপুরী এবং পবিত্র পর্বতসমূহ অবস্থান করে।

অতএব হে লোকেশ! যশ, ধর্ম ও বিজয় প্রাপ্তির জন্য এবং পাপক্ষয় ও মোক্ষলাভার্থ ধর্মাত্মা মনুষ্যগণের সর্বদাই আমার ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত।

দেশের এই চরম দুর্দিনে গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র—সর্বত্রই যখন অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তখন তাহা প্রশমনের একমাত্র উপায় ভাগবতের ভাগবতী-কথা শ্রবণ, মনন ও তদনুযায়ী জীবন যাপন। ভাগবত প্রচার তদর্থে সহায়ক হইবে মনে করিয়াই আমরা ভাগবত প্রকাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পূর্বে প্রকাশিত তিনটি খণ্ডই ভক্ত, সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট আদৃত হইয়াছে। এই চতুর্থ খণ্ডটিও তাঁহাদের নিকট সমভাবে আদৃত হইবে বলিয়াই আশা করি।

মনে করা গিয়াছিল যে, চতুর্থ খণ্ডেই দশম স্কন্ধ শেষ হইবে॥ কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। পরবর্ত্তী পঞ্চম খণ্ডে তাহা শেষ হইবে। এই চতুর্থ খণ্ডে, তৃতীয় খণ্ডের পরবর্ত্তী দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় হইতে সপ্ততিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। অবশেষে ভাগবতপুরুষের শ্রীচরণে এবং তাঁহারই বিভূতি সর্বজীবের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। শ্রুতির ভাষায়—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ (শ্বেঃ উঃ ৫।১৭)

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

ভূমিকা

লীলার দিগ্‌দর্শন

লীলারসময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গোকুল-বৃন্দাবনের লীলা প্রেম-মাধুর্যমণ্ডিত। গোপগোপী, গাভী, বৎস, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ সকলেই প্রেমে গঠিত, প্রেমানন্দে পুলকিত। এই লীলা শাশ্বত, চিন্ময়, আনন্দঘন। ইহা ত্রিগুণাতীত গোলোকের লীলা। এই লীলায় ঐশ্বর্য, মাধুর্যের গুণীভূত।

মথুরালীলা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের লীলা। এই লীলায় ঐশ্বর্য-মাধুর্য সমাস্থান। বৈকুণ্ঠেশ্বরের ঐশ্বর্যাত্মক মাধুর্যের এই লীলা। মথুরালীলাতে সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে অভিলাষী। সকলেই কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন। কেহ ভক্তিযোগে দর্শন-প্রয়াসী, কেহ শত্রুভাবে বধসাধনে প্রয়াসী। যার যেই ভাব সে সেই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে। পাপাত্মা কংসেরও সদা শত্রুভাবে চিন্তনে অন্তর বাহির কৃষ্ণময় হইয়াছিল। এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্যময়। তিনি শত্রু মিত্র সকলকেই কৃপা করিয়াছিলেন। সেইজন্য মথুরালীলা সত্ত্বগুণময়। দ্বারকালীলা রাজসিক। এই লীলা শ্রীনারায়ণের ষড়ৈশ্বর্যময় লীলা। নানা ভাবের মানবকুলকে সংসার ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য ষোল হাজার আট মূর্তি ধারিয়া বিস্ময়কর লীলা প্রকট করিয়াছেন। এই লীলার উদ্দেশ্য নিজ শ্রীমুখেই দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন আমি ধর্মের বক্তা কর্তা ও অনুমোদিতা। সকল লোককে ধর্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত এইরূপে লীলাবিস্তার করিতেছি।

ব্রহ্মন্ ধর্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ ॥ ১০।৬৯।৪০

দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণ ভয়ত্রাতা, আশ্রয়দাতা, কল্যাণকারী রাজরাজেশ্বর। দ্বারকাধীশে মাধুর্য, ঐশ্বর্যের গুণীভূত।

কুরুক্ষেত্র লীলা বহিরঙ্গ ভাবের মায়িক লীলা। ভূলোকের স্থূললীলাই কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র স্থূল, দ্বারকা সূক্ষ্ম, মথুরা কারণ, ব্রজভূমি কারণাতীত। কুরুক্ষেত্রের লীলা জাগ্রৎ, মথুরা দ্বারকা স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ব্রজের লীলা তুরীয়াবস্থা এরূপ ভাবনা করা চলে। কুরুক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকই কৃষ্ণ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। বিদুর, কুন্তী, সঞ্জয়, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীষ্ম প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তত্ত্ববেত্তা। যোদ্ধৃগণ কর্তৃত্বাভিমানী। এই লীলায় ধর্মের সহিত অধর্মের যুদ্ধে ধর্মের জয়। পাপ-প্রলোভনের সহিত পুণ্য-বৈরাগ্যের সংগ্রাম। পরিণামে সত্য ও ধর্ম জয়যুক্ত। ভূলোকের স্থূলাবস্থা বা জীবজগৎই কুরুক্ষেত্র। এখানে সারা জীবন ভরিয়াই লড়াই চলিতেছে। দৈবী সম্পদ আর আসুরী সম্পদের সংঘর্ষ জীবন ভরিয়া লাগিয়াই আছে।

এ যুদ্ধ কোন ক্ষেত্রবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বত্রই সর্বব্যাপক সর্বগ্রাসী যুদ্ধ। যুদ্ধটা কিসের জন্য? যুদ্ধেই কি যুদ্ধের সার্থকতা? যদি যুদ্ধই যুদ্ধের শেষ কথা হইত তাহা হইলে বর্তমান কালের যুদ্ধোন্মত্ত জাতিরাও war to end war—যুদ্ধকে জগৎ হইতে চিরবিদায় দিবার জন্য এই যুদ্ধ করিতেছি—এই রব তুলিয়া যুদ্ধকে সমর্থন করেন কেন? সুতরাং যুদ্ধ একটা যুদ্ধবিহীন অবস্থার সংকেত করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে ব্রজের বাঁশরীর রেশ চলিয়া আসে। দিবসের কর্মশালার ক্লান্তি এমন একটি স্থানের জন্য লালসা জাগায় যেখানে অফুরন্ত শান্তি। যেখানে কর্মের চাপ নাই,

দারিদ্রের বোঝা নাই, বিদ্যার গৌরব নাই, ঘড়ির কাঁটার হিসাব নাই। যেখানে আছে শুধু মলয় পবন, প্রিয়ের আবাহন, প্রীতির ছন্দঃ, প্রেমের সঙ্গীত। কালের গতি যেখানে স্তব্ধ। মনের গভীর তলদেশে মানুষ ইহাই চায়। জীবনের কুরুক্ষেত্রই কালিন্দীকূলের ধীর সমীরের জন্য আকুল আগ্রহ জাগায়। ইহাই জীবের জীবন-সাধনা, কুরুক্ষেত্র হইতে ব্রজাঙ্গনে।

কুরুক্ষেত্র কর্মভূমি, মথুরা দ্বারকা ধর্মভূমি, ব্রজ রসভূমি। কর্মভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের "সৎ" স্বরূপের প্রকাশ। ধর্মভূমিতে "চিৎ" স্বরূপের প্রকাশ। রসভূমিতে "আনন্দ" স্বরূপতার পরিপূর্ণতা। সমগ্র লীলায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকটিত। 'সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।'

লীলার বিশ্লেষণ

লীলাকৌতুকী ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া ছয়টি ভূমিতে লীলা করিয়াছেন—গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। ইহার মধ্যে কুরুক্ষেত্র-লীলা ব্যতীত আর সকল লীলাই ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র লীলা মহাভারতে বিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া শ্রীল বেদব্যাস শ্রীমদভাগবতে তাহার পুনরাবৃত্ত করেন নাই। কুরুক্ষেত্র লীলা বস্তুতঃ দ্বারকালীলার অন্তর্ভুক্ত। দ্বারকা হইতেই আসা যাওয়া করিতেন। ঠিক কতবার যে আসিয়াছেন গিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

নন্দোৎসব হইতে যমলার্জুন ভঞ্জন পর্য্যন্ত গোকুল-লীলা। তারপর গোকুলে নানা বিপদ আশঙ্কা করিয়া সকলে বৃন্দাবন আসিলেন। গোবৎস চারণ, বৎসাসুর বধ হইতে আরম্ভ করিয়া কেশিবধ পর্য্যন্ত বৃন্দাবন লীলা। যে দিন কেশিবধ হয় সেই দিনই অক্রূর বৃন্দাবনে আসেন। পর দিন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া অক্রূর মথুরা গমন করেন। তদবধি কালযবনের মথুরা আক্রমণ পর্য্যন্ত মথুরালীলা। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে, কালযবন মুচুকুন্দের নয়নজ অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয়। কালযবনের সৈন্য বলদেব নষ্ট করেন। দুই ভাই দ্বারকা গমনের অভিলাষ করিয়া ধনরত্ন সহ যাত্রা করিলেন। জরাসন্ধ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একটি উচ্চ পর্বতে আরোহণ করেন। জরাসন্ধ পর্বতের চারিদিকে অগ্নিপ্রদান করিলে দুই ভাই পর্বতশৃঙ্গ হইতে উল্লম্ফন পূর্বক দ্বারকা প্রবেশ করিলেন। এই হইতে আরম্ভ করিয়া যদুবংশের উপরে ব্রহ্মশাপ ও স্ত্রীবেশী শাম্বের মুষল প্রসব পর্য্যন্ত দ্বারকা-লীলা। তারপর প্রভাসতীর্থে গমন, সেখানে যদুবংশ ধ্বংস, বলরামের ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থান।

পূর্বে বলা হইয়াছে কুরুক্ষেত্র লীলা, দ্বারকা লীলার অন্তর্ভুক্ত। ভাগবতে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া মহাভারত অবলম্বনে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

কুন্তীদেবী বসুদেবের সহোদরা ভগিনী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পিসিমাতা। যুধিষ্ঠির ও ভীম কৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে বড। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন। অর্জুন সমবয়স্ক বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। নকুল ও সহদেব বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করিতেন।

দুর্য্যোধনের ষড়যন্ত্রে কুন্তীসহ পাঁচ ভাই বারণাবতে গিয়া জতুগৃহে বাস করেন। দুর্য্যোধনের চর জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করেন এবং তাহাতে পুত্রগণ সহ কুন্তীদেবী মারা গিয়াছেন এইরূপ রটনা হয়। বস্তুতঃ বিদুরের বুদ্ধি-কৌশলে ও সহায়তায় তাঁহারা রক্ষা পান। বহুকাল বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করিয়া পুত্রগণসহ কুন্তীদেবী পাঞ্চাল রাজ্যে আসেন। এইখানে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীর বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ যৌতুকাদি দিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে হস্তিনাপুর ছাড়িয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তথায় গমন করেন। তথায় ইন্দ্রপ্রস্থ নামক একটি নূতন নগর স্থাপন করেন। ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালীন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইয়া হইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করেন এই কার্যটি করেন অগ্নিদেবতার প্রীত্যর্থে। অগ্নিদেবতা প্রীত হইয়া অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু ও কপিধ্বজ রথ এবং শ্রীকৃষ্ণকে পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও সুদর্শন চক্র অর্পণ করেন।

খাণ্ডব দহনকালে শ্রীকৃষ্ণ দৈত্য-শিল্পী ময়দানবকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কৃতজ্ঞতা জানাইতে ইন্দ্রপ্রস্থে এক সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহার অধিকাংশই ছিল স্ফটিক নির্মিত, এইজন্য অনেক সময় স্থলকে জল ও জলকে স্থল মনে হইত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় দুর্যোধন কয়েকবার ঐরূপ ভ্রমে পতিত হওয়ায় অপমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া দুর্যোধন হিংসার আগুনে জ্বলিতে থাকেন। মাতুল শকুনির পরামর্শমত বৃদ্ধপিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বাধ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া আনিলেন পাশা খেলিতে। পণ রাখিয়া খেলা চলিল। শকুনির কপট ন্যায় প্রত্যেকবারই যুধিষ্ঠির হারিতে লাগিলেন। একবার পরাজয়ে গেল সমগ্র রাজ্যসম্পদ, আর একবার পরাজয়ে স্বীকৃত হইল পঞ্চপাণ্ডব কর্তৃক কৌরবের দাসত্ব, আর একবার পরাজয়ে দ্রৌপদী হইলেন কৌরব হস্তে অর্পিত। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া রাজসভায় আনিয়া তাহাকে বস্ত্রহীন করিতে চেষ্টা করিলেন। দ্রৌপদী দুইহাত তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় লজ্জা রক্ষা হইল। অনন্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রে প্রবেশ করিয়া বস্ত্রকে অনন্ত করিলেন। বস্ত্র স্তূপীকৃত হইল তবু দ্রৌপদী নিরাবরণা হইলেন না। ক্রোধে ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন দুঃশাসনের বুক চিরিয়া রক্ত পান করিবেন। দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন পাপীর দণ্ড না হয় ততদিন কেশ বন্ধন করিবেন না।

তখন রাজ্য মধ্যে হঠাৎ উল্কাপাত ভূমিকম্প প্রভৃতি অমঙ্গল চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। গান্ধারী আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে ডাকিয়া দুইটি বর দিতে চাহিলেন। দ্রৌপদী প্রথম বরে পাণ্ডবদের মুক্তি ও দ্বিতীয় বরে নিজের মুক্তি লাভ করিলেন।

দুর্যোধন দুঃখিত হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে বাধ্য করতঃ আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় ডাকিলেন। এবার পণ হইল পরাজিত পক্ষের বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাস প্রকাশ হইলে পুনরায় বার বৎসর বনবাস। এবারও শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল। জননী কুন্তীদেবীকে বিদুরের কাছে রাখিয়া পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ বনবাসে গমন করিলেন।

বার বৎসর বনবাস কালে ঋষিমুনিদের সঙ্গে পাণ্ডবরা আনন্দেই কাটাইলেন। কয়েকবার বিপদে পড়িয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। অজ্ঞাতবাস-কালীন তাঁহারা বিরাট রাজার বাড়ী ছদ্মবেশে ছিলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে সভাসদ, ভীম বল্লভ নামে পাচক ঠাকুর, অর্জুন বৃহন্নলা নামে নৃত্য-শিক্ষক, নকুল অশ্ব-পালক ও সহদেব গো-পালক হইয়াছিলেন। বৎসরান্তে বিরাট রাজা তাঁহাদের পরিচয় জানিলেন। তিনি নিজ কন্যা উত্তরার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ উৎসবে কৃষ্ণ বলরাম উপস্থিত ছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। বিনা যুদ্ধে দুর্যোধন সূচ্যগ্র ভূমিও পাণ্ডবদের দিতে রাজি হইলেন না। ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী কাহারো সৎপরামর্শ দুর্যোধনের বধির কর্ণে প্রবেশ করিল না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শান্তি-দূত হইয়া বিরাট আড়ম্বরে দৌত্য কার্য্যে আসিলেন। সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে

আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবেশ হইল। পাণ্ডবদের পক্ষে সাত এবং কৌরবদের পক্ষে এগার অক্ষৌহিণী। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে দুইভাগ করিলেন, একভাগে নিরস্ত্র তিনি একা, বুদ্ধি দিবেন ও রথ চালাইবেন, অপরদিকে তাঁহার এক অর্বুদ নারায়ণী-সৈন্য। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে লইলেন, দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনা লইয়া খুশী হইলেন।

যুদ্ধের প্রাক্কালে বেদব্যাস সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু ও দিব্য কর্ণ দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা ঘটিবে সবই অন্ধ রাজাকে জ্ঞাত করাইবেন। সৈন্যগণ ব্যূহাকারে মাত্র দাঁড়াইয়া আছেন ইহা দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বিষাদিত হইলেন। আর যুদ্ধ করিতে পারিব না বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা উপদেশ দিলেন, নিজের বিশ্বরূপ দেখাইলেন এবং সবই তিনি করিয়া রাখিয়াছেন—অর্জ্জুন শুধু নিমিত্তমাত্র, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আঠার দিন স্থায়ী হইয়াছিল। দশম দিনে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ দিনে নারায়ণী সৈন্য সঙ্গে অর্জ্জুনের দুর্দ্দান্ত রণ হয়। সেই সময় সপ্তরথী অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করে। চতুর্দশ দিনে ভীম কৌরবদের একশ ভাই এর আটানব্বই জনকে নিহত করেন। পঞ্চদশ দিনে দ্রুপদরাজ নিহত হন। ষোড়শ দিনে ভীম দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুকের রক্ত পান করেন। সপ্তদশ দিনে কর্ণের মৃত্যু। অষ্টাদশ দিনে শল্যরাজ নিহত হন ও গদাযুদ্ধে ভীমের হাতে দুর্য্যোধন ভগ্ন উরু হইয়া পতিত হন। দুর্য্যোধন মৃত্যুমুখে পড়িয়া পাপের পরিণাম চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য অশ্বত্থামা গভীর রাত্রে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করত পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটি মুণ্ড তাঁহাকে উপহার দিলেন। দুর্য্যোধন উহা পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চপুত্রের মুণ্ড বুঝিতে পারিয়া অতীব বিষাদিত চিত্তে দেহত্যাগ করিলেন।

অর্জ্জুন পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে ধরিয়া নিয়া তাহার শিরোমণি সহিত মস্তকের উপরিভাগের কেশ ছেদন করিয়া লইলেন। ক্রোধে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান নাশ করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করিলেন। এই সন্তানই মহারাজ পরীক্ষিত, ভাগবতের শ্রোতা।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্ত্তী করিয়া হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। স্বজন বধ জনিত পাপের জন্য যুধিষ্ঠির অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বেদব্যাস তাঁহার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আদেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি লইয়া যুধিষ্ঠির যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যজ্ঞের সকল বিঘ্ন দূর হইয়া গেল। মহাসমারোহে যজ্ঞ শেষ হইল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া আসিলেন।

এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে গোকুল ও বৃন্দাবনলীলা। তৃতীয় খণ্ডে মথুরালীলা ও এই চতুর্থখণ্ডে দ্বারকালীলায় প্রতি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাত্যহিক আহ্নিককর্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট নারদের স্তব পর্য্যন্ত লিখিতে হইল। পঞ্চম খণ্ডে শ্রীগ্রন্থ শেষ হইবে। জয়তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

দীন মহানামব্রত।

সূচীপত্র

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বারকালীলা

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ। কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তং পরিক্রম্য সংনম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ॥ ১ ॥
সংবীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্ মর্ত্ত্যান্ পশূন বীরুদ্বনস্পতীন্।
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥ ২ ॥
তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ।
সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্ গন্ধমাদনম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—শুকঃ উবাচ (শুকদেব কহিলেন) অঙ্গ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) সঃ ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ (সেই ইক্ষ্বাকুবংশধর মুচুকুন্দ) কৃষ্ণেন ইত্থং অনুগৃহীতঃ [সন] (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুগৃহীত হইয়া) তং পরিক্রম্য সংনম্য [চ] (তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া) গুহামুখাৎ নিশ্চক্রাম (গুহা গহ্বর হইতে নিক্রান্ত হইলেন) ।। ১ ।।

(মুচুকুন্দ বাহিরে আসিয়া) মর্ত্ত্যান্ (মনুষ্য) পশূন্ (পশু) বীরুদ্বনস্পতীন্ (লতা ও বৃক্ষসমূহকে) ক্ষুল্লকান্ সংবীক্ষ্য (ক্ষুদ্রপ্রমাণ হইতে দেখিয়া) কলিযুগং প্রাপ্তং মত্বা (কলিযুগ সমাগতপ্রায় মনে করিয়া) উত্তরাং দিশং জগাম (উত্তর দিকে গমন করিলেন) ।। ২ ।।

(তিনি) তপঃশ্রদ্ধাযুতঃ (তপস্যায় শ্রদ্ধাশীল), ধীরঃ নিঃসঙ্গঃ মুক্তসংশয়ঃ (ধীর নিঃসঙ্গ ও মুক্তসংশয় হইয়া) কৃষ্ণে মনঃ সমাধায় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মন সমাহিত করিয়া) গন্ধমাদনং প্রাবিশৎ গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন) ।।৩।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মুচুকুন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুগৃহীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গুহাগহ্বর হইতে নিক্রান্ত হইলেন ॥ ১ ॥ মুচুকুন্দ গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইয়া মনুষ্য পশু লতা ও বৃক্ষসমূহ ক্ষুদ্রপ্রমাণ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া কলিযুগ সমাগত-প্রায় মনে করিয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ তিনি তপস্যায় শ্রদ্ধাশীল ধীর নিঃসঙ্গ ও সংশয়মুক্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মন সমাহিত করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন ॥৩॥

শ্রীধর— দ্বিপঞ্চাশত্তমে ধাবন্ ভয়াদিব গতঃ পুরীম্।
অন্বমোদত সন্দেশং রুক্মিণ্যা দ্বিজবর্ণিতম্ ।। ১ ।।

এই বায়ান্ন অধ্যায়ে, ভয়ে যেন ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রধাবন ও দ্বারকাপুরীতে প্রবেশের কথা এবং ব্রাহ্মণকথিত রুক্মিণী-দেবীর বার্ত্তার শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অনুমোদনের কথা বর্ণিত হইয়াছে ।। ১ ।। ক্ষুল্লকান্ অল্পপ্রমাণান্ ।।২।। তপসি শ্রদ্ধাযুতঃ ।।৩।।

বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্ ।
সর্ব্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তস্তপসারাধয়দ্ধরিম্ ॥ ৪ ॥
ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং যবনবেষ্টিতাম্ ।
হত্বা ম্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্ ॥ ৫ ॥
নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুতচোদিতৈঃ ।
আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ ॥ ৬ ॥
বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ ।
মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ ! দুদ্রুবতুর্দ্রুতম্ ॥ ৭ ॥
বিহায় বিত্তং প্রচুরমভীতৌ ভীরুভীতবৎ ।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেলতুর্বহুযোজনম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—(অনন্তর তিনি) নরনারায়ণালয়ং বদর্য্যাশ্রমং (নর ও নারায়ণ ঋষির বাসস্থান বদরিকাশ্রম) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) সর্ব্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তঃ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও শান্ত হইয়া) তপসা হরিং আরাধয়ৎ (তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) যবনবেষ্টিতাং পুরীং (কালযবনের সৈন্যপরিবেষ্টিত মথুরানগরে) পুনঃ আব্রজ্য (পুনরায় আগমন করিয়া) ম্লেচ্ছবলং হত্বা (ম্লেচ্ছসৈন্য বধ করিয়া) তদীয়ং ধনং দ্বারকাং নিন্যে (তাহাদের ধন দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন) ॥ ৫ ॥ অচ্যুত-চোদিতৈঃ নৃভিঃ গোভিঃ চ (শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মনুষ্য গো উষ্ট্র প্রভৃতি) ধনে নীয়মানে [সতি] (ধন লইয়া যাইতেছে এমন সময়) ত্রয়োবিংশত্যনীকপঃ জরাসন্ধঃ (ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর অধিপতি জরাসন্ধ) আজগাম (আগমন করিল) ॥ ৬ ॥ মাধবৌ (শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম) রিপুসৈন্যস্য বেগরভসং বিলোক্য (শত্রুসৈন্যের বেগাধিক্য দর্শন করিয়া) মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ (মনুষ্যাচরণের অনুকরণ করিয়া) দ্রুতং দুদ্রুবতুঃ (দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন) ॥ ৭ ॥ অভীতৌ (ভয়হীন দুই ভাই) ভীরুভীতবৎ (ভীত ব্যক্তির মত) প্রচুরং বিত্তং বিহায় (প্রচুর ধন ত্যাগ করিয়া) পদ্মপলাশাভ্যাং পদ্ভ্যাং (পদ্মপলাশের ন্যায় কোমল চরণ দ্বারা) বহুযোজনং চেলতুঃ (বহু যোজন পথ গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি নর ও নারায়ণ ঋষির বাসস্থান বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও শান্ত হইয়া তথায় তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের সৈন্যে পরিবেষ্টিত মথুরায় পুনরায় আগমন করিয়া সৈন্যদের বধ করিয়া তাহাদের বসনভূষণাদি ধন দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন॥ ৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মানুষ, গরু, উট প্রভৃতি ঐ ধনসকল লইয়া যাইতেছে এমন সময় তেরো অক্ষৌহিণীর অধিপতি জরাসন্ধ পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিল ॥৬॥ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম তখন শত্রুসৈন্যের বেগাধিক্য দেখিয়া মনুষ্যাচরণের মত দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ দুইভাই ভয়শূন্য হইলেও অতি ভীত ব্যক্তির মত প্রচুর সম্পত্তি ছাড়িয়া পদ্মদলের ন্যায় কোমল পদে বহু যোজন পথ অতিক্রম করিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীধর—তত্র চ বদর্য্যাশ্রমম্ ॥ ৪ ॥ নিন্যে নয়ন্ মার্গে চলতি স্ম ॥ ৫-৬ ॥ বেগরভসং বেগোদ্রেকম্ ॥ ৭ ॥

পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী।
অন্বধাবদ্রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ ॥ ৯ ॥
প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্।
প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি ॥ ১০ ॥
গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপঃ।
দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ১১ ॥
তত উৎপ্লুত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ।
দশৈকযোজনোত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি ॥ ১২ ॥

অন্বয়—ঈশয়োঃ অপ্রমাণবিৎ (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের শক্তি জানিত না, সুতরাং) বলী মাগধঃ (বলশালী মগধরাজ জরাসন্ধ) তৌ (তাঁহাদিগকে) পলায়মানৌ দৃষ্ট্বা (পলায়ন করিতে দেখিয়া) প্রহসন্ (উচ্চ হাস্য করিতে করিতে) রথানীকৈঃ [সহ] অন্বধাবৎ (রথ ও সৈন্যগণের সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল) ॥৯॥

[কৃষ্ণরামৌ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম) দূরং প্রদ্রুত্য (বহু দূর ধাবিত হওয়ায়) সংশ্রান্তৌ [সন্তৌ] পরিশ্রান্ত হইয়া) প্রবর্ষণাখ্যং তুঙ্গং গিরিম্ (প্রবর্ষণ নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতে) আরুহতাম্ (আরোহণ করিলেন)। যত্র (ঐ পর্ব্বতে) ভগবান্ (ইন্দ্র) নিত্যদা (সর্ব্বদা) বর্ষতি (বর্ষণ করিয়া থাকেন) ॥১০॥

নৃপঃ (রাজা জরাসন্ধ) [তৌ] (তাঁহাদিগকে) গিরৌ নিলীনৌ আজ্ঞায় (প্রবর্ষণ পর্ব্বতে লুকায়িত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) [তত্র বিচিন্বন্ অপি] (তথায় অন্বেষণ করিয়াও) পদং ন অধিগম্য (তাঁহাদের পলায়ন স্থান ঠিক করিতে না পারিয়া), সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিকে) এধোভিঃ (কাষ্ঠের দ্বারা) অগ্নিম্ উৎসৃজন্ (অগ্নি উৎপাদন করিয়া) গিরিং দদাহ (সেই পর্ব্বত দগ্ধ করিতে লাগিল) ॥১১॥

[তদা] (তখন) উভৌ (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম), দহ্যমানতটাৎ (যাহার সানুদেশ দগ্ধ হইতেছিল) দশৈকযোজনোত্তুঙ্গাৎ ততঃ (একাদশ যোজন উন্নত সেই প্রবর্ষণ পর্ব্বত হইতে) তরসা উৎপ্লুত্য (বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া) [জরাসন্ধের সৈন্যগণ অতিক্রম পূর্ব্বক] অধঃ ভুবি নিপেততুঃ (নিম্নভূমিতে নিপতিত হইলেন) ॥১২॥

অনুবাদ—বলশালী মগধরাজ জরাসন্ধ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ক্ষমতার ইয়ত্তা জানিত না; সুতরাং সে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে পলায়ন করিতে দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতে করিতে রথ ও সৈন্যগণের সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৯ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বহুদূর ধাবিত হওয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং বিশ্রামের নিমিত্ত প্রবর্ষণ নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ঐ পর্ব্বতে ভগবান্ ইন্দ্র সর্ব্বদা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ রাজা জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, প্রবর্ষণ পর্ব্বতে লুকায়িত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তথায় বহু অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাদের পলায়ন স্থান ঠিক করিতে পারিল না; তখন সে প্রবর্ষণ পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই পর্ব্বত দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥১১॥ প্রবর্ষণ পর্ব্বতের সানুদেশ দগ্ধ হইতে লাগিল; তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলরাম একাদশ যোজন উন্নত সেই প্রবর্ষণ পর্ব্বত হইতে বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া শত্রু সৈন্য অতিক্রম পূর্ব্বক নিম্ন ভূমিতে নিপতিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর—ভীরুভীতবৎ ভীরোরপি ভীতবৎ অতিভীতবদিত্যর্থঃ। চেলতুঃ পলায়েতাম্। বহুযোজনং দেশম্ ॥ ৮ ॥

অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূত্তমৌ।
স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ ! ॥ ১৩ ॥
সোঽপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বলকেশবৌ।
বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্ মাগধো যযৌ ॥ ১৪ ॥
আনর্ত্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রেবতীং সুতাম্।
ব্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্বলায়েতি পুরোদিতম্ ॥ ১৫ ॥
ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ !।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ম্বরে ॥ ১৬ ॥
প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) [অথ] (অনন্তর) যদূত্তমৌ (যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম) সানুগেন রিপুণা অলক্ষ্যমাণৌ (জরাসন্ধও তদীয় অনুচরগণের অলক্ষিত হইয়া) সমুদ্রপরিখাং স্বপুরং (সাগরপরিবেষ্টিতা নিজপুরী দ্বারকায়) পুনঃ আয়াতৌ (পুনরায় আগমন করিলেন) ॥ ১৩ ॥

[তদা] স মাগধঃ অপি (তখন সেই মগধরাজ জরাসন্ধও) মৃষা [এব] (মিথ্যাই) বলকেশবৌ দগ্ধৌ ইতি মন্বানঃ (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া) সুমহৎ বলম্ আকৃষ্য (বিপুল সৈন্যগণকে ফিরাইয়া লইয়া) মগধান্ যযৌ (মগধ দেশে গমন করিল।) ॥ ১৪ ॥

আনর্ত্তাধিপতিঃ (আনর্ত্তদেশের অধিপতি) শ্রীমান্ রৈবতঃ (রেবতপুত্র ককুদ্মী) ব্রহ্মণা চোদিতঃ (ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া) রেবতীং সুতাং (রেবতী নাম্নী কন্যাকে) বলায় প্রাদাৎ (বলদেবের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন) ইতি পুরা উদিতম্ (ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ৯ম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে।) ॥ ১৫ ॥

কুরূদ্বহ ! (হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ), তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধাম্ ইব (গরুড় যেমন সুধা হরণ করিয়াছিলেন) ভগবান্ গোবিন্দঃ অপি স্বয়ম্বরে (রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সভায়) সর্ব্বলোকানাং পশ্যতাং (সকলের সমক্ষে) চৈদ্যপক্ষগান্ (চেদিরাজ-শিশুপাল-পক্ষীয়) শাল্বাদীন্ রাজ্ঞঃ (শাল্ব প্রভৃতি রাজগণকে) তরসা প্রমথ্য (বলপূর্ব্বক দলিত করিয়া) শ্রিয়ঃ মাত্রাং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) ভীষ্মকসুতাং বৈদর্ভীম্ উপযেমে (ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন) ॥১৬-১৭॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম, জরাসন্ধ ও তদীয় অনুচরগণের অলক্ষিত হইয়া সাগর-পরিবেষ্টিতা নিজপুরী দ্বারকায় পুনরায় আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন মহারাজ জরাসন্ধ, বলরাম, ও শ্রীকৃষ্ণ দগ্ধ হইয়াছেন মনে করিয়া নিজের সৈন্যগণকে ফিরাইয়া লইয়া মগধ দেশে গমন করিল ॥ ১৪ ॥ হে মহারাজ ! আনর্ত্তদেশের অধিপতি শ্রীমান্ রেবত-পুত্র ককুদ্মী ব্রহ্মার আদেশে রেবতী নাম্নী স্বীয় কন্যাকে বলরামের করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ॥ ১৫ ॥ হে কুরুবংশধর ! গরুড় যেমন দেবতাগণকে দলিত করিয়া সুধা হরণ করিয়াছিলেন—সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে সর্ব্ব লোকের সমক্ষে চেদিরাজ শিশুপালের পক্ষীয় শাল্ব প্রভৃতি রাজগণকে বলপূর্ব্বক দলিত করিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভীষ্মককন্যা বৈদর্ভী রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীধর—অপ্রমাণবিৎ প্রমাণমিয়ত্তা তস্য বেত্তীতি তথা ॥৯॥ তুঙ্গমেকাদশযোজনোন্নতম্। প্রবর্ষেণ বর্ষতাম্বিন্দ্বিতি প্রবর্ষণ ইত্যাখ্যা যস্য তম্। তদাহ—ভগবানিতি। ভগবানিন্দ্রঃ ॥ ১০ ॥ তত্র বিচিন্বন্নপি তয়োঃ পদং নিলয়স্থানমনধিগম্য ॥ ১১ ॥

ভগবান্ ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্।
রাক্ষসেন বিধানেন উপযেম ইতি শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥
ভগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
যথা মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মন্! কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বন্ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) রাক্ষসেন বিধানেন (রাক্ষসবিধি অনুসারে) ভীষ্মকসুতাং রুচিরাননাং রুক্মিণীম্ (ভীষ্মককন্যা চারুবদনা রুক্মিণীকে) উপযেমে (বিবাহ করিয়াছিলেন) ইতি শ্রুতম্ (ইহা শুনিলাম) ॥ ১৮ ॥

ভগবন্! (হে ভগবন্!) [ভগবান্ কৃষ্ণঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) যথা (যে প্রকারে) মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা (জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি রাজগণকে জয় করিয়া) কন্যাম্ উপাহরৎ (ভীষ্মকের কন্যাকে হরণ করিয়াছিলেন) অমিত-তেজসঃ কৃষ্ণস্য (অপরিমিত-পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) [তৎ] শ্রোতুম্ ইচ্ছামি (সেই কার্য্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি) ॥১৯॥

ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্!) মাধ্বীঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখজনক), লোকমলাপহাঃ (জীবের পাপনাশক) পুণ্যাঃ (ও ফলদায়ক) নিত্যনূতনাঃ কৃষ্ণকথাঃ (নিত্যনূতন শ্রীকৃষ্ণচরিত্র) শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিয়া) শ্রুতজ্ঞঃ কঃ নু (শ্রুত বিষয়ের রসগ্রহণে অভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি) তৃপ্যেত (তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন ? শ্রবণের আকাঙ্ক্ষাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে) ॥ ২০ ॥

শ্রীধর—ততো গিরেঃ দশ চৈকঞ্চ যানি যোজনানি তাবৎ উৎপ্লুত্য মাগধ সংরোধদেশমতিক্রম্য পরতোঽধো নিপেততুঃ ॥ ১২ – ১৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য বিবাহান্ নিরূপয়িতুং বলদেববিবাহং নবমস্কন্ধোক্তং অনুস্মারয়তি—আনর্ত্তেতি ॥ ১৫ ॥ মাত্রাং কলাম্ ॥ ১৬ ॥ গরুড়ো যথা দেবান্ প্রমথ্য সুধামহরৎ তথেতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসবিধি অনুসারে ভীষ্মকন্যা চারুবদনা রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৮ ॥ হে ভগবন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণকে জয় করিয়া কন্যা হরণ করিয়াছিলেন, আমি অপরিমিত প্রভাবশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই কার্য্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৯ ॥ হে ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখজনক, জীবের পাপনাশক ও মহাফলদায়ক ; শ্রুতবিষয়ের রসগ্রহণে অভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ নিত্যনূতন শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন ? [পরন্তু কৃষ্ণচরিত্র শ্রবণের আকাঙ্ক্ষাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে] ॥ ২০ ॥

"রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ" ইতি স্মৃতেঃ "রাজ্ঞঃ প্রমথ্যে"তি চ স্বয়ুক্ত্যা রাক্ষসেন বিধানেন উপযেমে পরিণীতবানিতি শ্রুতম্। পূর্ব্বমেব ॥ ১৮ ॥ সামান্যত এব শ্রুতম্, ইদানীং বিশেষতস্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ॥ ১৯ ॥

শ্রীবাদরায়ণি রুবাচ

রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্।
তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা ॥ ২১ ॥
রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষাং স্বসা সতী ॥ ২২ ॥
সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্য্যগুণশ্রিয়ঃ।
গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং মেনে সদৃশং পতিম্ ॥ ২৩ ॥
তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্যরূপশীলগুণাশ্রয়াম্।
কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্য্যাং সমুদ্বোঢ়ুং মনো দধে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শ্রীশুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] ভীষ্মকঃ নাম মহান্ রাজা (ভীষ্মক নামক এক শ্রেষ্ঠ রাজা) বিদর্ভাধিপতিঃ আসীৎ (বিদর্ভ দেশের অধিপতি ছিলেন)। তস্য (তাঁহার) পঞ্চ পুত্রাঃ) পাঁচটি পুত্র বরাননা একা কন্যা চ অভবন্ (ও চারুবদনা একটি কন্যা জন্মিয়াছিল)। [তেষাং] রুক্মী অগ্রজঃ (তাহাদের মধ্যে রুক্মী জ্যেষ্ঠ) , অনন্তরঃ রুক্মরথঃ রুক্মবাহুঃ রুক্মকেশঃ রুক্মমালী (তৎপর ক্রমে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী)। সতী রুক্মিণী (সর্ব্বকনিষ্ঠা সাধ্বী রুক্মিণী) এষাং স্বসা (ইঁহাদের সহোদরা) ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

সা (সেই রুক্মিণী) গৃহাগতৈঃ গীয়মানাঃ (পিতৃগৃহে সমাগত জনগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত) মুকুন্দস্য রূপবীর্য্যগুণশ্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণের রূপ, পরাক্রম, গুণ ও সম্পদ্) উপশ্রুত্য (শ্রবণ করিয়া) তম্ [এব] (তাঁহাকেই) সদৃশং পতিং মেনে (নিজের উপযুক্ত পতি বলিয়া মনে করেন) ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণঃ চ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও) বুদ্ধিলক্ষণৌদার্য্যরূপশীলগুণাশ্রয়াং (বুদ্ধি, লক্ষণ, উদারতা, রূপ, চরিত্র ও গুণের আশ্রয়ভূতা) সদৃশীং ভার্য্যাং (নিজের উপযুক্তা পত্নী লক্ষ্মীস্বরূপিণী) তাং (সেই রুক্মিণীকে) সমুদ্বোঢ়ুং (বিবাহ করিতে) মনঃ দধে (মনস্থ করেন) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভীষ্মক নামক এক শ্রেষ্ঠ রাজা বিদর্ভ-দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও চারুবদনা একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে রুক্মী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ; তৎপরে ক্রমে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী। সর্ব্বকনিষ্ঠা সাধ্বী রুক্মিণী ইঁহাদের সহোদরা ॥ ২১-২২ ॥

সেই রুক্মিণী পিতৃগৃহে সমাগত জনগণের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, পরাক্রম, গুণ ও সম্পদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই নিজের উপযুক্ত পতি বলিয়া মনে করেন ॥ ২৩ ॥ এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বুদ্ধি, লক্ষণ, উদারতা, রূপ, চরিত্র ও গুণের আশ্রয়ভূতা, সেই রুক্মিণীকে নিজের উপযুক্তা পত্নী মনে করিয়া বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—শ্রবণোৎসুক্যমাবিষ্করোতি—ব্রহ্মন্নিতি। পুণ্যা মহাকলাঃ মাধ্বীঃ শ্রুতিসুধাঃ লোকস্য মলাপহাশ্চ শৃণ্বন্ শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ। শ্রুতজ্ঞঃ শ্রুতসারবিৎ, নিত্যনূতনাঃ প্রতিক্ষণমাশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানাঃ ॥ ২০—২৪ ॥

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ।
ততো নিবার্য কৃষ্ণদ্বিড়্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত ॥ ২৫ ॥
তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্মনা ভৃশম্।
বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্ দ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥
দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ।
অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে ॥ ২৭ ॥
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ।
উপবেশ্যার্হয়াঞ্চক্রে যথাত্মানং দিবৌকসঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—নৃপ! (হে রাজন!) কৃষ্ণদ্বিট্ রুক্মী (শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী রুক্মী) ভগিনীং কৃষ্ণায় দাতুম্ ইচ্ছতাং (ভগিনী রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক) বন্ধূনাং (পিত্রাদি স্বজনগণকে) [অনাদৃত্য] (উপেক্ষা করতঃ) ততঃ (শ্রীকৃষ্ণের করে ভগিনী সম্প্রদানের সঙ্কল্প হইতে) [তান্] নিবার্য্য (তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া) চৈদ্যং (চেদিরাজ শিশুপালকে) [তস্যাঃ বরম্] অমন্যত (রুক্মিণীর বর স্থির করিলেন)॥ ২৫ ॥

অসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী (সুনীল কটাক্ষবিশিষ্টা বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী) তৎ অবেত্য (ভ্রাতা রুক্মীর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া) ভৃশং দুর্মনাঃ [সতী] (অতিশয় দুঃখিতচিত্তা হইলেন এবং) বিচিন্ত্য (চিন্তা করিয়া) কৃষ্ণায় (শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য)। কঞ্চিৎ আপ্তং দ্বিজং (কোনও এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে) দ্রুতং প্রাহিণোৎ (শীঘ্র পাঠাইয়া দিলেন)॥ ২৬ ॥

সঃ (রুক্মিণীপ্রেরিত সেই ব্রাহ্মণ) দ্বারকাং সমভ্যেত্য (দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া) প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ [সন্] (ও দ্বারপাল কর্ত্তৃক ভগবৎসমীপে নীত হইয়া) কাঞ্চনাসনে আসীনম্ (সুবর্ণময় আসনে উপবিষ্ট) আদ্যং পুরুষম্ অপশ্যৎ (বিশ্বকারণ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন)॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মণ্যদেবঃ (ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তং দৃষ্ট্বা (সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া) নিজাসনাৎ অবরুহ্য (নিজের আসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং) [তম্] উপবেশ্য (তাঁহাকে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইয়া) দিবৌকসঃ আত্মানং যথা (দেবগণ তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ পূজা করেন, সেইরূপ) অর্হয়াঞ্চক্রে (পূজা করিলেন)॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রুক্মী শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী ছিল; সুতরাং পিত্রাদি স্বজনগণ ভগিনী রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও সে তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের করে ভগিনী সম্প্রদানের সঙ্কল্প হইতে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া স্বেচ্ছানুসারে চেদিরাজ শিশুপালকেই ভগিনীর বর স্থির করিল॥ ২৫ ॥ সুনীলকটাক্ষশালিনী বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী ভ্রাতা রুক্মীর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিতচিত্তা হইলেন এবং চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য কোনও এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিলেন॥ ২৬ ॥ রুক্মিণী-প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণ দ্বারকায় সমুপস্থিত হইয়া এবং দ্বারপাল কর্ত্তৃক ভগবৎসমীপে নীত হইয়া সুবর্ণময় আসনে উপবিষ্ট বিশ্ব-কারণ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া নিজের আসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইয়া, দেবগণ তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) যেরূপ পূজা করেন, সেইরূপ পূজা করিলেন॥ ২৮ ॥

শ্রীধর—চৈদ্যমমন্যত তস্যা বরমিত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ।
পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত ॥ ২৯ ॥
কচ্চিদ্দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ।
বর্ত্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সন্তুষ্টমনসঃ সদা ॥ ৩০ ॥
সন্তুষ্টো যদি বর্ত্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্ম্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্ ॥ ৩১ ॥
অসন্তুষ্টোঽসকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ॥
অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—[অথ] (অনন্তর) সতাং গতিঃ [কৃষ্ণ] (সাধুগণের পরমাশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অব্যগ্রঃ [সন্] (আতিথ্যকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া) ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং তম্ (ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিলে পর তাঁহার) উপগম্য (সমীপে গমন করিয়া) পাণিনা পাদৌ (স্বীয় হস্তের দ্বারা তাঁহার পদদ্বয়) অভিমৃশন্ (সম্মর্দ্দন করিতে করিতে) তম্ অপৃচ্ছত (তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ২৯ ॥

দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ! (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!) নাতিকৃচ্ছ্রেণ সদা সন্তুষ্টমনসঃ (যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুতে সতত সন্তুষ্টচিত্ত) তে (আপনার) বৃদ্ধসম্মতঃ (বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম) বর্ত্ততে কচ্চিৎ? (বর্ত্তমান আছে ত? অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইতেছে ত?) ॥ ৩০ ॥

ব্রাহ্মণঃ যহি (ব্রাহ্মণ যদি) যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ [সন্] (যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া) স্বাৎ ধর্ম্মাৎ অহীয়মানঃ (স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া) বর্ত্তেত (জীবনধারণ করেন), [তর্হি] (তাহা হইলে) সঃ হি (সেই ধর্ম্মই) অস্য অখিলকামধুক্ [ভবতি] ঐ ব্রাহ্মণের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকে) ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—[ব্রাহ্মণঃ] সুরেশ্বরঃ অপি (ব্রাহ্মণ দেবরাজ হইয়াও) অসন্তুষ্টঃ [চেৎ, তর্হি] (যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে) [সঃ] (তিনি) অসকৃৎ লোকান্ আপ্নোতি (পুনঃ পুনঃ এক লোক হইতে অন্য লোকে ভ্রমণ করিতে থাকেন)। [ব্রাহ্মণঃ] অকিঞ্চনঃ অপি (আর ব্রাহ্মণ ধনহীন হইয়াও) সন্তুষ্টঃ [চেৎ, তর্হি] (যদি সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে) সর্ব্বাঙ্গবিজ্বরঃ শেতে (তিনি সর্বাঙ্গীণ চিন্তাজ্বরশূন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যাইয়া থাকেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সাধুগণের পরমাশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আতিথ্যকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া, ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে বিশ্রাম লাভ করিলে পর, তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং স্বীয় হস্তের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণের পদদ্বয় মর্দ্দন করিতে করিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৯ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদৃচ্ছাক্রমে যে বস্তু লাভ হয়, তদ্দ্বারাই আপনাদের চিত্ত সন্তুষ্ট থাকে। এক্ষণে আপনার বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইতেছে তো? ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মণ যদি যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিয়া এবং স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া জীবনধারণ করেন, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মই ঐ ব্রাহ্মণের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ব্রাহ্মণ দেবরাজ হইয়াও যদি অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তিনি পুনঃ পুনঃ একলোক হইতে অন্যলোক ভ্রমণ করিতে থাকেন; একস্থানে সুখে অবস্থান করিতে পারেন না। আর ব্রাহ্মণ দরিদ্র হইয়াও যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাঙ্গীণ চিন্তাজ্বরশূন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যাইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—অবেত্য জ্ঞাত্বা, অসিতাপাঙ্গী সুনীলকটাক্ষা, কৃষ্ণায় কৃষ্ণমানেতুং প্রেষয়ামাস ॥ ২৬ ॥ প্রতীহারৈর্দ্বারপালৈঃ ॥ ২৭ ॥ আত্মানং শ্রীকৃষ্ণম্ ॥ ২৮ ॥ অভিমৃশন্ শনৈঃ সম্মর্দ্দয়ন ॥ ২৯—৩০ ॥

বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্ ।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাসকৃৎ ॥ ৩৩ ॥
কচ্চিদ্বঃ কুশলং ব্রহ্মন্! রাজতো যস্য হি প্রজাঃ ।
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্য্যেহ যদিচ্ছয়া ।
সর্ব্বং নো ব্রূহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্য্যং করবাম তে ॥ ৩৫ ॥
এবং সম্পৃষ্টসম্প্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা ।
লীলাগৃহীতদেহেন তস্মৈ সর্ব্বমবর্ণয়ৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়– স্বলাভসন্তুষ্টান্ (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপলাভে সন্তুষ্ট), সাধূন্ (সাধু) ভূতসুহৃত্তমান্ (ভূতগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃৎ) নিরহঙ্কারিণঃ (অহঙ্কারশূন্য) শান্তান্ বিপ্রান (ও শান্ত ব্রাহ্মণগণকে) [অহং] (আমি) শিরসা (অবনতমস্তকে) অসকৃৎ নমস্যে (পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি) ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্।) রাজতঃ (রাজার দিক্ হইতে) বঃ (আপনাদের) কুশলং কচ্চিৎ? (কুশল ত?) যস্য বিষয়ে (যে রাজার দেশে) পাল্যমানাঃ প্রজাঃ (পালিত হইয়া প্রজাগণ) সুখং বসন্তি (সুখে বাস করে) সঃ হি (সেই রাজাই) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ৩৪ ॥

ত্বম্ (আপনি) যতঃ (যে দেশ হইতে) যদিচ্ছয়া (যে প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার অভিলাষে) দুর্গং নিস্তীর্য্য (সমুদ্র অতিক্রম করিয়া) ইহ আগতঃ (এইস্থানে আগমন করিয়াছেন), অগুহ্যং চেৎ, [তর্হি] (যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে) [তৎ] সর্ব্বং (সেই সমস্ত) নঃ ব্রূহি (আমাদিগকে বলুন) [বয়ং] (আমরা) তে (আপনার) কিং কার্য্যং করবাম? (কি কার্য্য সম্পাদন করিব?) ॥ ৩৫ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] লীলাগৃহীতদেহেন (লক্ষ্মীদেবী নিত্যপত্নী হইলেও যিনি লীলাবশতঃ রুক্মিণীকে পত্নী করিবেন মনে করিয়াই তাঁহার দেহ পত্নীদেহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই) পরমেষ্ঠিনা [কৃষ্ণেন] (স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক) এবং সম্পৃষ্টসংপ্রশ্নঃ ব্রাহ্মণঃ (এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ) তস্মৈ (শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) সর্ব্বম্ অবর্ণয়ৎ (রুক্মিণীর সমস্ত কথা বর্ণনা করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যাহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ লাভে সন্তুষ্ট, সাধু, ভূতগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, অহঙ্কার শূন্য ও শান্ত, সেই সকল ব্রাহ্মণকে আমি অবনত মস্তকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥ হে ব্রহ্মন্! রাজার দিক্ হইতে আপনাদের কুশল ত? যে রাজার দেশে প্রজাগণ পালিত হইয়া সুখে বাস করে, সেই রাজা আমার প্রিয় ॥ ৩৪ ॥ আপনি যে দেশ হইতে যে প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার অভিলাষে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত আমাদিগের নিকট বলুন। আমরা আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব? ॥ ৩৫ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! লক্ষ্মীদেবী নিত্যপত্নী হইলেও যিনি লীলাবশতঃ রুক্মিণীকে পত্নী করিবেন মনে করিয়াই তাঁহার দেহ পত্নীদেহরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে রুক্মিণীর সমস্ত কথা বর্ণনা করিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর—স ধর্মোঽস্য ব্রাহ্মণস্য অখিলকামদোগ্ধা ভবতি। যদ্বা স ব্রাহ্মণোঽস্য বিশ্বস্য অখিলকামধুগিতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর ! শৃণ্বতাং তে নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ ! তাপম্
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৩৭ ॥
কা ত্বা মুকুন্দ ! মহতী কুলশীলরূপ-বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্ ।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা কালে নৃসিংহ ! নরলোকমনোঽভিরামম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—[রুক্মিণীদেবী নির্জ্জনে যে পত্রিকা লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণ তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই প্রেমচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন] শ্রীরুক্মিণী উবাচ (রুক্মিণীদেবী বলিতেছেন) (ভুবনসুন্দর ! হে ভুবনসুন্দর !) অচ্যুত ! (হে নিত্যৈশ্বর্য্যশালিন্ !) অঙ্গ ! (হে স্বামিন্) শৃণ্বতাং কর্ণবিবরৈঃ নির্ব্বিশ্য তাপং হরতঃ তে গুণান্ (আপনার যে সকল গুণ কর্ণকুহর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রোতৃবর্গের সংসার তাপ দূর করিয়া দেয়, সেই সকল গুণ) দৃশিমতাং দৃশাং অখিলার্থলাভং রূপং [চ] (এবং যে রূপ হইতে দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণের দৃষ্টির যাবতীয় দর্শনীয় বিষয় লাভ হয়, সেই রূপ) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) মে চিত্তং (আমার চিত্ত) অপত্রপং [সৎ] (লজ্জাশূন্য হইয়া) ত্বয়ি আবিশতি (আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে) ॥ ৩৭ ॥

মুকুন্দ ! (হে মুক্তিপ্রদ !) নৃসিংহ ! (হে নৃসিংহ ! আপনি ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নৃসিংহাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন): কুলবতী ধীরা (কুলবতী ধৈর্য্যবতী), [কিং বহুনা] (অধিক কি). কুলশীলরূপবিদ্যা-বয়োদ্রবিণ-ধামভিঃ মহতী (অপি] (উচ্চ বংশ, সুস্বভাব, সৌন্দর্য্য, যথার্থ জ্ঞান, বয়স, বিত্ত, পুণ্যার্জিত লোক এই সকলের দ্বারা উৎকৃষ্টা হইলেও) কা [নাম] কন্যা (কোন্ কন্যা) কালে (বিবাহকালে) আত্মতুল্যং নরলোকমনোঽভিরামং ত্বা (অনুপম ও নরলোকের মনোরঞ্জক আপনাকে) পতিং ন বৃণীত (পতিত্বে বরণ না করেন ?) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—[রুক্মিণীদেবী নির্জ্জনে যে পত্রিকা লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণ সেই পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করিয়া ঐ প্রেমচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।] রুক্মিণীদেবী বলিতেছেন—হে ভুবনসুন্দর ! হে অচ্যুত ! হে স্বামিন্ ! আপনার যে সকল গুণ কর্ণকুহর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রোতৃবর্গের সংসার তাপ দূর করিয়া দেয় এবং আপনার যে রূপ হইতে দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণের দৃষ্টির যাবতীয় দর্শনীয় বিষয় লাভ হয়, সেই সকল গুণ ও রূপের কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত লজ্জা শূন্য হইয়া আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

হে মুক্তিপ্রদ ! হে নৃসিংহ ! আপনি ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নৃসিংহাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । আপনি নিজে নিজেরই তুল্য অর্থাৎ অনুপম এবং নরলোকের মনোরঞ্জক ; কুলবতী, ধৈর্য্যবতী, অধিক কি, উন্নত পরিবার, সুস্বভাব, সৌন্দর্য, যথার্থ জ্ঞান, বয়স, বিত্ত ও পুণ্যার্জ্জিত লোক এই সকলের দ্বারা শ্রেষ্ঠা হইলেও কোন্ কন্যা বিবাহকালে আপনাকে পতিত্বে বরণ না করেন ? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর—লোকানাপ্নোতি লোকাল্লোকান্তরং পর্য্যটতি নৈকত্র নির্বৃত্তস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । "নাপ্নোতি" ইতিপাঠে সুরেশ্বরোঽপি তৃষা লোকান্ নাপ্নোতি উত্তমলোকান্ প্রাপ্তোঽপি অপ্রাপ্ত ইব ক্লিশ্যতীত্যর্থঃ । শেতে সুখমাস্তে ইত্যর্থঃ । তদেবাহ—সর্বেষঙ্গেষু বাহ্বঙ্গুল্যাদিষু বিজ্বরস্তাপরহিতঃ ॥ ৩২ । যদৃচ্ছয়া যত এব প্রাপ্তোলাভ আত্মলাভো বা তেন সন্তুষ্টান্ পূর্ণান্ সাধূন্ স্বধর্মনিষ্ঠান্ ॥ ৩৩ ॥ যস্য রাজ্যোবিষয়ে দেশে ॥৩৪ ॥

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ ! জায়া-মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো ! বিধেহি ।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্ গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ! ॥ ৩৯ ॥
পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়ম-ব্রতদেববিপ্র-গুর্ব্বর্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—বিভো ! (হে সর্ব্বব্যাপক ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্ !) তৎ (এই কারণে) মে (আমার) ভবান্ খলু (আপনিই) পতিঃ বৃতঃ (পতিত্বে বৃত হইয়াছেন) আত্মা চ ভবতঃ অর্পিতঃ (এবং আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি) ; [অতঃ] অঙ্গ ! (অতএব হে স্বামিন্ !) [ত্বম্] (আপনি) অত্র [আগত্য] (এইস্থানে আগমন করিয়া) [মাং ভবতঃ] জায়াং বিধেহি (আমাকে আপনার পত্নী করিয়া লউন)। অম্বুজাক্ষ ! (হে কমললোচন !) মৃগপতেঃ বলিং গোমায়ুবৎ (সিংহের ভোগাবস্তু শৃগাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়ার ন্যায়) বীরভাগং [মাং] (বীর আপনার ভাগস্বরূপ আমাকে) চৈদ্যঃ আরাৎ [আগত্য] (চেদিরাজ শিশুপাল সমীপে আসিয়া) মা অভিমর্শতু (যেন স্পর্শ না করে) ॥ ৩৯ ॥

[ময়া] যদি (আমি যদি] পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়ম-ব্রতদেববিপ্রগুর্ব্বর্চ্চনাদিভিঃ (কূপাদি খননরূপ পূর্ত্তকর্ম্ম, যজ্ঞাদি রূপ ইষ্টকর্ম্ম, বিবিধ দান, নিয়ম পালন, ব্রতানুষ্ঠান এবং দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুর অর্চ্চনাদির দ্বারা) ভগবান্ পরেশঃ অলম্ আরাধিতঃ (ভগবান্ পরমেশ্বরের পর্য্যাপ্ত আরাধনা করিয়া থাকি), [তর্হি] (তাহা হইলে) গদাগ্রজঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এত্য (আসিয়া) মে পাণিং গৃহ্ণাতু (আমার পাণিগ্রহণ করুন), অন্যে দমঘোষসুতাদয়ঃ ন (দমঘোষনন্দন শিশুপাল প্রভৃতি অপর কেহ যেন আমার পাণিগ্রহণ না করে)॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বব্যাপক ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্ ! এই কারণে আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি ; অতএব হে স্বামিন্ ! আপনি এই স্থানে আগমন করিয়া আমাকে আপনার পত্নী করিয়া লউন। হে কমললোচন ! আপনি বীর। আমি আপনার বস্তু ; সিংহের ভোগ্যবস্তু শৃগাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়ার ন্যায় আপনার বস্তু আমাকে, চেদিরাজ শিশুপাল নিকটে আসিয়া যেন স্পর্শ না করে ॥ ৩৯ ॥ আমি যদি কূপাদি খননরূপ পূর্ত্তকর্ম্ম, যজ্ঞাদিরূপ ইষ্টকর্ম্ম, বিবিধদান, নিয়মপালন, ব্রতানুষ্ঠান এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অর্চ্চনাদিরদ্বারা ভগবান্ পরমেশ্বরের পর্য্যাপ্ত আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। দমঘোষ-পুত্র শিশুপাল প্রভৃতি অন্য কেহ যেন না করে ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—যতঃ স্থানাৎ যদিচ্ছয়া যৎকার্য্যেচ্ছয়া, দুর্গং সমুদ্রম্ ॥ ৩৫ ॥ এবং সংপৃষ্টঃ সংপ্রশ্নঃ প্রষ্টব্যোঽর্থো যস্মৈ সঃ পরমেষ্ঠিনা পরমেশ্বরেণ, বক্তুমারভত্তিপ্রেতং রুক্মিণ্যাশ্চেষ্টিতমিত্যাদি সর্ব্বম্ ॥ ৩৬ ॥

রুক্মিণ্যা স্বয়মেকান্তে লিখিত্বা দত্তপত্রিকাম্। মুদ্রামুন্মুচ্য কৃষ্ণায় প্রেমচিহ্নমদর্শয়ৎ ॥ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া বাচয়তি—শ্রুত্বেতি। অয়মর্থঃ—হে অচ্যুত ! হে ভুবনসুন্দরেত্যৌৎসুক্যং দ্যোতয়তি। ক তব মহিমা ? ক চাহং ? রূপকুলশীলাদিযুক্তাপি। তথাপি অপগতা ত্রপা যস্মাৎ তন্মে চিত্তং ত্বয়ি আবিশতি আসজ্জতে। তৎ কুতস্তত্রাহ— শৃণ্বতাং কর্ণবিবরৈরন্তঃ প্রবিশ্য অঙ্গতাপম্, অঙ্গেতি পৃথক্ সম্বোধনং বা, হরতস্তব গুণান্ শ্রুত্বা তথা দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং দৃশামখিলার্থলাভাত্মকং রূপঞ্চ শ্রুত্বেতি ॥ ৩৭ ॥

শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্॥ ৪১॥
অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূং স্ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।
পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ॥ ৪২॥

অন্বয়- অজিত! (হে অজিত!) শ্বোভাবিনি উদ্বহনে (আগামী পরশ্ব আমার বিবাহ হইবে, এই বিবাহে) [প্রথমং] ত্বং গুপ্তঃ [সন্] (প্রথমতঃ আপনি অলক্ষিতভাবে) বিদর্ভান্ সমেত্য (বিদর্ভ দেশে সমুপস্থিত হইয়া) [পশ্চাৎ] পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ [সন্) (পরে সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া) চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং নির্মথ্য (শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যগণকে মথিত করিয়া) প্রসহ্য (সহসা) বীর্য্যশুল্কাং মাং (প্রভাব প্রদর্শনই যাহার বিবাহের প্রদেয় পণ, তাদৃশী আমাকে) রাক্ষসেন বিধিনা (রাক্ষস-বিধি অনুসারে) উদ্বহ (বিবাহ করুন)॥ ৪১॥

বন্ধূন্ অনিহত্য (তোমার স্বজনগণকে বধ না করিয়া) অন্তঃপুরান্তরচরীং ত্বাং (অন্তঃপুরের মধ্যে বিচরণকারিণী তোমাকে) কথম্ উদ্বহে (আমি কি প্রকারে বিবাহ করিব?)" ইতি [আশঙ্কসে চেৎ] (এইরূপ আশঙ্কা যদি আপনি করেন), [তর্হি] উপায়ং প্রবদামি (তাহা হইলে তাহার উপায় বলিতেছি) পূর্বেদ্যুঃ (বিবাহের পূর্বদিনে) মহতী কুলদেবযাত্রা অস্তি (মহাসমারোহে আমাদের কুলদেবতার উৎসব হইয়া থাকে); যস্যাং (ঐ উৎসবে) নববধূঃ (নববধূ) [অন্তঃপুরাৎ] বহিঃ (অন্তঃপুর হইতে বাহিরে) গিরিজাম্ উপেয়াৎ (অম্বিকাদেবীর নিকটে পূজা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকে)। [আপনি সেই সুযোগে অম্বিকাদেবীর মন্দির হইতে আমাকে হরণ করুন]॥ ৪২॥

অনুবাদ—হে অজিত! প্রভাব প্রদর্শনই আমার বিবাহের প্রদেয় পণ। আগামী পরশ্ব আমার বিবাহ হইবে; এই বিবাহে প্রথমতঃ আপনি অলক্ষিতভাবে বিদর্ভদেশে আগমন করুন; পরে সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যগণকে মথিত করিয়া সহসা প্রভাব প্রদর্শন-রূপ পণ দিয়া আমাকে রাক্ষসবিধি অনুসারে বিবাহ করুন॥ ৪১॥

"তুমি অন্তঃপুরের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক; তোমার স্বজনগণকে বধ না করিয়া আমি কি প্রকারে তোমাকে বিবাহ করিব?" এইরূপ আশঙ্কা যদি আপনি করেন, তাহা হইলে তাহার উপায় বলিতেছি—বিবাহের পূর্ব্বদিনে মহাসমারোহে আমাদের কুলদেবতার উৎসব হইয়া থাকে; ঐ উৎসবে নববধূ পূজা করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বাহিরে অম্বিকাদেবীর মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। আপনি সেই সুযোগে অম্বিকাদেবীর মন্দির হইতে আমাকে হরণ করুন॥ ৪২॥

শ্রীধর—অহো কুলকন্যানামিদমতিধার্ষ্ট্যমিতি মা শঙ্কিষ্ঠা ইত্যাহ কা ত্বেতি। হে মুকুন্দ! হে নৃসিংহ! নরশ্রেষ্ঠ! কা নাম কন্যা কুলবতী তথা মহতী পুরুগুণোদারা তথা ধীরা ধৃতিমতী ত্বা ত্বাং পতিং ন বৃণীত। ময্যেব কেবলং দোষশঙ্কেতি ভাবঃ। কথম্ভূতম্। কুলশীলাদিভিরাত্মনৈব তুল্যং নিরুপমমিত্যর্থঃ। দ্রবিণং দ্রব্যসম্পৎ, ধাম প্রভাবঃ, তথা নরলোকস্য মনসাম্ অভিরামোঽভিরমণং যস্মাৎ তম্, কিঞ্চ কালে বিবাহাবসরে॥ ৩৮॥

হে বিভো! তৎ তস্মাৎ মে ময়া ভবান্ খলু পতিবৃর্তঃ, আত্মা চ ভবতোঽর্পিতঃ, অতস্ত্বমত্রাগত্য মাং ভবতো জায়াং বিধেহি। বিপক্ষে বাধকং দ্যোতয়ন্ত্যাহ—মা বীরভাগমিতি। বীরস্য তব ভাগং মাম্ আরাৎ শীঘ্রম্ এত্য আগত্য চৈদ্যো মাভিমর্শতু মা স্পৃশতু। মৃগপতের্বলিং গোমায়ুবৎ গোমায়ুঃ শৃগাল ইবেতি॥ ৩৯॥

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।

যর্হ্যম্বুজাক্ষ! ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব! ময়াহৃতাঃ।

বিমৃশ্য কর্ত্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—অম্বুজাক্ষ! (হে কমললোচন!) মহান্তঃ (মহদ্ ব্যক্তিগণ) আত্মতমোঽপহত্যৈ (জন্মমরণ প্রবাহরূপ নিজ নিজ সংসার বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত) উমাপতিঃ ইব (মহাদেবের ন্যায়) যস্য অঙ্ঘ্রিপঙ্কজ-রজঃস্নপনং বাঞ্ছন্তি (যাঁহার চরণধূলির দ্বারা স্নান করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন), ভবৎপ্রসাদং (তাদৃশ আপনার অনুগ্রহ) যদি [অহং] ন লভেয় (যদি আমি লাভ করিতে না পারি), [তর্হি] (তাহা হইলে) শতজন্মভিঃ [অপি যাবৎ] (শত শত জন্মের দ্বারাও যতকালে) [ভবৎপ্রসাদঃ] স্যাৎ (আপনার অনুগ্রহ হয়), [তাবৎ] (ততকাল) ব্রতকৃশান্ অসূন্ জহ্যাম্ (উপবাসাদি ব্রতাচরণের দ্বারা প্রাণ ক্ষীণ করিয়া পরিত্যাগ করিতে থাকিব) ॥ ৪৩ ॥

শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ (ব্রাহ্মণ বলিলেন) যদুদেব! (হে যদুদেব!) ইতি এতে গুহ্যসন্দেশাঃ (এই সকল গোপনীয় সংবাদ) ময়া আহৃতাঃ (আমি আনিয়াছি), [কোথাও প্রকাশ করি নাই, আপনিও যাদবগণের নিকটে প্রকাশ করিবেন না]। অত্র যৎ চ কর্ত্তুং [যুক্তম্] (এই বিষয়ে যাহা করা উচিত), তৎ (তাহা) [স্বয়ং] বিমৃশ্য (নিজেই বিবেচনা করিয়া) অনন্তরং ক্রিয়তাম্ (শীঘ্রই সম্পাদন করুন) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে কমললোচন! মহদ্ ব্যক্তিগণ জন্মমরণপ্রবাহরূপে নিজ নিজ সংসার বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত মহাদেবের ন্যায় আপনার শ্রীচরণ ধূলির দ্বারা স্নান করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকেন; এতাদৃশ আপনার অনুগ্রহ যদি আমি লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে শত শত জন্মের দ্বারাও যতকালে আপনার অনুগ্রহ হয়, ততকাল উপবাসাদি ব্রতাচরণের দ্বারা প্রাণ ক্ষীণ করিয়া পরিত্যাগ করিতে থাকিব ॥ ৪৩ ॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে যদুদেব! এইসকল গোপনীয় সংবাদ আমি আনিয়াছি (কোথাও প্রকাশ করি নাই; আপনিও যাদবগণের নিকট প্রকাশ করিবেন না)। এই বিষয়ে যাহা করা উচিত, তাহা নিজেই বিবেচনা করিয়া শীঘ্রই সম্পাদন করুন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর—অনেকজন্মকৃতৈঃ সুকৃতৈরিদমেব ভূয়াদিতি প্রার্থয়তে—পূর্ত্তেতি। পূর্ত্তং কূপাদি, ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি, দত্তং হিরণ্যাদি-দানম্, নিয়মস্তীর্থাটনাদিঃ, ব্রতং কৃচ্ছ্রাদি ॥ ৪০ ॥ নমু চৈদ্যায় বন্ধুভিরপিতায়াং ত্বয়ি কিমধুনা করণীয়মিত্যপেক্ষায়ামাহ—শ্বোভাবিনীতি। হে অজিত! শ্বোভাবিনি উদ্বহনে বিবাহে প্রথমং গুপ্তোঽলক্ষিত এবাগত্য পশ্চাৎ পৃতনাপতিভিঃ পরিবৃতঃ সন্ চৈদ্যাদিবলং নির্ম্মথ্য প্রসহ্য বলাৎ বীর্য্যং প্রভাবদর্শনমেব শুল্কং বৈবাহিকং দেয়ং যস্যাস্তাং মাম্ অনেন রাক্ষসবিধিনা উদ্বহেত্যুপদেশরহস্যম্ ॥ ৪১ ॥ নমু ভবতু শিশুপালাদিবলপ্রমথনম্, অন্তঃপুরমধ্যগতায়াস্তব হরণে ত্বদ্বন্ধুবধোঽপি প্রসজ্যেত ইত্যত আহ—অন্তঃপুরেতি। পুরাদ্বহির্বর্ত্তমানাং গিরিজামম্বিকাম্ অম্বিকাগৃহাদেব মম হরণং সুকরমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ নমু কিমনেনানর্থকারিণা নির্বন্ধেন, চৈদ্যোঽপি তাবৎ প্রখ্যাতগুণকর্ম্মা যোগ্য এব বর ইতি চেৎ তত্রাহ—যস্যেতি। হে অম্বুজাক্ষ! যস্য ভবতোঽঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোভিঃ স্নপনম্ আত্মনস্তমসোঽপহত্যৈ উমাপতিরিব মহান্তো বাঞ্ছন্তি, তস্য ভবতঃ প্রসাদং যর্হ্যহং ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াম্, তর্হি ব্রতৈরুপবাসাদিভিঃ কৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ম্। ততঃ কিমিত্যত আহ—শতজন্মভিরিতি। এবমেব বারং বারং জহ্যাং যাবচ্ছতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি ॥ ৪৩ ॥ অত্র যৎ কর্ত্তুং করণীয়ং তদ্বিমৃশ্য ক্রিয়তাং তচ্চানন্তরমেব ক্রিয়তামিতি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।
বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ ॥ ২ ॥
তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্ মৃধে।
মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোঽগ্নিশিখামিব ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—[এই অধ্যায়ে রুক্মিণী-হরণ বর্ণনা করা হইতেছে।] শ্রীশুক উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] যদুনন্দনঃ সঃ তু (সেই যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) বৈদর্ভ্যাঃ সন্দেশং নিশম্য (রুক্মিণীদেবীর সংবাদ শ্রবণ করিয়া) পাণিনা পাণিং প্রগৃহ্য (নিজ হস্তের দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া) প্রহসন (হাসিতে হাসিতে) ইদম্ অব্রবীৎ (এইরূপ বলিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) [হে দ্বিজ।] তথা অহম্ অপি (রুক্মিণীর ন্যায় আমিও) তচ্চিত্তঃ [সন্] (তদ্‌গতচিত্ত হইয়া) নিশি (রাত্রিতে) নিদ্রাং চ ন লভে (নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারিতেছি না)। দ্বেষাৎ (বিদ্বেষবশতঃ) রুক্মিণা (রুক্মী) মম উদ্বাহং (রুক্মিণীর সহিত আমার বিবাহ) নিবারিতঃ (নিবারণ করিয়াছে) [ইতি] অহং বেদ (ইহা আমি জানি) ॥ ২ ॥

এধসঃ অগ্নিশিখাম্ ইব (কাষ্ঠমধ্যস্থ অগ্নিশিখাকে যেমন কাষ্ঠ মন্থন করিয়া তাহা হইতে বাহির করিয়া আনয়ন করা হয়, সেইরূপ) [অহং] (আমি) মৃধে (যুদ্ধে) রাজন্যাপসদান্ উন্মথ্য (ক্ষত্রিয়াধমদিগকে উন্মথিত করিয়া) [তাহাদিগের মধ্য হইতে] মৎপরাম্ অনবদ্যাঙ্গীং তাম্ (মৎপরায়ণা অনিন্দিতাঙ্গী অর্থাৎ সর্বাঙ্গসুন্দরী রুক্মিণীকে) আনয়িষ্যে (আনয়ন করিব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—[এই অধ্যায়ে রুক্মিণী-হরণ বর্ণনা করা হইতেছে।] শুকদেব বলিলেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিজ হস্তের দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে এইরূপ বলিলেন॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে দ্বিজ! রুক্মিণীর ন্যায় আমিও তদ্‌গতচিত্ত হইয়া রাত্রিতে নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারিতেছি না। রুক্মী বিদ্বেষবশতঃ রুক্মিণীর সহিত আমার বিবাহ নিবারণ করিয়াছে, ইহা আমি জানি॥ ২ ॥ কাষ্ঠ মন্থন করিয়া যেমন কাষ্ঠ হইতে অগ্নিশিখা বাহির করিয়া আনয়ন করা হয়, সেইরূপ আমি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াধমদিগকে উন্মথিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে হইতে মৎপরায়ণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রুক্মিণীকে আনয়ন করিব ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—ত্রিপঞ্চাশত্তমে গত্বা বিদর্ভানচ্যুতোঽহিতঃ। রুক্মিণী মহরৎ কৃষ্ণো মিষতাং দ্বিষতাং বলাৎ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

উদ্বাহর্ক্ষং স বিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ।
রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্॥ ৪॥
স চাশ্বৈঃ শৈব-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প বলাহকৈঃ।
যুক্তং রথমুপানীয় তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ॥ ৫॥
আরুহ্য স্যন্দনং সৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ।
আনর্ত্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ॥ ॥ ৬॥
রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশানুগঃ।
শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন্ কর্ম্মাণ্যকারয়ৎ॥ ৭॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] মধুসূদনঃ সঃ (মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ) রুক্মিণ্যাঃ উদ্বাহর্ক্ষং বিজ্ঞায় (পরশ্ব রাত্রিতে রুক্মিণীর বিবাহনক্ষত্র জানিতে পারিয়া) "দারুক! (হে দারুক!) আশু (শীঘ্র) রথঃ সংযুজ্যতাম্ (রথ যোজনা কর)" ইতি সারথিম্ আহ (ইহা সারথিকে বলিলেন)॥ ৪॥

[তদা] সঃ চ (তখন সেই দারুকও) শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্প-বলাহকৈঃ অশ্বৈঃ যুক্তং রথম্ (শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারিটি অশ্ব যোজিত রথ) উপানীয় (শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আনয়ন করিয়া) প্রাঞ্জলিঃ [সন্] (কৃতাঞ্জলি হইয়া) অগ্রতঃ তস্থৌ (সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন)॥ ৫॥

[অনন্তর] সৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) দ্বিজং স্যন্দনম্ আরোপ্য (ব্রাহ্মণকে রথে আরোহণ করাইয়া) [স্বয়ং চ] আরুহ্য (এবং স্বয়ং আরোহণ করিয়া) তূর্ণগৈঃ হয়ৈঃ (দ্রুতগামী অশ্ব সমূহের দ্বারা) একরাত্রেণ (এক রাত্রিতে) আনর্ত্তাৎ বিদর্ভান্ অগমৎ (আনর্ত্তদেশ হইতে বিদর্ভ দেশে গমন করিলেন)॥ ৬॥

[এদিকে] সঃ কুণ্ডিনপতিঃ রাজা (সেই কুণ্ডিনাধিপতি রাজা ভীষ্মক) পুত্রস্নেহবশানুগঃ (পুত্র রুক্মীর স্নেহে বশীভূত ও অনুবর্ত্তী হইয়া) শিশুপালায় (শিশুপালকে) স্বাং কন্যাং দাস্যন্ (নিজকন্যা সম্প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়া) কর্মাণি অকারয়ৎ (নগর অলঙ্কৃত ও পিতৃদেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম সম্পাদন করাইলেন)॥ ৭॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ পরশ্ব রাত্রিতে রুক্মিণীর বিবাহ নক্ষত্র জানিতে পারিয়া তখনই সারথিকে কহিলেন, হে দারুক! শীঘ্র রথ যোজনা কর॥ ৪॥ তখন সেই দারুকও শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারিটি অশ্বযোজিত রথ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আনয়ন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন॥ ৫॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণকে রথে আরোহণ করাইয়া দ্রুতগামী অশ্বসমূহের দ্বারা একরাত্রে আনর্ত্ত দেশ হইতে বিদর্ভ দেশে গমন করিলেন॥৬॥ এদিকে কুণ্ডিনাধিপতি রাজা ভীষ্মক, পুত্র রুক্মীর স্নেহে বশীভূত ও অনুগত হইয়া শিশুপালকে নিজকন্যা সম্প্রদান করিবার অভিলাষে নগর অলঙ্কৃত ও পিতৃদেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম সম্পাদন করাইলেন॥ ৭॥

শ্রীধর—নিদ্রালাভে কারণান্তরং বেদেতি। তয়া অকথিতমপ্যহং জানামীতি॥ ২॥ আনয়িষ্যে আনেষ্যামি। রাজন্যাপসদান্ রাজসু হীনান্, উন্মথ্যানয়নে দৃষ্টান্তঃ—এধ ইতি॥ ৩॥

পুরং সংমৃষ্টসংসিক্ত-মার্গরথ্যাচতুষ্পথম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৮ ॥
স্রগ্‌গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ ।
জুষ্টং স্ত্রীপুরুষৈঃ শ্রীমদ্‌গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ ॥ ৯ ॥
পিতৄন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্নৃপঃ ।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—[সঃ] (রাজা ভীষ্মক) পুরং সংমৃষ্টসংসিক্তমার্গরথ্যাচতুষ্পথম্ (নগরের রাজপথ, সাধারণ পথ ও চতুষ্পথসমূহ সম্মার্জ্জিত ও অভিষিক্ত করাইলেন) চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ [চ] (এবং নানাবর্ণের ধ্বজ পতাকা ও তোরণসমূহের দ্বারা) সমলঙ্কৃতম্ [অকারয়ৎ] (নগরকে সম্যক্ অলঙ্কৃত করাইলেন) ॥ ৮ ॥

[সঃ পুরং] (তিনি নগরকে) স্রগ্‌গন্ধমাল্যাভরণৈঃ বিরজোঽম্বরভূষিতৈঃ (হার, গন্ধ, মাল্য, আভরণ ও নির্ম্মল বসনে বিভূষিত) স্ত্রীপুরুষৈঃ (স্ত্রী ও পুরুষগণের দ্বারা) [তথা] অগুরুধূপিতৈঃ শ্রীমদ্‌গৃহৈঃ জুষ্টম্ [অকারয়ৎ] (এবং সুন্দর অগুরুধূপে আমোদিত গৃহসমূহের দ্বারা সুশোভিত করাইলেন) ॥ ৯ ॥

[অনন্তর] নৃপঃ (রাজা ভীষ্মক) বিধিবৎ (বিধি অনুসারে) পিতৄন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য (পিতৃগণকে ও দেবগণকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া) বিপ্রান্ চ ভোজয়িত্বা (এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া) যথান্যায়ং (বিধি অনুসারে) [অন্যান্ চ কন্যাং প্রতি] (অপর ব্রাহ্মণগণকে দিয়া কন্যার উদ্দেশ্যে) মঙ্গলং বাচয়ামাস (মঙ্গলবাচন করাইলেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাজা ভীষ্মক নগরের রাজপথ, সাধারণ পথ ও চতুষ্পথসমূহ সম্মার্জ্জিত ও অভিষিক্ত করাইলেন এবং নানাবর্ণের ধ্বজ পতাকা ও তোরণসমূহের দ্বারা নগরকে সম্যক্ অলঙ্কৃত করাইলেন ॥ ৮ ॥ তিনি নগরকে হার, গন্ধমাল্য, আভরণ ও নির্ম্মল বসনে বিভূষিত স্ত্রী ও পুরুষগণের দ্বারা এবং অগুরু ধূপে আমোদিত শ্রীসম্পন্ন গৃহসমূহের দ্বারা সুশোভিত করাইলেন অর্থাৎ নগরের স্ত্রী পুরুষগণ গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত হইল এবং মনোহর গৃহসমূহ অগুরু ধূপের গন্ধে আমোদিত হইল ॥ ৯ । অনন্তর রাজা ভীষ্মক বিধি অনুসারে পিতৃগণকে ও দেবগণকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বিধি অনুসারে অপর ব্রাহ্মণগণকে দিয়া কন্যার উদ্দেশ্যে মঙ্গলবাচন করাইলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—উদ্বাহর্ক্ষমিতি পরশো রাত্রৌ বিবাহনক্ষত্রমিতি বিজ্ঞায় তস্যাং রাত্র্যাং প্রস্থায় প্রাতর্বিদর্ভদেশানগমৎ, "শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্যেতি" রুক্মিণীসন্দেশাৎ ॥ ৪ ॥ শৈব্যেত্যাদীনি চত্বারি অশ্বনামানি ॥ ৫-৬॥ পুত্রস্য রুক্মিণঃ স্নেহেন তদ্বশমনুগচ্ছতীতি তথা, অনেন শিশুপালে অনতিরুচিং দ্যোতয়তি। কর্ম্মাণি পুরালঙ্কারপিতৃদেবার্চ্চনাদীনি ॥ ৭ ॥ তান্যেবাহ—পুরমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। সংমৃষ্টাঃ সংসিক্তাশ্চ মার্গাদয়ো যস্মিংস্তৎ, চিত্রা ধ্বজেষু পতাকাস্তাভিঃ সমলঙ্কৃতমকারয়ৎ ॥ ৮ ॥ স্রগ্‌গন্ধমাল্যা ভরণৈরিত্যত্র মত্বর্থো দ্রষ্টব্যঃ। যদ্বা স্রগ্‌গন্ধমাল্যানি আবিষ্কুর্বন্তীতি তথা তৈঃ, তথা বিরজোম্বরৈর্ভূষিতৈশ্চ স্ত্রীপুরুষৈর্জুষ্টম্, তথা শ্রীমদ্ভির্গৃহৈশ্চ জুষ্টম্ ॥ ৯ ॥

সুস্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্।
অহতাংশুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ ॥ ১১ ॥
চক্রুঃ সামর্গ্‌যজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরোহিতোঽথর্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে ॥ ১২ ॥
হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্।
প্রাদাদ্ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাং বরঃ ॥ ১৩ ।
এবং চেদীপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ।
কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্বমভ্যুদয়োচিতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—কৃতকৌতুকমঙ্গলাং সুস্নাতাং (বিবাহ সূত্রে কন্যার মাঙ্গলিক কার্য্য করান হইলে ও উত্তমরূপে স্নান করানো হইলে সেই) সুদতীং কন্যাং (সুন্দরী কন্যাকে) [স্বজনাঃ] (স্বজনগণ) অহতাংশুকযুগ্মেন (নব বস্ত্রদ্বয়ের দ্বারা) ভূষণোত্তমৈঃ [চ] (ও উত্তম উত্তম অলঙ্কারের দ্বারা) ভূষিতাং চক্রুঃ (বিভূষিত করিলেন)। দ্বিজোত্তমাঃ (দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ) সামর্গ্‌যজুর্মন্ত্রৈঃ (সাম, ঋক্ ও যজুর্মন্ত্রের দ্বারা) বধ্বাঃ (কন্যার) রক্ষাং [চক্রুঃ] (রক্ষাবিধান করিলেন) অথর্ববিৎ পুরোহিতঃ বৈ (এবং অথর্ব-বেদজ্ঞ পুরোহিত) গ্রহশান্তয়ে জুহাব (গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত হোম করিলেন)। ॥ ১১-১২ ॥

[অথ] (অনন্তর) বিধিবিদাং বরঃ রাজা (বিধিবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ রাজা ভীষ্মক) বিপ্রেভ্যঃ (ব্রাহ্মণদিগকে) হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি (স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র), গুড়মিশ্রিতান্ তিলান্ চ (গুড়মিশ্রিত তিল) ধেনূঃ চ (ও ধেনু সকল) প্রাদাৎ (প্রদান করিলেন) ॥ ১৩ ॥

এবং (ভীষ্মকের ন্যায়) চেদিপতিঃ রাজা দমঘোষঃ বৈ (চেদিদেশের অধিপতি রাজা দমঘোষও) মন্ত্রজ্ঞৈঃ [ব্রাহ্মণৈঃ] (মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা) সুতায় সর্বম্ অভ্যুদয়োচিতং (পুত্রের নিমিত্ত সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য) কারয়ামাস (সম্পাদন করাইলেন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বিবাহসূত্রে কন্যার মাঙ্গলিক কার্য্য করান হইলে ও উত্তমরূপে তাহাকে স্নান করান হইলে স্বজনগণ সেই সুন্দরী কন্যাকে নববস্ত্রদ্বয়ের দ্বারা ও উত্তম উত্তম অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত করিলেন। অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সাম, ঋক্ ও যজুর্মন্ত্র সমূহের দ্বারা কন্যার রক্ষাবিধান করিলেন এবং অথর্ববেদজ্ঞ পুরোহিত গ্রহশান্তির নিমিত্ত হোম করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

অনন্তর বিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ রাজা ভীষ্মক ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, গুড়মিশ্রিত তিল ও ধেনুসকল প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ ভীষ্মকের ন্যায় চেদিদেশের অধিপতি রাজা দমঘোষও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্র শিশুপালের নিমিত্ত সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করাইলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—যথান্যায়মন্যাংশ্চ কন্যাং প্রতি মঙ্গলং বাচয়ামাস ॥ ১০ ॥ কৃতং কৌতুকেন বিবাহসূত্রেণ মঙ্গলং যস্যাস্তাম্, অহতং নবীনম্, ভূষণোত্তমৈশ্চ ভূষিতাম্ ॥ ১১ ॥ বধ্বাস্তস্যা কন্যায়াঃ, অথর্ববিৎ আথর্বণমন্ত্রবিৎ ॥ ১২-১৩ ॥ অভ্যুদয়ে উচিতম্ ॥ ১৪ ॥

মদচ্যুদ্ভির্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈর্হেমমালিভিঃ।
পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ ॥ ১৫ ॥
তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ।
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে ॥ ১৬ ॥
তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ।
আজগ্মুশ্চৈদ্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণরামদ্বিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্।
যদ্যাগত্য হরেৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥
যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ।
আজগ্মুর্ভূভুজঃ সর্ব্বে সমগ্রবলবাহনাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—[ততঃ সঃ] (তৎপরে রাজা দমঘোষ) [পুত্রেণ সহ] (পুত্র শিশুপালের সহিত) মদচ্যুদ্ভিঃ গজানীকৈঃ (মদস্রাবী গজসমূহ), হেমমালিভিঃ স্যন্দনৈঃ (স্বর্ণমালায় মণ্ডিত রথসমূহ), পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ (পদাতি ও অশ্বসমূহে পরিব্যাপ্ত সৈন্যসমূহে) পরীতঃ [সন্] (পরিবৃত হইয়া) কুণ্ডিনং যযৌ (কুণ্ডিননগরে আগমন করিলেন) ॥ ১৫ ॥

[তখন] বিদর্ভাধিপতিঃ বৈ (বিদর্ভরাজ ভীষ্মক) সমভ্যেত্য (সমীপে আগমন করতঃ) তম্ অভিপূজ্য চ (চেদিরাজকে সর্বতোভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া) মুদা (সানন্দে) কল্পিতান্যনিবেশনে নিবেশয়ামাস (তাঁহার জন্য যে বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তথায় লইয়া গেলেন) ॥ ১৬ ॥

[তদা] শাল্বঃ জরাসন্ধঃ দন্তবক্রঃ বিদূরথঃ (তখন শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ) [তথা অন্যে] (এবং অপরাপর) পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ (পৌণ্ড্রক প্রভৃতি) সহস্রশঃ চৈদ্যপক্ষীয়াঃ [রাজানঃ] (সহস্র সহস্র শিশুপালপক্ষীয় রাজগণ) তত্র আজগ্মুঃ (সেই কুণ্ডিন নগরে আগমন করিল) ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণরামদ্বিষঃ [তে] সর্বে ভূভুজঃ (রাম-কৃষ্ণবিদ্বেষী ঐ সকল রাজা) "যদি কৃষ্ণঃ (যদি কৃষ্ণ) রামাদ্যৈঃ যদুভিঃ বৃতঃ [সন্] (বলরাম প্রভৃতি যদুগণে পরিবৃত হইয়া) আগত্য (আগমন করিয়া) [কন্যাং] হরেৎ (ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীকে হরণ করে), [তর্হি বয়ং] (তাহা হইলে আমরা) সংহতাঃ [সন্তঃ] (মিলিত হইয়া) তেন [সহ] (তাহার সহিত) যোৎস্যামঃ (যুদ্ধ করিব)" ইতি নিশ্চিতমানসাঃ (এইরূপ স্থির করিয়া) যত্তাঃ সমগ্রবলবাহনাঃ [চ সন্তঃ] (সাবধান হইয়া সমগ্র সৈন্য ও বাহন সঙ্গে লইয়া) চৈদ্যায় কন্যাং সাধিতুম্ (শিশুপালের কন্যালাভ সিদ্ধি করিবার জন্য) [তত্র] আজগ্মুঃ (সেই কুণ্ডিন নগরে আগমন করিল) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—তৎপরে রাজা দমঘোষ, পুত্র শিশুপালের সহিত মদস্রাবী গজসমূহ, স্বর্ণমালায় মণ্ডিত বহু রথ, পদাতি ও অশ্ব পরিব্যাপ্ত সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া কুণ্ডিন নগরে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন বিদর্ভরাজ ভীষ্মক সমীপে আগমন করিয়া চেদিরাজের সর্ব্বতোভাবে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহার জন্য যে বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল, সানন্দে তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন ॥ ১৬ ॥ তখন শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ, এবং পৌণ্ড্রক প্রভৃতি সহস্র সহস্র শিশুপালপক্ষীয় রাজগণ সেই কুণ্ডিন নগরে আগমন করিল ॥ ১৭ ॥ "যদি কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি যদুগণে পরিবৃত হইয়া আসিয়া ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীকে হরণ করে, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিব"—এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণবিদ্বেষী শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ সাবধান হইয়া সমগ্র সৈন্য ও বাহন সঙ্গে লইয়া শিশুপালের কন্যালাভ সিদ্ধ করিবার জন্য কুণ্ডিন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রীধর—ততশ্চতুরঙ্গসৈন্যৈঃ পরীতঃ পরিবৃতঃ কুণ্ডিনং ভীষ্মকস্য পুরং যযৌ। মদং চ্যবন্তে ইতি মদচ্যুতস্তৈঃ স্যন্দনৈ রথৈঃ, হেমরচিতা মালা বিদ্যন্তে যেষু তৈঃ ॥ ১৫ ॥ কল্পিতং নির্ম্মিতং যদন্যৎ নিবেশনং তস্মিন্ ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রুত্বৈতং ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্ ।
কৃষ্ণঞ্চৈকং গতং হর্ত্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ ॥ ২০ ॥
বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ ।
ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ ॥ ২১ ॥
ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাঙ্ক্ষন্ত্যাগমনং হরেঃ ।
প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ৎ তদা ॥ ২২ ॥
অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেঽল্পরাধসঃ ।
নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্ ।
সোঽপি নাবর্ত্ততেঽদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়--ভগবান্ রামঃ (ভগবান্ বলরাম) এতম্ বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমং (বিপক্ষীয় রাজগণের এইরূপ উদ্যম) কন্যাং হর্ত্তুং কৃষ্ণম্ একং গতং চ (এবং কন্যা হরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ একাকী গমন করিয়াছেন) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) কলহশঙ্কিতঃ (বিবাদের আশঙ্কায় শঙ্কিত) ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ । চ সন্ । (ও ভ্রাতৃস্নেহে আপ্লুত হইয়া) গজাশ্বরথপত্তিভিঃ মহতা বলেন সার্দ্ধং (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে সমৃদ্ধ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে) ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাৎ (সত্বর কুণ্ডিন নগরে আগমন করিলেন) ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

(হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) তদা (তখন) হরেঃ আগমনং কাঙ্ক্ষন্তী (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমনাকাঙ্ক্ষিণী) বরারোহা ভীষ্মকন্যা (সর্বাঙ্গসুন্দরী ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণী) দ্বিজস্য প্রত্যাপত্তিম্ অপশ্যন্তী (সেই ব্রাহ্মণকে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া) অচিন্তয়ৎ (চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ২২ ॥

অহো (হায় !) অল্পরাধসঃ মে উদ্বাহঃ (মন্দভাগিনী আমার বিবাহ) ত্রিযামান্তরিতঃ (এক রাত্রি মাত্র ব্যবধান অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত হইলে কল্যই আমার বিবাহ হইবে), অরবিন্দাক্ষঃ ন আগচ্ছতি (কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না), অত্র কারণং (ইহার কারণ) অহং ন বেদ্মি (আমি বুঝিতে পারিতেছি না) । মৎসন্দেশহরঃ সঃ দ্বিজঃ অপি (আমার সংবাদবাহক সেই ব্রাহ্মণও তো) অদ্যাপি (এখনও) ন আবর্ত্ততে (ফিরিয়া আসিলেন না) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বলরাম বিপক্ষীয় রাজগণের এইরূপ উদ্যম এবং শ্রীকৃষ্ণ কন্যা হরণ করিবার নিমিত্ত একাকী গিয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিবাদের আশঙ্কায় শঙ্কিত ও ভ্রাতৃস্নেহে আপ্লুত হইলেন এবং ভ্রাতার রক্ষার নিমিত্ত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে সমৃদ্ধ বিপুল সৈন্য সঙ্গে লইয়া সত্বর কুণ্ডিন নগরে আগমন করিলেন ॥ ২০-২১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; তিনি যে ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণকে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হায় ! আমি মন্দভাগিনী ; আমার বিবাহের একরাত্রি মাত্র ব্যবধান ; কল্যই আমার বিবাহ হইবে ; কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না, ইহার কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । আমার সংবাদবাহক সেই ব্রাহ্মণও তো এখনও ফিরিয়া আসিলেন না ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—যদি শ্রীকৃষ্ণো হরেদিতি শঙ্কিতাঃ কন্যাং সাধয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—২১ ॥ সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেব ঔৎসুক্যেন রুক্মিণী অচিন্তয়দিত্যাহ—ভীষ্মকন্যেতি । প্রত্যাপত্তিং প্রত্যাগমনম্ ॥ ২২ ॥ ত্রিযামা রাত্রিস্তাবন্মাত্রেণান্তরিতঃ, অল্পরাধসো মন্দভাগ্যায়াঃ ॥ ২৩ ॥

অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্ ।
মৎপাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ ॥ ২৪ ॥
দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ ।
দেবী বা বিমুখা গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী ॥ ২৫ ॥
এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা ।
ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অনবদ্যাত্মা [কৃষ্ণঃ] (অনিন্দিত শ্রীকৃষ্ণ) [ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিবেন ভাবিয়া পূর্বে না পাঠাইয়া প্রথমতঃ] কৃতোদ্যমঃ অপি (আসিবার উদ্যোগ করিয়াও) [পরে আসিবার সময়ে] নূনং (নিশ্চয়ই) ময়ি কিঞ্চিৎ জুগুপ্সিতং দৃষ্ট্বা (আমাতে ধৃষ্টতাদি কোনও দোষ লক্ষ্য করিয়া) মৎপাণিগ্রহণে ন আয়াতি হি (আমার পাণিগ্রহণ করিতে আসিতেছেন না) । [এই জন্য সেই ব্রাহ্মণও আসিতেছেন না] ॥ ২৪ ॥

দুর্ভগায়াঃ মে (দুর্ভাগ্য আমার প্রতি) ধাতা ন অনুকূলঃ বিধাতা অনুকূল নহেন) মহেশ্বরঃ [চ] ন (এবং মহেশ্বরও অনুকূল নহেন) । দেবী (আমাদের কুলের ইষ্টদেবী) গিরিজা (পর্বতনন্দিনী) রুদ্রাণী (রুদ্রপত্নী) সতী গৌরী বা (সতী গৌরীও কি) [মে] বিমুখা ? (আমার প্রতি অপ্রসন্না ?) ॥ ২৫ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ।] গোবিন্দহৃতমানসা বালা (গোবিন্দ কর্তৃক অপহৃতচিত্তা রুক্মিণী) এবং চিন্তয়তী (এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে) কালজ্ঞা [কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তা সতী] ("গোবিন্দের আগমন সময় এখনও হয় নাই" ইহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তা হইয়া) অশ্রুকলাকুলে নেত্রে চ ন্যমীলয়ত (অশ্রুপূর্ণ লোচনদ্বয় নিমীলিত করিলেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনিন্দিতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিবেন মনে করিয়া পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেন নাই এবং প্রথমে আসিবার উদ্যোগ করিয়াও পরে আসিবার সময় নিশ্চয়ই আমাতে ধৃষ্টতাদি কোনও দোষ লক্ষ্য করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিতে আসিতেছেন না। এই জন্য সেই ব্রাহ্মণও আসিতেছেন না ॥ ২৪ ॥ আমি দুর্ভাগিনী, আমার প্রতি বিধাতা ও মহেশ্বর অনুকূল নহেন। আমাদের কুলের ইষ্টদেবী পর্ব্বতনন্দিনী রুদ্রপত্নী সতী গৌরীও কি আমার প্রতি প্রসন্না নহেন ? ॥ ২৫ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্তা রুক্মিণী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে "গোবিন্দের আগমনসময় এখনও হয় নাই" ইহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তা হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনদ্বয় নিমীলিত করিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—জুগুপ্সিতং ধার্ষ্ট্যাদি, অপ্রীতি শঙ্কায়াম্, নায়াতি হি কৃতোদ্যম ইতি। অয়মর্থঃ—আদৌ কৃতোদ্যমত্বাৎ তং ন প্রস্থাপিতবান্। প্রস্থানাবসরে চ কিঞ্চিন্ময়ি জুগুপ্সিতং মত্বা প্রত্যাচষ্ট, অতঃ সোঽপি দ্বিজো নূনং নায়াতীতি ॥ ২৪ ॥ যদ্বা ততো নির্গতোঽপি শ্রীকৃষ্ণো মদ্দৈববৈমুখ্যাৎ কচিৎ প্রতিবদ্ধো ভবেদিত্যাহ দুর্ভগায়া ইতি ॥ ২৫ ॥

কালজ্ঞা নাধুনাপি গোবিন্দাগমনকাল ইতি মত্বা কিঞ্চিদাশ্বস্তচিত্তা সতী চিন্তাভরে লোচনে ন্যমীলয়ত নিমীলিতবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ ।
বাম উরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ ॥ ২৭ ॥
অথ কৃষ্ণবিনির্দ্দিষ্টঃ স এব দ্বিজসত্তমঃ ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ ॥ ২৮ ॥
সা তং প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী ।
আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা ॥ ২৯ ॥
তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্ ।
উক্তঞ্চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—নৃপ ! (হে রাজন্ !) এবং গোবিন্দাগমনং প্রতীক্ষন্ত্যাঃ (তখন এইরূপে গোবিন্দের আগমন প্রতীক্ষাকারিণী) বধ্বাঃ (রুক্মিণীদেবীর) প্রিয়ভাষিণঃ (শুভসূচক) বামঃ উরুঃ ভুজঃ নেত্রং [চ] অস্ফুরন্ (বাম উরু, বাহু ও নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল) ॥ ২৭ ॥

অথ (অনন্তর) কৃষ্ণবিনির্দিষ্টঃ (পুরোপবনে সমুপস্থিত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক "আমার আগমন-সংবাদ রুক্মিণীকে জানান" এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত) সঃ এব দ্বিজসত্তমঃ (সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) [আগমন করিয়া] অন্তঃপুরচরীং (অন্তঃপুরচারিণী) রাজপুত্রীং দেবীং (রাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবীকে) দদর্শ হ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৮ ॥

লক্ষণাভিজ্ঞা সা (রুক্মিণীদেবী লোকের লক্ষণ দেখিলেই মনোভাব বুঝিতে পারিতেন, সুতরাং তখন তিনি) তং প্রহৃষ্টবদনম্ অব্যগ্রাত্মগতিম্ (সেই ব্রাহ্মণের বদন প্রফুল্ল ও দেহের গতি অব্যাকুল) আলক্ষ্য (দেখিয়া) শুচিস্মিতা সতী (নির্ম্মল হাস্য করিতে করিতে) সমপৃচ্ছৎ (শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ২৯ ॥

[তদা সঃ] (তখন সেই ব্রাহ্মণ) তস্যৈ (রুক্মিণীর নিকটে) প্রাপ্তং যদুনন্দনম্ আবেদয়ৎ (যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন) আত্মোপনয়নং প্রতি (এবং রুক্মিণীকে নিজের নিকটে লইয়া যাইবার বিষয়ে [যদুনন্দনেন যৎ] সত্যবচনম্ উক্তম্ (শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যবাক্য বলিয়াছেন), (তৎ চ) শশংস (তাহাও বলিলেন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! রুক্মিণীদেবী এইরূপে গোবিন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এই অবস্থায় শুভসূচক তাঁহার বাম উরু, বাহু ও নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ এদিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া পুরোপবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—আপনি গিয়া আমার আগমন-সংবাদ রুক্মিণীকে জানান। অনন্তর আদেশপ্রাপ্ত সেই দ্বিজপ্রবর পুরীমধ্যে আগমন করিয়া অন্তঃপুরচারিণী রাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবীকে দেখিতে পাইলেন ॥২৮॥ রুক্মিণীদেবী লোকের লক্ষণ দেখিলেই মনোভাব বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের বদন প্রফুল্ল ও তাঁহার গতি অব্যাকুল দেখিয়া নির্ম্মল হাস্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন সেই ব্রাহ্মণ রুক্মিণীদেবীর নিকটে যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন এবং রুক্মিণীদেবীকে লইয়া যাইবার বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সত্য বাক্য বলিয়াছেন, তাহাও বলিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—প্রিয়ভাষিণঃ প্রিয়সূচকাঃ ॥ ২৭ ॥ পুরোপবনং প্রাপ্তেন শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্দিষ্টঃ, প্রাপ্তং মাং কথয়েত্যাদিষ্টঃ ॥ ২৮ ॥

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা।
ন পশ্যন্তী ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা॥ ৩১॥
প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ।
অভ্যয়াৎ তূর্য্যঘোষেণ রামকৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ॥ ৩২॥
মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ।
উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ॥ ৩৩॥
তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপকল্প্য মহামতিঃ।
সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা॥ ৩৪॥

অন্বয়—সা বৈদর্ভী (বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবী) তম্ আগতং সমাজ্ঞায় (শ্রীকৃষ্ণ সমাগত জানিতে পারিয়া) হৃষ্টমানসা [সতী] (হৃষ্টচিত্তা হইলেন এবং) ব্রাহ্মণায় অন্যৎ প্রিয়ং ন পশ্যন্তী (ব্রাহ্মণের উপযুক্ত অন্য কোন প্রিয় বস্তু দেখিতে না পাইয়া) [কেবলং তং] ননাম (কেবল তাঁহাকে প্রণাম করিলেন)॥ ৩১॥

রামকৃষ্ণৌ (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) স্বদুহিতুঃ (নিজকন্যার) উদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ [সন্তৌ] প্রাপ্তৌ (বিবাহদর্শনে সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) [বিদর্ভাধিপতিঃ] (বিদর্ভরাজ ভীষ্মক) তূর্য্যঘোষেণ সমর্হণৈঃ [চ সহ] (তূর্য্যধ্বনি ও নানাবিধ পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে) অভ্যয়াৎ (তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন)॥ ৩২॥

সঃ (রাজা ভীষ্মক) মধুপর্কং (মধুপর্ক), বিরজাংসি বাসাংসি (নির্ম্মল বসন) অভীষ্টানি উপায়নানি [চ] (ও অভিলষিত উপঢৌকন) উপানীয় (তাঁহাদের সমীপে আনয়ন করিয়া) বিধিবৎ সমপূজয়ৎ (বিধানানুসারে সম্যক্ পূজা করিলেন)॥ ৩৩॥

মহামতিঃ (মহামতি ভীষ্মক) সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োঃ তয়োঃ (সৈন্য ও অনুচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের) শ্রীমৎ নিবেশনম্ উপকল্প্য (উত্তম বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া) যথা আতিথ্যং বিদধে (যথাবিধি অতিথি-সৎকার করিলেন)॥ ৩৪॥

অনুবাদ—বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া হৃষ্টচিত্তা হইলেন এবং ব্রাহ্মণের উপযুক্ত অন্য কোন প্রিয় বস্তু দেখিতে না পাইয়া কেবল তাঁহাকে প্রণাম করিলেন॥ ৩১॥ এদিকে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নিজকন্যা রুক্মিণীর বিবাহদর্শনে সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিদর্ভরাজ ভীষ্মক তূর্য্যধ্বনি করিয়া নানাবিধ পূজোপকরণ সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন॥ ৩২॥ রাজা ভীষ্মক মধুপর্ক, নির্ম্মল বসন ও অভিলষিত উপঢৌকনসমূহ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া বিধানানুসারে সম্যক্ তাঁহাদের পূজা করিলেন॥ ৩৩॥ মহামতি ভীষ্মক সৈন্য ও অনুচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মনোহর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া যথাবিধি অতিথি সৎকার করিলেন॥ ৩৪॥

শ্রীধর—ন ব্যগ্রা আত্মনো দেহস্য গতির্যস্য তম্, লক্ষণাভিজ্ঞা দূতস্য লক্ষণং তত্তৎকার্য্যসূচকমভিজানাতীতি তথা॥ ২৯॥ তস্যৈ প্রাপ্তং যদুনন্দনমাবেদিতবান্, তঞ্চ শশংস। আত্মোপনয়নং প্রতি আত্মনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্য আনয়নং প্রতি তেন দ্বিজেন সত্যবচনং প্রোক্তমিতি। আত্মনঃ প্রাণেশ্বরস্যেতি বা। যদ্বা আত্মনস্তস্য উপনয়নং প্রতি শ্রীকৃষ্ণেন যদুক্তং সত্যবচনং "তামানয়িষ্য" ইত্যাদি তচ্চ শশংস অবর্ণয়দিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ।
যথাবলং যথাবিত্তং সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ।
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩৬ ॥
অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা।
অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ ॥ ৩৭ ॥
কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ।
অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ।
কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ভটৈর্গুপ্তাম্বিকালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—[সঃ] (তিনি) এবং (এইরূপে) সমেতানাং রাজ্ঞাং (সমবেত রাজগণের মধ্যে) যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ যথাবলং যথাবিত্তং (প্রভাব, বয়স, সৈন্য ও বিত্ত অনুসারে [প্রত্যেকং] (প্রত্যেককে) সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ (সমস্ত অভিলষিত বস্তু দ্বারা সৎকার করিলেন) ॥ ৩৫ ॥

[তদা] (তখন) কৃষ্ণম্ আগতম্ আকর্ণ্য (শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) বিদর্ভপুরবাসিনঃ (বিদর্ভনগরবাসী জনগণ) আগত্য (নিকটে আগমন করিয়া) নেত্রাঞ্জলিভিঃ (নেত্ররূপ অঞ্জলির দ্বারা) তন্মুখ-পঙ্কজম্ (তাঁহার মুখপদ্ম) পপুঃ (পান করিতে লাগিল অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল) ॥ ৩৬ ॥

[তখন] প্রেমকলাবদ্ধাঃ (রুক্মিণীর স্নেহে বশীভূত) পুরৌকসঃ (বিদর্ভনগরবাসী জনগণ) "রুক্মিণী এব (রুক্মিণীই) অস্য ভার্য্যা ভবিতুম্ অর্হতি (ইঁহার ভার্য্যা হইবার যোগ্যা), অপরা ন (অন্য রমণী নহে)। অনবদ্যাত্মা অসৌ অপি (আর অনিন্দিতাত্মা ইনিই) ভৈষ্ম্যাঃ (ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীর) সমুচিতঃ পতিঃ (যোগ্য পতি)। নঃ (আমাদিগের) যৎকিঞ্চিৎ (যে যৎকিঞ্চিৎ) সুচরিতম্ [অস্তি] (পুণ্য আছে), ত্রিলোককৃৎ (ত্রিলোককর্ত্তা নারায়ণ) তেন তুষ্টঃ [সন্] (তদ্দ্বারা তুষ্ট হইয়া) [নঃ] অনুগৃহ্ণাতু (আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন), অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণ) বৈদর্ভ্যাঃ পাণিং গৃহ্ণাতু (বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করুন)" এবং বদন্তি স্ম (এইরূপ বলিতে লাগিল)। কন্যা চ (রুক্মিণীও তখন) ভটৈঃ গুপ্তা [সতী] (সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া) অন্তঃপুরাৎ অম্বিকালয়ং প্রাগাৎ (অন্তঃপুর হইতে অম্বিকাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন) ॥ ৩৭—৩৯ ॥

অনুবাদ—তিনি এইরূপে সমবেত রাজগণের মধ্যে প্রভাব, বয়স, সৈন্য ও বিত্ত অনুসারে প্রত্যেককে সমস্ত অভিলষিত বস্তুর দ্বারা সৎকার করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিদর্ভনগরবাসী জনগণ নিকটে উপস্থিত হইয়া নেত্ররূপ অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার মুখপদ্ম পান করিতে লাগিল অর্থাৎ ঐকান্তিকভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ তখন রুক্মিণীদেবীর স্নেহে বশীভূত বিদর্ভনগরবাসী জনগণ বলিতে লাগিল—রুক্মিণীই ইঁহার ভার্য্যা হইবার যোগ্য ; অন্য কোন রমণী নহে। আর অনিন্দিতাত্মা ইনিই ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীর যোগ্য পতি (আর কেহ নহেন)। আমাদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য আছে, ত্রিলোককর্ত্তা নারায়ণ তদ্দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ; শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজনন্দিনা রুক্মিণীদেবীর পাণিগ্রহণ করুন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জনগণ এইরূপ বলিতেছে, ইতিমধ্যে রুক্মিণীদেবী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া অন্তঃপুর হইতে অম্বিকাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৩৭—৩৯ ॥

শ্রীধর—তং শ্রীকৃষ্ণম্ অস্মিন্। কার্য্যে সর্ব্বস্বার্পণমপি অপর্য্যাপ্তমিতি তদুচিতং প্রিয়মপশ্যন্তী তদা কেবলং ননাম। পশ্চাৎ বহু দদাবিত্যর্থঃ। যথা মাং শ্রিয়ং যে নমন্তি, তে তাবৎ সর্ব্বসম্পদামাস্পদং ভবন্তি, কিং পুনর্যস্মৈ প্রণতাস্মীতি অতোঽধিকমন্যৎ প্রিয়মপশ্যন্তী ননামেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্।
সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪০ ॥
যতবাঙ্ মাতৃভিঃ সার্দ্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা।
গুপ্তা রাজভটৈঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তূর্য্যভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে ॥ ৪১ ॥
নানোপহারবলিভির্ব্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ।
স্রগ্ গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
গায়ন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ।
পরিবার্য্য বধূং জগ্মুঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়- সা (রুক্মিণীদেবী) সখীভিঃ পরিবারিতা সখীগণে পরিবেষ্টিতা), উদ্যতায়ুধৈঃ সন্নদ্ধৈঃ শূরৈঃ রাজভটৈ গুপ্তা (অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনকারী বর্ম্মাচ্ছাদিত বীর রাজসৈন্যগণে পরিরক্ষিতা) যতবাক্ চ [সতী] (ও মৌনাবলম্বিনী হইয়া) মুকুন্দচরণাম্বুজম্ সম্যক্ অনুধ্যায়তী (মুকুন্দের পাদপদ্ম সম্যক্ নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে) ভবান্যাঃ পাদপল্লবং দ্রষ্টুং (অম্বিকাদেবীর চরণপল্লব দর্শন করিবার নিমিত্ত) মাতৃভিঃ সার্দ্ধং (মাতৃগণের সহিত) পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ (পদব্রজে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন)। [তদা] (তখন) মৃদঙ্গশঙ্খপণবাঃ তূর্য্যভের্য্যঃ চ (মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, তূর্য্য ও ভেরী সমূহ) জঘ্নিরে (বাজিয়া উঠিল) ॥ ৪০-৪১ ॥

[তদা] (তখন) সহস্রশঃ বারমুখ্যাঃ (সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট বারবনিতা) নানোপহারবলিভিঃ [সহ] বিবিধ উপঢৌকন ও পূজোপকরণ সঙ্গে লইয়া), স্বলঙ্কৃতাঃ দ্বিজপত্ন্যঃ (আর সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা দ্বিজপত্নীগণ) স্রগ্ গন্ধবস্ত্রাভরণৈঃ [সহ] (মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, ও আভরণ সঙ্গে লইয়া) গায়কাঃ বাদ্যবাদকাঃ (এবং গায়ক বাদক), সূতমাগধবন্দিনঃ চ (সূত, মাগধ ও বন্দিগণ) গায়ন্তঃ স্তুবন্তঃ চ (গান ও স্তব করিতে করিতে) বধূং পরিবার্য্য জগ্মুঃ (নববধূ রুক্মিণীকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল) ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনুবাদ—রুক্মিণীদেবী সখীগণে পরিবেষ্টিতা ও উদ্যতাস্ত্র বর্ম্মাচ্ছাদিত বীর রাজসৈন্যগণে পরিরক্ষিতা হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মুকুন্দের পাদপদ্ম একমনে চিন্তা করিতে করিতে অম্বিকাদেবীর চরণপল্লব দর্শন করিবার নিমিত্ত মাতৃগণের সহিত পদব্রজে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। তখন মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, তূর্য্য ও ভেরী নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল ॥ ৪০-৪১ ॥ সহস্র সহস্র সুন্দরী বারবনিতা বিবিধ উপঢৌকন ও পূজোপকরণ আর সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা দ্বিজপত্নীগণ মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও আভরণ সঙ্গে লইয়া নববধূ রুক্মিণীদেবীকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং গায়ক, বাদক, সূত, মাগধ ও বন্দিগণ গান ও স্তব করিতে চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইয়া চলিল ॥ ৪২-৪৩ ।

শ্রীধর—মহামতিরিত্যনেন শ্রীকৃষ্ণো বাঢ়ং কন্যামুদ্বোঢ়ুমেবাগতঃ স্যাদিতি বরোচিতেন বিধিনা সমপূজয়দিতি সূচিতম্। যথা যথাবৎ ॥ ৩৪ ॥ সমেতানাং রাজ্ঞাং মধ্যে বীর্য্যাজ্ঞনতিক্রম্য তং তং সমর্হিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণে ভাবিকর্ম্মসূচকং জনানুরাগং দর্শয়তি—কৃষ্ণমাগতমিতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বুজা।
উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্ ॥ ৪৪ ॥
তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ।
ভবানীং বন্দয়াঞ্চক্রুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্ ॥ ৪৫ ॥
নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—[রুক্মিণী] (রুক্মিণীদেবী) দেবীসদনম্ আসাদ্য (অম্বিকাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া) ধৌতপাদকরাম্বুজা (পাদ ও করকমল প্রক্ষালনপূর্ব্বক) উপস্পৃশ্য (আচমন করিয়া) শুচিঃ শান্তা [চ সতী] (পবিত্র ও স্থিরচিত্তা হইয়া) অম্বিকান্তিকং প্রবিবেশ (অম্বিকাদেবীর নিকটে গমন করিলেন) ॥ ৪৪ ॥

বিধিজ্ঞাঃ (বিধিবিষয়ে অভিজ্ঞা) প্রবয়সঃ বিপ্রযোষিতঃ (বৃদ্ধা ব্রাহ্মণপত্নীগণ) তাং বৈ বালাং (সেই নববধূ রুক্মিণীদেবীকে দিয়া) ভবান্বিতাং ভবপত্নীং ভবানীং (মহাদেবসমন্বিতা তৎপত্নী ভবানীর) বন্দয়াঞ্চক্রুঃ (বন্দনা করাইলেন) ॥ ৪৫ ॥

[রুক্মিণীদেবীর বন্দনামন্ত্র এইরূপ।—অম্বিকে। (হে অম্বিকে!) স্বসন্তানযুতাং (গণেশাদি সন্তানগণ সমন্বিতা) শিবাং ত্বা (মঙ্গলস্বরূপিণী তোমাকে) [অহং] (আমি) অভীক্ষ্ণং নমস্যে (পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি)। ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) মে (আমার) পতিঃ ভূয়াৎ (পতি হউন) [ইতি যৎ] তৎ (ইহা) [ভবতী] অনুমোদতাম্ (তুমি অনুমোদন কর) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—রুক্মিণীদেবী অম্বিকাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সুন্দর হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্রা ও স্থিরচিত্তা হইয়া অম্বিকাদেবীর নিকটে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর বিধি-বিষয়ে অভিজ্ঞা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণপত্নীগণ সেই নববধূ রুক্মিণীকে দিয়া মহাদেবসমন্বিতা তৎপত্নী ভবানীর বন্দনা করাইলেন ॥ ৪৫ ॥

[রুক্মিণীদেবীর বন্দনামন্ত্র এইরূপ]—হে অম্বিকে! গণেশাদি সন্তানগণসমন্বিতা মঙ্গলস্বরূপিণী তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন, ইহা তুমি অনুমোদন কর ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধর—অতৈব রুক্মিণ্যোবাইত্যেব অসাবেব ভৈষ্ম্যা এব সমুচিত এবেতি বহুবধারণানি। তত্রৈকস্মিন্ ব্যতিরেক-প্রদর্শনম্ উপলক্ষণার্থং—নাপরেতি। ন চ বাক্যভেদদোষঃ, অনূদ্য বিধেয়ভেদেন বিভিন্নানামেব বাক্যানাং সহ প্রয়োগাৎ গ্রহং সংমার্ষ্টীত্যাদিবৎ ইতি ॥ ৩৭ ॥ অয়মেব চানুগ্রহ ইতি নির্দ্দিশন্তি—গৃহাণেতি ॥ ৩৮ ॥ প্রেম্ণঃ কলা লেশস্তেন বদ্ধা বদন্তি স্ম। সম্পূর্ণং প্রেম তেষাং হৃদ্যেব অবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

গমনং বিশিনষ্টি দ্বয়েন—পদ্ভ্যামিতি ॥ ৪০ ॥ অপি চ মৃদঙ্গেত্যাদি। অগ্রিয়ে আহতা বাদিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ বারমুখ্যা গণিকোত্তমাঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্ব্বাসঃস্রঙ্‌মাল্যভূষণৈঃ।
নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্‌ ॥ ৪৭ ॥
বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ।
লবণাপূপ-তাম্বূল-কণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ।
তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাঞ্চ জগৃহে বধূঃ ॥ ৪৯ ॥
মুনিব্রতমথ ত্যক্ত্বা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ।
প্রগৃহ্য পাণিনা ভৃত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়—[অথ সা] (অনন্তর রুক্মিণীদেবী) অদ্ভিঃ (জল), গন্ধাক্ষতৈঃ (গন্ধ, আতপ তণ্ডুল), ধূপৈঃ (ধূপ), বাসঃস্রঙ্‌মাল্যভূষণৈঃ (বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, হার, অলঙ্কার), প্রদীপাবলিভিঃ (প্রদীপশ্রেণী) নানোপহারবলিভিঃ (ও নানাবিধ পূজোপকরণের দ্বারা) পৃথক্‌ [অম্বিকাং সমপূজয়ৎ] (পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অম্বিকাদেবীর পূজা করিলেন) ।। ৪৭।।

তথা (সেইরূপ) পতিমতীঃ বিপ্রস্ত্রিয়ঃ [অপি] (সধবা ব্রাহ্মণপত্নীগণকেও) তৈঃ (সেই সকল পূজোপকরণ) লবণাপূপতাম্বূলকণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ [চ] (এবং লবণ, পিষ্টক, তাম্বূল, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষুর দ্বারা) সমপূজয়ৎ (পূজা করিলেন) ।। ৪৮ ।।

[অথ] তাঃ স্ত্রিয়ঃ (অনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণপত্নী) তস্যৈ (রুক্মিণীদেবীকে) শেষাং প্রদদুঃ (নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন) আশিষঃ যুযুজুঃ [চ] (এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন) । বধূঃ (নববধূ রুক্মিণী) তাভ্যঃ দেব্যৈ [চ] (তাঁহাদিগকে ও দেবীকে) নমশ্চক্রে (নমস্কার করিলেন) শেষাং জগৃহে চ (এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিলেন) ।। ৪৯ ।।

অথ [সা] (তৎপরে রুক্মিণীদেবী) মুনিব্রতং ত্যক্ত্বা (মৌনব্রত পরিত্যাগ করিয়া) রত্নমুদ্রোপশোভিনা পাণিনা (রত্নাঙ্গুরীয়ক শোভিত হস্তের দ্বারা) ভৃত্যাং প্রগৃহ্য (সখীকে ধারণ করতঃ) অম্বিকাগৃহাৎ নিশ্চক্রাম (অম্বিকা-দেবীর মন্দির হইতে বহির্গতা হইলেন) ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—অনন্তর রুক্মিণীদেবী জল, গন্ধ, আতপতণ্ডুল, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, হার, অলঙ্কার, প্রদীপশ্রেণী ও নানাবিধ পূজোপকরণসমূহের দ্বারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অম্বিকাদেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪৭॥ সধবা ব্রাহ্মণপত্নীগণকেও সেই সকল পূজোপকরণ, লবণ, পিষ্টক, তাম্বূল, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষু দ্বারা রুক্মিণী পূজা করিলেন ॥ ৪৮ ।। অনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণপত্নী রুক্মিণীদেবীকে নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। নববধূ রুক্মিণীদেবী তখন তাঁহাদিগকে ও দেবী অম্বিকাকে নমস্কার করিলেন এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিলেন ।। ৪৯ ।। তৎপরে রুক্মিণীদেবী মৌনব্রত পরিত্যাগ করতঃ রত্নাঙ্গুরীয়ক-পরিশোভিত হস্তের দ্বারা সখীকে ধারণ করিয়া অম্বিকাদেবীর মন্দির হইতে বহির্গতা হইলেন। ৫০ ।।

শ্রীধর—উপস্পৃশ্য আচম্য ।। ৪৪ ।। প্রবয়সো বৃদ্ধাঃ। ভবান্বিতামিতি ভবস্যোপসর্জনত্বং স্ত্রীকর্ম্মোচিতমুক্তম্‌ ।। ৪৫ ।। *নমস্য ইতি রুক্মিণ্যা তদৈব দৃষ্টোঽয়ং মন্ত্রঃ। স্বসন্তানযুতাং গণেশাদিসহিতাম্‌। আত্মারামোঽসৌ কথং ত্বৎপতির্ভবেদিতি চেদত আহ—তদনুমোদতামিতি। ভবতী শ্রীকৃষ্ণ এব বা ।। ৪৬ ।। বাসঃস্রগ্‌গন্ধাদিভিরম্বিকাং সমপূজয়ৎ ।। ৪৭ ।। তথা বিপ্রস্ত্রিয়োঽপি তৈর্দ্রব্যৈর্লবণাদিভিশ্চ সমপূজয়দিতি ।। ৪৮ ।। শেষাং নির্ম্মাল্যম্‌ ।। ৪৯ ।।*

তাং দেবমায়ামিব ধীরমোহিনীং সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্।
শ্যামাং নিতম্বাপিতরত্নমেখলাং ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্। ৫১ ॥
শুচিস্মিতাং বিম্বাফলাধরদ্যুতি শোণায়মান-দ্বিজকুন্দকুড্‌মলাম্।
পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং শিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা ॥ ৫২ ॥
বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ।
যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাস-ব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উজ্‌ঝিতাস্ত্রাঃ ॥ ৫৩ ॥
পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাম্।
সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা ॥ ৫৪ ॥
উৎসার্য্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতঞ্চ।
তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্ ॥ ৫৫

অন্বয়—দেবমায়াম্ ইব ধীরমোহিনীং (রুক্মিণীদেবী বিষ্ণুর মায়ার ন্যায় ধীরগণের মোহনকারিণী), সুমধ্যমাং (তাঁহার কটিদেশ সুন্দর), কুণ্ডলমণ্ডিতাননাং (কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডল পরিশোভিত), শ্যামাং (তিনি কুমারী) নিতম্বাপিত-রত্নমেখলাং (তাঁহার নিতম্বদেশে রত্নময় চন্দ্রহার বিন্যস্ত ছিল), ব্যঞ্জৎস্তনীং (যৌবনের আবির্ভাবসূচক স্তনোদ্গম হইতেছিল), কুন্তল-শঙ্কিতেক্ষণাং (নয়নদ্বয় কুন্তলরাজির ভয়ে যেন শঙ্কিত হইয়াছিল) শুচিস্মিতাং (তাঁহার হাস্য নির্ম্মল), বিম্বফলাধরদ্যুতি-শোণায়মানদ্বিজকুন্দকুড্‌মলাং (তদীয় দন্তপঙ্‌ক্তিরূপ কুন্দপুষ্পের মুকুলসমূহ বিম্বফলসদৃশ অধরের কান্তিতে রক্তবর্ণ হইয়াছিল), শিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা পদা চলন্তীং (তিনি শব্দায়মান শোভাসমন্বিত নূপুরের দীপ্তিতে পরিশোভিত চরণে চলিতেছিলেন) কলহংসগামিনীং (এবং কলহংসের ন্যায় গমন করিতেছিলেন, এতাদৃশী) তাং (সেই রুক্মিণীদেবীকে) বিলোক্য (দর্শন করিয়া) সমাগতাঃ যশস্বিনঃ বীরাঃ (সমাগত যশস্বী বীরগণ) তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দ্দিতাঃ [সন্তঃ] (তদুদ্বোধিত কামে পীড়িত হইয়া) মুমুহুঃ (মোহিত হইয়া পড়িলেন)। গজ-রথাশ্বগতাঃ তে নৃপতয়ঃ (হস্তী, রথ ও অশ্বে সমারূঢ় সেই সকল নৃপতি) যাত্রাচ্ছলেন (গমনচ্ছলে) হরয়ে স্বশোভাম অর্পয়তীং (শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় লাবণ্য প্রদর্শনকারিণী) যাং (যে রুক্মিণীদেবীকে) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) তদুদারহাস-ব্রীড়াবলোকহৃতচেতসঃ বিমূঢ়াঃ (তাঁহার উদার হাস্য ও সলজ্জ অবলোকনে হৃতচিত্ত

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াশক্তির ন্যায় রুক্মিণীদেবী ধীরগণের মোহোৎপাদনকারিণী, তাঁহার কটিদেশ সুন্দর, কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার বদনমণ্ডল পরিশোভিত, তিনি কুমারী, তাঁহার নিতম্বদেশে রত্নময় চন্দ্রহার বিন্যস্ত ছিল, যৌবনের আবির্ভাবসূচক স্তনোদ্গম হইতেছিল, নয়নদ্বয় কুন্তলরাজির ভয়ে যেন শঙ্কিত হইয়াছিল, তাঁহার হাস্য নির্ম্মল, তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তিরূপ কুন্দমুকুলসমূহ বিম্বফলসদৃশ অধরের কান্তিতে রক্তবর্ণ হইয়াছিল, শব্দায়মান ও শোভাসমন্বিত নূপুরের দীপ্তিতে তাঁহার চরণ পরিশোভিত হইয়াছিল, তিনি তাদৃশ চরণের দ্বারা চলিতেছিলেন এবং কলহংসের ন্যায় গমন করিতেছিলেন। এতাদৃশী রুক্মিণীদেবীকে দর্শন করিয়া সমাগত যশস্বী বীরগণ তদুদ্বোধিত কামে পীড়িত হইয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন। রুক্মিণীদেবী গমনচ্ছলে

শ্রীধর—মুনিব্রতং মৌনম্ তৃত্যাং সখীম্ ॥ ৫০ ॥

রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ।
ততো যযৌ রামপুরোগমৈঃ শনৈঃ শৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ॥ ৫৬॥

হইয়া) উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ [চ সন্তঃ] (অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ক্ষিতৌ পেতুঃ (ভূতলে নিপতিত হইল), সা (সেই রুক্মিণীদেবী) এবং চলপদ্মকোষৌ [চরণৌ] শনৈঃ চলয়তী (এইরূপে চঞ্চল পদ্মকোষসদৃশ চরণদ্বয় ধীরে ধীরে চালিত করিয়া) ভগবতঃ প্রাপ্তিং প্রসমীক্ষমাণা (ইতস্ততঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগমন লক্ষ্য করিতে করিতে) বামকরজৈঃ (বামহস্তের নখের দ্বারা) অলকান্ উৎসার্য্য (মুখোপরি পতিত কেশরাজি সরাইয়া দিয়া) হ্রিয়া অপাঙ্গৈঃ (লজ্জাহেতু কটাক্ষপাতে) প্রাপ্তান্ নৃপান্ (সমাগত রাজগণকে) ঐক্ষত (দর্শন করিলেন), তদা অচ্যুতং চ দদৃশে (তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিতে পাইলেন)। [অথ] কৃষ্ণঃ (অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) রথম্ আরুরুক্ষতীং (রথে আরোহণ করিতে সমুদ্যতা) তাং রাজকন্যাং (সেই বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবীকে) দ্বিষতাং সমীক্ষতাং (শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুগণের সমক্ষে) জহার (হরণ করিলেন)॥ ৫১—৫৫॥

অন্বয়—মাধবঃ (শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ) শৃগালমধ্যাৎ ভাগহৃৎ হরিঃ ইব (শৃগালগণের মধ্য হইতে স্বীয় ভোগ্যবস্তু হরণকারী সিংহের ন্যায়) [তাং] সেই রুক্মিণীদেবীকে [হরণ করিয়া] সুপর্ণলক্ষণং রথং সমারোপ্য (গরুড়ধ্বজ রথে স্থাপন করতঃ) রাজন্যচক্রং পরিভূয় (ক্ষত্রিয়গণকে পরাভূত করিয়া) রামপুরোগমৈঃ [সহ] (বলরাম প্রমুখ যাদবগণের সহিত) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) ততঃ যযৌ (তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন)॥ ৫৬॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় লাবণ্য প্রদর্শন করিতেছিলেন; হস্তী, রথ ও অশ্বে সমারূঢ় ঐ সকল নৃপতি যাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার উদার হাস্য ও সলজ্জ অবলোকনে হৃতচিত্ত ও বিমোহিত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল, সেই রুক্মিণীদেবী এইরূপ চঞ্চল পদ্মকোষসদৃশ চরণদ্বয় ধীরে ধীরে চালিত করিয়া ইতস্ততঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি দর্শন করিতে করিতে বামহস্তের নখের দ্বারা মুখোপরি পতিত কেশকলাপ সরাইয়া দিয়া লজ্জাহেতু কটাক্ষপাতের দ্বারা সমাগত রাজগণকে দর্শন করিলেন। তিনি তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রুক্মিণীদেবী রথে আরোহণ করিতে উদ্যতা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শিশুপাল প্রভৃতি শত্রুগণের সমক্ষে হরণ করিলেন॥ ৫১—৫৫॥

অনুবাদ—শৃগালসমূহের মধ্য হইতে স্বীয় ভোগ্যবস্তু অপহরণকারী সিংহের ন্যায় শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ শত্রুগণের মধ্য হইতে রুক্মিণীদেবীকে হরণ করিয়া গরুড়ধ্বজ রথে স্থাপন করতঃ সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে পরাভূত করিয়া বলরামপ্রমুখ যাদবগণের সহিত ধীরে ধীরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৫৬॥

শ্রীধর—তাং বিলোক্য বীরা মুমুহুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। শ্যামামজাতরজস্কাম্, কুন্তলেভ্যঃ শঙ্কিতে ইব চপলে ঈক্ষণে যস্যাস্তাম্॥ ৫১॥ দ্বিজা এব কুন্দানাং কুড্মলানি মুকুলানি, বিম্বফলবদ্ যোঽধরস্তস্য দ্যুতিভিঃ শোণায়মানানি তানি যস্যাস্তাম্, কলা শোভা তদ্যুক্তং নূপুরং শিঞ্জচ্চ তৎ কলানূপুরঞ্চ তস্য ধাম দীপ্তিস্তেন শোভিতুং শীলমস্য তেন পদা চলন্তীম্॥ ৫২॥ ন কেবলং মুমুহুঃ পেতুশ্চেত্যাহ—যামিতি। যাত্রামিষেণ হরয়ে স্বলাবণ্যং সমর্পয়ন্তীং যাং বীক্ষ্য ক্ষিতৌ পেতুঃ, সা তান্ প্রাপ্তান্ হ্রিয়া ঐক্ষত তদৈবাচ্যুতঞ্চ দদর্শেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ৫৩॥ চলৎপদ্মকোশতুল্যৌ চরণৌ চলয়তী চালয়ন্তী॥ ৫৪-৫৫॥

তং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং পরে জরাসন্ধমুখা ন সেহিরে।
অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বিনাং গোপৈর্হৃতং কেশরিণাং মৃগৈরিব ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রুক্মিণীহরণং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) জরাসন্ধমুখাঃ (জরাসন্ধ প্রমুখ) মানিনঃ পরে অভিমানী শত্রুগণ) তং স্বাভিভবং (নিজেদের সেই পরাভব) যশঃক্ষয়ং [চ] (ও যশের বিনাশ) ন সেহিরে (সহ্য করিতে পারিল না)। [তাহারা বলিতে লাগিল] অহো ! অস্মান্ ধিক্। (অহো ! আমাদিগকে ধিক্।) কেশরিণাং মৃগৈঃ ইব (সিংহদিগের ভোগ্যবস্তু শৃগাল কর্তৃক অপহরণের ন্যায়) আত্তধন্বিনাম্ [অস্মাকং] যশঃ (ধনুর্দ্ধারী আমাদিগের যশ) গোপৈঃ হৃতম্ (গোপগণ অপহরণ করিল) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—তখন জরাসন্ধপ্রমুখ অভিমানী শত্রুগণ নিজেদের সেই পরাভব ও যশঃক্ষয় সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা বলিতে লাগিল—অহো! আমাদিগকে ধিক্। সিংহদিগের ভোগ্যবস্তু শৃগাল যেমন অপহরণ করে তেমনি আজ ধনুর্দ্ধারী আমাদিগের যশ গোপগণ অপহরণ করিল। ॥ ৫৭ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধর—সুপর্ণলক্ষণং গরুড়ধ্বজম্, হরিঃ সিংহঃ ॥ ৫৬ ॥ অসহমানানাং তেষামাক্রোশমাহ—অহো ধিগস্মান্, যতোঽস্মাকং যশো গোপৈর্হৃতমিতি ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি সর্ব্বে সুসংরব্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্ব্বলৈঃ পরিক্রান্তা অন্বীয়ুর্ধৃতকার্ম্মুকাঃ ॥ ১ ॥
তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ।
তস্থুস্তৎসম্মুখা রাজন্! বিস্ফূর্জ্জ্য স্বধনূংষি তে ॥ ২ ॥
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থেঽস্ত্রকোবিদাঃ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা অদ্রিষ্বপো যথা। ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে আক্রমণকারী রাজগণের পরাজয়, রুক্মীর বিরূপকরণ, রুক্মিণীদেবীর প্রতি বলরামের সান্ত্বনা এবং রুক্মিণীদেবীর বিবাহোৎসব বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিত!] ইতি [বদন্তঃ] ("অহো! আমাদিগকে ধিক্!" এইরূপ বলিতে বলিতে) সর্ব্বে (জরাসন্ধ প্রভৃতি সকলে) সুসংরব্ধাঃ (অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট), দংশিতাঃ (বর্ম্মপরিহিত), ধৃতকার্ম্মুকাঃ (ধনু ধারণ করিয়া) স্বৈঃ স্বৈঃ বলৈঃ পরিক্রান্তাঃ [সন্তঃ] (ও নিজ নিজ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া) বাহান্ আরুহ্য (বাহনে আরোহণ করতঃ) অন্বীয়ুঃ (শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল)॥ ১ ॥

রাজন্! (হে রাজন্!) তে যাদবানীকযূথপাঃ (যাদব সেনাপতিগণ) তান আপততঃ আলোক্য (সেই শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া) স্বধনূংষি বিস্ফূর্জ্জ্য (নিজ নিজ ধনুকে টঙ্কার দিয়া) তৎসম্মুখাঃ তস্থুঃ (তাহাদিগের সম্মুখে অবস্থান করিলেন)॥ ২ ॥

অস্ত্রকোবিদাঃ [রাজানঃ] (অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ রাজগণ) অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থে [স্থিতাঃ সন্তঃ] (অশ্বপৃষ্ঠে, গজপৃষ্ঠে ও রথের উপরিদেশে অবস্থিত হইয়া) মেঘাঃ অদ্রিষু অপঃ যথা (মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতসমূহের উপরে বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ) [যাদবানাম্ উপরি] (যাদবগণের উপরে) শরবর্ষাণি মুমুচুঃ (বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল)॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন— হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! "অহো আমাদিগকে ধিক্!" এইরূপ বলিতে বলিতে ঐ সকল রাজা অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট, বর্ম্ম পরিহিত, ধনুর্দ্ধারী ও নিজ নিজ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বাহনে আরোহণ করতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল॥ ১। হে রাজন্! যাদবসেনাপতিগণ সেই সকল শত্রুকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া নিজ নিজ ধনুকে টঙ্কার দিয়া তাহাদিগের সম্মুখে অবস্থান করিলেন॥ ২ ॥

অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ রাজগণ অশ্বপৃষ্ঠে, গজপৃষ্ঠে ও রথের উপরিদেশে অবস্থান করিয়া, মেঘসকল যেমন পর্ব্বতসমূহের উপর বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ যাদবগণের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—চতুঃপঞ্চাশত্তমে তু জিত্বা রাজ্ঞোঽহরিপক্ষগান্। রুক্মিণঞ্চ বিরূপ্যাথ ভৈষ্ম্যাঃ পাণিং পুরেঽগ্রহীত্॥ ইতীতি। অহো অস্মান্ ধিগিত্যেবং বদন্তঃ সুসংরব্ধাঃ ক্রোধাবিষ্টাঃ দংশিতাঃ কৃতসন্নাহাঃ পরিক্রান্তাঃ পরিবৃতাঃ অন্বীয়ুরন্বধাবন্॥ ১ ॥

পত্যুর্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা।
সব্রীড়মৈক্ষৎ তদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা ॥ ৪ ॥
প্রহস্য ভগবানাহ মাস্ম ভৈর্বামলোচনে।
বিনঙ্ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতৎ তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্ ॥ ৫ ॥
তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজান্ রথান্ ॥ ৬ ॥
পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি।
সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্ণীষাণি চ কোটিশঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—সুমধ্যমা (সুমধ্যমা রুক্মিণীদেবী) পত্যুঃ বলং (স্বামীর সৈন্যদিগকে) শরাসারৈঃ ছন্নং বীক্ষ্য (শত্রুগণের বাণ বর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া) ভয়বিহ্বললোচনা [সতী] (ভয়বিহ্বল নয়নে) সব্রীড়ং (লজ্জিতভাবে) তদ্বক্ত্রং (শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল) ঐক্ষৎ (নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৪ ॥

[তদা] (তখন) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) প্রহস্য (উচ্চ হাস্য করিয়া) আহ (বলিলেন)—বামলোচনে (হে সুলোচনে!) মাস্ম ভৈঃ (ভয় করিও না); তাবকৈঃ (গদ, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তোমার পক্ষের সৈন্যগণের দ্বারা) এতৎ শাত্রবং বলম্ (এই শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ) অধুনা এব (এক্ষণেই) বিনঙ্ক্ষ্যতি (বিনষ্ট হইবে) ॥ ৫ ॥

গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ বীরাঃ (গদ ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় বীরগণ) তেষাং (শত্রুগণের) তদ্বিক্রমম্ (তাদৃশ পরাক্রম) অমৃষ্যমাণাঃ (সহ্য করিতে না পারিয়া) নারাচৈঃ (নারাচ নামক অস্ত্রের দ্বারা) হয়গজান্ রথান্ জঘ্নুঃ (অশ্ব, গজ ও রথসমূহকে আঘাত করিতে লাগিলেন) ॥ ৬ ॥

[তদা] (তখন) রথিনাম্ অশ্বিনাং গজিনাং চ (রথারোহী অশ্বারোহী ও গজারোহী শত্রুসৈন্যগণের) সকুণ্ডলকিরীটানি (কুণ্ডল ও কিরীটে মণ্ডিত) সোষ্ণীষাণি (উষ্ণীষ বেষ্টিত) কোটিশঃ শিরাংসি (কোটি কোটি মস্তক) ভুবি পেতুঃ (ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সুমধ্যমা রুক্মিণীদেবী স্বামীর সৈন্যদিগকে শত্রুগণের বাণবর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল নয়নে লজ্জিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—হে সুলোচনে! ভয় করিও না; তোমার পক্ষের সৈন্যগণের দ্বারা এই শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ এখনই বিনষ্ট হইবে ॥ ৫ ॥ গদ ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষীয় বীরগণ শত্রুগণের তাদৃশ পরিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নারাচ অস্ত্রের দ্বারা অশ্ব, গজ ও রথসমূহকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তখন রথারোহী, অশ্বারোহী ও গজারোহী শত্রুসৈন্যগণের কুণ্ডল ও কিরীটে মণ্ডিত উষ্ণীষবেষ্টিত কোটি কোটি মস্তক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—বিস্ফূর্জ্য টঙ্কারয়িত্বা ॥ ২ ॥ পরেষাং শরাণাং বাহুল্যে যাদবানামচলত্বে চ দৃষ্টান্তঃ—মেঘা ইতি ॥ ৩ ॥ ঐক্ষৎ ঐক্ষত ॥ ৪ ॥ মাস্ম ভৈঃ মা ভয়ং কুরু। হে বামলোচনে বরাক্ষি! তাবকৈঃ ত্বদীয়ৈঃ কৃত্বা ॥ ৫ ॥ স চাসৌ বিক্রমশ্চ তম্ ॥ ৬ ॥ উষ্ণীষাণি শিরোঽবতংসবস্ত্রাণি তৎসহিতানি শিরাংসি ॥ ৭ ॥

হস্তাঃ সাসিগদেষ্বাসাঃ করভা উরবোঽঙ্ঘ্রয়ঃ।
অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্র-খরমর্ত্ত্যশিরাংসি চ ॥ ৮ ॥
হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জ্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
রাজানো বিমুখা জগ্মুর্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ ॥ ৯ ॥
শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্।
নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন্ ॥ ১০ ॥
ভো ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল! দৌর্ম্মনস্যমিদং ত্যজ।
ন প্রিয়াপ্রিয়য়ো রাজন্! নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[তথা] (সেইরূপ) [তেষাং] (তাহাদের) সাসিগদেষ্বাসাঃ হস্তাঃ (অসি, গদা ও ধনুকসমন্বিত হস্ত), করভাঃ (প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ মণিবন্ধ হইতে হস্তাগ্র পর্য্যন্ত বাহুভাগ), উরবঃ (উরু) অঙ্ঘ্রয়ঃ (ও পদসমূহ) অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্র খরমর্ত্ত্যশিরাংসি চ (এবং অশ্ব, অশ্বতর অর্থাৎ পশুবিশেষ, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও পদাতিকদিগের মস্তক) [ভুবি পেতুঃ] (ভূতলে নিপতিত হইল) ॥ ৮ ॥

জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ বৃষ্ণিভিঃ (জয়াভিলাষী যাদবগণ কর্ত্তৃক) হন্যমানবলানীকাঃ (সৈন্যসমূহ নিহত হইতে থাকিলে) জরাসন্ধ-পুরঃসরাঃ (জরাসন্ধ প্রমুখ) রাজানঃ (রাজগণ) বিমুখাঃ [সন্তঃ] জগ্মুঃ (যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিল) ॥ ৯ ॥

[তে] (সেই সকল নৃপতি) হৃতদারম্ ইব (অপহৃতপত্নীকের ন্যায়) আতুরং (কাতর), নষ্টত্বিষং (নিষ্প্রভ, গতোৎসাহং (উদ্যমহীন) শুষ্যদ্বদনং (ও শুষ্কবদন) শিশুপালং সমভ্যেত্য (শিশুপালের নিকট গমন করিয়া) অব্রুবন্ (বলিতে লাগিল) ॥ ১০ ॥

ভোঃ ভোঃ পুরুষশার্দ্দূল! (ওহে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) ইদং দৌর্ম্মনস্যং ত্যজ (এই মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর)। রাজন্! (হে রাজন্!) দেহেষু (দেহধারী জীবগণের মধ্যে) প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ নিষ্ঠা (ইষ্ট ও অনিষ্টের স্থিরতা) ন দৃশ্যতে (দেখিতে পাওয়া যায় না) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেইরূপ তাহাদের অসি, গদা ও ধনুকসমন্বিত হস্ত, প্রকোষ্ঠ (মণিবন্ধ হইতে হস্তাগ্র পর্য্যন্ত বাহুভাগ), উরু ও পদসমূহ এবং অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও পদাতিকদিগের মস্তকসমূহ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥ এইরূপে জয়াভিলাষ যাদবগণ কর্ত্তৃক শত্রুসৈন্যগণ নিহত হইতে থাকিলে জরাসন্ধ প্রমুখ রাজগণ যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৯ ॥ বিবাহিতা স্ত্রীকে অন্যে অপহরণ করিলে লোক যেরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মিণীহরণ হেতু শিশুপাল সেইরূপ কাতর, নিষ্প্রভ, উদ্যমহীন ও শুষ্কবদন হইয়া পড়িল। পলায়নপর রাজগণ তাদৃশ অবস্থাপন্ন শিশুপালের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ ওহে পুরুষশ্রেষ্ঠ শিশুপাল! এই মনোদুঃখ তুমি পরিত্যাগ কর। হে রাজন্! দেহধারী জীবগণের মধ্যে ইষ্ট ও অনিষ্টের স্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১১ ॥

শ্রীধর—করভাঃ প্রকোষ্ঠা-উরুবিশেষণং বা ॥ ৮-৯ ॥ অপ্রাপ্তদারমেব তং হৃতদারমিবাতুরম্ ॥ ১০ ॥

যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১২ ॥
শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ।
ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্য একমহং পরম্ ॥ ১৩ ॥
তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি কর্হিচিৎ।
কালেন-দৈবযুক্তেন জানন-বিদ্রাবিতং জগৎ ॥ ১৪ ॥
অধুনাপি বয়ং সর্ব্বে বীরযূথপযূথপাঃ।
পরাজিতাঃ ফল্গুতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—দারুময়ী যোষিৎ (কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা) যথা (যেমন) কুহকেচ্ছয়া (নর্ত্তয়িতার ইচ্ছানুসারে) নৃত্যতে (নৃত্য করে), এবম্ (সেইরূপ) অয়ং [জনঃ] (দেহধারী জীবগণ) ঈশ্বরতন্ত্রঃ [সন্] (ঈশ্বরের অধীন হইয়া) সুখদুঃখয়োঃ ঈহতে (সুখদুঃখের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

[জরাসন্ধ কহিল]—ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈঃ [সহ] অহং (ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর সহিত মিলিত হইয়া আমি) সপ্তদশ সংযুগানি [কৃত্বা] (সপ্তদশবার যুদ্ধ করিয়া) শৌরেঃ পরাজিতঃ [অভবম্] বৈ (কৃষ্ণের নিকটে পরাজিত হইয়াছিলাম), একং পরম্ (পরে একবার মাত্র) অহং জিগ্যে (আমি জয় করিয়াছিলাম) ॥ ১৩ ॥

তথাপি (তাহা হইলেও) অহং (আমি) দৈবযুক্তেন কালেন (অদৃষ্টসমন্বিত কালকর্ত্তৃক) জগৎ বিদ্রাবিতং জানন্ (জগৎ পরিচালিত হইতেছে জানিয়া) কর্হিচিৎ (কখনও) ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি (শোক কিংবা হর্ষ প্রকাশ করি নাই) ॥ ১৪ ॥

অধুনা অপি (এক্ষণেও) বীরযূথপযূথপাঃ বয়ং সর্ব্বে (বীর সেনাপতিগণের অধিপতি আমরা সকলে) কৃষ্ণপালিতৈঃ (কৃষ্ণপালিত) ফল্গুতন্ত্রৈঃ যদুভিঃ (অল্প সৈন্য যাদবগণ কর্ত্তৃক) পরাজিতাঃ (পরাজিত হইলাম) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা যেমন নর্ত্তয়িতার ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে, সেইরূপ দেহধারী জীবগণ পরমেশ্বরের অধীন হইয়া সুখ ও দুঃখের মাঝে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ [জরাসন্ধ কহিল] আমি ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে পরাজিত হইয়াছিলাম ; শেষে একবার মাত্র আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে জয় করিয়াছিলাম ॥ ১৩ ॥ তাহা হইলেও আমি অদৃষ্ট সমন্বিত কালকর্ত্তৃক জগৎ পরিচালিত হইতেছে জানিয়া কখনও শোক বা হর্ষ প্রকাশ করি নাই ॥ ১৪ ॥ এক্ষণেও অদৃষ্টসমন্বিত কালের প্রভাবেই বীরসেনাপতিগণের অধিপতি আমরা সকলে কৃষ্ণপালিত অল্পসৈন্য যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলাম ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর—নিষ্ঠা স্থৈর্য্যম্ ॥ ১১ ॥ কুহকো নর্ত্তয়িতা তস্যেচ্ছয়া। দুঃখেঽপীহ মানস্যেন পারবশ্যং ব্যক্তং দর্শিতম্ ॥ ১২ ॥ অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ জরাসন্ধঃ—শৌরেরিতি। শ্রীকৃষ্ণসকাশাৎ, একং সংযুগম্, পরং কেবলম অন্তিমং বা জিগ্যে জিতবানহম্ ॥ ১৩ ॥

বিপবো জিগ্যুরধুনা কাল আত্মানুসারিণি।
তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ ॥ ১৬ ॥
এবং প্রবোধিতো মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাৎ সানুগঃ পুরম্।
হতশেষাঃ পুনস্তেঽপি যযুঃ স্বং স্বং পুরং নৃপাঃ ॥ ১৭॥
রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিড়সহন্ স্বসুঃ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী ॥ ১৮ ॥
রুক্ম্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্।
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দংশিতঃ সশরাসনঃ ॥ ১৯ ॥
অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য চ রুক্মিণীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—কালে আত্মানুসারিণি [সতি] (কাল নিজেদের অনুকূল হওয়ায়) অধুনা (এক্ষণে রিপবঃ শত্রুগণ) জিগ্যুঃ (জয়লাভ করিল), যদা [চ] (আবার যখন) কালঃ প্রদক্ষিণঃ [ভবিষ্যতি] কাল অনুকূল হইলে), তদা (তখন) বয়ম [অপি] (আমরাও) বিজেষ্যামঃ (জয়লাভ করিব) ॥ ১৬ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] চৈদ্যঃ (চেদিরাজ শিশুপাল) মিত্রৈঃ (জরাসন্ধ প্রমুখ মিত্রগণকর্ত্তৃক) এবং প্রবোধিতঃ (এইরূপে প্রবোধিত হইয়া) সানুগঃ [সন্] (অনুচরগণের সহিত) পুরম্ অগাৎ (নিজ পুরীতে গমন করিল)। হতশেষাঃ তে নৃপাঃ অপি (হতাবশিষ্ট ঐ সকল রাজাও) স্বং স্বং পুরং (নিজ নিজ পুরীতে) পুনঃ যযুঃ (ফিরিয়া গেল) ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণদ্বিট্ বলী রুক্মী তু (শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী বলশালী রুক্মী) স্বসুঃ (ভগিনী রুক্মিণীর) রাক্ষসোদ্বাহম অসহন্ (রাক্ষসবিবাহ সহ্য করিতে না পারিয়া) অক্ষৌহিণ্যা বৃতঃ [সন্] (অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া) কৃষ্ণং পৃষ্ঠতঃ অন্বগমৎ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল) ॥ ১৮ ॥

অমর্ষী মহাবাহুঃ রুক্মী (অসহিষ্ণু মহাবাহু রুক্মী) সুসংরব্ধঃ দংশিতঃ সশরাসনঃ [চ সন্] (অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বর্ম্ম পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক) সর্ব্বভূভুজাং শৃণ্বতাং [সতাং] (সমুদয় রাজগণের সমক্ষে) প্রতিজজ্ঞে (প্রতিজ্ঞা করিল)—সমরে (যুদ্ধে) কৃষ্ণম্ অহত্বা (কৃষ্ণকে বধ না করিয়া) রুক্মিণীম্ অপ্রত্যূহ্য চ (এবং ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার না করিয়া) [অহং] (আমি) কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি (কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না), এতৎ (ইহা) অহং (আমি) সত্যং ব্রবীমি (সত্য বলিতেছি) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—কাল শত্রুগণের অনুকূল হওয়ায় এক্ষণে তাহারা জয়লাভ করিল, আবার যখন কাল আমাদের অনুকূল হইবে, তখন আমরাও জয়লাভ করিব ॥ ১৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! চেদিরাজ শিশুপাল জরাসন্ধ প্রমুখ মিত্রগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া অনুচরগণের সহিত নিজ পুরীতে গমন করিল। হতাবশিষ্ট ঐ সকল রাজাও তখনও নিজ নিজ পুরীতে ফিরিয়া গেল ॥ ১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী বলশালী রুক্মী ভগিনী রুক্মিণীর রাক্ষস-বিবাহ সহ্য করিতে না পারিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ১৮ ॥ অসহিষ্ণু মহাবাহু রুক্মী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বর্ম্ম পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমুদয় রাজগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—যুদ্ধে কৃষ্ণকে বধ না করিয়া এবং ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না, ইহা আমি সত্য বলিতেছি ॥ ১৯-২০ ॥

শ্রীধর—দৈবম্ অদৃষ্টং উদযুক্তেন ॥ ১৪ ॥ কস্তত্রৈঃ স্বল্পসৈন্যৈঃ ॥ ১৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ।
চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ ॥ ২১ ॥
অদ্যাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্ম্মতেঃ।
নেষ্যে বীর্য্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা ॥ ২২ ॥
বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ।
রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহ্বয়ৎ ॥ ২৩ ॥
ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
আহ চাত্র ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন ! ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—[রুক্মী] ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) রথম্ আরুহ্য (রথে আরোহণ করিয়া) সারথিং প্রাহ (সারথিকে বলিল)—[সারথে ! ত্বং] (হে সারথে ! তুমি) সত্বরঃ [সন্] (ত্বরান্বিত হইয়া) যতঃ কৃষ্ণঃ [বর্ত্ততে] (যে দিকে কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছে), [তত্র] (সেই দিকে) অশ্বান্ চোদয় (অশ্বসমূহ চালনা কর), তস্য মে (তাহার সহিত আমার) সংযুগং ভবেৎ (যুদ্ধ হইবে) ॥ ২১ ॥

যেন (যৎকর্ত্তৃক) মে স্বসা (আমার ভগিনী রুক্মিণী) প্রসভং হৃতা (বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়াছে), অদ্য (আজ) অহং (আমি) নিশিতৈঃ বাণৈঃ (তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা) সুদুর্ম্মতেঃ [তস্য] গোপালস্য (অতি দুর্ম্মতি সেই গোপালক কৃষ্ণের) বীর্য্যমদং নেষ্যে (বলগর্ব্ব হরণ করিব) ॥ ২২ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] অথ (অনন্তর) ঈশ্বরস্য অপ্রমাণবিৎ (সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তির ইয়ত্তাবিষয়ে অনভিজ্ঞ) কুমতিঃ [সঃ] (দুর্ম্মতি রুক্মী) বিকত্থমানঃ [সন্] (আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে) একেন রথেন (একমাত্র রথ লইয়া) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি আহ্বয়ৎ (দাঁড়াও দাঁড়াও বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল) ॥ ২৩ ॥

[ততঃ সঃ] (তৎপরে সে) সুদৃঢ়ং ধনুঃ বিকৃষ্য (সুদৃঢ় ধনুক আকর্ষণ করিয়া) ত্রিভিঃ শরৈঃ (তিনটি বাণের দ্বারা) কৃষ্ণং জঘ্নে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিল) আহ চ (এবং বলিল)—যদূনাং কুলপাংসন ! (অরে যদুকুলদূষণ কৃষ্ণ !) অত্র (এই স্থানে) ক্ষণং তিষ্ঠ (ক্ষণকাল অবস্থান কর্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—রুক্মী এইরূপ বলিয়া রথে আরোহণ করতঃ সারথিকে বলিল—হে সারথে ! তুমি সত্বর যে দিকে কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছে, সেই দিকে অশ্বসমূহ চালনা কর, তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে ॥ ২১ ॥ যে আমার ভগিনী রুক্মিণীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে, আজ আমি তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা অতি দুর্ম্মতি সেই গোপালক কৃষ্ণের বলগর্ব্ব হরণ করিব ॥ ২২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্তির ইয়ত্তাবিষয়ে অনভিজ্ঞ সেই দুর্ম্মতি রুক্মী আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে একমাত্র রথ লইয়া ভগবান্ গোবিন্দকে "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিয়া আহ্বান করিল ॥ ২৩ ॥ তৎপর রুক্মী সুদৃঢ় ধনুক আকর্ষণ করিয়া তিনটি বাণের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিল এবং বলিল—ওরে যদুকুলদূষণ কৃষ্ণ ! এই স্থানে ক্ষণকাল অবস্থান কর্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—প্রদক্ষিণোঽনুকূলো যদা স্যাৎ ॥ ১৬—২১ ॥

কুত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ।
হরিষ্যেঽদ্য মদং মন্দ! মায়িনঃ কূটযোধিনঃ ॥ ২৫ ॥
যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্।
স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা ষড়্ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্ ॥ ২৬ ॥
অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ।
স চান্যদ্ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২৭ ॥
তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ।
পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—মন্দ! (রে নীচ)! হবিঃ ধ্বাঙ্ক্ষবৎ (কাকের যজ্ঞীয় হবি হরণের ন্যায়) [ত্বং] (তুই) মে স্বসারং (আমার ভগিনীকে) মুষিত্বা (অপহরণ করিয়া) কুত্র যাসি? (কোথায় যাইতেছিস?) অদ্য [অহং] (আজ আমি) মায়িনঃ কূটযোধিনঃ (মায়াবী ও কূটযোদ্ধা) [তব] (তোর) মদং হরিষ্যে (গর্ব্ব দূর করিব) ॥ ২৫ ॥

[ত্বং] (তুই) যাবৎ মে বাণৈঃ (যাবৎ আমার বাণসমূহের আঘাতে) হতঃ [সন্] (নিহত হইয়া) ন শয়ীথাঃ (শয়ন না করিস্), [তাবৎ] দারিকাং মুঞ্চ (তাবৎ ভগিনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ কর্)। [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) [রুক্মীর কথা শুনিয়া] স্ময়ন্ (হাস্য করতঃ) ধনুঃ ছিত্ত্বা (রুক্মীর ধনুক ছেদন করিয়া) ষড়্ভিঃ [বাণৈঃ] (ছয়টি বাণের দ্বারা) রুক্মিণং বিব্যাধ (তাহাকে বিদ্ধ করিলেন) অষ্টভিঃ [শরৈঃ] (এবং আটটি বাণের দ্বারা) চতুরঃ বাহান্ (তাহার রথের চারিটি অশ্ব), ত্রিভিঃ [শরৈঃ] (তিনটি বাণের দ্বারা) ধ্বজং (ধ্বজ) দ্বাভ্যাং [শরাভ্যাং] সূতং [চ বিব্যাধ] (ও দুইটি বাণের দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন)। [তদা] সঃ চ (তখন সেই রুক্মীও) অন্যৎ ধনুঃ আদায় (অপর ধনুক গ্রহণ করিয়া) পঞ্চভিঃ [শরৈঃ] (পাঁচটি বাণের দ্বারা) কৃষ্ণং বিব্যাধ (শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিল) ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

অচ্যুতঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তৈঃ [শরৈঃ] (সেই সকল বাণের আঘাতে) তাড়িতঃ [সন্] (আহত হইয়া) শরৌঘৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) [তস্য] ধনুঃ তু (তাহার ধনুক) চিচ্ছেদ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন)। [রুক্মী] পুনঃ (রুক্মী পুনরায়) অন্যৎ [ধনুঃ] (অপর ধনুক) উপাদত্ত (গ্রহণ করিল), অব্যয়ঃ (অচ্যুত) তদপি (তাহাও) অচ্ছিনৎ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—রে নীচ! কাকে যেমন যজ্ঞীয় হবি হরণ করে, তেমনি তুই আমার ভগিনীকে অপহরণ করিয়া কোথায় যাইতেছিস? তুই মায়াবী ও কূটযোদ্ধা। আজ আমি তোর গর্ব্ব অপহরণ করিব ॥ ২৫ ॥ তুই যাবৎ আমার বাণসমূহের আঘাতে নিহত হইয়া শয়ন না করিস্, তাবৎ আমার ভগিনী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ কর্। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর কথা শুনিয়া হাস্য করতঃ ছয়টি বাণের দ্বারা রুক্মীর ধনুক ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং আটটি বাণের দ্বারা তাহার রথের চারিটি অশ্ব, তিনটি বাণের দ্বারা ধ্বজ ও দুইটি বাণের দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রুক্মীও অপর ধনুক গ্রহণ করিয়া পাঁচটি বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিল ॥ ২৬-২৭ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বাণের আঘাতে আহত হইয়া বাণসমূহের দ্বারা রুক্মীর ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রুক্মী পুনরায় অপর ধনুক গ্রহণ করিল; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর সেই ধনুকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর—গোপালস্য বেদপালকস্যেতি বাস্তবোঽর্থঃ। তথা সুদুর্মতেরিতি। শোভনা অনুগ্রহবতী দুষ্টেষ্বপি মতির্যস্য তস্যেতি ॥ ২২-২৩ ॥ যদূনাং কুলপাংসন! কুলদূষণ! বস্তুতস্তু যদূনাং কুলস্য পতে! হে অংসন! স্বয়ঞ্চ রিপুহননমচতুর! "অংস সমাঘাতে" ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ কর্ত্তরি ল্যুট্ প্রত্যয়ো নন্দ্যাদিবিহিতঃ ॥ ২৪ ॥

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্ম্মাসী শক্তিতোমরৌ।
যদ্‌যদায়ুধমাদত্ত তৎ সর্ব্বং সোঽচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ২৯ ॥
ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণির্জিঘাংসয়া।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ৩০ ॥
তস্য চাপততঃ খড়্গং তিলশশ্চর্ম্ম চেষুভিঃ।
ছিত্বাসিমাদদে তিগ্মং রুক্মিণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩১ ॥
দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্‌যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা।
পতিত্বা পাদয়োর্ভর্ত্তুরুবাচ করুণং সতী ॥ ৩২ ॥
যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্! দেবদেব! জগৎপতে!।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণ! ভ্রাতরং মে মহাভুজ! ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—[অথ] সঃ (অনন্তর রুক্মী) পরিঘং পট্টিশং শূলং (পরিঘ, পট্টিশ, শূল), চর্ম্মাসী (চর্ম্ম, অসি), শক্তিতোমরৌ (শক্তি ও তোমর) যৎ যৎ আয়ুধম্ আদত্ত (যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিল), হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তৎ সর্ব্বম্ অচ্ছিনৎ (সেই সমস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ২৯ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধঃ [সঃ] (তৎপর ক্রুদ্ধ রুক্মী) রথাৎ অবপ্লুত্য (রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া) জিঘাংসয়া (শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায়) খড়্গপাণিঃ [সন্] (হস্তে খড়্গ লইয়া) পতঙ্গঃ পাবকম্ ইব (পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ) কৃষ্ণম্ অভ্যদ্রবৎ (শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল) ॥ ৩০ ॥

[শ্রীকৃষ্ণঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) [তদা] (তখন) ইষুভিঃ (বাণসমূহের দ্বারা) আপততঃ তস্য (আক্রমণকারী সেই রুক্মীর) খড়্গং চর্ম্ম চ (খড়্গ ও চর্ম্ম) তিলশঃ ছিত্বা (তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া) রুক্মিণং হন্তুম্ উদ্যতঃ [সন্] (রুক্মীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া) তিগ্মম্ অসিম্ চ আদদে (তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণ করিলেন) ॥ ৩১ ॥

[তদা] (তখন) সতী রুক্মিণী (সাধ্বী রুক্মিণী) ভ্রাতৃবধোদ্‌যোগং দৃষ্ট্বা (ভ্রাতৃবধের উদ্‌যোগ দেখিয়া) ভয়বিহ্বলা [সতী] (ভয়ে বিহ্বল হইয়া) ভর্ত্তুঃ পাদযোঃ পতিত্বা (স্বামীর পদযুগলে পতিত হইয়া) করুণম্ উবাচ (করুণস্বরে বলিলেন)—যোগেশ্বর! (হে যোগেশ্বর!) অপ্রমেয়াত্মন্! (হে অপরিমিত স্বরূপ!) দেবদেব! (হে দেবদেব!) জগৎপতে! (হে জগন্নাথ!) কল্যাণ! (হে মঙ্গলাধার!) মহাভুজ! (হে মহাবাহো!) [ত্বং] (আপনি) মে ভ্রাতরং (আমার ভ্রাতাকে) হন্তুং ন অর্হসি (বধ করিতে পারেন না) ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রুক্মী পরিঘ, পট্টিশ, শূল, চর্ম্ম, অসি, শক্তি ও তোমর প্রভৃতি যে যে অস্ত্র গ্রহণ করিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯ ॥ তৎপরে ক্রুদ্ধ রুক্মী রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় খড়্গ হস্তে লইয়া পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩০ ॥ তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আক্রমণকারী সেই রুক্মীর খড়্গ ও চর্ম্ম তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া রুক্মীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া তীক্ষ্ণধার অসি গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥ তখন সতী রুক্মিণী ভ্রাতৃবধের উদ্‌যোগ দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া স্বামীর পদযুগলে পতিত হইলেন এবং করুণস্বরে বলিলেন—হে যোগেশ্বর! হে অপ্রমেয়স্বরূপ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে কল্যাণ! হে মহাবাহো! আমার ভ্রাতাকে বধ করা আপনার উচিত নয় ॥ ৩২-৩৩ ॥

শ্রীধর—ধ্বাঙ্ক্ষঃ কাকঃ স যথা হবির্মৃক্ষাতি তদ্বৎ। বস্তুতস্তু অধ্বাঙ্ক্ষবদিতি চ্ছেদঃ। সহস্রাক্ষবদিত্যর্থঃ হে মন্দ! স্থিরেত্যর্থঃ ॥ ২৫—৩৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ

তয়া পরিত্রাস-বিকম্পিতাঙ্গয়া শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া।
কাতর্য্যবিস্রংসিত-হেমমালয়া গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্ত্তত ॥ ৩৪ ॥
চৈলেন বদ্ধ্বা তমসাধুকারিণং সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ।
তাবন্মমর্দ্দুঃ পরসৈন্যমুদ্ধতং যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্।
তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] পরিত্রাস-বিকম্পিতাঙ্গয়া (ত্রাসবশতঃ রুক্মিণীর অঙ্গ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছিল), শুচা অবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া (শোকে মুখ শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল) কাতর্য্যবিস্রংসিত হেমমালয়া (এবং বিহ্বলতাহেতু স্বর্ণমালা খসিয়া পড়িয়াছিল, এতাদৃশী) তয়া (রুক্মিণী কর্ত্তৃক) গৃহীতপাদঃ করুণঃ [কৃষ্ণঃ] (স্বীয় চরণযুগল গৃহীত হওয়ায় দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ) ন্যবর্ত্তত (রুক্মীর বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন)।। ৩৪ ।।

[সঃ] (তিনি) তম্ অসাধুকারিণং (সেই অপকারী রুক্মীকে) চৈলেন বদ্ধ্বা (বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিয়া) সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ (শ্মশ্রু ও কেশ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া মুণ্ডন করতঃ) ব্যরূপয়ৎ (বিরূপ করিয়া দিলেন)। তাবৎ (এদিকে রুক্মীর সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যত সময় যুদ্ধাদি হইল, তাবৎ) গজাঃ নলিনীং যথা (মাতঙ্গ সমূহ যেমন পদ্মবন মর্দ্দন করে, সেইরূপ) যদুপ্রবীরাঃ (যদুবীরগণ) উদ্ধতং পরসৈন্যং (উদ্ধত শত্রুসৈন্যগণকে) মমর্দ্দুঃ (মর্দ্দিত করিলেন)।। ৩৫ ।।

[অথ তে] (অনন্তর যদুবীরগণ) কৃষ্ণান্তিকম্ উপব্রজ্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া) তত্র (সেই স্থানে) রুক্মিণং দদৃশুঃ (রুক্মীকে দেখিতে পাইলেন)। বিভুঃ ভগবান্ সঙ্কর্ষণঃ (নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা ভগবান্ বলরাম) তথাভূতং (পূর্ব্বোক্ত দশাপ্রাপ্ত), বদ্ধং (বদ্ধ) হতপ্রায়ং তং (হতপ্রায় সেই রুক্মীকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) করুণঃ [সন্] (দয়ার্দ্র হইয়া) বিমুচ্য (বন্ধন মোচন করতঃ) কৃষ্ণম্ অব্রবীৎ (শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন)।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ত্রাসবশতঃ রুক্মিণীর অঙ্গ অত্যন্ত কম্পিত হইতেছিল, শোকে তাঁহার মুখ শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল এবং বিহ্বলতাহেতু গলদেশস্থ স্বর্ণমালা খসিয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল ধারণ করায় দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি সেই অপকারী রুক্মীকে বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিয়া শ্মশ্রু ও কেশ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া মুণ্ডন করতঃ তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন। এদিকে রুক্মীর সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যত সময় যুদ্ধাদি হইল, তাবৎ মাতঙ্গ সমূহ যেমন পদ্মবন মর্দ্দিত করে, সেইরূপ যদুবীরগণ উদ্ধত শত্রুসৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিলেন ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর যদুবীরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আগমন করিয়া সেই স্থানে রুক্মীকে দেখিতে পাইলেন। বিভু ভগবান্ বলরাম পূর্ব্বোক্ত দশাপ্রাপ্ত, বদ্ধ ও হতপ্রায় সেই রুক্মীকে দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বন্ধন মোচন করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর—পরিত্রাসেন বিকম্পিতান্যঙ্গানি যস্যাস্তয়া শুচা শোকেন অবশুষ্যন্মুখং যস্যাঃ, রুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্যাঃ সা চ সা চ। তথা কাতর্য্যেণ বৈক্লব্যেন বিস্রংসিতা হেমময়ী মালা যস্যাস্তয়া গৃহীতৌ পাদৌ যস্য সঃ।। ৩৪ ।।

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ ! কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ ॥ ৩৭ ॥
মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্ব্বৈরূপ্যচিন্তয়া।
সুখদুঃখদো নান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥
বন্ধুর্ব্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্ব্বধমর্হতি।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ।
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতরস্ততঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—কৃষ্ণ। (হে কৃষ্ণ !) ত্বয়া কৃতম্ ইদম্ (তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা) অস্মজ্জুগুপ্সিতম্ (আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয়) অসাধু [চ] (ও অন্যায়), [যতঃ] (যেহেতু) সুহৃদঃ (স্বজনের) শ্মশ্রুকেশানাং বপনং বৈরূপ্যং [চ] (শ্মশ্রু কেশ মুণ্ডন ও বিরূপকরণ) বধঃ [এব] (বধ স্বরূপই) ॥ ৩৭ ॥

[রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন]—সাধ্বি। (হে, সাধ্বি।) [ত্বং] (তুমি) ভ্রাতুঃ বৈরূপ্যচিন্তয়া (ভ্রাতার বিরূপতা চিন্তা করিয়া) অস্মান্ (আমাদের প্রতি) মা এব অসূয়েথাঃ (দোষারোপ করিও না), অন্যঃ (অপর ব্যক্তি) সুখদুঃখদঃ ন চ অস্তি (সুখপ্রদ বা দুঃখপ্রদ হয় না); যতঃ (কারণ) পুমান্ (পুরুষ) স্বকৃতভুক্ [ভবতি] (আপন কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে) ॥ ৩৮ ॥

[পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ !] বন্ধুঃ বধার্হদোষঃ অপি (আপনজন বধযোগ্য দোষে দোষী হইলেও) বন্ধোঃ (স্বজনের) বধং ন অর্হতি (নিকটে বধদণ্ড পাইবার যোগ্য নহে), [সঃ] ত্যাজ্যঃ (তাহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য)। স্বেন এব দোষেণ (নিজেরই দোষে) হতঃ (হতপ্রায়) [সঃ] (সেই স্বজনকে) কিং পুনঃ হন্যতে ? (কি পুনরায় বধ করা উচিত ?) ॥ ৩৯ ॥

[রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন—হে কল্যাণি !] ক্ষত্রিয়াণাম্ অয়ম্ [এব] ধর্ম্মঃ (ক্ষত্রিয়গণের ইহাই ধর্ম্ম); [অয়ং] প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ (প্রজাপতি এই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন), যেন (এই ধর্ম্মানুসারে) ভ্রাতা অপি (ভ্রাতাও) ভ্রাতরং হন্যাৎ (ভ্রাতাকে বধ করিয়া থাকে), ততঃ [অয়ং] ঘোরতরঃ (অতএব এই ধর্ম্ম অতি দারুণ); [সুতরাং ইহাতে আমাদের অপরাধ নাই] ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ। তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় ও অন্যায় ; যেহেতু স্বজনের শ্মশ্রু-কেশ মুণ্ডন ও বিরূপকরণ বধস্বরূপই ॥ ৩৭ । [রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন] হে সাধ্বি। তুমি ভ্রাতার বিরূপতা চিন্তা করিয়া আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিও না। অপর ব্যক্তি সুখপ্রদ বা দুঃখপ্রদ হয় না ; কারণ পুরুষ নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ [পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন] হে কৃষ্ণ ! স্বজন বধযোগ্য দোষে দোষী হইলেও স্বজনের নিকট বধদণ্ড পাইবার যোগ্য নহে ; তাহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যে বন্ধু নিজেরই দোষে হতপ্রায়, সেই বন্ধুকে কি পুনরায় বধ করা উচিত ॥ ৩৯ ॥ [পুনরায় রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন] হে কল্যাণি। ক্ষত্রিয়গণের ইহাই ধর্ম্ম ; প্রজাপতি এই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন ; এই ধর্ম্মানুসারে ভ্রাতাও ভ্রাতাকে বধ করিয়া থাকে ; অতএব এই ধর্ম্ম অতি দারুণ (ইহাতে আমাদের অপরাধ নাই) ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—সশ্মশ্রুকেশং সহিতানি স্থানে স্থানেঽবশিষ্টানি শ্মশ্রূণি কেশাশ্চ যথা ভবন্তি তথা তেনৈবাসিনা প্রবপন্ মুণ্ডয়ন্ ব্যরূপয়ৎ বিরূপমকরোৎ ॥ ৩৫ ॥ তথাভূতং হতপ্রায়মিত্যুক্তরবাক্যেঽপ্যনুষঙ্গঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

রাজ্যস্য ভূমের্ব্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো মানস্য তেজসঃ।
মানিনোঽন্যস্য বা হেতোঃ শ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি ॥ ৪১ ॥
তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতেষু দুর্হৃদাম্।
যন্মন্যসে সদাভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ ॥ ৪২ ॥
আত্মমোহো নৃণামেষ কল্প্যতে দেবমায়য়া।
সুহৃদ্ দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—[পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন]—শ্রীমদান্ধাঃ মানিনঃ [জনাঃ] (ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ) রাজ্যস্য (রাজ্য), ভূমেঃ (ভূমি) বিত্তস্য (বিত্ত), স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী), মানস্য (মান), তেজসঃ (ক্রোধশান্তি) অন্যস্য বা হেতোঃ (কিংবা অন্য কোনও বস্তুর জন্য) ক্ষিপন্তি হি (দুর্ব্যবহার করে) [আমরা ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ কিংবা অহঙ্কারী নহি, সুতরাং রুক্মীর প্রতি আমাদের এইরূপ ব্যবহার অনুচিত] ॥ ৪১ ॥

[পুনরায় রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন—হে কল্যাণি।] অজ্ঞবৎ (জ্ঞানহীনার ন্যায়) [ত্বং] (তুমি) সর্ব্বভূতেষু (সর্বভূতের মধ্যে) দুর্হৃদাং (শিশুপালাদি শত্রুগণের) সদা অভদ্রং [ভবতু] (সর্বদা অমঙ্গল হউক) সুহৃদাং (এবং রুক্মী প্রভৃতি সুহৃদ্গণের) [সদা] ভদ্রং [ভবতু] (সর্বদা মঙ্গল হউক), [ইতি] যং মন্যসে (ইহা যে ইচ্ছা করিতেছ), তব (তোমার) ইয়ং বুদ্ধিঃ বিষমা (এই বুদ্ধি সমবুদ্ধি নহে অর্থাৎ বুদ্ধিমতী তোমার পক্ষে এইরূপ বুদ্ধি করা সমীচীন নহে) ॥ ৪২ ॥

দেহাত্মমানিনাং নৃণাং (দেহকেই যাহারা আত্মা মনে করে, তাদৃশ জনগণের) "সুহৃৎ দুর্হৃৎ উদাসীনঃ (মিত্র, শত্রু ও উদাসীন)" ইতি এষঃ আত্মমোহঃ (এইরূপ বুদ্ধিমোহ) দেবমায়য়া কল্প্যতে (ভগবন্মায়ায় কল্পিত হইয়া থাকে)। [তোমার এইরূপ বুদ্ধিমোহ হওয়া উচিত নহে] ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—[পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিলেন] ঐশ্বর্যমদে অন্ধ অহঙ্কারী ব্যক্তিগণ রাজ্য, ভূমি, বিত্ত, স্ত্রী, মান, ক্রোধশান্তি কিংবা অন্য কোনও বস্তুর জন্য দুর্ব্যবহার করে; আমরা ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ কিম্বা অহঙ্কারী নহি; সুতরাং রুক্মীর প্রতি আমাদের এইরূপ ব্যবহার অনুচিত ॥ ৪১ ॥ [পুনরায় রুক্মিণীর প্রতি বলিলেন] হে কল্যাণি। তুমি জ্ঞানহীনার ন্যায় "সর্ব্বভূতের মধ্যে শিশুপালাদি শত্রুগণের সর্ব্বদা অমঙ্গল হউক এবং রুক্মী প্রভৃতি সুহৃদ্গণের সর্ব্বদা মঙ্গল হউক" ইহা যে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার এই বুদ্ধি সমবুদ্ধি নহে। তুমি জ্ঞানবতী, এইরূপ বুদ্ধি তোমার অনুরূপ নহে ॥ ৪২ ॥ দেহকেই যাহারা আত্মা মনে করে, তাদৃশ জনগণের "ইনি মিত্র, ইনি শত্রু, ইনি উদাসীন" এইরূপ বুদ্ধিমোহ ভগবন্মায়ায় জন্মিয়া থাকে। তোমার এইরূপ বুদ্ধিমোহ হওয়া উচিত নহে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর—রুক্মিণীং সান্ত্বয়তি—মৈবাস্মানিতি ॥ ৩৮ ॥ পুনঃ কৃষ্ণমাক্ষিপতি—বন্ধুরিতি ॥ ৩৯ ॥ পুনর্দ্দেবীং প্রত্যাহ—ক্ষত্রিয়াণামিতি। যেন ধর্ম্মেণ ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাৎ। ততস্তস্মাদ্ ঘোরতরোঽতিদারুণো ধর্ম্মশ্চ। অতঃ কোঽস্মাকমপরাধ ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—রাজ্যস্যেতি। তথাপ্যস্মাকমেতদনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥ পুনর্দ্দেবীং প্রত্যাহ—তবেয়মিতি। সর্বভূতেষু দুর্হৃদাম্ অহিতানাং সুহৃদাম্ ভ্রাতৃণাম্ অজ্ঞবদ্ যদভদ্রং মন্যসে ইচ্ছসি ইয়ং তব বিষমা অসমীচীনা বুদ্ধিঃ। কুতঃ? যতস্তদেব সুহৃদামভদ্রমিতি। যদ্বা সর্বভূতেষু দুর্হৃদামপি স্বসুহৃদাং ভদ্রমেব তত্তদ্রূপং মুণ্ডনম্ অভদ্রং যন্মন্যসে তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ। অথবা সর্ব্বভূতেষু মধ্যে দুর্হৃদাং শিশুপালাদীনামভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রঞ্চ যন্মন্যসে, তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সমা ন ভবতি। অজ্ঞবৎ অজ্ঞানামিব ॥ ৪২ ॥ কুত ইত্যত আহ—আত্মমোহ ইতি ॥ ৪৩ ॥

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ ॥ ৪৪ ॥

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।
আত্মন্যবিদ্যয়া কৢপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥ ৪৫ ॥

নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্‌রূপাভ্যাং যথা রবেঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—সর্ব্বেষাম্ অপি দেহিনাম্ (সমস্ত জীবের) আত্মা (কর্ম্মাদির সাক্ষী ও ফলপ্রদাতা অন্তর্য্যামী) একঃ এব হি (একই); যথা জ্যোতিঃ (অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিতে নানা বলিয়া প্রতীত হয়) যথা [চ] নভঃ (এবং আকাশ যেমন ঘটাদিতে নানা বলিয়া প্রতীত হয়), [তথা] (সেইরূপ) পরঃ [সঃ] (সর্বজীব হইতে ভিন্নস্বরূপ অন্তর্য্যামী) মূঢ়ৈঃ (মূঢ়গণকর্ত্তৃক) নানা ইব গৃহ্যতে (নানা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন) ॥ ৪৪ ॥

দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ (অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব এই ত্রিবিধাত্মক) আদ্যন্তবান্ (এবং আদি ও অন্তবিশিষ্ট) এষঃ দেহঃ (এই দেহ) আত্মনি অবিদ্যয়া কৢপ্তঃ [সন্] (আত্মস্থানে অবিদ্যার দ্বারা আত্মরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া) দেহিনং সংসারয়তি (জীবকে সংসারযুক্ত করিয়া থাকে) ॥ ৪৫ ॥

সতি! (হে সতি!) অসতঃ [অন্যেন] (পরমকারণ ভগবান্ ব্যতীত অন্য কারণে) যথা (যেমন) রবেঃ (সূর্য্যের) দৃগ্‌রূপাভ্যাং [সহ] (চক্ষুরিন্দ্রিয় ও রূপের সহিত) [সংযোগঃ বিয়োগঃ চ ন ভবতি] (সংযোগ ও বিয়োগ হয় না), তৎপ্রসিদ্ধেঃ তদ্ধেতুত্বাৎ (যেহেতু উক্ত সংযোগ ও বিয়োগ-প্রসিদ্ধির হেতু পরমকারণ ভগবান্), [তথা] (সেইরূপ) আত্মনঃ (জীবের) [দেহেন সহ] সংযোগঃ বিয়োগঃ চ (দেহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ) [তস্মাৎ] অন্যেন [হেতুনা] (পরমকারণ ভগবান্ ব্যতীত অন্য কারণে) ন [ভবতি] (হয় না) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ সমস্ত জীবের কর্ম্মাদির সাক্ষী ও ফলপ্রদাতা অন্তর্য্যামী একই; অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিতে এবং আকাশ যেমন ঘটমঠাদিতে এক হইয়াও নানা বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্ব্বজীব হইতে ভিন্ন স্বরূপ এক অন্তর্য্যামী, মূঢ়গণ কর্ত্তৃক নানা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব—এই ত্রিবিধাত্মক এবং আদি ও অন্তবিশিষ্ট এই দেহ অবিদ্যার প্রভাবে আত্মস্থানে আত্মরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া জীবকে সংসারযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ —হে সতি! পরমকারণ ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কারণে সূর্য্যের যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও রূপের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ হয় না, যেহেতু উক্ত সংযোগ ও বিয়োগ প্রসিদ্ধির হেতু পরম কারণ ভগবান্, সেইরূপ জীবের দেহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ও পরম কারণ ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কারণে হয় না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধর—পরমার্থমাহ—এক এবেতি। পরঃ শুদ্ধঃ জ্যোতিশ্চন্দ্রাদির্যথোদকেষু নভো যথা ঘটাদিস্বিতি ॥ ৪৪ ॥ কুতস্তর্হি ন চন্দ্রাদিবদাত্মানমেকং শুদ্ধং প্রতীমস্তত্রাহ—দেহ ইতি। দ্রব্যমধিভূতম্, প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি অধ্যাত্মম্ গুণশব্দেনাধিদৈবং তত্রিতয়াত্মকঃ, দেহোপাধিনা শুদ্ধো ন প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব ॥ ৪৭ ॥
যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ।
অনুভুঙ্‌ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়—কলানাম্ ইব (যেমন চন্দ্রকলাসমূহেরই জন্মাদি বিকার হয়), ন এব ইন্দোঃ (চন্দ্রের নহে, সেইরূপ) জন্মাদয়ঃ বিক্রিয়াঃ (জন্মাদি বিকার) দেহস্য [এব] (দেহেরই), ন তু আত্মনঃ ক্বচিৎ (কখনও আত্মার নহে)। [দেহের জন্মাদির দ্বারাই জীবাত্মার জন্মাদি বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ] কুহূঃ ইব (যেমন কলাসমূহের ক্ষয়কেই অমাবস্যা অর্থাৎ চন্দ্রক্ষয় বলা হয়, সেইরূপ) অস্য মৃতিঃ হি (দেহের বিনাশকেই জীবাত্মার মৃত্যু বলা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জীবাত্মার মৃত্যু নাই) ॥ ৪৭ ॥

শয়ানঃ [পুরুষঃ] যথা (নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন) [স্বপ্নে] অর্থে অসতি অপি (স্বপ্নকালে জাগ্রৎকালীন পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও) [ভগবৎ প্রদত্ত] (ভোক্তৃস্বরূপ দেবাদি দেহ), বিষয়ান্ (ভোগ্য শব্দাদি বিষয়) ফলম্ এব চ (ও ভোগস্বরূপ ফল) অনুভুঙ্‌ক্তে (অনুভব করিয়া থাকে), তথা (সেইরূপ) অবুধঃ (দেহাত্মাভিমানী অজ্ঞ জীব) ভবম্ আপ্নোতি (সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—যেমন চন্দ্রকলাসমূহেরই হ্রাসবৃদ্ধিরূপ বিকার হয়, চন্দ্রের নহে, সেইরূপ দেহেরই জন্মাদি বিকার হয়, কখনও আত্মার জন্মাদি বিকার হয় না। দেহের জন্মাদির দ্বারাই জীবাত্মার জন্মাদি বলা হয়; বস্তুতঃ জীবাত্মার জন্মাদি নাই। যেমন কলাসমূহের ক্ষয়কেই অমাবস্যা অর্থাৎ চন্দ্রক্ষয় বলা হয়, সেইরূপ দেহের বিনাশকেই জীবাত্মার মৃত্যু বলা হয়; বস্তুতঃ জীবাত্মার মৃত্যু নাই ॥ ৪৭ ॥ নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নকালে জাগ্রৎকালীন পদার্থসমূহ বিদ্যমান না থাকিলেও ভগবৎপ্রদত্ত ভোক্তৃস্বরূপ দেবাদিদেহ, ভোগ্য শব্দাদি বিষয় ও ভোগস্বরূপ ফল অনুভব করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহাত্মাভিমানী অজ্ঞ জীব ভগবৎ-প্রদত্ত সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধর—নন্থ দেহসম্বন্ধেনাপি সংসারে সতি শুদ্ধত্বং গতমেব? তত্রাহ—নাত্মন ইতি। হে সতি! অজ্ঞেনাধিভূতাদিনা আত্মনঃ সংযোগবিয়োগৌ ন স্তঃ। কুতঃ? অসতঃ অসত্ত্বাদন্যস্যেত্যর্থঃ। কুতোঽসত্ত্বং তত্রাহ—তদ্ধেতুত্বাদিতি। তস্মাদন্যস্য ভূতেন্দ্রিয়াদেঃ প্রসিদ্ধেঃ প্রকাশস্য। তদ্ধেতুত্বাদাত্মহেতুত্বাৎ। নন্থ দেবৈরধিষ্ঠিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো ভূতানাং প্রতীতিঃ প্রসিদ্ধা ভূতপ্রতীত্যা চ তৎপ্রসিদ্ধির্নাত্মন ইত্যত আহ—দৃগ্‌রূপাভ্যাং যথা রবেঃ। যথা প্রকাশ্যপ্রকাশকত্বেন বর্ত্তমানয়োরপি চক্ষুরূপয়োঃ রবেঃ সকাশাৎ প্রসিদ্ধির্দ্বয়োরপি তৈজসত্বাৎ তদভেদশ্চ, তথা ভূতেন্দ্রিয়াদীনাং পরস্পরং সিদ্ধানামপি চৈতন্যাধীন এব প্রকাশস্তৎকার্য্যত্বাচ্চ তদ্ব্যতিরেকেণাসত্ত্বমিত্যর্থঃ। তথাচ দ্বাদশে বক্ষ্যতি—"দীপশ্চক্ষুশ্চ রূপঞ্চ জ্যোতিষো ন পৃথক্ ভবেৎ। এবং ধীঃ খানি মাত্রাশ্চ ন স্যুরন্যতমাদৃতা" দিতি। যদ্বা রবেঃ প্রসিদ্ধাভ্যামেব দৃগ্‌রূপাভ্যাং পরস্পরং প্রসিদ্ধির্যথা ভবতি তদ্বদিতি ॥ ৪৬ ॥ দেহসম্বন্ধাভাবাদেব নাত্মনো জন্মাদয়োঽপীতি বক্তুং জন্মাদীনাং দেহধর্ম্মত্বমাহ—জন্মাদয়স্ত্বিতি। কথং তর্হি জাতোঽহং বালোঽহং বৃদ্ধোঽহমিত্যাত্মনি জন্মাদিপ্রতীতিঃ? দেহজন্মাদিনৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—কলানামিবেতি। ইন্দোঃ কলানামেব জন্মাদয়ো নৈবেন্দোর্যথা তদ্বৎ। যথা চ কলানাশাদেব কুহূরমাবস্যা ইন্দুক্ষয় উচ্যতে, তদ্বদস্যাত্মনো দেহনাশাদেব মৃতিব্যবহার ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে ।॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা।
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে ॥ ৫০ ॥
প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টো দ্বিড্‌ভির্হতবলপ্রভঃ।
স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ।
চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎ পুরম্ ॥ ৫১ ॥
অহত্বা দুর্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য যবীয়সীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্রুষা ॥ ৫২ ॥

অন্বয়-তস্মাৎ (অতএব) শুচিস্মিতে! (হে পবিত্র হাস্যবতি!) [ত্বং] (তুমি) আত্মশোষবিমোহনম্ (দেহের শোষক ও মোহোৎপাদক) অজ্ঞানজং শোকং (অজ্ঞানজনিত শোক) তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য (তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিদূরিত করিয়া) স্বস্থা ভব (সুস্থ হও) ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] তন্বী (কৃশাঙ্গী রুক্মিণী) ভগবতা রামেণ (ভগবান্ বলরাম কর্তৃক) এবং (এইরূপে) প্রতিবোধিতা [সতী] (প্রবোধিতা হইয়া) বৈমনস্যং পরিত্যজ্য (মনোদুঃখ পরিত্যাগ করতঃ) বুদ্ধ্যা মনঃ সমাদধে (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা মন স্থির করিলেন) ॥ ৫০ ॥

দ্বিড্‌ভিঃ হতবলপ্রভঃ (শত্রু যাদবগণকর্তৃক রুক্মীর বল ও প্রভাব অপহৃত হইল), প্রাণাবশেষঃ (প্রাণমাত্রই তাহার অবশিষ্ট রহিল), বিতথাত্মমনোরথঃ (তাহার মনোরথ ব্যর্থ হইল, এই অবস্থায়) উৎসৃষ্টঃ [সঃ] (শত্রুগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সে) [আত্মনঃ] বিরূপকরণং স্মরন্ (শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিজের বিরূপকরণ চিন্তা করিয়া) নিবাসায় (বাস করিবার নিমিত্ত) ভোজকটং নাম মহৎ পুরং চক্রে (ভোজকট নামক এক বৃহৎ নগর নির্মাণ করিল) রুষা [চ] (এবং ক্রোধে) "দুর্মতিং কৃষ্ণম্ অহত্বা (দুর্মতি কৃষ্ণকে বধ না করিয়া) যবীয়সীম্ অপ্রত্যূহ্য [চ] (ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে উদ্ধার না করিয়া) কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি (কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না)" ইতি উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) তত্র অবসৎ (সেই ভোজকটে বাস করিতে লাগিলেন) ॥ ৫১-৫২ ॥

অনুবাদ—অতএব হে শুচিস্মিতে! তুমি দেহের শোষক ও মোহোৎপাদক অজ্ঞানজনিত শোক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিদূরিত করিয়া সুস্থ হও ॥ ৪৯ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃশাঙ্গী রুক্মিণী ভগবান্ বলরাম কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিতা হইয়া মনোদুঃখ পরিত্যাগ করতঃ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা মন স্থির করিলেন ॥ ৫০ ॥ শত্রু যাদবগণ রুক্মীর বল ও প্রভাব অপহরণ করিল, প্রাণমাত্রই অবশিষ্ট রহিল, তাহার মনোরথ ব্যর্থ হইল, এই অবস্থায় শত্রুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিজের বিরূপকরণ চিন্তা করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত ভোজকট নামক এক বৃহৎ নগর নির্মাণ করিল এবং ক্রোধে "দুর্মতি কৃষ্ণকে বধ না করিয়া ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে উদ্ধার না করিয়া আমি কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না"—ইহা বলিয়া সেই ভোজকটে বাস করিতে লাগিল ॥ ৫১-৫২ ॥

শ্রীধর—নন্বাত্মনো দেহাদিসম্বন্ধাভাবে কথং ভোক্তৃভোগ্যভোগপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য স্বপ্নদৃষ্টান্তেন সমর্থয়তি—যথা শয়ান ইতি। আত্মানং ভোক্তারং বিষয়ান্ ভোগ্যান্ ফলং ভোগম্ অসত্যপ্যর্থেঽনুভুঙ্‌ক্তে, তথা অবুধঃ সংসারং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৮ ॥

ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জ্জিত্য ভূমিপান্।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ ! ॥ ৫৩ ॥
তদা মহোৎসবো নৄণাং যদুপুর্য্যাং গৃহে গৃহে।
অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥
নরা নার্য্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
পারিবর্হমুপাজহ্রুর্ব্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ ৫৫ ॥
সা বৃষ্ণিপুর্য্যুত্তভিতেন্দ্রকেতুভি-র্বিচিত্রমাল্যাম্বর-রত্নতোরণৈঃ।
বভৌ প্রতিদ্বার্য্যুপক্লৃপ্তমঙ্গলৈ-রাপূর্ণকুম্ভাগুরু-ধূপদীপকৈঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়—কুরূদ্বহ ! হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ !) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এবং (এইরূপে) ভূমিপান্ নির্জ্জিত্য (ভূপালগণকে পরাজয় করিয়া) ভীষ্মকসুতাং পুরম্ আনীয় (ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীকে নিজপুরীতে আনয়ন করতঃ) বিধিবৎ উপযেমে (বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন) ॥ ৫৩ ॥

নৃপ ! (হে রাজন্ !) তদা (তখন) যদুপুর্য্যাং (যদুপুরীতে) যদুপতৌ কৃষ্ণে (যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) অনন্য-ভাবানাং নৄণাং (একান্ত ভক্তিভাবযুক্ত জনগণের) গৃহে গৃহে মহোৎসবঃ অভূৎ (গৃহে গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হইল) ॥৫৪॥

[তখন] প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ (সুমার্জ্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী) নরাঃ নার্য্যঃ চ (নর ও নারীগণ) মুদিতাঃ (আনন্দিত হইয়া) চিত্রবাসসোঃ বরয়োঃ (বিচিত্র বসনে বিভূষিত বর-বধূর) পারিবর্হম্ উপাজহ্রুঃ (উপহার দ্রব্য তাঁহাদের সমীপে আনয়ন করিতে লাগিল) ॥ ৫৫ ॥

সা বৃষ্ণিপুরী (সেই যাদবপুরী) [তদা] (তখন) উত্তভিতেন্দ্রকেতুভিঃ (উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজ সমূহ), বিচিত্র-মাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ (বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্নময় তোরণসমূহ), প্রতিদ্বারি উপক্লৃপ্তমঙ্গলৈঃ (দ্বারে দ্বারে সুসজ্জিত লাজ, অঙ্কুর, পুষ্প, দূর্বা ও পল্লবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ) আপূর্ণ-কুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ [চ] (এবং পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধূপ দীপ-সমূহের দ্বারা) বভৌ (শোভা পাইতে লাগিল) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীকে নিজপুরে আনয়ন করতঃ বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ হে রাজন্ ! তখন যদুপুরীতে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তিভাবযুক্ত জনগণের গৃহে গৃহে মহান্ আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল ॥ ৫৪ ॥ তখন সুমার্জ্জিত মণিময় কুণ্ডলধারী নরনারীগণ আনন্দিত হইয়া বিচিত্র বসনে বিভূষিত বর ও বধূর উপহার দ্রব্য তাঁহাদের সমীপে আনয়ন করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ সেই যাদবপুরী তখন উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজ, বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র, ও রত্নময় তোরণ দ্বারে দ্বারে সুসজ্জিত লাজ, অঙ্কুর, পুষ্প, দূর্ব্বা ও পল্লবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য এবং পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধূপ ও দীপসমূহের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধর—আত্মানং শোচয়তি বিমোহয়তি চেতি তথা তম্। নির্দ্ধৃত্য অপাকৃত্য ॥ ৪৯ ॥ সমাম্বধে সমাহিতম-করোৎ ॥ ৫০ ॥ রুক্মিণস্ত্বেবং শ্রুতবতোঽপি নাত্মানং নিবৃত্তমিতি দর্শয়ন্নাহ—প্রাণাবশেষ ইতি ॥ ৫১ ॥ অহত্বা অজিত্বা অদুর্ম্মতিমিতি চ সত্যোঽর্থঃ। অপ্রত্যূহ অনাবর্ত্ত্য। অপ্রতিবুধ্যেতি তু সত্যম্। যবীয়সীং স্বসারম্, যত্র বিরূপিতস্ত-ত্রৈবাবসৎ। তত্র চ ভোজকটং নাম পুরমভবৎ ॥ ৫২—৫৪ ॥ বরয়োর্ব্বরবধ্বোঃ পারিবর্হং দেয়মুপস্করম্ ॥ ৫৫ ॥ উত্তভিতৈরিন্দ্রকেতুভির্ধ্বজবিশেষৈঃ। উপক্লৃপ্তানি মঙ্গলানি লাজাঙ্কুরপুষ্পপ্রকরাদীনি তৈঃ ॥ ৫৬ ॥

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্।
গজৈর্দ্বার্ষু পরামৃষ্ট-রম্ভাপূগোপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥

কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়-বিদর্ভ-যদুকুন্তয়ঃ।
মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্ ॥ ৫৮ ॥

রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ।
রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

দ্বারকায়ামভূদ্রাজন্! মহামোদঃ পুরৌকসাম্।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীরুক্মিণ্যুদ্বাহোৎসবে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয় - [তদা] (তখন) আহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাং (নিমন্ত্রিত প্রিয় রাজগণের) মদচ্যুদ্ভিঃ গজৈঃ (মদস্রাবী গজগণকর্তৃক) [সা | সিক্তমার্গা | অভূৎ] (ঐ যাদবপুরীর পথসমূহ অভিষিক্ত হইল) [তথা] দ্বার্ষু (এবং দ্বারসমূহে) পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা (চ অভূৎ] (সংস্থাপিত কদলীবৃক্ষ ও সুপারিবৃক্ষ দ্বারা ঐ যাদবপুরী পরিশোভিত হইল) ॥ ৫৭ ॥

তস্মিন্ [মহোৎসবে] (সেই মহোৎসবে) সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাং [বন্ধূনাং মধ্যে] (ঔৎসুক্য হেতু চতুর্দ্দিকে ধাবমান বন্ধুগণের মধ্যে) কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়-বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ (কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তিবংশীয় জনগণ) মিথঃ (সমেতা) (পরস্পর মিলিত হইয়া) মুমুদিরে (আনন্দ করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৮ ॥

ততস্ততঃ গীয়মানং রুক্মিণ্যাঃ হরণং (দেশে দেশে রুক্মিণীর হরণবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইতে লাগিল, তাহা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) রাজানঃ রাজকন্যাঃ চ (রাজগণ ও রাজকন্যাগণ) ভৃশবিস্মিতাঃ বভূবুঃ (অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন) ॥ ৫৯ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) দ্বারকায়াং (দ্বারকায়) শ্রিয়ঃ পতিং কৃষ্ণং (লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণকে) রময়া রুক্মিণ্যা উপেতং দৃষ্ট্বা (লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীর সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া) পুরৌকসাং মহামোদঃ অভূৎ (পুরবাসী জনগণের মহানন্দ উপস্থিত হইল) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—তখন নিমন্ত্রিত প্রিয় রাজগণের মদস্রাবী গজসমূহের মদক্ষরণে যাদবপুরীর পথসমূহ অভিষিক্ত হইল এবং দ্বারসমূহে সংস্থাপিত কদলীবৃক্ষ ও সুপারিবৃক্ষ দ্বারা যাদবপুরী পরিশোভিত হইল ॥ ৫৭ ॥ সেই মহোৎসবে ঔৎসুক্যবশতঃ চতুর্দ্দিকে ধাবিত বন্ধুগণের মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তিবংশীয় জনগণ পরস্পর মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। ৫৮। দেশে দেশে রুক্মিণীর হরণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজগণ ও রাজকন্যাগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ৫৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন দ্বারকায় লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীর সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া পুরবাসী জনগণের মহানন্দ উপস্থিত হইল ॥ ৬০ ॥

দশমস্কন্ধের চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধর—আহূতা যে প্রেষ্ঠা ভূভুজস্তেষাং গজৈঃ, পরামৃষ্টা উচ্ছ্রিতা রম্ভাশ্চ পূগাশ্চ তৈরুপশোভিতা। যদ্বা তৈরেব গজৈঃ, পরামৃষ্টাঃ সংস্পৃষ্টা রম্ভাশ্চ পূগাশ্চ তৈরুপশোভিতা ॥ ৫৭ ॥ সম্ভ্রমাৎ ঔৎসুক্যাৎ পরিধাবতাং বন্ধূনাং মধ্যে মিথঃ সমেত্য মুদং প্রাপুঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

বায়ান্ন হইতে চুয়ান্ন অধ্যায়ের

ফেলালব

দ্বিপঞ্চাশত্তমে বৈরিদুর্লক্ষ্যত্বং হরে গিরেঃ।
প্রবর্ষণস্য দাহশ্চ বৈদর্ভীসন্দেশবাক্ শ্রুতিঃ॥
ত্রিপঞ্চাশত্তমে কৃষ্ণোগত্বা কুণ্ডিনমর্চ্চিতঃ।
ভীষ্মকেণাহরদ্ বৈদর্ভীং দেব্যর্চ্চায়ৈ বিনির্গতাম্॥
চতুষ্পঞ্চাশকে হরের্জয়ো রুক্মিবিরূপতা।
বৈদর্ভ্যাঃ প্রবোধ উদ্বাহো দ্বাবকায়ামিতীর্য্যতে॥

বিশ্লেষণ

বায়ান্ন অধ্যায়ের প্রারম্ভে চারি শ্লোকে পূর্ব্ব বর্ণিত মুচুকুন্দের কথা—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণা প্রদক্ষিণ করিয়া গুহামধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। কলিযুগ আগত বুঝিয়া তিনি বদরিকাশ্রমে গিয়া শান্ত অবস্থায় হরির আরাধনায় ডুবিয়া গেলেন। ১—৪

তৎপর দশটি শ্লোকে (৫—১৪) কৃষ্ণবলরামের সঙ্গে জরাসন্ধেব যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ করিতে করিতে দুই ভাই ভয়শূন্য হইয়াও ভীরুর ন্যায় পলায়নলীলা কবিলেন। জরাসন্ধ ছুটিলেন পিছনে। দুই ভাই লুকাইলেন প্রবর্ষণ পর্ব্বতে; জরাসন্ধেব সৈন্যেবা অগ্নিসংযোগে পর্ব্বত পোড়াইয়া ফেলিল। দুই ভাই সকলের অলক্ষিতে উচ্চ পর্ব্বত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দ্বারকায় পৌঁছিলেন। দুই ভাইকে দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি এই ভাবনায় আত্মপ্রসাদ লাভ কবিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন জরাসন্ধ সসৈন্যে।

এই ঘটনার পর বলদেব-রেবতীর বিবাহের কথা সংক্ষেপে একটি শ্লোকে (১৫) বলিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে ঐ কথা বলিয়াছেন। তৎপর দুই শ্লোকে (১৬-১৭) রুক্মিণীদেবীর বিবাহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অতৃপ্ত পরীক্ষিৎ বিস্তারে শুনিতে আগ্রহ জানান (১৮—২০)। শ্রীশুকদেব তখন বায়ান্ন অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোক হইতে চুয়ান্ন অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, একশত একচল্লিশ শ্লোকে বিস্তারে রুক্মিণী-বিবাহ বর্ণনা করেন।

বিবাহকাহিনী ছয়টি প্রকরণে বিভক্ত

১। রুক্মিণী-প্রেরিত ব্রাহ্মণসহ শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

২। রুক্মিণীদেবীর আত্মনিবেদন-পত্র।

৩। শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ-যাত্রা, বিপদাশঙ্কায় পশ্চাতে সৈন্যসহ বলদেবের যাত্রা, বরবেশে শিশুপালের আগমন, সঙ্গে তৎপক্ষীয় জরাসন্ধ দন্তবক্র প্রভৃতি রাজন্যবর্গ। সকলের বিদর্ভ নগরে উপস্থিতি। রাজা ভীষ্মকের সম্বর্দ্ধনা।

৪। রুক্মিণীর উৎকণ্ঠা, ব্রাহ্মণ দর্শনে শান্তি, অম্বিকা-মন্দিরে গমন, কৃষ্ণপতি-লাভার্থ প্রার্থনা। পূজান্তে মন্দির হইতে বহির্গমন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অপহরণ।

৫। ভীষণ যুদ্ধ, বলদেবের বিক্রমে শিশুপালাদি রাজন্যবর্গের পরাজয়। সৈন্যসহ রুক্মীর শ্রীকৃষ্ণাক্রমণ। রুক্মী বন্দী। মস্তক মুণ্ডনে বিরূপতা ও অপমান। এইজন্য বলদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার। রুক্মীর বন্ধন-মোচন। দুঃখিতা রুক্মিণীকে সান্ত্বনা।

৬। রুক্মিণীর বিবাহ। দ্বারকাবাসীর আনন্দোল্লাস। নিত্য বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণ লীলায় দ্বারকায়, শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী।

বিবরণী

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন, ব্রহ্মন্, শ্রীকৃষ্ণ কথা পবিত্র, পাপনাশন, শ্রবণমনোরসায়ন, নিত্যনূতন। যত শুনি, তৃপ্তি হয় না। রুক্মিণীদেবীর বিবাহের মধুর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করুন। শ্রীশুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন—

১। বিদর্ভদেশের রাজা ছিলেন ভীষ্মক। তাঁহার রুক্মিপ্রমুখ পাঁচপুত্র ও রুক্মিণী নাম্নী এক কন্যা। লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রুক্মিণী অন্তরে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণে মন স্থির করিয়াছেন। রুক্মিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সুতরাং এইরূপ হইবেই। বৈকুণ্ঠে নিত্য মিলন। লীলায় পূর্ব্বরাগাদিক্রমে মিলন।

রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমান্ নহেন। তিনি চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপালকে ভগিনী দিবেন স্থির করিয়াছেন। রুক্মিণী নিরুপায় হইয়া একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের হাতে এক পত্র পাঠাইলেন শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অর্চ্চনা করিলেন। আহার বিশ্রাম করাইয়া স্বয়ং তাঁহার চরণ সেবা করিলেন। বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যধর্মে স্থিত, প্রাণিহিত পরায়ণ, নিরহংকার, শান্ত, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, তাঁহাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। ব্রাহ্মণ কেন আসিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রুক্মিণীদেবীর পত্র দেখান। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলে ব্রাহ্মণ নিজেই সেই পত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শোনান। পত্রে লেখা আছে—

২। হে ভুবনসুন্দর! আপনার মনোহর রূপের কথা শুনিয়াছি। হে অচ্যুত, আপনার অনন্ত গুণের কথা শুনিয়াছি। উহা শ্রবণেই ঘুচিয়া গিয়াছে অঙ্গের তাপজ্বালা। তাহা আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি নিতান্ত লজ্জাহীনার মত। আমার আচরণে দোষ নিবেন না। কারণ এই জগতে সদ্বংশজাতা এমন কোন কন্যা নাই, যে আপনার মত নয়নাভিরাম পরমপুরুষকে পতিরূপে কামনা করিবে না। আমি আপনাকে আত্মদান করিয়াছি। আপনি আমার প্রাণপতি। গ্রহণ করুন আমাকে আপনি পত্নীরূপে। শিশুপাল যেন আমাকে না স্পর্শ করিতে পারে। সিংহের ভোগ যেন শৃগাল স্পর্শ না করে।

যদি জন্মজন্মান্তরে কোনও দিন হরি আরাধনা করিয়া থাকি তাহা হইলে সেই পুণ্যফলে আপনি আসুন। আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। দমঘোষ-সুত যেন আমাকে ধরিতে না পারে। হে অজিত,

আগামী দিন বিবাহের দিন স্থির। আপনি আসুন গুপ্তভাবে। আমাকে গ্রহণ করুন। ইহার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। হউক যুদ্ধ। আপনি শিশুপালের সৈন্য ধ্বংস করুন। বীর্য্যশুল্ক দিয়া আমাকে গ্রহণ করুন রাক্ষসবিধি মতে।

যদি বলেন অন্তঃপুর হইতে কিরূপে আমাকে নিবেন, তবে তাহার উপায় বলি। কুলপ্রথানুযায়ী আমাকে যাইতে হইবে অম্বিকামন্দিরে। ঐ সময় মন্দির হইতে ফিবিবার কালে আপনি আমাকে হরণ করিবেন। ব্রহ্মশিবারাধ্য আপনি। আপনার করুণা যদি না পাই তাহা হইলে কৃচ্ছ্রসাধনে ত্যাগ করিব এই বঞ্চিত জীবনকে। আপনার কথা ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিব, যাহাতে শত জন্মেও কোনদিন আপনাকে পাইতে পারি।

৩। দেবী রুক্মিণীর আত্মনিবেদন শুনিলেন গোবিন্দ। তখন দারুককে আদেশ দিয়া রথ সজ্জিত করতঃ এক রাত্রেই বিদর্ভ দেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইলেন। এদিকে বলদেব শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণ একাকী গিয়াছেন। কলহ আশঙ্কা করিয়া বলদেব চতুরঙ্গবাহিনী লইয়া শ্রীকৃষ্ণেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইলেন।

ভীষ্মকরাজ কন্যার বিবাহেব সকল মঙ্গলময় কার্য্যাদি করাইয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। দমঘোষও পুত্র শিশুপালের শুভকার্যোচিত অনুষ্ঠান করাইয়া বিদর্ভদেশে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র প্রভৃতি কৃষ্ণদ্বেষী রাজগণও আছেন। তাঁহাদের মনে আশঙ্কা, যদি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ বাধে। ভীষ্মকরাজ সমাগত সকলকেই সংবর্দ্ধনা করিলেন। তিনি মনে করিলেন, সকলেই বিবাহোৎসব দেখিতে আসিয়াছেন।

৪। দেবী রুক্মিণী ব্রাহ্মণের বিলম্বহেতু উৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়াছেন। এমন সময় তাঁহার বামাঙ্গ স্পন্দিত হইল। ব্রাহ্মণেব দেখা মিলিল। কৃষ্ণাগমন সংবাদে শান্তি আসিল। রুক্মিণী আনন্দে ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে লুটাইলেন। বিদর্ভবাসী নরনারী শ্রীকৃষ্ণ-বদন দর্শনে ধন্য হইলেন। সকলেই বলাবলি করিলেন, রুক্মিণীর ইনিই যোগ্য বর। অনেকে মনে মনে বলিলেন—আমাদের সকল পুণ্য দিয়াও যদি কৃষ্ণ অনুগ্রহ করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করেন তবে তাহাই হউক।

রুক্মিণী বাহির হইলেন অম্বিকাদেবীর অর্চ্চনায়। উদ্যত অস্ত্রধারী রাজসৈন্য-পরিবেষ্টিতা হইয়া। পদব্রজে চলিয়াছেন—হৃদয়ে গোবিন্দ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করিলেন রুক্মিণী। প্রার্থনা করিলেন—"ভূয়াৎ পতি র্মে ভগবান্ কৃষ্ণঃ।" পূজান্তে সখীহস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিয়া সমবেত বীরপুরুষগণ মোহপ্রাপ্ত হইলেন। দেবী ধীরে ধীরে চলিতেছেন। সলজ্জদৃষ্টিতে তাকাইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-বদন দর্শনের আশায়। দর্শন মিলিল। অমনি গোবিন্দ তাঁহাকে নিজ গরুড়ধ্বজ রথে তুলিয়া দ্রুতগতি ছুটিলেন।

৫। যুদ্ধ বাধিল ভীষণ। জরাসন্ধ দন্তবক্র প্রভৃতি রাজগণ সসৈন্যে ধাইয়া আসিল। বলদেব সৈন্য লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। রুক্মিণী ভীতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন "মাস্ম ভৈঃ!" যাদবগণের সঙ্গে যুদ্ধে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, সকলে পরাজয় বরণ করিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। তখন

রুক্মী শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর ভর্ৎসনা করিতে করিতে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণনিধন ও ভগিনী উদ্ধার করিবই—এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহা সম্ভব হইল না। শ্রীকৃষ্ণহস্তে রুক্মী বন্দী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। রুক্মিণী তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ রাখিলেন বটে, কিন্তু অসি দ্বারা কেশ-শ্মশ্রু স্থানে স্থানে ছেদন করিয়া বিরূপ করিয়া রথের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন।

যুদ্ধজয়ী বলদেব আসিলেন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে। তখন রুক্মীর অবস্থা দর্শনে তিনি অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিলেন ও ঐরূপ কার্য্যের জন্য অনুজকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন—স্বজনের প্রতি এইরূপ ব্যবহার তাহার বধতুল্য। এই আচরণ তোমার যাদবজননিন্দিত। এইরূপ গর্হিত কার্য্য করা তোমার ঠিক হয় নাই।

ভ্রাতার অপমানহেতু রুক্মিণীকে অতীব দুঃখযুক্তা দেখিয়া বলদেব তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রবোধ দিলেন। শাস্ত্রসম্মত আত্মতত্ত্ব কথা বলিলেন। বলিলেন—তত্ত্ব চিন্তা কর, তাহা হইলেই অজ্ঞানজ মোহ কাটিবে। উপদেশ শ্রবণে দেবীর চিত্ত স্থির হইল। রুক্মী মুক্তি পাইলেন। তিনি ভোজকট নামক নগরে গিয়া বাস করিলেন। ভগিনীর উদ্ধার না করিয়া গৃহে ফিরিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

৬। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীসহ দ্বারকায় আসিলেন। হইল যথাবিধি বিবাহ। যুদ্ধে জয় করিয়া কন্যা আনিয়াছেন বলিয়া রাক্ষস-বিধিতেই বিবাহ হইল। দ্বারকার গৃহে গৃহে মহোৎসব হইল। সমগ্র নগরী বহু সজ্জায় সুশোভিত হইলেন। কৃষ্ণাসক্ত কুরু, সঞ্জয়, কৈকেয়, যদু, কুন্তি প্রভৃতি বংশের রাজগণ—সকলে দ্বারকায় একত্র হইলে। পরমমিলন নিবন্ধন সকলের অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। কৃষ্ণ-রুক্মিণীর মিলন হইল। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ নিত্য মিলিত আছেন। আজ দ্বারকায় বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে লীলার মাধুর্য্য যুক্ত হইয়া অভিনব শোভা প্রকটিত হইল।

লীলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ চিরমিলনে মিলিত। তাঁহারাই দ্বারকায় রুক্মিণী-কৃষ্ণ রূপে প্রকটিত। নিত্যলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে আসিবার দুইটি হেতু, রসনির্য্যাস আস্বাদন ও জীবকল্যাণ সাধন।

রুক্মিণী-বিবাহ লীলায় কী নির্য্যাস আস্বাদিত হইল ও কী জীবশিক্ষা হইল তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

১। বৈকুণ্ঠে চিরমিলন। সর্ব্বদা মিলন থাকিলে উহা বৈচিত্র্যহীন হইয়া যায়। মর্ত্ত্যলীলায় উহা নবায়মান হয়, নবভাবে আস্বাদিত হয়। 'নবভাবে'র অর্থ হইল পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে আস্বাদিত হয়।

বৈকুণ্ঠে পূর্ব্বরাগ নাই। আজ কিন্তু বিদর্ভনগরে ভীষ্মকসুতা পূর্ব্বরাগবতী। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছেন। আবার শুনিয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পিতা তাঁহাকে শিশুপালের হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন. এ সংবাদ বজ্রাঘাততুল্য। ইহাতে পূর্ব্বরাগ শতগুণ

বর্দ্ধিত হইয়াছে। রুক্মিণীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়া এক ব্রাহ্মণকে দিয়া অনুরাগভরা পত্র পাঠাইলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। এই মাধুর্য্য বৈকুণ্ঠে নাই।

পত্রখানি অতুলনীয়। সমগ্র শাস্ত্রে এমন একটি আত্মনিবেদনের দলিল আর দ্বিতীয় নাই। "এস, গ্রহণ কর। এই উপায়ে আমাকে হরণ কর। যদি না কর- এ জীবন শেষ করিয়া দিব, তবু অন্যকে স্পর্শ করিতে দিব না।"

২। রুক্মিণীর এই পত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে জানাইলেন যে, তিনিও রুক্মিণীর প্রতি গভীর অনুরাগযুক্ত। অনুরাগ উভয়মুখী। উভয়দিকের আকর্ষণ না হইলে মিলনমাধুর্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।" অর্থাৎ, আমার চিত্তও রুক্মিণীর প্রতি আসক্ত। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনায় রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারি না। কি চমৎকার! চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ—তিনটি দশা সুস্পষ্ট।

৩। প্রাপ্তিপক্ষে বিপুল বাধা। উভয়ে উভয়কে চাহেন, কিন্তু কেহ কাহারও সহজলভ্য নহেন। দুর্লভতা প্রেমকে পুষ্ট করে, উজ্জ্বল করে, রসের নির্য্যাস নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির করিয়া আস্বাদন করায়।

কী বিপুল বাধা! রুক্মী জ্যেষ্ঠভাই বাধা, তাহার প্রতি স্নেহে পিতা ভীষ্মকও বাধা, যে বিবাহের আশায় আসিতেছে সেই শিশুপাল বাধা, শিশুপালের দলীয় জরাসন্ধ দন্তবক্র শাল্ব—ইহারা বাধা। ইহারা বদ্ধপরিকর—কন্যা শিশুপালকেই পাওয়াইবে, কিছুতেই কৃষ্ণাঙ্কশায়িনী হইতে দিবে না। এই বিপুল বাধা সম্বন্ধে কৃষ্ণ ও রুক্মিণী দুইজনেই সচেতন। রুক্মিণী পত্রে লিখিয়াছেন—বীর্যশুল্কে গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে বলিলেন—মৎপরাং আনয়িষ্যে—আমাকে ছাড়া যে জানে না, তাহাকে আমি আনিবই—'উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্ মৃধে'—অধম রাজগণকে যুদ্ধে বিদলিত করিয়া আনিব।

এই কথায় বুঝা গেল—বিপুল বাধা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সজাগ। কিন্তু আগামী পরশ্ব বিবাহ, আর সময় নাই; এই জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, দারুকসজ্জিত রথে উঠিয়া রাতারাতি বিদর্ভনগরে পৌঁছিলেন। এইরূপ বাধার সম্মুখে যে সৈন্যসামন্ত লইয়া যাওয়া প্রয়োজন, প্রবল আকর্ষণে তাহা যেন ভুলিয়া গেলেন। প্রেমের দুর্দ্দমনীয় টানে পূর্বাপর ভাবিতে পারিলেন না, তাই একাকীই ছুটিলেন।

৪। দাদা বলরাম 'ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুত'।—ছোট ভাই একাকীই অগ্রসর হইয়াছে জানিয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমাবেশ সহকারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইহাও এক অপূর্ব বাৎসল্যরসনির্য্যাস। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—ভ্রাতৃস্নেহাব্ধৌ সর্বতোভাবেন মগ্নঃ। প্রবলিতস্য স্নেহস্য সর্বজ্ঞত্বাদ্যাবরণ-সামর্থ্যাৎ। বলরাম ভ্রাতৃস্নেহের সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন। স্নেহে নিমজ্জিত হইলে সর্বজ্ঞত্বও আবৃত হইয়া যায়।

৫। ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা লইয়া ফিরিতেছেন না—ব্যাকুল হইয়া রুক্মিণী কাঁদিতেছেন—

অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেঽল্পরাধসঃ।
নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্॥

অহো ! এই রাত্রি অবসানেই এই হতভাগিনীর বিবাহকাল আসিয়া পড়িবে। পদ্মপলাশলোচন হরি এখনও আসিলেন না। কি কারণ, কিছুই বুঝি না। ব্রাহ্মণও ফিরিলেন না। আমার ধৃষ্টতা দেখিয়া গোবিন্দ বোধ হয় আমাকে গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়াছেন। এই দুর্ভাগিনীর প্রতি প্রজাপতি মহেশ্বর অনুকুল নহেন। দেবী পাষাণপুত্রী দক্ষসুতাও আমার প্রতি বিমুখ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রুক্মিণী অশ্রুপ্লাবিত নয়ন দুইটি নিমীলিত করিলেন। ভাবিলেন—এই দেহ ত ত্যাগ করিতেই হইবে, কৃষ্ণহারা জীবন রাখিবই না। তবে দেহত্যাগের পূর্ব্বে ধ্যানে তাঁহার বদনপদ্ম একবার দর্শন করিয়া লই। ধ্যানে দর্শনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বাম উরু, বাম বাহু ও বাম নেত্র স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শুভ সংবাদের আশায় নয়ন খুলিয়া রুক্মিণী দেখিলেন, ব্রাহ্মণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া ; শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, এই শুভবার্ত্তা তাঁহার মুখে। সংবাদ শুনিয়া আনন্দে অধীরা দেবী ব্রাহ্মণকে কি দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। "প্রণত্যা তু স্বস্য ঋণিত্বমেব ব্যঞ্জয়ামাস।" সর্ব্বস্ব দেওয়া উচিত, কিছুই দিতে পারিলাম না। ঋণী থাকিলাম—প্রণাম দ্বারা এই কথাই জানাইলেন। মহালক্ষ্মীর ঋণ—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা !

৬। রুক্মিণী অম্বিকাদেবীর অর্চ্চনা কালে প্রার্থনা করিয়াছেন "ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণঃ"—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন। মন্দির হইতে বাহির হইয়া পথ চলিতেছেন, অঙ্গ শোভা বিস্তার করিতে করিতে—কেন ? না "যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাং"—যাত্রাচ্ছলে শ্রীহরিকে স্বকায় লাবণ্য সমর্পণ করিয়া চলিয়াছেন, বামহস্তের অঙ্গুলিদ্বারা অলকরাশি সরাইয়া, "উৎসার্য্য বামকরজৈরলকান্"। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের আশায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন অচ্যুত দাঁড়াইয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। শত্রুগণের মধ্য হইতে হরণ করিলেন।

৭। ভীষণ যুদ্ধ। আগে রাজগণের সহিত, তৎপর রুক্মীর সহিত। যুদ্ধে জয়ী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিলেন। বিধিমতভাবে শুভক্ষণে রুক্মিণীকে বিবাহ করিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের বিবাহ হইল। বৈকুণ্ঠে ইহা নাই। বৈকুণ্ঠে চিরপ্রাপ্তি। অনাদিকাল পাইয়াই আছেন। আর দ্বারকায়—আজ পাইলেন। পাইয়া অফুরন্ত আনন্দ। দুইজনেরই মহানন্দ। কারণ হারাইয়া পাওয়া, অসীম উৎকণ্ঠায় অশ্রুজলে পাওয়া, ভীষণ সংগ্রামে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া জয়লাভ করিয়া পাওয়া। যুদ্ধে জয়ের আনন্দ। বিজয়লক্ষ্মী লাভের আনন্দ। নিত্যকান্তাকে নূতন করিয়া পাইয়া আনন্দ। ইহাই রসের নির্য্যাস।

৮। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীকে বন্ধন করিয়া বিরূপ করিয়া অপমানিত করিয়াছেন। বলদেব তাঁহার বন্ধন মোচন করিলেন এবং ঐরূপ হীন কার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলেন। ইহাতে বলরামের গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরুপম বাৎসল্য ব্যক্ত হইয়াছে। বাৎসল্যের সামর্থ্য আছে, ভর্ৎসনা করিতে পারে। বলদেবের ভর্ৎসনা আর দৃষ্ট হয় নাই। এক স্থানে দেখান প্রয়োজন। ভর্ৎসনা করিতে হইলে কোন দূষণীয় কার্য্য করান প্রয়োজন। লীলানায়ক তাই দোষ করিলেন, দাদার তিরস্কার লাভের জন্য।

ক্ষত্রিয়ের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য যে খুব দূষণীয় হইয়াছে তাহাও নহে। কারণ, ভগিনী যাঁহাকে বরণ করিয়াছে—তাঁহাকে গালিগালাজ করিয়া বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাদ্ধাবন করা রুক্মীর পক্ষে অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। নিতান্ত দুঃসাহসিকতার কার্য্যও হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বীর হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিতে পারেন। রুক্মিণীর কাতরতায় তাহা করেন নাই। বধের পরিবর্ত্তে বন্ধন করিয়া কেশ কর্ত্তন করিয়া বিরূপ করিয়াছেন। ক্ষাত্রধর্ম্মে ইহা অচল নহে। বলদেব হঠাৎ আসিয়া দেখিলেন যে, কৃষ্ণ যাঁহাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অসুন্দর ব্যবহার করিতেছেন। বলদেব মর্ম্মবেদনা পাইলেন। অন্যায়ের জন্য ছোট ভাইকে তিরস্কার করিলেন। যাহার কনিষ্ঠাকে বিবাহ করিতে যাইতেছ তাঁহার প্রতি ঈদৃশ আচরণ যদুসন্তানের উচিত নয় (অস্মজ্জুগুপ্সিতম্)। ইহা নিতান্ত অসাধু (অসাধ্বিদং)। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ অসাধু কার্য্য করিলেন কেন? না করিলে বাৎসল্যরসসিক্ত অগ্রজের এই তিরস্কারটুকু লাভ করিতেন কিরূপে?

বস্তুতঃ যে কার্য্যটি শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন ক্ষাত্রভূমি হইতে, সেই কার্য্যের বলদেব সমালোচনা করিয়াছেন শুদ্ধ মানবীয়ভূমি হইতে। ক্ষত্রিয়ভূমি যে কত কঠোর তাহা যে বলদেব জানেন না তাহা নহে। তিনি রুক্মিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন—

ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ॥
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতর স্ততঃ॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নিদারুণ, ক্ষাত্রধর্ম্মে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে নিহত করে। পত্নীর ভ্রাতা কোন্ ছার! ইহা জানিয়াও তাহা হইলে বলদেব মানবীয় দৃষ্টি লইয়া ভাইকে ভৎ‍‍র্সনা করিলেন কেন? তাহার কারণ, অত্যন্ত তাপিতা রুক্মিণীর প্রীতিবিধান।

৯। ভ্রাতার অবস্থা দর্শনে মুহ্যমানা রুক্মিণীর প্রতি বলদেবের অন্যান্য উপদেশগুলিও অতীব শিক্ষাপ্রদ। বলদেব বলিলেন, জীবের শোক আত্মশোধক ও আত্মবিমোহক। শোক জন্মে অজ্ঞানতা হইতে। তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শোক দূর করিয়া সুস্থা হও, স্বস্থা হও, আত্মস্থা হও। তত্ত্বজ্ঞান বস্তুটি কি, তৎসম্বন্ধে বলদেবের দুই চারিটি উক্তি—

(ক) স্বকৃতভুক্ পুমান্। মানুষ স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ করে। কেহ কাহারও সুখ দুঃখের দাতা নহে।

(খ) সুহৃদ্দ্দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্—এই ব্যক্তি সুহৃৎ, এই ব্যক্তি শত্রু, এই ব্যক্তি মধ্যস্থ, এই ধারণা দেহাত্মবাদীর।

(গ) এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা একই।

(ঘ) নানেব দৃশ্যতে মূঢ়ৈঃ। একই পরমাত্মাকে মূঢ় জীব বহু মনে করে। একই চন্দ্র জলাশয়ে বহুরূপে দৃষ্ট।

(ঙ) জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ। জন্মাদি বিকার শরীরের। আত্মার নহে।

এই সকল তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে শোক মোহ দূর হয়। বলদেবের উপদেশে রুক্মিণীর চিত্ত স্থির হইল। শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া, রুক্মিণীকে উক্ত কথাগুলি বলা বলদেবের পক্ষে খুব সুন্দর ও মনস্তত্ত্ব-সম্মত হইয়াছে।

১০। রুক্মিণীর পত্র লইয়া সমাগত ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার অতীব মধুর ও শিক্ষাপ্রদ। —ব্রাহ্মণকে সন্দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসন হইতে নামিলেন। আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন। কিরূপভাবে পূজা করিলেন? দেবতাগণ যেরূপ ভাবে তাঁহাকে পূজা করেন (যথাত্মানং দিবৌকসঃ)। ব্রাহ্মণ আহারান্তে বিশ্রাম করিলে নিজ হস্তে তাঁহার চরণ মর্দ্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন কুশলবার্ত্তা। কী মধুর ভাষায়—হে দ্বিজবর, আপনার ধর্মানুষ্ঠান চলিতেছে তো? আপনি সর্বদা সন্তুষ্ট-চিত্ত আছেন তো? আপনার অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম কার্য্যাদি বৃদ্ধসম্মত তো? আপনার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কোনপ্রকার অসুবিধা হইতেছে না তো? আরও বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণের চরণে আমি নতশিরে প্রণাম করি, যে ব্রাহ্মণ আত্মলাভে সন্তুষ্ট, সাধু, প্রাণিহিতপরায়ণ, অহংকারহীন এবং শান্ত। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ জন্মগত নহে, গুণগত। যিনি ব্রহ্মকে জানেন। অর্থাৎ যিনি ভগবানকে জানেন, ভগবানকে ভালবাসেন, যিনি ভক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ। যার হিংসা নাই, অহংকার নাই, যিনি শান্ত সন্তুষ্ট ও সাধু—শ্রীভগবান্ তাঁহার পায়ে মাথা রাখেন। কি অপূর্ব্ব শিক্ষা।

১১। এই সকল নীতিশিক্ষা ছাড়াও—সমগ্র অধ্যায় লইয়া সাধকগণের প্রতি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা—তাহা হইল আত্মসমর্পণের মহিমা। ভালবাসিয়া ডাকিলে, রুক্মিণীর মত সর্ব্বসমর্পণে ডাকিলে, গোবিন্দ ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসেন, সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্য হইতে ভক্তকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতে। তিনি যে সর্ব্বতোভাবে প্রেমাধীন তাহা আর একবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে প্রকটিত হইল।

শুদ্ধ প্রেমের মূর্ত্তি মহাভাবময়ী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর পরেই রুক্মিণীদেবীর আসন। শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমর্থা রতি, আর রুক্মিণীদেবীর সমঞ্জসা রতি। শ্রীরাধা ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণকে ভাল-বাসিয়াছেন, শ্রীরুক্মিণী ধর্ম্মের অনুগত রহিয়া প্রাণকান্তকে ভালবাসিয়াছেন? ধর্ম্মলঙ্ঘী প্রেম প্রধানতঃ ধ্যানেরই সম্পদ্। ধর্ম্মানুগত প্রেম ধ্যানের ত বটেই, অনুসরণ অনুকরণের যোগ্য।

———

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্‌রুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত ॥ ১ ॥
স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্য্যসমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্ব্বতোঽনবমঃ পিতুঃ ॥ ২ ॥
তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দ্দশম্।
স বিদিত্বাত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্‌গৃহম্ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে প্রদ্যুম্নের জন্ম ও শম্বরাসুরের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] বাসুদেবাংশঃ কামঃ তু (বাসুদেবের অংশ কামদেব) প্রাক্ (পূর্বে) রুদ্রমন্যুনা (মহাদেবের ক্রোধে) দগ্ধঃ [অভূৎ] (দগ্ধ হইয়াছিলেন)। [সঃ] ভূয়ঃ (তিনি পুনরায়) দেহোপপত্তয়ে (দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত) তম্ এব (সেই বাসুদেবকেই) প্রত্যপদ্যত (আশ্রয় করিলেন) ॥ ১ ॥

সঃ এব (তিনিই) কৃষ্ণবীর্যসমুদ্ভবঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে) বৈদর্ভ্যাং জাতঃ (বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া) প্রদ্যুম্ন ইতি [নাম্না] বিখ্যাতঃ [অভূৎ] (প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইলেন)। [সঃ] সর্বতঃ পিতুঃ অনবমঃ (ঐ প্রদ্যুম্ন কোন প্রকারেই পিতা অপেক্ষা ন্যূন হন নাই) ॥ ২ ॥

কামরূপী সঃ শম্বরঃ (ইচ্ছানুরূপ রূপধারণে সমর্থ প্রসিদ্ধ শম্বরাসুর) তম্ আত্মনঃ শত্রুং (প্রদ্যুম্নকে নিজের শত্রু বলিয়া) বিদিত্বা (জানিতে পারিয়া) [মায়ারূপ ধারণ করিয়া] অনির্দশং তং তোকং (বয়ঃক্রমঃ দশ দিনও হয় নাই এই অবস্থায় সেই বালককে) হৃত্বা (অপহরণ করতঃ) উদন্বতি প্রাস্য (সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া) গৃহম্ অগাৎ (নিজগৃহে গমন করিল) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বাসুদেবের অংশ কামদেব পূর্বে মহাদেবের ক্রোধে দগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই বাসুদেবকেই আশ্রয় করিলেন ॥ ১ ॥ তিনিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ প্রদ্যুম্ন কোন প্রকারেই পিতা অপেক্ষা ন্যূন হন নাই ॥ ২ ॥ ইচ্ছামত রূপধারণে সমর্থ প্রসিদ্ধ শম্বরাসুর প্রদ্যুম্নকে নিজের শত্রু বলিয়া জানিতে পারিয়া, মায়ারূপ ধারণ করিয়া, সেই বালককে অপহরণ করতঃ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিজগৃহে গমন করিল। প্রদ্যুম্নের বয়ঃক্রম তখন দশদিনও হয় নাই ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—পঞ্চপঞ্চাশত্তমে তু প্রদ্যুম্নোঽজনি কৃষ্ণতঃ। শম্বরেণ হৃতঃ সোঽথ হত্বা তং কান্তয়াগমৎ ॥ প্রদ্যুম্নহানিলাভাভ্যাং শম্বরাহরণাদিনা। কুটুম্বিনামপত্যাদি-সুখদুঃখমসূসূচৎ ॥ জাম্ববত্যাদিবিবাহেভ্যঃ প্রাগেব প্রদ্যুম্নজন্ম ততো বিবাহান্ততঃ শম্বরাগারাৎ প্রদ্যুম্নপ্রত্যাগমনম্। অতঃ পুত্রকথনপ্রস্তাবেঽপি প্রথমং প্রদ্যুম্নস্য জাতমাত্রস্য শম্বরেণ হরণং নিরূপ্যতে। প্রত্যাগমনন্তূত্তরকালীনমপি কথাপর্য্যবসানায় অত্রোক্তমিতি। বাসুদেবাধিষ্ঠিত-চিত্তপ্রভাবত্বাদ্বাসুদেবাংশঃ সৃষ্টিহেতুত্বাচ্চ। দেহোপপত্তয়ে দেহপ্রাপ্তয়ে ॥ ১ ॥ অনবমঃ অন্যূনঃ ॥ ২ ॥

তং নির্জ্জগার বলবান্ মীনঃ সোঽপ্যপরৈঃ সহ।
বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ ॥ ৪ ॥
তং শম্বরায় কৈবর্ত্তা উপাজহ্রুরুপায়নম্।
সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ স্বধিতিনাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥
দৃষ্ট্বা তদুদরে বালং মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্।
নারদোঽকথয়ৎ সর্ব্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ।
বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—[অনন্তর] তং (ঐ সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত বালককে) বলবান্ মীনঃ (এক বলশালী মৎস্য) নির্জ্জগার (গিলিয়া ফেলিল)। [ততঃ] (তৎপরে) সঃ অপি (সেই মৎস্যও) অপরৈঃ সহ (অপরাপর মৎস্যের সহিত) মহতা জালেন বৃতঃ [সন্] (সুবৃহৎ জালে বেষ্টিত হইয়া) মৎস্যজীবিভিঃ গৃহীতঃ [অভবৎ] (ধীবরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল) ॥ ৪ ॥

[অথ] কৈবর্ত্তাঃ (অনন্তর ধীবরগণ) তং (ঐ মৎস্যটি) শম্বরায় (শম্বরাসুরকে) উপায়নং উপাজহ্রুঃ (উপহার দিল)। [ততঃ] (তৎপরে) সূদাঃ (শম্বরাসুরের পাচকগণ) মহানসং নীত্বা (পাকগৃহে লইয়া গিয়া) স্বধিতিনা (অস্ত্রের দ্বারা) অদ্ভুতং [তম্] (সেই অদ্ভুত মৎস্যকে) অবদ্যন্ (কর্ত্তন করিল) ॥ ৫ ॥

[তে চ সূদাঃ] (পাচকগণ) তদুদরে (সেই মৎস্যের উদরমধ্যে) বালং দৃষ্ট্বা (এক বালককে দেখিতে পাইয়া) (মায়াবত্যৈ (মায়াবতী নাম্নী এক রমণীর হস্তে) [তং] ন্যবেদয়ন্ (তাহাকে সমর্পণ করিল)। [তদা] (তখন) নারদঃ (ভগবান্ নারদ) শঙ্কিতচেতসঃ তস্যাঃ (শঙ্কিতচিত্তা সেই মায়াবতীর নিকটে) বালস্য তত্ত্বম্ উৎপত্তিং (বালকের "ইনি তোমার ভর্ত্তা কামদেব, হরকোপানলে দগ্ধ হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে ও রুক্মিণীর গর্ভে পুনরায় জন্মিয়াছেন" এই তত্ত্ব ও উৎপত্তি) মৎস্যোদরনিবেশনং সর্বম্ [এব] (এবং মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হওয়ার বিবরণ, এই সমস্তই) অকথয়ৎ (বর্ণনা করিলেন) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত বালককে এক বলশালী মৎস্য গিলিয়া ফেলিল। তৎপরে সেই মৎস্যটি অপরাপর মৎস্যের সহিত সুবৃহৎ জালে বেষ্টিত হইয়া ধীবরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইল ॥ ৪ ॥ অনন্তর ধীবরগণ ঐ মৎস্যটি শম্বরাসুরকে উপহার দিল। তৎপরে শম্বরাসুরের পাচকগণ সেই অদ্ভুত মৎস্যটিকে পাকগৃহে লইয়া গিয়া অস্ত্রের দ্বারা কর্ত্তন করিল ॥ ৫ ॥ পাচকগণ সেই মৎস্যের উদর মধ্যে এক বালককে দেখিতে পাইয়া মায়াবতী নাম্নী এক রমণীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিল। বালককে দেখিয়া মায়াবতী শঙ্কিতা হইলেন। তখন ভগবান্ নারদ আসিয়া তাঁহার নিকটে বালকের পরিচয় হিসাবে "ইনি তোমার পতি কামদেব, হরকোপানলে ভস্ম হওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে ও রুক্মিণীর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন"—এই তত্ত্ব ও উৎপত্তি এবং মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হওয়ার বিবরণ সমস্তই বর্ণনা করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধর—স প্রসিদ্ধঃ কামশত্রুঃ শম্বরস্তমাত্মনঃ শত্রুং বিদিত্বা হৃত্বা সমুদ্রে প্রাস্য প্রক্ষিপ্য গৃহমগাদিতি ॥ ৩ ॥ নির্জ্জগার গিলিতবান্ ॥ ৪ ॥ স্বধিতিনা শস্ত্রিকয়া, অবদ্যন্ অবাদ্যন্ খণ্ডিতবন্তঃ ॥ ৫ ॥ তত্ত্বং, কামোঽয়ং তব ভর্ত্তেতি। উৎপত্তিং, শ্রীকৃষ্ণাৎ রুক্মিণ্যামুৎপন্ন ইতি ॥ ৬ ॥

সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী।
পত্যুর্নির্দ্দগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী ॥ ৭ ॥
নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূপৌদনসাধনে।
কামদেবং শিশুং বুদ্ধ্বা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে ॥ ৮ ॥
নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণী রূঢ়যৌবনঃ।
জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাঞ্চ বিভ্রমম্ ॥ ৯ ॥
সা তং পতিং পদ্মদলায়তেক্ষণং প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্।
সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবেক্ষতী প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গ! সৌরতৈঃ। ১০ ॥

অন্বয়—সা চ (সেই মায়াবতী) রতিঃ নাম (রতি নাম্নী) কামস্য বৈ পত্নী (কামদেবেরই পত্নী), যশস্বিনী (পতিব্রতা) নির্দ্দগ্ধদেহস্য পত্যুঃ (দগ্ধদেহ পতির) দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী। আসীৎ দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন) ॥ ৭ ॥

সা (তিনি) শম্বরেণ (শম্বরাসুর কর্ত্তৃক) সূপৌদনসাধনে (অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধনকার্য্যে) নিরূপিতা আসীৎ (নিযুক্তা হইয়াছিলেন)। তদা [সা] (তখন তিনি) [তং] শিশুং কামদেবং বুদ্ধ্বা সেই শিশুকে কামদেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) অর্ভকে স্নেহং চক্রে (শিশুর প্রতি প্রেমভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।) ॥ ৮ ॥

নাতিদীর্ঘেণ কালেন (অল্পকালের মধ্যে) সঃ কার্ষ্ণিঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন) রূঢ়যৌবনঃ [সন্] (যৌবনে পদার্পণ করিয়া) বীক্ষন্তীনাং নারীণাং চ (দর্শনকারিণী রমণীগণেরও) বিভ্রমং জনয়ামাস (সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতে লাগিলেন) ॥ ৯ ॥

অঙ্গ! (হে রাজন্,) সা রতিঃ (মায়াবতী নাম্নী রতিদেবী) পদ্মদলায়তেক্ষণং (কমলদলসদৃশ আয়তলোচন), প্রলম্ববাহুং (আজানুলম্বিতবাহু) নরলোকসুন্দরং (ও নরলোকে পরমসুন্দর) তং পতিং (সেই পতিকে) সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবা ঈক্ষতী (সলজ্জ হাস্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দর্শন করতঃ) প্রীত্যা প্রীতিসহকারে) সৌরতৈঃ (ভাবৈঃ) কামভাবে) উপতস্থে (ভজনা করিতে লাগিলেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই মায়াবতী রতি নাম্নী কামদেবেরই পত্নী; ঐ পতিব্রতা রতি মায়াবতী নামে শম্বরগৃহে অবস্থান করিয়া দগ্ধদেহ পতির দেহোৎপত্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৭ ॥ তিনি শম্বরাসুর কর্ত্তৃক অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধনকার্য্যে [পাচকগণের আধিপত্যে] নিযুক্তা হইয়াছিলেন। নারদের বাক্য শুনিয়া তিনি তখন সেই শিশুকে কামদেব বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শিশুর প্রতি প্রেমভাব পোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ অল্পকালের মধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন যৌবনে পদার্পণ করিয়া, দর্শনকারিণী রমণীগণেরও সম্যক্ মোহ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ হে রাজন্! মায়াবতী নাম্নী ঐ রতিদেবী, কমলদলসদৃশ আয়তলোচন, আজানুলম্বিতবাহু, নরলোকসুন্দর সেই পতিকে সলজ্জ হাস্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দর্শন করতঃ প্রীতিসহকারে কামভাবে তাঁহার ভজনা করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—যশস্বিনী পতিব্রতা। ভর্ত্তৃদেহপ্রাপ্তিং প্রতীক্ষমাণা ॥ ৭ ॥ তং শিশুং কামদেবং বুদ্ধ্বা বিজ্ঞায় ॥ ৮ ॥

তামাহ ভগবান্ কার্ষ্ণির্মাতস্তে মতিরন্যথা।
মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্ত্তসে কামিনী যথা ॥ ১১ ॥

রতিরুবাচ

ভবান্ নারায়ণসুতঃ শম্বরেণাহৃতো গৃহাৎ।
অহং তেঽধিকৃতা পত্নী রতিঃ কামো ভবান্ প্রভো ॥ ১২ ॥
এষ ত্বানির্দ্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছম্বরোঽসুরঃ।
মৎস্যোঽগ্রসীৎ তদুদরাদিহ প্রাপ্তো ভবান্ প্রভো ! ॥ ১৩ ॥
তমিমং জহি দুর্দ্ধর্ষং দুর্জ্জয়ং শত্রুমাত্মনঃ।
মায়াশতবিদং ত্বঞ্চ মায়াভির্মোহনাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) ভগবান্ কার্ষ্ণিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন) তাম্ আহ (তাঁহাকে বলিলেন) মাতঃ! (হে মাতঃ!) তে মতিঃ (তোমার বুদ্ধি) অন্যথা [দৃশ্যতে] (অন্যপ্রকার হইয়াছে দেখিতেছি) ; [যতঃ ত্বং] (যেহেতু তুমি) মাতৃভাবম্ অতিক্রম্য (মাতৃভাব অতিক্রম করিয়া) কামিনী যথা বর্ত্তসে (কামিনীর ন্যায় আচরণ করিতেছ) ॥ ১১ ॥

রতিঃ উবাচ (রতি কহিলেন) ভবান্ (আপনি) নারায়ণসুতঃ (নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র) ; [ভবান্] (আপনাকে) শম্বরেণ (শম্বরাসুর) গৃহাৎ আহৃতঃ (গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে)। প্রভো! (হে স্বামিন্!) অহং (আমি) তে অধিকৃতা পত্নী রতিঃ (আপনার অধিকৃতা পত্নী রতি), ভবান্ কামঃ (আপনি কামদেব) ॥ ১২ ॥

প্রভো! (হে প্রভো!) এষ শম্বরঃ (এই শম্বরাসুর) অনির্দ্দশং ত্বা (আপনার বয়ঃক্রম দশদিন পূর্ণ না হইতেই আপনাকে) [অপহরণ করতঃ] সিন্ধৌ অক্ষিপৎ (সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল) [তদা] মৎস্যঃ [ভবন্তম্] অগ্রসীৎ (তখন এক মৎস্য আপনাকে গিলিয়া ফেলে); তদুদরাৎ (সেই মৎস্যের উদর হইতে) ইহ ভবান্ প্রাপ্তঃ (এই স্থানে আমি আপনাকে পাইয়াছি) ॥ ১৩ ॥

[প্রভো! অধুনা] ত্বং চ (হে স্বামিন্! এক্ষণে আপনিও) মায়াশতবিদং (শত শত মায়াবেত্তা) দুর্জ্জয়ং দুর্দ্ধর্ষং (দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর্ষ) তম্ ইমম্ আত্মনঃ শত্রুং [সেই নিজের শত্রু শম্বরাসুরকে) মোহনাদিভিঃ মায়াভিঃ (মোহনাদি মায়াসমূহের দ্বারা) জহি (বিনাশ করুন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান্ প্রদ্যুম্ন তাঁহাকে বলিলেন—হে মাতঃ! তোমার বুদ্ধি অন্য প্রকার হইয়াছে দেখিতেছি ; যেহেতু তুমি আমার প্রতি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া কামিনী স্ত্রীর ন্যায় আচরণ করিতেছ ॥ ১১ ॥ রতি কহিলেন—আপনি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন; আপনাকে শম্বরাসুর গৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। হে স্বামিন্! আমি আপনার অধিকৃতা পত্নী রতি এবং আপনি কামদেব ॥ ১২ ॥ হে প্রভো! এই শম্বরাসুর আপনার বয়ঃক্রম দশদিন পূর্ণ না হইতেই আপনাকে অপহরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তখন এক মৎস্য আপনাকে গিলিয়া ফেলে ; সেই মৎস্যের উদর হইতে এই স্থানে আপনাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ হে স্বামিন্! এখন আপনি শতশত মায়াবেত্তা দুর্জ্জয় দুর্দ্ধর্ষ নিজের শত্রু সেই শম্বরাসুরকে মোহনাদি মায়াসমূহের দ্বারা বিনাশ করুন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—বিভ্রমং সম্মোহম্ ॥ ৯ ॥ অঙ্গ! হে রাজন্! সৌরতৈর্ভাবৈঃ উপতস্থে অভজৎ ॥ ১০-১১ ॥

পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতপ্রজা।
পুত্রস্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা॥ ১৫ ॥
প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
মায়াবতী মহামায়াং সর্ব্বমায়াবিনাশিনীম্॥ ১৬ ॥
স চ শম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ।
অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্॥ ১৭ ॥
সোঽধিক্ষিপ্তো দুর্ব্বচোভিঃ পদাহত ইবোরগঃ।
নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্ষাৎ তাম্রলোচনঃ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—গতপ্রজা (পুত্র অপহৃত হওয়ায়) পুত্রস্নেহাকুলা তে মাতা (পুত্রস্নেহাকুলা আপনার মাতা রুক্মিণীদেবী) বিবৎসা গৌঃ ইব (বৎসহারা গাভীর ন্যায়) আতুরা দীনা [চ সতী] (পীড়িতা ও দুঃখিতা হইয়া) কুররী ইব পরিশোচতি (কুররীর ন্যায় রোদন করিতেছেন)॥ ১৫॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] মায়াবতী এবং প্রভাষ্য (মায়াবতী এইরূপ বলিয়া) মহাত্মনে প্রদ্যুম্নায় (মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে) সর্ব্বমায়াবিনাশিনীং মহামায়াং বিদ্যাং (সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মহামায়া নামে বিদ্যা) দদৌ (প্রদান করিলেন)॥ ১৬॥

(তদা] সঃ চ (তখন প্রদ্যুম্নও) শম্বরম্ অভ্যেত্য (শম্বরাসুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া) অবিষহ্যৈঃ আক্ষেপৈঃ (অসহনীয় নিন্দাবাক্যের দ্বারা) ক্ষিপন্ (তিরস্কার করতঃ) কলিং সঞ্জনয়ন্ (কলহ জন্মাইয়া) সংযুগায় (যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত) তং সমাহ্বয়ৎ (তাহাকে আহ্বান করিলেন)॥ ১৭॥

দুর্ব্বচোভিঃ অধিক্ষিপ্তঃ (প্রদ্যুম্নের কটুবাক্যে তিরস্কৃত) সঃ (সেই শম্বরাসুর) পদা আহতঃ উরগঃ ইব (পদাহত সর্পের ন্যায়) অমর্ষাৎ (ক্রোধবশতঃ) তাম্রলোচনঃ গদাপাণিঃ [চ সন্] (আরক্তলোচন ও গদাধারী হইয়া) নিশ্চক্রাম (বাহির হইয়া আসিল)॥ ১৮॥

অনুবাদ—পুত্র অপহৃত হওয়ায় পুত্রস্নেহাকুলা আপনার মাতা রুক্মিণীদেবী বৎসহারা গাভীর ন্যায় পীড়িতা ও দুঃখিতা হইয়া কুররীপক্ষীর ন্যায় রোদন করিতেছেন॥ ১৫॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মায়াবতী এইরূপ বলিয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নকে সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মহামায়া বিদ্যা প্রদান করিলেন॥ ১৬॥ তখন প্রদ্যুম্নও শম্বরাসুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া অসহনীয় কটুবাক্যের দ্বারা তিরস্কার করতঃ কলহ জন্মাইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাকে আহ্বান করিলেন॥ ১৭॥ প্রদ্যুম্নের কটুবাক্যে তিরস্কৃত সেই শম্বরাসুর পদাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধবশতঃ আরক্তলোচন হইল এবং গদাহস্তে বাহির হইয়া আসিল॥ ১৮॥

শ্রীধর—অধিকৃতা পত্নীত্যত্র হেতুঃ—রতিরহং ভবান্ কাম ইতি॥ ১২-১৩॥ দুর্জ্জয়ত্বে হেতুঃ—মায়াশতবিদমিতি। কথং তর্হি হন্তব্যস্তত্রাহ—মায়াভিরিতি॥ ১৪॥ ন চাত্র বিলম্বঃ কার্য্য ইত্যাহ—পরিশোচতি রোদিতীত্যর্থঃ॥ ১৫—১৮॥

গদামাবিধ্য তরসা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
প্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্ ॥ ১৯ ॥
তামাপতন্তীং ভগবান্ প্রদ্যুম্নো গদয়া গদাম্।
অপাস্য শত্রবে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোৎ স্বগদাং নৃপ ॥ ২০ ॥
স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতাম্।
মুমুচেঽস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ষ্ণৌ বৈহায়সোঽসুরঃ ॥ ২১ ॥
বাধ্যমানোঽস্ত্রবর্ষেণ রৌক্মিণেয়ো মহারথঃ।
সত্ত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং সর্ব্বমায়োপমর্দ্দিনীম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—[সঃ] তরসা গদাম্ আবিধ্য (সে সবলে গদা ঘুরাইয়া) মহাত্মনে প্রদ্যুম্নায় প্রক্ষিপ্য (মহাত্মা প্রদ্যুম্নের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়া) বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরং নাদং ব্যনদৎ (বজ্রধ্বনিবৎ কঠোর ধ্বনি করিয়া উঠিল) ॥ ১৯ ॥

নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) [তখন] ভগবান্ প্রদ্যুম্নঃ (ভগবান্ প্রদ্যুম্ন) আপতন্তীং তাং গদাং (অভিমুখে আগত সেই গদাকে) গদয়া (স্বীয় গদার দ্বারা) অপাস্য (নিবারণ করিয়া) ক্রুদ্ধঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) শত্রবে (শত্রুর উদ্দেশ্যে) স্বগদাং প্রাহিণোৎ (নিজ গদা নিক্ষেপ করিলেন) ॥ ২০ ॥

সঃ অসুরঃ চ (সেই অসুরও তখন) ময়দর্শিতাং দৈতেয়ীং মায়াং (ময়দানব প্রদর্শিত আসুরী মায়া) সমাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) বৈহায়সঃ [সন্] (আকাশে অবস্থিত হইয়া) কার্ষ্ণৌ (শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের উপরে) অস্ত্রময়ং বর্ষং মুমুচে (অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল) ॥ ২১ ॥

মহারথঃ রৌক্মিণেয়ঃ (মহারথ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন) অস্ত্রবর্ষেণ বাধ্যমানঃ (অস্ত্র বর্ষণের দ্বারা পীড়িত হইয়া) সর্ব্বমায়োপমর্দ্দিনীং (সর্ব্বমায়াবিনাশিনী) সত্ত্বাত্মিকাং (সত্ত্বগুণময়ী) মহাবিদ্যাং [প্রাযুঙ্‌ক্ত] (মহাবিদ্যা প্রয়োগ করিলেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বাহিরে আসিয়াই সে সবলে গদা ঘুরাইয়া মহাত্মা প্রদ্যুম্নের উদ্দেশে উহা নিক্ষেপ করিয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় কঠোর ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন ভগবান্ প্রদ্যুম্ন সমাগত সেই গদাকে স্বীয় গদার দ্বারা নিবারণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর উদ্দেশ্যে নিজগদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২০ ॥ সেই অসুরও তখন ময়দানবপ্রদর্শিত আসুরী মায়া আশ্রয় করিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের উপরে অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ মহারথ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই অস্ত্রবর্ষণের দ্বারা পীড়িত হইয়া সর্ব্বমায়াবিনাশিনী সত্ত্বগুণময়ী মহাবিদ্যা (মহামায়া বিদ্যা) প্রয়োগ করিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—বজ্রস্য নিষ্পেষে নির্ঘাতে যথা নিষ্ঠুরস্তীব্রো নাদো ভবতি তথাভূতং নাদং ব্যনদৎ। সামান্যবিশেষতয়া ব্যাপ্যব্যাপকত্বম্, ওদনং পাকং পচতীতিবৎ। অতিনিষ্ঠুরং নাদমকরোদিত্যর্থঃ ॥ ১৯-২০ ॥ বৈহায়সঃ আকাশে স্থিতঃ ॥ ২১ ॥

ততো গৌহ্যকগান্ধর্ব্ব-পৈশাচোরগরাক্ষসীঃ।
প্রাযুঙ্‌ক্ত শতশো দৈত্যঃ কার্ষ্ণির্ব্যধময়ৎ স্ম তাঃ॥ ২৩॥
নিশাতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্।
শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রোজসাহরৎ॥ ২৪॥
আকীর্য্যমাণো দিবিজৈঃ স্তুবদ্ভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ।
ভার্য্যয়াম্বরচারিণ্যা পুরং নীতো বিহায়সা॥ ২৫॥
অন্তঃপুরবরং রাজন্। ললনাশতসঙ্কুলম্।
বিবেশ পত্ন্যা গগনাদ্বিদ্যুতেব বলাহকঃ॥ ২৬॥

অন্বয়—ততঃ (তৎপরে) দৈত্যঃ (সেই শম্বরাসুর) গৌহ্যকগান্ধর্ব্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ শতশঃ [মায়াঃ] (যক্ষ গন্ধর্ব; পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসসম্বন্ধিনী শত শত মায়া) প্রাযুঙ্‌ক্ত (প্রয়োগ করিল), কার্ষ্ণিঃ (শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন) তাঃ (সেই সকল মায়া) ব্যধময়ৎ স্ম (বিনাশ করিয়া ফেলিলেন)॥ ২৩॥

[অথ সঃ] (অনন্তর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন) নিশাতম্ অসিম্ উদ্যম্য (তীক্ষ্ণধার খড়্গ উত্তোলন করিয়া) ওজসা (সবলে) শম্বরস্য (শম্বরাসুরের) সকিরীটং সকুণ্ডলং তাম্রশ্মশ্রু (কিরীট বিভূষিত, কুণ্ডল মণ্ডিত ও তাম্রবর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট) শিরঃ (মস্তক) কায়াৎ অহরৎ (শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন)॥ ২৪॥

[ততঃ] (তৎপরে) স্তুবদ্ভিঃ দিবিজৈঃ (স্তবকারী দেবগণকর্ত্তৃক) কুসুমোৎকরৈঃ আকীর্য্যমাণঃ (পুষ্পবর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইয়া) [সঃ] (সেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন) অম্বরচারিণ্যা ভার্য্যয়া (আকাশচারিণী পত্নী মায়াবতী কর্ত্তৃক) বিহায়সা (আকাশমার্গে) পুরং নীতঃ (দ্বারকাপুরীতে নীত হইলেন)॥ ২৫॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) বিদ্যুতা [সহ] বলাহকঃ ইব (বিদ্যুতের সহিত মিলিত মেঘের ন্যায়) পত্ন্যা [সহ স.] (পত্নী মায়াবতীর সহিত মিলিত প্রদ্যুম্ন) গগনাৎ (আকাশ হইতে) ললনাশতসঙ্কুলম্ (শত শত নারী সমাকীর্ণ) অন্তঃপুরবরং (শ্রেষ্ঠ অন্তঃপুরে) বিবেশ (প্রবেশ করিলেন)॥ ২৬॥

অনুবাদ—তৎপরে সেই শম্বরাসুর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসসম্বন্ধিনী শত শত মায়া প্রয়োগ করিল; শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন মহাবিদ্যার প্রভাবে এই সকল মায়া বিনাশ করিয়া ফেলিলেন॥ ২৩॥ অনন্তর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন তীক্ষ্ণধার খড়্গ উত্তোলন করিয়া শম্বরাসুরের কিরীটভূষিত, কুণ্ডলমণ্ডিত ও তাম্রবর্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট মস্তক সবলে তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ২৪॥ তৎপরে দেবগণ স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নকে পুষ্পবর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন আকাশচারিণী পত্নী মায়াবতী তাঁহাকে আকাশমার্গে দ্বারকাপুরীতে লইয়া গেলেন॥ ২৫॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিদ্যুতের সহিত মিলিত মেঘের ন্যায় পত্নী মায়াবতীর সহিত মিলিত প্রদ্যুম্ন আকাশ হইতে শতশত স্ত্রীজনে সমাকীর্ণ শ্রেষ্ঠ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন॥ ২৬॥

শ্রীধর—সত্ত্বাত্মিকাং সত্ত্বগুণময়ীং প্রাযুঙ্‌ক্তেত্যুত্তরস্যানুষঙ্গঃ॥ ২২॥ তা মায়াঃ ব্যধময়ৎ ব্যনাশয়ৎ॥ ২৩॥ তাম্রাণি শ্মশ্রূণি যস্মিংস্তৎ। ওজসা বলেন॥ ২৪-২৫॥

তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
প্রলম্ববাহুং তাম্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্॥ ২৭॥
স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং নীলবক্রালকাদিভিঃ।
কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ॥ ২৮॥
অবধার্য্য শনৈরীষদ্বৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ।
উপজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সস্ত্রীরত্নং সুবিস্মিতাঃ॥ ২৯॥
অথ তত্রাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী বল্গুভাষিণী।
অস্মরৎ স্বসুতং নষ্টং স্নেহস্নুতপয়োধরা॥ ৩০॥

অন্বয়—জলদশ্যামং (প্রদ্যুম্ন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ), পীতকৌশেয়বাসসং (তাঁহার পরিধানে পীতবর্ণ কৌষেয় বসন), প্রলম্ববাহুং (বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত), তাম্রাক্ষং (নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ), সুস্মিতং (হাস্য সুন্দর), রুচিরাননং (বদন মনোহর) নীলবক্রালকাদিভিঃ স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং (এবং বদনকমল নীলবর্ণ ও বক্র অলকাবলীর দ্বারা অতিশয় অলঙ্কৃত, এতাদৃশ) তং দৃষ্ট্বা (সেই প্রদ্যুম্নকে দর্শন করিয়া) স্ত্রিয়ঃ (দ্বারকাপুরীর রমণীগণ) কৃষ্ণং মত্বা (শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া) হ্রীতাঃ [সত্যঃ] (লজ্জিতা হইয়া) তত্র তত্র হ (স্থানে স্থানে) নিলিল্যুঃ (পলায়ন করিতে লাগিলেন)॥ ২৭-২৮॥

[তাঃ] যোষিতঃ (সেই সকল রমণী) শনৈঃ (ক্রমে ক্রমে) ঈষদ্‌বৈলক্ষণ্যেন (কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যের দ্বারা) [শ্রীকৃষ্ণঃ ন ভবতি ইতি] অবধার্য্য ("শ্রীকৃষ্ণ নহেন" ইহা অবধারণ করিয়া) প্রমুদিতাঃ সুবিস্মিতাঃ [চ সত্যঃ] (অতিশয় আনন্দিতা ও বিস্ময়ান্বিতা হইয়া) সস্ত্রীরত্নং [তম্] উপজগ্মুঃ (রমণীশ্রেষ্ঠা রতির সহিত অবস্থিত প্রদ্যুম্নের নিকটে আগমন করিলেন)॥ ২৯॥

অথ (অনন্তর) বল্গুভাষিণী (মধুরভাষিণী) অসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী (নীলবর্ণ নেত্রপ্রান্তবিশিষ্টা বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবী) তত্র [আগত্য [(তথায় আগমন করিয়া) [প্রদ্যুম্নকে দর্শন করতঃ] স্নেহস্নুতপয়োধরা [সতী] (স্নেহবশতঃ স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল, এই অবস্থায়) নষ্টং স্বসুতম্ অস্মরৎ (স্বীয় অনুদ্দিষ্ট পুত্রকে স্মরণ করিলেন)॥ ৩০॥

অনুবাদ—ভগবান্ প্রদ্যুম্ন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার পরিধানে পীতবর্ণ কৌষেয় বসন, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, নেত্রদ্বয় তাম্রবর্ণ, হাস্য সুন্দর, মুখমণ্ডল মনোহর এবং বদনকমল নীলবর্ণ ও বক্র অলকাবলীর দ্বারা অতিশয় অলঙ্কৃত; দ্বারকাপুরীর রমণীগণ তাদৃশ প্রদ্যুম্নকে দর্শন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া স্থানে স্থানে পলায়ন করিতে লাগিলেন॥ ২৭-২৮। সেই সকল রমণী ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যের দ্বারা "ইনি শ্রীকৃষ্ণ নহেন" ইহা অবধারণ করিয়া অতিশয় আনন্দিতা ও বিস্মিতা হইয়া রমণীশ্রেষ্ঠা রতি ও প্রদ্যুম্নের নিকটে আগমন করিলেন॥ ২৯॥ অনন্তর মধুরভাষিণী অসিতাপাঙ্গী রুক্মিণীদেবী তথায় আগমন করিয়া প্রদ্যুম্নকে দর্শন করতঃ স্বীয় অনুদ্দিষ্ট পুত্রের কথা স্মরণ করিলেন; তৎকালে স্নেহবশতঃ তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল॥ ৩০॥

শ্রীধর—বিদ্যুতা সহ বলাহকো মেঘ ইব॥ ২৬-২৭॥ নীলাশ্চ বক্রাশ্চ যে অলকাস্ত এবালঙ্কৈঃ। হ্রীতা লজ্জিতাঃ॥ ২৮॥

কো স্বয়ং নরবৈদূর্য্যঃ কস্য বা কমলেক্ষণঃ।
ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লব্ধা ত্বনেন বা ॥ ৩১ ॥
মম চাপ্যাত্মজো নষ্টো নীতো যঃ সূতিকাগৃহাৎ।
এতত্তুল্যবয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩২ ॥
কথং ত্বনেন সম্প্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৩৩ ॥
স এব বা ভবেন্নূনং যো মে গর্ভে ধৃতোঽর্ভকঃ।
অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—[রুক্মিণীদেবী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন] নরবৈদূর্যঃ (পুরুষশ্রেষ্ঠ) কমলেক্ষণঃ (কমললোচন) অয়ং কঃ নু ? (ইনি কে ?) কস্য বা [পুত্রঃ ?] (কাহার পুত্র ?) কয়া বা [অয়ং] জঠরে ধৃতঃ ? (কোন্ রমণীই বা ইঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছেন ?) অনেন তু লব্ধা ইয়ং কা বা ? (আর ইনি যাহাকে লাভ করিয়াছেন, এই রমণীই বা কে ?) ॥ ৩১ ॥

মম চ (আমারও) যঃ আত্মজঃ (যে পুত্রটি) সূতিকাগৃহাৎ (সূতিকা গৃহ হইতে) নীতঃ (সন্) নষ্টঃ (অপহৃত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে) সঃ যদি ([সে] যদি) কুত্রচিৎ (কোথাও) জীবতি অপি (বাঁচিয়া থাকে) [তর্হি] [তাহা হইলে] এতত্তুল্যবয়োরূপঃ (বয়ঃক্রমে ও রূপে ইহারই তুল্য হইয়াছে) ॥ ৩২ ॥

অনেন তু (আর ইনি) কথং (কি প্রকারে) আকৃত্যা (আকৃতি) অবয়বৈঃ (অবয়ব) গত্যা (গতি) স্বরহাসাবলোকনৈঃ (স্বর, হাস্য ও অবলোকনে) শার্ঙ্গ-ধন্বনঃ সারূপ্যং সম্প্রাপ্তম্ ? (শ্রীকৃষ্ণের সমানরূপ হইলেন ?) ॥ ৩৩ ॥

যঃ বা অর্ভকঃ (অথবা যে শিশুকে) মে (আমি) গর্ভে ধৃতঃ (গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। নূনং (নিশ্চয়ই) [অয়ং] (এটি) সঃ এব ভবেৎ (আমার সেই পুত্রই হইবে) যতঃ (কারণ) অমুষ্মিন্ (ইহার প্রতি) মে (আমার) অধিকা প্রীতিঃ জাতা (অত্যধিক প্রীতি জন্মিয়াছে)। বামঃ ভুজঃ [চ] স্ফুরতি (এবং বামবাহু স্পন্দিত হইতেছে) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—রুক্মিণীদেবী এই চিন্তা করিতে লাগিলেন—পুরুষশ্রেষ্ঠ কমললোচন ইনি কে ? কাহার পুত্র ? কোন্ রমণীই বা ইঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছেন আর ইনি যাহাকে লাভ করিয়াছেন, এই রমণীই বা কে ? ॥ ৩১ ॥ আমারও যে পুত্রটি সূতিকাগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে যদি কোথাও বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে বয়ঃক্রমে ও রূপে ইঁহারই তুল্য হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ আর ইনি কেমন করিয়া আকৃতি অবয়ব, গতি, স্বর, হাস্য ও অবলোকন বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমান-রূপতা প্রাপ্ত হইলেন ? ॥ ৩৩ ॥ অথবা যে শিশুকে আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম নিশ্চয়ই এটি আমার সেই পুত্রই হইবে। কারণ ইহার প্রতি আমার অত্যধিক প্রীতি জন্মিয়াছে। আমার বামবাহু স্পন্দিত হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—শ্রীকৃষ্ণো ন ভবতীত্যবধার্য্য সস্ত্রীরত্নং স্ত্রীষু রত্নং শ্রেষ্ঠা রতিস্তৎসহিতম্ ॥ ২৯-৩০ ॥ সুতং স্মরন্ত্যাহ—কোঽয়মিতি। নরবৈদূর্য্যঃ পুরুষশ্রেষ্ঠঃ ॥ ৩১ ॥ এতেন তুল্যং বয়ো রূপঞ্চ যস্য স ভবেদিতি ॥ ৩২ ॥ তস্য স্বসুতত্বং সম্ভাবয়ন্ত্যাহ কথং ত্বিতি ॥ ৩৩ ॥

এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্ভ্যাং দেবকীসুতঃ।
দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমশ্লোক আগমৎ ॥ ৩৫ ॥
বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবান্ তূষ্ণীমাস জনার্দ্দনঃ।
নারদোঽকথয়ৎ সর্ব্বং শম্বরাহরণাদিকম্ ॥ ৩৬ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মহদাশ্চর্য্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ।
অভ্যনন্দন্ বহূনব্দান্ নষ্টং মৃতমিবাগতম্ ॥ ৩৭ ॥
দেবকী বসুদেবশ্চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ।
দম্পতী তৌ পরিষজ্য রুক্মিণী চ যযুর্মুদম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ] বৈদর্ভ্যাম্ এবং মীমাংসমানায়াং [সত্যাম্] (বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবস্থায়) উত্তমশ্লোকঃ দেবকীসুতঃ (পবিত্রকীর্ত্তি দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) দেবক্যানকদুন্দুভ্যাম্ [সহ] (দেবকী ও বসুদেবের সহিত) তত্র আগমৎ (তথায় আগমন করিলেন) ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ জনার্দ্দনঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) বিজ্ঞাতার্থঃ অপি (সকল বিষয় অবগত হইয়াও) তূষ্ণীম্ আস (মৌনভাবে অবস্থান করিলেন)। তদা (তখন) নারদঃ (ভগবান্ নারদ ঋষি) [অকস্মাৎ তথায় আগমন করিয়া] শম্বরাহরণাদিকং সর্ব্বম্ অকথয়ৎ (শম্বরাসুর কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর অবস্থিতা রমণীগণ) তৎ মহদাশ্চর্য্যং শ্রুত্বা (সেই পরম আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া) মৃতং ইব (মৃত ব্যক্তির ন্যায়) বহূন্ অব্দান্ নষ্টং [সন্তং] (বহু বৎসর নিরুদ্দিষ্ট রহিয়া) আগতং তং (প্রত্যাগত সেই প্রদ্যুম্নকে) অভ্যনন্দন্ (অভিনন্দন করিলেন) ॥ ৩৭ ॥

দেবকী বসুদেবঃ কৃষ্ণরামৌ চ (দেবকী বসুদেব কৃষ্ণ বলরাম) তথা স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ) রুক্মিণী চ (এবং রুক্মিণীদেবী) তৌ দম্পতী (সেই প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতীকে) পরিষজ্য (আলিঙ্গন করিয়া) মুদং যযুঃ (পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীদেবী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পবিত্রকীর্ত্তি দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেব সহ তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও মৌনভাবে অবস্থান করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিয়া শম্বরাসুর কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন ॥ ৩৬ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে অবস্থিতা রমণীগণ নারদের মুখে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া মৃতব্যক্তির ন্যায় যিনি বহুবৎসর ব্যাপিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন সেই প্রদ্যুম্নকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ তখন দেবকী, বসুদেব, বলরাম, স্ত্রীগণ, রুক্মিণীদেবী সেই প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতীকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর—অদেবাধিকং সত্তাবয়তি—স এবেতি ॥ ৩৪ ॥

নষ্টং প্রদ্যুম্নমায়াতমাকর্ণ্য দ্বারকৌকসঃ।
অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্ট্যেতি হাব্রুবন্॥ ৩৯ ॥
যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবা-স্তন্মাতরো যদভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ।
চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে কামে স্মরেঽক্ষিবিষয়ে কিমুতান্যনার্য্যঃ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
প্রদ্যুম্নোৎপত্তিনিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসী জনগণ) নষ্টং প্রদ্যুম্নম্ (নিরুদ্দিষ্ট প্রদ্যুম্ন) আয়াতং আকর্ণ্য (আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) অহো মৃতঃ ইব বালঃ (মৃততুল্য বালক) দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যক্রমে) আয়াতং (ফিরিয়া আসিল) ইতি হ অব্রুবন্ (ইহা বলিতে লাগিল)॥ ৩৯ ॥

[হে রাজন্] পিতৃসরূপনিজেশভাবা তন্মাতরঃ (শ্রীকৃষ্ণের সমান সৌন্দর্য্যশালী প্রদ্যুম্নের প্রতি রুক্মিণী প্রভৃতি তাঁহার মাতৃগণের, আমাদের ভর্ত্তাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তিভাব ছিল, সুতরাং তাঁহারা) রহরূঢ়-ভাবাঃ [সত্যঃ] (একান্তে ভক্তিযুক্তা হইয়া) যং বৈ মুহুঃ অভজন্ (সেই প্রদ্যুম্নকেই পুনঃ পুনঃ ভজনা করিতেন) [ইতি] যৎ তৎ ন খলু চিত্রং (ইহা আশ্চর্য্য নহে) [তদা] (তখন) রমাস্পদবিম্ববিম্বে (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব) স্মরে কামে (স্মরণার্হ কামদেব) অক্ষিবিষয়ে [সতি] নয়নগোচরে থাকিলে) অন্যনার্য্যঃ কিম্ উত (অন্য নারীগণ যে তাঁহাকে ভজনা করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি?)॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—দ্বারকাবাসী জনগণ নিরুদ্দিষ্ট প্রদ্যুম্ন আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, অহো! মৃততুল্য বালক সৌভাগ্যক্রমেই ফিরিয়া আসিল।॥ ৩৯ ॥ হে রাজন্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমান সৌন্দর্য্যশালী প্রদ্যুম্নের প্রতি রুক্মিণী প্রভৃতি তাঁর মাতৃগণের "আমার ভর্ত্তাই পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন" এইরূপ ভক্তিভাব ছিল। অতএব তাঁহারা একান্তে ভক্তিযুক্তা হইয়া সেই প্রদ্যুম্নকেই পুনঃ পুনঃ ভজনা করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব স্মরণার্হ কামদেব নয়নগোচর হইলে অন্য নারীগণ যে তাঁহাকে ভজনা করিবেন তাহাতে আর বক্তব্য কি?॥ ৪০ ॥

দশম স্কন্ধের পঞ্চপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধর—দেবক্যানকদুন্দুভ্যাং দেবক্যানকদুন্দুভিভ্যামিত্যর্থঃ॥ ৩৫—৩৯ ॥

অতিসৌন্দর্য্যেণ প্রদ্যুম্নং বর্ণয়তি—যমিতি। পিতা শ্রীকৃষ্ণস্তৎসরূপে তৎসদৃশে প্রদ্যুম্নে নিজ আত্মীয় ঈশো ভর্ত্তেতি ভাবো ভাবনা যাসাং তাঃ তন্মাতরঃ কৃষ্ণপত্ন্যোঽপি রহসি নির্জ্জনে নিরূঢ়ভাবাঃ সত্যো যমভজন্নিতি যৎ তন্ন খলু চিত্রম্। কথং সতি? স্মরে স্মর্য্যমাণত্বেনৈব ক্ষোভকে কামে অক্ষিবিষয়ে অক্ষীণামিন্দ্রিয়াণাং বিষয়ে সতি। কিঞ্চ রমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণস্য বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিস্তস্য বিম্বে প্রতিবিম্বে পুত্রে। তদা কিমুত বক্তব্যমন্যা নার্য্যো ভেজুরিতি॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ফেলালব

পঞ্চপঞ্চাশত্তমে তু প্রদ্যুম্নো রুক্মিণীসুতঃ।
শম্বরেণ হৃতস্তং স হত্বাগাৎ সপ্রিয়ঃ পিতৄন্॥

পঞ্চান্ন অধ্যায়ে রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের জন্মকথা। শম্বরাসুর কর্তৃক তাঁহার অপহরণ এবং শম্বরকে বধ করিয়া পত্নী সহিত তাঁহার পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

হরকোপানলে দগ্ধ কামদেব শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়া রুক্মিণীগর্ভে প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শম্বরাসুর সূতিকাগার হইতে তাঁহাকে অপহরণ করে॥ শম্বর কামদেবকে শত্রু মনে জানিত। কারণ, মদনভস্মের পর রতিদেবী স্বামীর দেহলাভের জন্য শিবের স্তব করিতেছিল॥ ইত্যবসরে শম্বরাসুর রতিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া শিবের তপস্যা করিয়া রতিকে পত্নীরূপে পাইবার বর লাভ করিয়াছিল। রোরুদ্যমানা রতিকে শঙ্কর আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি মায়াবতী হইয়া স্পর্শবহিতভাবে শম্বরের গৃহে থাক। ঐখানে প্রাণপতি কামকে লাভ করিবে। মায়াবতীরূপা রতিকে গৃহে আনিয়া শম্বর, কামদেব কোথাও দেহলাভ করিলেই তাঁহাকে বধ করিবে এই ফন্দী আঁটিতেছিল। সূতিকাগার হইতে প্রদ্যুম্নকে নিয়া শম্বর সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়।

এক মহাবল মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করে। ঘটনাচক্রে ধীবরগণ ঐ মৎস্য ধরিয়া শম্বরকেই উপহার দেয়। পাচকগণ মৎস্য ছেদন করিতে গিয়া উদরে প্রদ্যুম্নকে পাইয়া তাঁহাকে শম্বরের ছলনাময়া পত্নী মায়াবতীকে অর্পণ করে। নারদ মায়াবতীকে জানাইয়া যান যে, এই প্রদ্যুম্নই তোমার স্বামী কামদেব। প্রদ্যুম্ন যৌবনে পৌছিলে রতিদেবী তাঁহার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করেন এবং শম্বরকে বধ করিয়া তাঁহাদের উভয়ের উদ্ধার বিধান করিতে বলেন। জননী রুক্মিণী যে তাঁহার শোকে বৎসহীনা ধেনুর মত কাঁদিতেছেন এই কথাও রতি প্রদ্যুম্নকে বলেন এবং সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মহামায়া নাম্নী একটি বিদ্যা তাঁহাকে দান করেন যাহা দ্বারা শম্বরসহ যুদ্ধে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ১—১৬

প্রদ্যুম্নরূপী কামদেব শম্বরাসুরের নিকট গিয়া তাহাকে দুর্ব্বাক্যে ভর্ৎসনা করিলেন। সে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিল। প্রথমে অনেকক্ষণ গদায় গদায় যুদ্ধ হইল। তারপর শম্বর দানবীমায়া অবলম্বনে আড়াল হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে অতি পীড়িত হইয়া কামদেব সর্ব্বমায়াবিনাশিনী মহাবিদ্যার প্রয়োগ করিলেন। তখন অসুর শত মায়া বিস্তার করিয়াও পারিয়া উঠিল না। প্রদ্যুম্ন খড়্গ দ্বারা শম্বরের শিরশ্ছেদ করিলেন।

তখন দেবগণ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পতিসহ রতি আকাশপথে দ্বারকায় আসিলেন। প্রদ্যুম্নের রূপখানি ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মত। বর্ণ জলদশ্যামল, কটিতে পীতবসন, আজানুভুজ, কুঞ্চিত অলকাঢাকা বদন, তাহাতে মনোরম হাসি। দ্বারকার কামিনীগণ হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আসিয়াছেন মনে করিয়া লজ্জায় লুক্কায়িত হইলেন। তারপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঈষৎ ভেদ দেখিতে পাইয়া তাঁহারা প্রদ্যুম্ন-রতিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই বিস্ময়াবিষ্টা। স্ত্রীরত্নসহ ইনি কে?

রুক্মিণী-জননী আসিলেন। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়াই তাঁহার স্তন্য হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার নিজ বিনষ্ট সন্তানের কথা মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন, কমলাক্ষ এই নরশ্রেষ্ঠটি কে, কার বা পুত্র, কার বা উদরে জন্মিয়াছে, সঙ্গে পত্নীটিই বা কে? আবার ভাবিলেন, আমার যে পুত্র সূতিকাগারে অপহৃত হইয়াছে, সে বাঁচিয়া থাকিলে এইরূপ হইত। এই সুন্দর ব্যক্তিটির আকার, কণ্ঠস্বর বদনের হাসি, চাহনি সকলই প্রাণবল্লভের মত। হয়ত বা এই আমারই সেই পুত্র। না হইলে ইহাকে দেখামাত্র পুত্রস্নেহ জাগিবে কেন, বামবাহুই বা স্পন্দিত হইবে কেন?

এই সময় দেবকী, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল জানিলেও মৌন হইয়া রহিলেন। দেবর্ষি শম্বরাসুর কর্ত্তৃক হরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথা আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন॥ মৃতব্যক্তির যেন পুনরাগমন হইয়াছে—এই অপূর্ব্ব ব্যাপারে সকলেই সানন্দে শ্রীকৃষ্ণনন্দনকে অভিনন্দন করিলেন। দেবকী বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সকলেই শ্রীমানকে আলিঙ্গন করিলেন। দ্বারকাবাসীর আনন্দ ধরে না—সকলেই বলিতে লাগিল—এতকাল অগোচরে থাকিয়া আজ কি ভাগ্যবলেই না রূপবতী ভার্য্যাসহ শ্রীকুমার প্রদ্যুম্ন পুনরাগত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রদ্যুম্নের রূপ ছিল ঠিক পিতৃতুল্য। তাই একমাত্র গর্ভধারিণী দেবী রুক্মিণী ছাড়া অন্যান্য বিমাতা সকলের তাঁহাকে দেখিলে পতিবুদ্ধি জাগিয়া উঠিত। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, কারণ প্রদ্যুম্ন ত মদনমোহনেরই প্রতিবিম্ব। ৩০—৪০

বিবরণী

রুক্মিণীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র জন্মে। পুত্রের নাম প্রদ্যুম্ন। জন্মাইবার ষষ্ঠদিনে সূতিকাগার হইতে পুত্ররত্ন চুরি হয়। শম্বরাসুর তাকে নিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। প্রদ্যুম্ন হইলেন কামদেব। তাঁহার পত্নী রতির প্রতি শম্বরাসুর আকৃষ্ট ছিল—এই জন্য তাঁহাকে শত্রু মনে করিত। সদ্যোজাত শিশুকে এক মহামীন গ্রাস করে। সেই মীন ধরে ধীবররা। তাহারা তাহা বিক্রয় করে সেই শম্বরাসুরের গৃহেই—পাচকেরা মৎস্যের উদরে পুত্র পাইয়া উহা মায়াবতীকে দেয়। মায়াবতী থাকেন শম্বরের গৃহে—পত্নীবৎ অন্নব্যঞ্জনাদি তৈয়ারী করেন, কিন্তু নিজাঙ্গ স্পর্শ করিতে দেন না। তিনি মদনের সাধ্বী পত্নী রতি। নারদ আসিয়া মায়াবতীকে জানাইয়া দেন যে, এই মৎস্যের উদরস্থ শিশুই তাঁহার স্বামী। শিশু বয়স্ক হইলেই রতি সকল কথা তাঁহাকে জানান এবং এক মহামায়া বিদ্যা শিখাইয়া দেন, যার বলে শম্বরকে সহজে বধ করা যায়। শম্বর বধ করিয়া প্রদ্যুম্ন রতির সঙ্গে দ্বারকায় ফিরিয়া আসেন। শ্রীকৃষ্ণ তুল্য রূপ লাবণ্য ও বসন ভূষণ দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হন। রুক্মিণীর স্বাভাবিকভাবেই মাতৃভাব জাগ্রত হয়। আবার নারদ আসিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল জানিয়াও মৌনভাবে থাকেন। কতদিন পরে মৃতব্যক্তির পুনরাগমনের ন্যায় প্রদ্যুম্নপ্রাপ্তিতে দ্বারকাবাসী সকলের পরমানন্দের উদয় হইল। প্রায় সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ বলিয়া রুক্মিণী ভিন্ন অন্যান্য মাতৃগণ পতি-বুদ্ধিতে তাঁহাকে দেখিতেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। এই লীলাটি ক্রমানুসারে বলা হয় নাই। রুক্মিণীদেবীর বিবাহের পরই তাঁর পুত্র হয় এবং ষষ্ঠদিনেই শিশু সূতিকাগার হইতে অপহৃত হয়। ক্রমানুসারে এইটুকুই বক্তব্য। ইহার পর জাম্ববতী সত্যভামা প্রমুখ মহিষীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ। তাহারও অনেকপরে শম্বরাসুরের গৃহ হইতে প্রদ্যুম্ন-রতি ফিরিয়া আসেন। শিশুপুত্র চুরি হইল এই কথা বলিতেই শ্রীশুক পরবর্ত্তী সমগ্র কাহিনী বলিয়া ফেলিয়াছেন। অত্র তু প্রদ্যুম্নজন্মনি কথিতে তচ্চরিত মপি সর্ব্বং কথনীয়মিতি কথিতম্ (বিশ্বনাথ)।

২। হর কোপানলে দগ্ধ কামদেবই প্রদ্যুম্ন—এ কথা শ্রীশুকদেবের বাক্যভঙ্গী মাত্র॥ বস্তুতঃ প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের নিত্যপার্ষদ—তাঁহারই কায়ব্যূহ-তুল্য। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সংকর্ষণ সহ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্যূহরূপে বিরাজমান।
দেবর্ষি নারদের উপাস্য মন্ত্রেও আছে—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সংকর্ষণায় চ॥

সুতরাং প্রদ্যুম্ন নিত্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতে সর্বপ্রকারে "অনবমঃ" অন্যূন। ইন্দ্রভৃত্য প্রকৃত কামদেব প্রদ্যুম্ন নহে। তবে যে সেইরূপ বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ভগবদিচ্ছায় প্রকৃত কাম অপ্রাকৃত প্রদ্যুম্নে অন্তঃপ্রবেশ করিয়াছেন। যেমন সাধক ধরা-দ্রোণ—নিত্যপার্ষদ যশোদা-নন্দে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন।

৩। শিবের কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইবার পর দুইটি ব্যাপার ঘটে। মদনপত্নী রতি পতিকে আবার দেহবান্ রূপে পাইবার জন্য শিবের তপস্যা করেন। আর শম্বর নামক এক অসুর রতিকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য শিবের তপস্যা করে। শম্বর আগে বর পাইয়া যায়। শেষে রতিদেবী যখন কান্নাকাটি করেন তখন মহাদেব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, রতি গিয়া মায়াবতী রূপে শম্বরের গৃহেই থাকুক—তাহাকে অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবে না, কেবল অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবে (সূদৌদন-সাধনে)। তারপর শম্বরের গৃহে থাকা কালেই তার বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইবে। এই কাহিনী মাৎস্যপুরাণের।

মহাদেবের বাক্য সফল করিবার জন্য লীলাশক্তির এই সব কৌশল—শম্বর কর্ত্তৃক শিশু অপহরণ, মৎস্য কর্ত্তৃক গলাধঃকরণ, ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শম্বর গৃহেই মৎস্যের আগমন। পাচকগণ কর্ত্তৃক তৎপ্রাপ্তি ও ছদ্মবেশী রতি মায়াবতীর হস্তে তদর্পণ। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি ছাড়া কে ঘটাইবে?—"বিচিত্রলীলাচিকীর্ষো র্ভগবত এবেচ্ছয়া"—এইসব অপরূপ ঘটনা-পরম্পরার অনুধাবন করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি রুক্মিণী ভিন্ন অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণের পতিবুদ্ধি—কথাটি আপাত-অসুন্দর। কিন্তু তত্ত্বতঃ অসুন্দর নহে। তত্ত্বতঃ প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র নহেন। তিনি বাসুদেবের অভিন্ন

কায়ব্যূহ স্বরূপ। অনবম—কোন অংশে ন্যূন নহেন।—শ্রীশুক বলিলেন—"চিত্রং ন তৎখলু রমাস্পদবিম্ব-বিম্বে।" ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই কারণ প্রদ্যুম্ন যে রমাস্পদ বাসুদেবের মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব মাত্র। যিনি আকর্ষণ করেন, তাঁর প্রতিবিম্বও আকর্ষণ করিবে। এস্থলে নির্জ্জনে ভজন অর্থে—গাত্রাবলোকন মস্তকাঘ্রাণ পাণিতল করতলে গাত্র-মার্জ্জনাদি বুঝাইবে—অপর রসতুষ্টিকর কিছু নহে। ঐ কার্য্যগুলি বাৎসল্য ভাবেও হইতে পারে, মধুর-ভাবেও হইতে পারে। গর্ভধারিণী রুক্মিণী করিতেন বাৎসল্য ভাবেই, কিন্তু অন্যান্য মাতৃগণ করিতেন মধুর রসে। এইটুকুই বক্তব্য।

প্রদ্যুম্ন যদি শিশুকাল হইতে ঐ দ্বারকার রাজভবনেই প্রতিপালিত হইতেন তবে জননীগণের বাৎসল্য স্নেহই থাকিত। হঠাৎ তাঁর উপস্থিতিতে কৃষ্ণতুল্য রূপ মাধুর্য্য দর্শনে যে চিত্তে মধুর রসের উদয় হইয়াছিল, তাহা পরে ইনি আমাদের পুত্র এই বিচারবুদ্ধি দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে নাই। কারণ মধুর রস বাৎসল্যরস হইতে প্রবলতর এবং চিত্তের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিচারবুদ্ধি হইতে শক্তিশালী। গর্ভধারিণী রুক্মিণীদেবীর দর্শন-মাত্রই বাৎসল্য স্নেহের উদয় হইয়াছিল—স্বাভাবিক ভাবেই। নিজে নিজে বিচারও সেইরূপই করিলেন এবং পরে ঘটনাও সেইরূপই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিল্বিষঃ।

স্যমন্তকেন মণিনা স্বয়মুদ্যম্য দত্তবান্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজোবাচ

সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্! কৃষ্ণস্য কিল্বিষম্।

স্যমন্তকঃ কুতস্তস্য কস্মাদ্দত্তা সুতা হরেঃ ॥ ২ ॥

[এই অধ্যায়ে স্যমন্তক মণির বিবরণ এবং জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবাহ বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] সত্রাজিতঃ (সত্রাজিত) কৃতকিল্বিষঃ [সন্] (অপরাধ করিয়া) [অপরাধ মার্জ্জনের নিমিত্ত] স্বয়ম্ উদ্যম্য (স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া) স্যমন্তকেন মণিনা (স্যমন্তক মণির সহিত) স্বতনয়াং (নিজকন্যা সত্যভামাকে) কৃষ্ণায় দত্তবান (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন) ব্রহ্মন! (হে ব্রহ্মন!) সত্রাজিতঃ (সত্রাজিত) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) কিং কিল্বিষম্ অকরোৎ? (কি অপরাধ করিয়াছিলেন?) তস্য স্যমন্তকঃ কুতঃ? (তিনি স্যমন্তক মণি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?) কস্মাৎ (কি কারণে) সুতা (তিনি কন্যাকে) হরেঃ দত্তা? (শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন?) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সত্রাজিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অপরাধ করিয়া সেই অপরাধ অপনোদনের নিমিত্ত স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া স্যমন্তক মণির সহিত নিজকন্যা সত্যভামাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্! সত্রাজিৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কি অপরাধ করিয়াছিলেন? তিনি স্যমন্তক মণি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? এবং কি কারণেই বা তিনি কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীধর—

ষট্পঞ্চাশত্তমে মিথ্যাভিযোগে মণিমাহরৎ।
কন্যাং জাম্ববতঃ প্রাপ কৃষ্ণঃ সত্রাজিতস্তথা ॥
ঈশোঽনীশবিহারেণ বিহর্ত্তুং ভুবনং গতঃ।
দারেষ্বেকেষু ন প্রীতিরিত্যন্যান্ জগৃহে মুদা ॥
পুত্রাদিকামসৌখ্যস্য নিষ্ঠাস্বল্পাতিচঞ্চলাম্।
অর্থস্যানর্থতামাহ স্যমন্তহরণাদিনা ॥

সত্যভামাজাম্ববত্যোর্বিবাহপ্রস্তাবায় স্যমন্তকাখ্যানমাহ—সত্রাজিত ইতি। সত্রাজিত ইত্যকারান্তঃ ক্বচিচ্চ তকারান্তোঽপ্যন্বয়ানুসারেণ দ্রষ্টব্যঃ। কৃতাপরাধস্তচ্ছান্তয়ে স্বয়মেবোদ্যমং কৃত্বা মণিনা সহ প্রাদাদিতি ॥ ১২ ॥

শ্রীশুক উবাচ

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্য্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ সূর্য্যস্তুষ্টঃ স্যমন্তকম্ ॥ ৩ ॥
স তং বিভ্রন্মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজন্! তেজসা নোপলক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥
তং বিলোক্য জনা দূরাৎ তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ।
দীব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্য্যশঙ্কিতাঃ ॥ ৫ ॥
নারায়ণ! নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর!।
দামোদরারবিন্দাক্ষ! গোবিন্দ! যদুনন্দন! ॥ ৬ ॥
এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জ্জগৎপতে!।
মুষ্ণন্ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষুংষি তিগ্মগুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) সূর্য্যঃ (সূর্য্যদেব) ভক্তস্য সত্রাজিতঃ (নিজভক্ত সত্রাজিতের) পরমঃ [অপি] (প্রভু হইলেও) প্রীতঃ [সন্] (প্রসন্ন হইয়া) সখা [ইব] আসীৎ (তাঁহার সখার ন্যায়ই ছিলেন)। সূর্য্যঃ তুষ্টঃ [সন্] সূর্য্যদেব (পরিতুষ্ট হইয়া) তস্মৈ (তাঁহাকে) স্যমন্তকং মণিং প্রাদাৎ (স্যমন্তক মণি প্রদান করেন) ॥ ৩ ॥

রাজন্ (হে রাজন্!) সঃ (সত্রাজিত) তং মণিং কণ্ঠে বিভ্রৎ (সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া) তেজসা (মণির তেজে) রবিঃ যথা (সূর্য্যের ন্যায়) ভ্রাজমানঃ (দীপ্তিশালী হইয়া) নোপলক্ষিতঃ [সন্] (অন্যে সত্রাজিত বলিয়া বুঝিতে পারিল না এইরূপভাবে) দ্বারকাং প্রবিষ্টঃ (দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন) ॥ ৪ ॥

জনাঃ (জনগণ) দূরাৎ (দূর হইতে) তং বিলোক্য (তাঁহাকে দর্শন করিয়া) তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ (তাঁহার তেজে দৃষ্টিহীন হইল) সূর্য্যশঙ্কিতাঃ [চ সন্তঃ] (এবং "সূর্য্যদেব স্বয়ং আগমন করিয়াছেন" এইরূপ শঙ্কান্বিত হইয়া) অক্ষৈঃ দীব্যতে ভগবতে (পাশা-ক্রীড়ায় নিরত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) শশংসুঃ (নিবেদন করিল) ॥ ৫ ॥

নারায়ণ! (হে নারায়ণ!) শঙ্খচক্রগদাধর! (হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিন্) দামোদর! (হে দামোদর!) অরবিন্দাক্ষ! (হে কমললোচন!) গোবিন্দ! (হে গোবিন্দ!) যদুনন্দন! (হে যদুনন্দন!) তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার)। জগৎপতে! (হে জগৎপতে!) এষঃ তিগ্মগুঃ সবিতা (এই তীক্ষ্ণকিরণশালী সূর্য্যদেব) গভস্তিচক্রেণ (কিরণজালের দ্বারা) নৃণাং (মনুষ্যগণের) চক্ষুংষি মুষ্ণন্ (দৃষ্টিশক্তি হরণ করতঃ) ত্বাং দিদৃক্ষুঃ (আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায়) আয়াতি (আগমন করিতেছেন) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—সূর্য্যদেব নিজভক্ত সত্রাজিতের প্রভু হইলেও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সখার ন্যায়ই ছিলেন। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদান করেন ॥ ৩ ॥ হে রাজন্! সত্রাজিত সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মণির তেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। কেহই তাঁহাকে সত্রাজিত বলিয়া বুঝিতে পারিল না ॥ ৪ ॥ জনগণ দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার তেজে দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল এবং "সূর্য্যদেব স্বয়ং আগমন করিয়াছেন" এইরূপ শঙ্কা করিয়া পাশাক্রীড়ারত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এইরূপ নিবেদন করিল ॥ ৫ ॥ হে নারায়ণ! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিন্! হে দামোদর! হে কমললোচন! হে গোবিন্দ! হে যদুনন্দন! আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপতে! এই তীক্ষ্ণ কিরণশালী সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণজালের দ্বারা জনগণের দৃষ্টিশক্তি হরণ করতঃ আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় আগমন করিতেছেন ॥ ৬-৭ ॥

শ্রীধর—ভক্তস্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যঃ স্বাম্যপি সখেবাসীদিত্যর্থঃ ॥ স চ তুষ্টস্তস্মৈ স্যমন্তকং নাম মণিং প্রাদাৎ প্রীতঃ স্নিগ্ধঃ ॥ ৩ ॥ নোপলক্ষিতঃ সত্রাজিতোঽসাবিত্যবিজ্ঞাতঃ ॥ ৪ ॥

নন্বন্বিচ্ছন্তি তে মার্গং ত্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ।
জ্ঞাত্বাদ্য গূঢ়ং যদুষু দ্রষ্টুং ত্বায়াত্যজঃ প্রভো! ॥ ৮॥

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ।
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্ ॥ ৯ ॥
সত্রাজিৎ স্বগৃহং শ্রীমৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্।
প্রবিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্ন্যবেশয়ৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—প্রভো! (হে প্রভো!) বিবুধর্ষভাঃ (দেবশ্রেষ্ঠগণ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকের মধ্যে) তে মার্গং (আপনার অবস্থিতি) অন্বিচ্ছন্তি নন্থ (অন্বেষণ করিয়া থাকেন)। অজঃ (সূর্য্যদেব) ত্বা যদুষু গূঢ়ং জ্ঞাত্বা (আপনাকে যদুকুলে লুক্কায়িত জানিতে পারিয়া) অদ্য (আজ) ত্বা (আপনাকে) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিবার নিমিত্ত) আযাতি (আসিতেছেন) ॥ ৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] অম্বুজলোচনঃ (কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ) বালবচনং নিশম্য (অজ্ঞ জনগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া) প্রহস্য (হাস্য করতঃ) (প্রাহ বলিলেন)—অসৌ রবিঃ দেবঃ ন (ইনি সূর্য্যদেব নহেন), মণিনা জ্বলন্ সত্রাজিৎ (স্যমন্তক মণির কিরণে দীপ্যমান সত্রাজিৎ) ॥ ৯ ॥

[হে রাজন্] সত্রাজিৎ (সত্রাজিত) কৃতকৌতুকমঙ্গলং (মণিপ্রাপ্তির উৎসব হেতু যাহাতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাদৃশ) শ্রীমন্তং (শ্রীসম্পন্ন) স্বগৃহং (নিজগৃহে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) বিপ্রৈঃ (ব্রাহ্মণগণের দ্বারা) দেবসদনে (দেবগৃহে) মণিং ন্যবেশয়ৎ (সেই স্যমন্তক মণি স্থাপন করাইলেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! দেবশ্রেষ্ঠগণ ত্রিলোকের মধ্যে আপনার অবস্থিতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন। আপনি যদুকুলে লুকাইয়া রহিয়াছেন জানিতে পারিয়া আজ সূর্য্যদেব আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। ৮॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ জনগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করতঃ বলিলেন—ইনি সূর্য্যদেব নহেন; ইনি স্যমন্তক মণির কিরণে দীপ্যমান সত্রাজিত॥ ৯ ॥ হে রাজন্! মণিপ্রাপ্তির উৎসব হেতু সত্রাজিতের গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছিল। সত্রাজিত তাদৃশ শ্রীসম্পন্ন নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দেবগৃহে সেই স্যমন্তক মণি স্থাপন করাইলেন॥ ১০ ॥

শ্রীধর—দীব্যতে ক্রীড়তে। সূর্য্যোঽয়মিতি শঙ্কিতাঃ সন্তঃ কথয়ামাসুরিতি ॥ ৫ ॥ সূর্য্যং নমস্কারার্থমাগতং কল্পয়িত্বা উক্তিরুক্তীনাং সম্বোধনানি নারায়ণেত্যাদীনি ॥ ৬ ॥ গভস্তিচক্রেণ রশ্মিজালেন মুষ্ণন্ প্রতিঘ্নন্। তিগ্মাংশুঃ তিগ্মাস্তীক্ষ্ণা গাবো রশ্ময়ো যস্য সঃ ॥ ৭ ॥ নচেদমঘটমানমিত্যাহঃ—নন্বিতি। অন্বিচ্ছন্তি মৃগয়ন্তে। অজঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥ বালানাম্ অজ্ঞানাং বচনম্, জ্বলন্ বিদ্যোতমানঃ ॥ ৯ ॥ কৃতানি কৌতুকেনোৎসবেন মঙ্গলানি যস্মিংস্তৎ! বিপ্রৈঃ কৃত্বা ॥ ১০ ॥

দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো।।
দুর্ভিক্ষ-মার্য্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ ॥
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চ্চিতো মণিঃ ॥ ১১ ॥
স যাচিতো মণিং কাপি যদুরাজায় শৌরিণা।
নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাদ্যাচ্ঞাভঙ্গমতর্কয়ন্ ॥ ১২ ॥
তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্।
প্রসেনো হয়নারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্বনে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—প্রভো! (হে রাজন!) সঃ (ঐ মণি) দিনে দিনে (প্রতিদিন) অষ্টৌ স্বর্ণভারান্ সৃজতি (আট ভার সুবর্ণ প্রসব করিত)। মণিঃ (সেই মণি) যত্র (যে স্থানে) অভ্যর্চিতঃ আস্তে (পূজিত হইয়া অবস্থিত থাকে), তত্র (সেই স্থানে) দুর্ভিক্ষমার্য্যরিষ্টানি (দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, অমঙ্গল), সর্পাধিব্যাধয়ঃ (সর্পভয়, মনঃপীড়া, দেহপীড়া,) অশুভাঃ (অন্যান্য দুঃখের কারণ) মায়িনঃ [চ] (ও কপটাচারিগণ) ন সন্তি (বর্ত্তমান থাকিতে পারে না) ॥ ১১ ॥

কাপি (কোনও সময়ে) শৌরিণা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) যদুরাজায় (যদুরাজ উগ্রসেনের নিমিত্ত) সঃ (সত্রাজিতের নিকটে) মণিং যাচিতঃ (সেই স্যমন্তক মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন), অর্থকামুকঃ [সঃ তু] (কিন্তু অর্থলোলুপ সত্রাজিত) যাচ্ঞাভঙ্গম্ অতর্কয়ন্ (ভগবদ্যাচ্ঞা-ভঙ্গবিষয়ে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া) [শ্রীকৃষ্ণায় মণিং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মণি) ন এব প্রাদাৎ (প্রদান করেন নাই) ॥ ১২ ॥

একদা (একদিন) প্রসেনঃ (সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন) মহাপ্রভং তং মণিং (অতিশয় দীপ্তিশালী সেই স্যমন্তক মণি) কণ্ঠে প্রতিমুচ্য (কণ্ঠে ধারণ করিয়া) হয়ম্ আরুহ্য (অশ্বে আরোহণ করতঃ) বনে মৃগয়াং ব্যচরৎ (বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! স্যমন্তক মণি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করিত। সেই মণি যে স্থানে পূজিত হইয়া অবস্থিত থাকে, সেই স্থানে কখনও দুর্ভিক্ষ, অকাল মৃত্যু, অমঙ্গল, সর্পভয়, মনঃপীড়া, দেহপীড়া, অন্যান্য দুঃখকারণ এবং কপটাচারিগণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না ॥ ১১ ॥ কোনও সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যদুরাজ উগ্রসেনের নিমিত্ত সত্রাজিতের নিকটে সেই স্যমন্তক মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থলোলুপ সত্রাজিত যাচ্ঞা-ভঙ্গবিষয়ে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মণি প্রদান করেন নাই ॥ ১২ ॥ একদিন সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন অতিশয় দীপ্তিশালী সেই স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বে আরোহণ করতঃ বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর—স মণিঃ স্বর্ণভারান্ সৃজতি। ভারপ্রমাণঞ্চ,—চতুর্ভির্ব্রীহিভির্গুঞ্জঃ গুঞ্জান্ পঞ্চ পণঃ পণান্। অষ্টৌ ধরণমষ্টৌ চ কর্ষ স্তাংশ্চতুরঃ পলম্। তুলাং পলশতং প্রাহুর্ভারঃ স্যাদ্বিংশতিস্তুলা ইতি। মারী নাম অকালমৃত্যুঃ, অরিষ্টমুপদ্রবম্, অশুভা দুঃখহেতবঃ ॥ ১১ ॥ কাপি কদাচিৎ। অনেন ভগবত্যসমর্প্য স্বয়মগ্রভোজিনঃ সর্ব্বানিষ্ট-নিবর্ত্তকমপ্যনিষ্টহেতুরেব ভবতীতি সূচিতম্ ॥ ১২ ॥ তদেব দর্শয়িতুমাহ—তমেকদেতি। প্রতিমুচ্য বদ্ধা, প্রসেনঃ সত্রাজিদ্ভ্রাতা ॥ ১৩ ॥

প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেশরী।
গিরিং বিশন্ জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা ॥ ১৪ ॥
সোঽপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে।
অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্য্যতপ্যত ॥ ১৫ ॥
প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ।
ভ্রাতা মমেতি তচ্ছ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপন্ জনাঃ ॥ ১৬ ॥
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি।
মার্ষ্টুং প্রসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) [কশ্চিৎ] কেশরী (কোনও এক সিংহ) সহয়ং প্রসেনং হত্বা (অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া) মণিম্ আচ্ছিদ্য (ঐ স্যমন্তক মণি আকর্ষণ করিয়া লইয়া) গিরিং বিশন্ (পর্ব্বতে প্রবেশ করিতে থাকিলে) মণিম্ ইচ্ছতা জাম্ববতা (মণিগ্রহণাভিলাষী জাম্ববান্ কর্তৃক) নিহতঃ (নিহত হইল) ॥ ১৪ ॥

সঃ অপি (অতঃপর সেই জাম্ববানও) [মণি লইয়া] বিলে [গত্বা] (গুহায় গমন করিয়া) মণিং (মণিটিকে) কুমারস্য ক্রীড়নকং চক্রে (স্বীয় পুত্রের ক্রীড়াসামগ্রী করিয়া দিলেন)। ভ্রাতরম্ অপশ্যন্ (এদিকে ভ্রাতা প্রসেনকে দেখিতে না পাইয়া) ভ্রাতা সত্রাজিৎ (তাহার ভ্রাতা সত্রাজিৎ) পর্য্যতপ্যত (পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন)—মম ভ্রাতা (আমার ভ্রাতা প্রসেন) মণিগ্রীবঃ বনং গতঃ (স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করতঃ বনে গমন করিয়াছে) ॥ ১৫ ॥

প্রায়ঃ (বোধ হয়) কৃষ্ণেন নিহতঃ ইতি (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই নিহত হইয়াছে)। জনাঃ (জনগণ) তৎ শ্রুত্বা (সত্রাজিতের ঐরূপ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া) কর্ণে কর্ণে অজপন্ (কাণাকাণি করিতে লাগিল) ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তৎ উপশ্রুত্য (লোকমুখে তাহা শ্রবণ করিয়া) আত্মনি লিপ্তং দুর্যশঃ (নিজ বিষয়ে অপবাদ) মার্ষ্টুং (অপনোদন করিবার জন্য) নাগরৈঃ (নগরবাসী জনগণের সহিত) প্রসেনপদবীম্ অন্বপদ্যত (প্রসেনের গমনমার্গ অনুসরণ করিলেন) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তখন কোনও এক সিংহ অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া মণি লইয়া পর্ব্বতে প্রবেশ করিতে থাকিলে জাম্ববান্ সেই মণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া সেই সিংহকে বধ করিলেন ॥ ১৪ ॥ অতঃপর সেই জাম্ববান্ও মণি লইয়া গুহায় গমন করতঃ মণিটিকে স্বীয় পুত্রের ক্রীড়াসামগ্রী করিয়া দিলেন। এদিকে ভ্রাতা প্রসেনকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ভ্রাতা সত্রাজিত পরিতাপ করিয়া কহিলেন—(শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে এই মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; তখন আমি তাঁহাকে মণি প্রদান করি নাই) আমার ভ্রাতা প্রসেন কণ্ঠে মণি ধারণ করতঃ বনে গমন করিয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই নিহত হইয়াছে। তখন জনগণ সত্রাজিতের ঐরূপ খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিল ॥ ১৫-১৬ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকমুখে তাহা শ্রবণ করিয়া নিজের অপবাদ অপনোদন করিবার জন্য নগরবাসী জনগণের সহিত প্রসেনের গমনমার্গ অনুসরণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর—আচ্ছিদ্য আকৃষ্য গৃহীত্বা ॥ ১৪-১৫ ॥

হতং প্রসেনমশ্বঞ্চ বীক্ষ্য কেশরিণা বনে।
তঞ্চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ ॥ ১৮ ॥
ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাবৃতম্।
একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্।
হর্ত্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে ॥ ২০ ॥
তমপূর্ব্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ।
তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ ॥ ২১ ॥
স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ।
পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—[তে] জনাঃ (সেই সকল নাগরিক) [ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া] বনে (বনমধ্যে) কেশরিণা হতং প্রসেন অশ্বং চ (সিংহ কর্তৃক নিহত প্রসেন ও অশ্বকে) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অদ্রিপৃষ্ঠে (পর্বতোপরি) ঋক্ষেণ নিহতং তং চ (জাম্ববান্ কর্তৃক নিহত সেই সিংহকেও) দদৃশুঃ (দেখিতে পাইল) ॥ ১৮ ॥

[অথ] (অনন্তর) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) প্রজাঃ (জনগণকে) বহিঃ অবস্থাপ্য (বাহিরে রাখিয়া) একঃ (একাকী) অন্ধেন তমসা আবৃতং (নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন) ভীমম্ (ভয়ানক) ঋক্ষরাজবিলং (ভল্লুকরাজ জাম্ববানের গুহামধ্যে) বিবেশ (প্রবেশ করিলেন) ॥ ১৯ ॥

[ভগবান্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তত্র (তথায়) মণিশ্রেষ্ঠং (মণিশ্রেষ্ঠ স্যমন্তক) বালক্রীড়নকং কৃতং দৃষ্ট্বা (বালকের ক্রীড়ার সামগ্রী করা হইয়াছে দেখিয়া) [তং] হর্ত্তুং কৃতমতিঃ (তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া) তস্মিন্ অর্ভকান্তিকে অবতস্থে (সেই বালকের নিকটে গমন করিলেন) ॥ ২০ ॥

[তদা] (তখন) ধাত্রী (ধাত্রী) তম্ অপূর্বং নরং (সেই অদৃষ্টপূর্ব মনুষ্যকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ভীতবৎ চুক্রোশ (ভীতার ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল)। তৎ শ্রুত্বা (তাহা শ্রবণ করিয়া) বলিনাং বরঃ জাম্ববান্ (বলশালিগণের শ্রেষ্ঠ জাম্ববান্) ক্রুদ্ধঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) অভ্যদ্রবৎ (দৌড়াইয়া আসিলেন) ॥ ২১ ॥

নানুভাববিৎ (জাম্ববান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন না, সুতরাং) সঃ বৈ (তিনি) কুপিতঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) [তং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) প্রাকৃতং পুরুষং মত্বা (প্রাকৃত পুরুষ মনে করিয়া) আত্মনঃ স্বামিনা তেন ভগবতা [সহ] (নিজের প্রভু সেই ভগবানের সহিত) যুযুধে (যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই সকল নাগরিক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ বনমধ্যে সিংহকর্ত্তৃক নিহত প্রসেন ও অশ্বকে দর্শন করিয়া পরে পর্ব্বতোপরি জাম্ববান্ কর্ত্তৃক নিহত সেই সিংহকেও দেখিতে পাইল ॥ ১৮ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিগণকে বাহিরে রাখিয়া একাকী ভয়ানক ও নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভল্লুকরাজ জাম্ববানের গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥ গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি তথায় মণিশ্রেষ্ঠ স্যমন্তক বালকের ক্রীড়ার সামগ্রী করা হইয়াছে দেখিতে পাইয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই বালকের নিকট গমন করিলেন ॥ ২০ ॥ তখন ধাত্রী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মনুষ্যকে দর্শন করিয়া ভীতার ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শ্রবণ করিয়া বলশালিগণের শ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ ক্রুদ্ধ হইয়া দৌড়াইয়া আসিলেন ॥ ২১ ॥ জাম্ববান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন না, সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাকৃত পুরুষ মনে করিয়া নিজের প্রভু সেই ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধর- অজপন্ উপাংশু অবোচন্ ॥ ১৬-২২ ॥

দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ।
আয়ুধাশ্ম-দ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব ॥ ২৩ ॥
আসীৎ তদষ্টাবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ।
বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্ ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ।
ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥
জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োঃ ইব (মাংসখণ্ডের নিমিত্ত শ্যেনপক্ষিদ্বয়ের যেরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, সেইরূপ) বিজিগীষতোঃ উভয়োঃ (জয়াভিলাষী শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববানের) আয়ুধাশ্মদ্রুমৈঃ দোর্ভিঃ (অস্ত্র, প্রস্তর, বৃক্ষ ও বাহুর দ্বারা) সুতুমুলং দ্বন্দ্বযুদ্ধম্ [অভূৎ] (ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল) ॥ ২৩ ॥

বজ্রনিষ্পেষ-পরুষৈঃ (বজ্রঘাতের ন্যায় কঠোর) ইতরেতরমুষ্টিভিঃ (পরস্পরের মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা) অষ্টাবিংশাহম্ (অষ্টাবিংশতি দিবস) অহর্নিশম্ (দিনরাত্রি) অবিশ্রমং (অবিশ্রান্ত) তৎ আসীৎ (সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল) ॥ ২৪ ॥

[অথ জাম্ববান্] কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ (অবশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে জাম্ববানের অঙ্গের সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল), ক্ষীণসত্ত্বঃ (বল ক্ষীণ হইয়া পড়িল) স্বিন্নগাত্রঃ (ও গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইল, এই অবস্থায় তিনি) অতীব বিস্মিতঃ [চ সন্] (অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া) তম্ আহ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন) ॥ ২৫ ॥

প্রাণ! (হে ভক্তবৎসল!) [অহং] (আমি) ত্বাং (আপনাকে) পুরাণপুরুষং (বিশ্বকারণ পুরাণ-পুরুষ), সর্ব্বভূতানাং ওজঃ সহঃ বলং (সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও দেহের সামর্থ্যস্বরূপ) প্রভবিষ্ণুম্ অধীশ্বরং (এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ অধীশ্বর) বিষ্ণুং জানে (বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিলাম) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—মাংসখণ্ডের নিমিত্ত শ্যেনপক্ষিদ্বয়ের যেরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, সেইরূপ জয়াভিলাষী শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববানের অস্ত্র, প্রস্তর, বৃক্ষ ও বাহুর দ্বারা ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩ ॥ বজ্রাঘাতের ন্যায় পরস্পরের কঠোর মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা অষ্টাবিংশতি দিবস দিবারাত্র অবিশ্রান্ত সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল ॥ ২৪ ॥ অবশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে জাম্ববানের অঙ্গের সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল, ও বল ক্ষীণ হইয়া পড়িল এবং গাত্র ঘর্ম্মাক্ত হইল; তখন তিনি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥ ২৫ ॥ হে ভক্তবৎসল! আমি আপনাকে বিশ্বকারণ পুরাণপুরুষ, সর্ব্বভূতের ইন্দ্রিয়, হৃদয় ও দেহের সামর্থ্যস্বরূপ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ অধীশ্বর বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিলাম ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—ক্রব্যার্থে আমিষার্থে ॥ ২৩ ॥ অষ্টাবিংশাহম্ অষ্ট চ বিংশতিশ্চ অহানি দিনানি যস্মিংস্তদষ্টাবিংশাহম্। বিংশতিশব্দে তিলোপ আর্ষঃ। বজ্রস্য নিষ্পেষো নির্ঘাতস্তদ্বৎ পরুষৈর্নিষ্ঠুরৈঃ ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য মুষ্টীনাং বিনিষ্পাতৈরাঘাতৈর্নিষ্পিষ্টানি শ্লথানি অঙ্গানামুরূণি বন্ধনানি যস্য সঃ ॥ ২৫ ॥

ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃজ্যানামপি যচ্চ সৎ।
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্ ॥ ২৭ ॥
যস্যেষদুৎকলিত-রোষকটাক্ষমোক্ষৈর্বর্ত্মাদিশৎ ক্ষুভিতনক্র-তিমিঙ্গিলোঽব্ধিঃ।
সেতুঃ কৃতঃ স্বযশ উজ্জ্বলিতা চ লঙ্কা রক্ষঃশিরাংসি ভুবি পেতুরিষুক্ষতানি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—ত্বং হি (আপনিই) বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা (মহদাদি বিশ্বকারণসমূহের নির্ম্মাতা অর্থাৎ আপনিই বিশ্বের নিমিত্তকারণ), সৃজ্যানাং যৎ সৎ (মহদাদি সৃষ্ট পদার্থসমূহের যাহা উপাদানকারণ), [তৎ] অপি চ (তাহাও) [ত্বম্ এব] অসি (আপনিই) কলয়তাং [কালানাং] কালঃ (বিনাশকারী কালসমূহের কাল), [ত্বম্ এব] (আপনিই) পরঃ ঈশঃ (পরমেশ্বর) তথা আত্মনাম্ আত্মা (এবং জীবসমূহের অন্তর্য্যামী) ॥ ২৭ ॥

যস্য (রামাবতারে যাঁহার) ঈষদুৎকলিত-রোষকটাক্ষমোক্ষৈঃ (কিঞ্চিৎ উদ্দীপিত রোষজনিত কটাক্ষপাতে) ক্ষুভিতনক্র-তিমিঙ্গিলঃ অব্ধিঃ (মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি গ্রাহ ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি মহামৎস্য ক্ষুভিত হইলে পরে সমুদ্র) বর্ত্ম আদিশৎ (পথ প্রদান করিয়াছিলেন), [তথাপি যেন তস্মিন্] (তথাপি যিনি সেই সমুদ্রের উপরে) সেতুঃ কৃতঃ (সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন), স্বযশঃ [কৃতম্] (স্বীয় যশ বিস্তার করিয়াছিলেন) লঙ্কা চ উজ্জ্বলিতা (ও লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন), [যস্য] ইষুক্ষতানি (যাঁহার বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন হইয়া) রক্ষঃশিরাংসি (রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকসমূহ) ভুবি পেতুঃ (ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল), [তং ত্বাম্ অহং জানে] (তাদৃশ ভগবান্ আপনাকে আমি জানিতে পারিলাম) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আপনিই মহদাদি বিশ্বকারণসমূহের নির্ম্মাতা অর্থাৎ আপনিই বিশ্বের নিমিত্তকারণ; মহদাদি সৃষ্ট পদার্থসমূহের যাহা উপাদানকারণ, তাহাও আপনিই; আপনিই বিনাশকারী কালসমূহের কাল; আপনিই পরমেশ্বর ও জীবসমূহের অন্তর্য্যামী ॥ ২৭ ॥ রামাবতারে আপনার কিঞ্চিৎ উদ্দীপিত রোষজনিত কটাক্ষপাতে সমুদ্রের মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি গ্রাহ ও তিমিঙ্গিল প্রভৃতি মহামৎস্য ক্ষুভিত হইলে সমুদ্র আপনাকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি আপনি সেই সমুদ্রের উপরে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় যশ বিস্তার করিয়াছিলেন এবং লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকসমূহ আপনার বাণসমূহের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল, এতাদৃশ ভগবান্ আপনাকে আমি জানিতে পারিলাম ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর- লোকে কো বায়ং মত্তো বলীয়ানিতি বিস্মিতঃ সন্ বিমৃশ্যাহ—জানে ইতি। সর্বভূতানাং যঃ প্রাণস্তত্র মনোজঃ সহো বলঞ্চ ইন্দ্রিয়হৃদয়দেহবলানি তৎ সর্বং ত্বমিত্যহং জানে। কথং তথাত্বমত আহ—বিষ্ণুরিত্যাদি ॥ ২৬ ॥ পুরাণত্বে হেতুঃ—ত্বং হীতি। স্রষ্টা নিমিত্তম্ যচ্চ সৎ উপাদানম্, অতঃ পুরাণম্। প্রভবিষ্ণুত্বে হেতুঃ—কাল ইতি। অধীশ্বরত্বমপ্যত এবেত্যাহ—ঈশঃ পর ইতি। ন চ তটস্থ ইত্যাহ—আত্মনামাত্মেতি ॥ ২৭ ॥ যত এবম্ভূতঃ অতো মদেষ্টদৈবতং রঘুনাথ এব ত্বমিত্যাহ—যস্যেতি। ঈষদুৎকলিত উদ্দীপিতো যো রোষস্তেন যে কটাক্ষমোক্ষাস্তৈঃ ক্ষুভিতা নক্রা গ্রাহাস্তিমিঙ্গিলা মহামৎস্যাশ্চ যস্মিন্ সোঽব্ধির্বর্ত্ম মার্গম্ আদিশৎ দত্তবান্, তথাপি তস্মিন্ যেন ত্বয়া স্বযশ এব সেতুঃ কৃতঃ, উজ্জ্বলিতা দগ্ধা চ লঙ্কা, যস্যেষুভিঃ ক্ষতানি ছিন্নানি রক্ষসো দশগ্রীবস্য শিরাংসি ভুবি পেতুঃ স এব ত্বমিতি জানে ॥ ২৮ ॥

ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ।
ব্যাজহার মহারাজ! ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥ ২৯॥
অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্।
কৃপয়া পরয়া ভক্তং মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ৩০॥
মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে! বিলম্।
মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা॥ ৩১॥
ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা।
অর্হণার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার হ॥ ৩২॥

অন্বয়—মহারাজ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অনন্তর] অরবিন্দাক্ষঃ (কমললোচন) দেবকীসুতঃ ভগবান্ অচ্যুতঃ (দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানং (পূর্বোক্তরূপ তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত) ভক্তং তম্ ঋক্ষরাজানং (ভক্ত সেই ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে) শঙ্করেণ পাণিনা (মঙ্গলজনক নিজহস্তের দ্বারা) অভিমৃশ্য (স্পর্শ করিয়া) পরয়া কৃপয়া (পরম কৃপায়) মেঘগম্ভীরয়া গিরা ব্যাজহার (মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন)॥ ২৯-৩০॥

ঋক্ষপতে! (হে ঋক্ষরাজ!) বয়ং (আমরা) মণিহেতোঃ (স্যমন্তক মণির নিমিত্ত) বিলং প্রাপ্তাঃ (গুহাদ্বারে আগমন করিয়াছি)। [অহম্] (আমি) অমুনা মণিনা (ঐ স্যমন্তক মণির দ্বারা) আত্মনঃ মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্ (নিজের মিথ্যা অপবাদ অপনোদন করিবার জন্য) ইহ (এই গুহামধ্যে) [প্রাপ্তঃ] (উপস্থিত হইয়াছি)॥ ৩১॥

[রাজন্! কৃষ্ণেন] ইতি উক্তঃ (হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া) সঃ (সেই জাম্ববান্) অর্হণার্থং (পূজা করিবার নিমিত্ত) মুদা (সানন্দে) মণিনা (স্যমন্তক মণির সহিত) কন্যাং স্বাং দুহিতরং জাম্ববতীং (অবিবাহিতা স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে) কৃষ্ণায় উপজহার হ (শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন)। ৩২॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ পূর্ব্বোক্তরূপে ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইলে কমললোচন দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলজনক হস্তের দ্বারা সেই ভক্ত জাম্ববান্‌কে স্পর্শ করিয়া পরম কৃপায় জলদগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ২৯-৩০॥

হে ঋক্ষরাজ। স্যমন্তক মণির নিমিত্ত আমরা তোমার গুহাদ্বারে আগমন করিয়াছি; আমি ঐ স্যমন্তক মণির দ্বারা নিজের মিথ্যা অপবাদ দূর করিবার জন্য এই গুহামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি॥ ৩১॥ হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইলে সেই জাম্ববান্ তাঁহাকে পূজা করিবার নিমিত্ত সানন্দে স্যমন্তক মণির সহিত নিজকন্যা জাম্ববতীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন॥ ৩২॥

শ্রীধর—ইতি বিজ্ঞাতং বিজ্ঞানং যেন তম্, বিজ্ঞানশব্দঃ করণসাধনঃ কর্ম্মসাধনো বা, ঋক্ষরাজং প্রত্যুক্তবান্॥ ২৯-৩০॥ বয়ং বহবো বিলদ্বারং প্রাপ্তাস্তত্র মিথ্যাভিশাপমমুনা, মণিনা প্রমৃজন্ প্রমার্ষ্টুম্ অহমন্তর্বিলমিহ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ।
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ ॥ ৩৩ ॥
নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ।
সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতম্ ॥ ৩৪ ॥
সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।
উপতস্থুশ্চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥
তেষান্তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স হ।
প্রাদুর্ব্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—জনাঃ (এদিকে গুহাদ্বারে অবস্থিত জনগণ) বিলং প্রবিষ্টস্য শৌরেঃ (গুহাপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের) নির্গমম্ অদৃষ্ট্বা (বহিরাগমন দেখিতে না পাইয়া) দ্বাদশ অহানি প্রতীক্ষ্য (দ্বাদশ দিবস প্রতীক্ষা করিয়া) দুঃখিতাঃ [সন্তঃ] (দুঃখিত হইয়া) স্বপুরং যযুঃ (নিজেদের নগরে প্রত্যাগমন করিল) ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণং বিলাৎ অনির্গতং নিশম্য (ঐ সকল লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণ গুহা হইতে নির্গত হন নাই শ্রবণ করিয়া) দেবকীদেবী (দেবকীদেবী), রুক্মিণী (রুক্মিণী), আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেব), সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ [চ] (সুহৃদ্‌গণ ও জ্ঞাতিগণ) অশোচন্ (শোক করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

দ্বারকৌকসঃ তে (দ্বারকাবাসী তাঁহারা সকলে) দুঃখিতাঃ সত্রাজিতং শপন্তঃ (দুঃখিত হইয়া সত্রাজিতকে অভিসম্পাত করতঃ) কৃষ্ণোপলব্ধয়ে (শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত) চন্দ্রভাগাং দুর্গাম্ (চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার) উপতস্থুঃ (অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৫ ॥

[অনন্তর] তেষাং তু (সেই দ্বারকাবাসিগণের) দেব্যুপস্থানাৎ (দেবীপূজার স্থান হইতে) প্রত্যাদিষ্টাশিষা সহ (দেবী তাঁহাদের প্রতি যে "শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে" এইরূপ আশীর্বাদ করিলেন, সেই আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই) সিদ্ধার্থঃ হরিঃ (পূর্ণমনোরথঃ ভক্ত ক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণ) সদারঃ (পত্নী জাম্ববতীর সহিত) [তান্] হর্ষয়ন্ প্রাদুর্বভূব (তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আনন্দ উৎপাদন করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এদিকে গুহাদ্বারে অবস্থিত জনগণ গুহাপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বহির্গত হইতে না দেখিয়া দ্বাদশ দিবস তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল ; তথাপি তিনি বহির্গত না হওয়ায় তাহারা দুঃখিত হইয়া নিজেদের নগরে ফিরিয়া আসিল ॥ ৩৩ ॥ ঐ সকল লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণ গুহাহইতে নির্গত হন নাই শ্রবণ করিয়া দেবকীদেবী, রুক্মিণী, বসুদেব, সুহৃদ্‌গণ ও জ্ঞাতিগণ সকলেই শোক করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন তাঁহারা দ্বারকাবাসী সকলে দুঃখিত হইয়া সত্রাজিৎকে অভিসম্পাত করতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর সেই দ্বারকাবাসিগণের দেবীপূজার স্থান হইতে দেবী তাঁহাদের প্রতি যখন "শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন সেই আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্যমন্তক মণি আনয়নরূপ কার্য্য সাধন করিয়া ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পত্নী জাম্ববতীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আনন্দ উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর—সহ মণিনা সমর্পয়ামাস ॥ ৩২-৩৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে চন্দ্রভাগাং নাম দুর্গামভজন্ ॥ ৩৫ ॥

উপলভ্য হৃষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্।
সহ পত্ন্যা মণিগ্রীবং সর্ব্বে জাতমহোৎসবাঃ ॥ ৩৭ ॥

সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ।
প্রাপ্তিঞ্চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

স চাতিব্রীড়িতো রত্নং গৃহীত্বাবাঙ্মুখস্ততঃ।
অনুতপ্যমানো ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—মৃতং পুনঃ আগতম্ ইব (মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হইলে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া লোক যেরূপ আনন্দিত হয়, সেইরূপ) [তদা] (তখন) পত্ন্যা সহ (সপত্নীক) মণিগ্রীবং হৃষীকেশং উপলভ্য (স্যমন্তকমণিধারী হৃষীকেশকে প্রাপ্ত হইয়া) সর্বে [এব] জাতমহোৎসবাঃ [আসন্] (সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইল) ॥ ৩৭ ॥

[অথ] (অনন্তর) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সভায়াং (সভামধ্যে) রাজসন্নিধৌ (রাজগণের সমীপে) সত্রাজিতং সমাহূয় (সত্রাজিতকে আহ্বান করিয়া) প্রাপ্তিং আখ্যায় চ (এবং মণিপ্রাপ্তির বিবরণ বর্ণনা করিয়া) তস্মৈ (তাঁহাকে) মণিং ন্যবেদয়ৎ (সেই স্যমন্তক মণি অর্পণ করিলেন) ॥ ৩৮ ॥

[তদা] সঃ চ (তখন সেই সত্রাজিতও) অতিব্রীড়িতঃ অবাঙ্মুখঃ [চ সন্]* (অতিশয় লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া) রত্নং গৃহীত্বা (মণি গ্রহণ করিয়া) স্বেন পাপ্মানা অনুতপ্যমানঃ (স্যমন্তক মণিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান ও ভ্রাতৃবধ বিষয়ে তাঁহার উপরে মিথ্যাপবাদ দিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, সেই নিজ অপরাধে অনুতাপ করিতে করিতে) ততঃ ভবনম্ অগমৎ (তথা হইতে নিজগৃহে গমন করিলেন) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—মৃতব্যক্তি পুনরাগত হইলে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া লোক যেরূপ আনন্দিত হয়, সেইরূপ তখন সপত্নীক স্যমন্তকমণিধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া দ্বারকাবাসী সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইল ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে রাজগণের সমীপে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিয়া এবং মণিপ্রাপ্তির বিবরণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার হস্তে সেই স্যমন্তক মণি অর্পণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তখন সেই সত্রাজিৎও অতিশয় লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিলেন এবং স্যমন্তকমণির বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান ও ভ্রাতৃবধ বিষয়ে তাঁহার উপরে মিথ্যাপবাদ দিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, সেই নিজ অপরাধের কথা চিন্তা করিয়া অনুতাপ করিতে করিতে তথা হইতে নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—স চ কৃষ্ণস্তেষাং প্রাদুর্বভূব অসব ইতি পাঠে অসব ইন্দ্রিয়াণি তেষাং শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। কদা? দেব্যা উপস্থানাৎ। তয়া তান্ প্রতি আদিষ্টা দত্তা যা আশীঃ কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যথেতি তয়া সহৈব ॥ ৩৬ ॥ যদি লোকে জনাঃ কথঞ্চিন্মৃতং বন্ধুং পুনরাগতমুপলভন্তে, তদ্বদুপলভ্য সর্বে জাতমহোৎসবা আসন্নিতি ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পাপ্মনা অপরাধেনানুতপ্যমানঃ ॥ ৩৯ ॥

সোঽনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ।
কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্বাচ্যুতঃ কথম্ ॥ ৪০ ॥
কিং কৃত্বা সাধু মহ্যং স্যান্ন শপেদ্বা জনো যথা।
অদীর্ঘদর্শনং ক্ষুদ্রং মূঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্ ॥ ৪১ ॥
দাস্যে দুহিতরং তস্মৈ স্ত্রীরত্নং রত্নমেব চ।
উপায়োঽয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা ॥ ৪২ ॥
এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্।
মণিঞ্চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার সঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—সঃ (সত্রাজিত) তদেব অঘম্ (সেই অপরাধের কথাই) অনুধ্যায়ন্ (চিন্তা করিতে করিতে) বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ [অভূৎ] (বলবানের সহিত কলহ উপস্থিত হওয়ায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন)। [তিনি ভাবিতে লাগিলেন]—কথং (কি প্রকারে) [অহং] (আমি) আত্মরজঃ মৃজামি? (নিজের অপরাধ অপনয়ন করিব?) কথং বা (কি প্রকারেই বা) অচ্যুতঃ প্রসীদেৎ? (শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন?) কিং কৃত্বা বা (কি করিলেই বা) মহ্যং সাধু স্যাৎ? (আমার মঙ্গল হইবে), যথা (যাহাতে) জনঃ (জনগণ) [মাম্] (আমাকে) অদীর্ঘদর্শনং (অবিবেচক), ক্ষুদ্রং (নীচ), মূঢ়ং (মন্দবুদ্ধি) দ্রবিণলোলুপং (ও ধনলোভী বলিয়া) ন শপেৎ (তিরস্কার না করিবে?) [অহং] (আমি তস্মৈ (শ্রীকৃষ্ণকে) স্ত্রীরত্নং দুহিতরং (স্ত্রীরত্ন সত্যভামা নাম্নী নিজকন্যা) রত্নম্ এব চ (ও এই স্যমন্তক মণি) দাস্যে (প্রদান করিব), [অপরাধ অপনোদনবিষয়ে] অয়ং উপায়ঃ সমীচীনঃ (এই উপায়ই সমীচীন)। অন্যথা চ (অন্য কোন প্রকারে) তস্য শান্তিঃ ন [ভবেৎ] (তাহার শান্তি হইবে না) ॥ ৪০-৪২ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] সঃ সত্রাজিৎ (অনুতপ্ত সত্রাজিত) বুদ্ধ্যা এবং ব্যবসিতঃ (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া) স্বয়ম্ উদ্যম্য (নিজেই উদ্‌যোগ করিয়া) কৃষ্ণায় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) শুভাং স্বসুতাং (সত্যভামা নাম্নী সর্বোত্তমা নিজকন্যা) মণিং চ (ও স্যমন্তক মণি) উপজহার (সমর্পণ করিলেন) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—সত্রাজিৎ সেই অপরাধের কথাই চিন্তা করিতে করিতে বলবানের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কি প্রকারে আমি নিজের অপরাধ অপনোদন করিব? কি প্রকারেই বা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন? কি করিলেই বা আমার মঙ্গল হইবে—যাহাতে জনগণ আমাকে অবিবেচক, নীচ, মন্দবুদ্ধি ও ধনলোভী বলিয়া তিরস্কার না করিবে? আমার কন্যা সত্যভামা স্ত্রীরত্ন। আমি শ্রীকৃষ্ণকে সেই কন্যা ও এই স্যমন্তক মণি প্রদান করিব; অপরাধ অপনোদন বিষয়ে এই উপায়ই সমীচীন, অন্য কোন প্রকারে এই অপরাধের শান্তি হইবে না। ॥ ৪০-৪২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনুতপ্ত সত্রাজিৎ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া নিজেই উদ্যোগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামা নাম্নী সর্ব্বোত্তমা নিজ কন্যা ও স্যমন্তক মণি সমর্পণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর—অঘং দোষম্ আত্মনো রজো মলমপরাধমিতি ॥ ৪০ ॥ কিং কৃত্বা কশ্মিন্ কৃতে ইত্যর্থঃ। সাধু ভদ্রম্, অদীর্ঘদর্শনম্ অবিচারকং মাং, ক্ষুদ্রং কৃপণম্, মূঢ়ং মন্দমতিম্ ॥ ৪১ ॥ এবং ধ্যায়ন্ উপায়ং নিশ্চিনোতি—দাস্য ইতি। স্ত্রীরত্নং দুহিতরং তাবৎ দাস্যামি তদন্তরং পরিবর্হত্বেন রত্নমপীতি ॥ ৪২-৪৩ ॥

তাং সত্যভামাং ভগবানুপযেমে যথাবিধি।
বহুভির্যাচিতাং শীল-রূপৌদার্য্যগুণান্বিতাম্ ॥ ৪৪ ॥
ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ।
তবাস্তু দেবভক্তস্য বয়ঞ্চ ফলভাগিনঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়—[অথ] (অনন্তর) বহুভিঃ যাচিতাং (কৃতবর্ম্মাদি বহু রাজা যাঁহাকে পাইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন), শীলরূপৌদার্য্যগুণান্বিতাং তাং সত্যভামাং (চরিত্র, রূপ ও উদারতা গুণে সমলঙ্কৃতা সেই সত্যভামাকে) ভগবান্ যথাবিধি উপযেমে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন) ॥ ৪৪ ॥

[ততঃ] ভগবান্ আহ (তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) নৃপ! (হে রাজন্ সত্রাজিত!) বয়ং (আমরা) মণিং ন প্রতীচ্ছামঃ (মণিগ্রহণ করিব না); [সঃ] (ঐ স্যমন্তক মণি) দেবভক্তস্য তব অস্তু (সূর্য্যভক্ত আপনারই থাকুক), বয়ং চ (আমরাও) [ত্বদীয়ত্বাৎ] ফলভাগিনঃ [ভবিষ্যামঃ] (আপনার আপনজন বলিয়া উহার ফলভাগী হইব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—কৃতবর্ম্মাদি বহু রাজা সত্যভামাকে পাইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; সত্যভামা চরিত্র, রূপ ও উদারতা গুণে সমলঙ্কৃতা ছিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশী সত্যভামাকে বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বলিলেন—হে রাজন্! আমি স্যমন্তক মণি গ্রহণ করিব না; আপনি সূর্য্যদেবের ভক্ত; সূর্য্যদেবপ্রদত্ত ঐ স্যমন্তক মণি আপনারই থাকুক; আপনার আপন জন বলিয়া আমরাও উহার ফলভাগী হইব ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধর—বহুভিঃ কৃতবর্ম্মাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥ মণিং ন প্রতীচ্ছামো ন স্বীকুর্ম্মঃ, দেবঃ সূর্য্যস্তদ্ভক্তস্যেতি কটাক্ষঃ ফলভাগিন ইতি। তবাপুত্রত্বাৎ ত্বদীয়ং ধনমস্মাকমেবেতি গূঢোঽভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

ফেলালব

ষট্পঞ্চাশত্তমে লব্ধকলঙ্কোঽগাস্মণীহয়া।
লেভে জাম্ববতঃ কন্যাং কৃষ্ণঃ সত্রাজিতস্ততঃ॥

ছাপান্ন অধ্যায়ে স্যমন্তক মণির জন্য শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কের কথা এবং জাম্ববতী ও সত্যভামা নাম্নী দুই কন্যালাভের কথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশুকদেব বলিলেন, মহারাজ! রাজা সত্রাজিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে অপরাধী হইয়া তাহা ক্ষালনের জন্য স্যমন্তক মণির সহিত নিজকন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—মুনিবর, সত্রাজিত কি অপরাধ করিয়াছিলেন, স্যমন্তক মণিই বা কি, কোথা হইতে তাহা পাওয়া গেল, কেনই বা মণিসহ কন্যা দিলেন এই সকল কথা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা জাগে। শ্রীপরীক্ষিতের আগ্রহেই কথার অবতারণা হইল, নতুবা হয়ত শ্রীশুকদেব স্যমন্তকের কাহিনী বলিতেন না। অকারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানুষের মিথ্যা কলঙ্কের কথা আলোচনা করার দরকারটা কি? কিন্তু বলিতে বাধ্য হইলেন ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহে। ছাপান্ন ও সাতান্ন দুই অধ্যায় লইয়া এই স্যমন্তকোপাখ্যান। প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণের দুই পত্নী লাভের কথা ও অর্থের অনর্থের কথা। মণির কাহিনীও অদ্ভুত।

সত্রাজিত ছিলেন সূর্য্যদেবের ভক্ত। সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তকে দিয়াছিলেন একটি মণি, তার নাম স্যমন্তক। ঐ মণি প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিত। যেখানে উহা পূজিত হইত তথায় দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, দৈহিক মানসিক অশুভ অমঙ্গল অবস্থান করিতে পারিত না। মণি এত উজ্জ্বল ছিল যে একদিন মণি কণ্ঠে দিয়া সত্রাজিত দ্বারকায় আসিলে দ্বারকাবাসীরা ছুটিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দেন যে, সাক্ষাৎ সূর্য্যদেব আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া বলেন, এ সূর্য্যদেব না, সূর্য্যদেবের দেওয়া স্যমন্তক মণি ধারণ করিয়া সত্রাজিত আসিতেছেন। সত্রাজিত নিজভবনে ঐ মণি স্থাপিত করেন ব্রাহ্মণগণ দ্বারা।

কোনও এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল ঐ মণিটি যদুরাজ উগ্রসেনকে দিবেন। কারণ অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু রাজারই প্রাপ্য। তিনি সত্রাজিতের নিকট মণি যাচ্ঞা করিলেন। অর্থকামুক সত্রাজিত উহা দিলেন না শ্রীকৃষ্ণকে। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দেওয়াই জীবের সাধনা, তিনি চাহিয়া পাইলেন না একটা মণি। ব্যাপারটি অশোভন হইল। ফলে হইল যে, যে মণি সর্ব্বানিষ্টনিবর্ত্তক তাহা হইল সর্ব্বানিষ্টহেতু। কৃষ্ণার্পিত না হইলে মঙ্গলদ বস্তুও অকল্যাণের আকর হয়।

সত্রাজিতের ভ্রাতার নাম প্রসেন। প্রসেন একদিন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক সিংহ অশ্বসহ তাঁহাকে বধ করিয়া মণি নেয়। ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ সিংহকে মারিয়া মণি হস্তগত করেন এবং নিজ শিশুপুত্রকে উহা খেলনারূপে দেন। প্রসেন যখন ফিরিল না তখন সত্রাজিত ও অন্যান্য লোক নানাবিধ জল্পনা করিতে লাগিল—বোধ হয় মণিলোভে শ্রীকৃষ্ণই তাহাকে বধ করিয়াছেন।

মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিবার জন্য ভগবান্ প্রসেনের অনুসন্ধানে নাগরিকদের সঙ্গে বহির্গত হইলেন। বনমধ্যে দেখিলেন প্রসেন ও অশ্বের মৃতদেহ। পর্ব্বতের উপরে দেখিলেন সিংহের মৃতদেহ ও ভল্লুকের পদচিহ্ন। সঙ্গিগণকে বাহিরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন জাম্ববানের অন্ধকার নিবাসগর্ত্তে। তথায় বালকের খেলনারূপে ব্যবহৃত স্যমন্তক দেখিলেন এবং হস্তগত করিবার ইচ্ছা করিলেন।

নরদর্শনে ভীত হইয়া ধাত্রী কাঁদিয়া উঠিল। অমনি জাম্ববান্ আসিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। সে এক অদ্ভুত যুদ্ধ। ভক্ত ভগবানের যুদ্ধ। চলিল আটাশ দিন অহোরাত্র। শেষে জাম্ববান্ খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার প্রভু রামচন্দ্র ছাড়া এ শক্তি কাহারও সম্ভবে না। অতীব বিস্ময়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া জাম্ববান্ বলিলেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পুরাণপুরুষ বিষ্ণু। আপনি মহাপ্রভাবশালী ও সর্ব্বান্তর্য্যামী। আপনার রোষান্বিত দৃষ্টিতে ভীত হইয়া সমুদ্র পথ দিয়াছিল, আপনিই সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় গিয়া রাবণের বধসাধন করিয়াছিলেন। আমি ঠিক বুঝিতেছি– আপনি রামচন্দ্র।

ভক্ত ভগবানের পরিচয় হইল। ভগবান্ পরমকৃপায় ভক্তের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—আমার মিথ্যাকলঙ্ক দূর করিবার অভিপ্রায়ে এই স্যমন্তক মণির জন্য আমি তোমার এই গর্ত্তমধ্যে আসিয়াছি। জাম্ববান্ তখন আনন্দের সহিত নিজকন্যা জাম্ববতীর সহিত স্যমন্তক মণি শ্রীকৃষ্ণ করে সমর্পণ করিলেন ॥ ১৩-৩২ ॥

জাম্ববানের গর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ একাকীই প্রবেশ করিয়াছিলেন। সঙ্গীদিগকে গর্ত্তের মুখে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা বারদিন অপেক্ষা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিতে না দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় বসুদেব, দেবকী, রুক্মিণী ও অন্যান্য সকল সুহৃদ্গণ শোকসন্তপ্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল কামনা করিয়া সকলে চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাদেবীর আরাধনা করিলেন। 'কৃষ্ণদর্শন হউক' বলিয়া দেবী তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবীর আশীর্ব্বাদ দানের সঙ্গে সঙ্গেই মণিভূষিত কণ্ঠে সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন। মৃতব্যক্তি পুনরাগত হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দে সকলে ডুবিল।

রাজসভায় সত্রাজিতকে ডাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসমক্ষে স্যমন্তকের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং সত্রাজিতকে সেই মণি দিয়া দিলেন। সত্রাজিত লজ্জিত হইলেন; অনুতপ্তচিত্তে অধোমুখে মণি লইয়া তিনি নিজগৃহে চলিয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—কৃষ্ণপক্ষীয়েরা আমার বিরোধী হইল এই এক উদ্বেগ, মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিলাম এই আমার এক অপরাধ। আমি এখন কি করিলে লোকে আমাকে মূঢ়, অদূরদর্শী ও ধনলুব্ধ বলিবে না? স্থির করিলেন—নিজকন্যা সত্যভামাকে মণি সহ শ্রীকৃষ্ণ-করে অর্পণ করিব। একমাত্র ইহাতেই অপরাধক্ষালন হইবে ভাবিয়া সত্রাজিত তাহাই করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণি-গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মণি সত্রাজিতকে ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন, আমি মণিলুব্ধ নই; ইহা আপনার নিকট থাকিলেই আমরা ফলভাগী হইব ॥ ৩২-৪৫ ॥

———

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

বিজ্ঞাতার্থোঽপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্।
কুন্তীঞ্চ কুল্যকরণে সহরামো যযৌ কুরূন্ ॥ ১ ॥
ভীষ্মং কৃপং সবিদুরং গান্ধারীং দ্রোণমেব চ।
তুল্যদুঃখৌ চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ ॥ ২ ॥

[এই অধ্যায়ে স্যমন্তক মণির নিমিত্ত শতধন্বা কর্ত্তৃক সত্রাজিত বধ, তাহার ফলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শতধন্বা বধ এবং অক্রূরের নিকট হইতে স্যমন্তক মণি বাহির করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মণিহরণরূপ আত্মকলঙ্ক দূরীকরণ বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] বিজ্ঞাতার্থঃ অপি গোবিন্দঃ ("পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবীর সহিত সুরঙ্গ দিয়া জতুগৃহ হইতে নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়াছেন" ইহা জানিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পাণ্ডবান্ দগ্ধান্ কুন্তীং চ [দগ্ধাম্] আকর্ণ্য (পাণ্ডবগণ ও কুন্তীদেবী দগ্ধ হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া) কুল্যকরণে (কুলোচিত ব্যবহার সম্পাদন করিবার নিমিত্ত) সহরামঃ (বলরামের সহিত) কুরূন্ যযৌ (কুরুদেশে গমন করিলেন) ॥ ১ ॥

[তত্র তৌ] (তথায় তাঁহারা) সবিদুরং ভীষ্মং (বিদুর, ভীষ্ম), কৃপং (কৃপাচার্য্য), গান্ধারীং দ্রোণম্ এব চ (গান্ধারী ও দ্রোণাচার্য্যের) সঙ্গম্য (সমীপে গমন করিয়া) তুল্যদুঃখৌ [সন্তৌ] চ (তাঁহাদের দুঃখে সমান দুঃখী হইয়া) হা কষ্টম্ ইতি হ উচতুঃ ("হায়! কি কষ্ট।" এইরূপ বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! "পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবীর সহিত সুড়ঙ্গদ্বার দিয়া জতুগৃহ হইতে নির্ব্বিঘ্নে নির্গত হইয়াছেন" ইহা জানিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকমুখে পাণ্ডবগণ ও কুন্তীদেবী দগ্ধ হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া কুলোচিত ব্যবহার সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বলরামের সহিত কুরুদেশে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ তাঁহারা তথায় বিদুর, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, গান্ধারী ও দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাদের দুঃখে সমান দুঃখী হইয়া "হায় হায়! কি কষ্ট।" এইরূপ বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীধর—সপ্তপঞ্চাশত্তমে তু পুনঃ শতধনোর্বধে। প্রাপ্তং স্ম দুর্যশো মার্ষ্টি কৃষ্ণোঽক্রূরাদ্‌ভ্রান্তমণেঃ ॥
অক্রূরমুররীকৃত্য মণেঃ পাত্রমথাচ্যুতঃ। উপায়ন্ত তমেকান্তে সরামোঽগাদ্‌গজাহ্বয়ম্ ॥
সত্রাজিতঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞাভঙ্গফলং ব্যক্তীকর্ত্তুমাহ—বিজ্ঞাতার্থোঽপীতি। পাণ্ডবা বিলদ্বারেণ জতুগৃহান্নির্গতা ইত্যেবং বিজ্ঞাতোঽর্থো যেন সঃ। কুন্তীঞ্চ দগ্ধামাকর্ণ্য কুল্যকরণে কুলোচিত-সংব্যবহারার্থম্ ॥ ১ ॥

লব্ধ্বৈতদন্তরং রাজন্। শতধন্বানমূচতুঃ।
অক্রূরকৃতবর্ম্মাণৌ মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে॥ ৩॥
যোঽস্মভ্যং সংপ্রতিশ্রুত্য কন্যারত্নং বিগর্হ্য নঃ।
কৃষ্ণায়াদান্ন সত্রাজিৎকস্মাদ্ ভ্রাতরমন্বিয়াৎ॥ ৪॥
এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ।
শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ॥ ৫॥
স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ।
হত্বা পশূন্ সৌনিকবন্মণিমাদায় জগ্মিবান্॥ ৬॥

অন্বয়—রাজন্! (হে রাজন্!) অক্রূরকৃতবর্ম্মাণৌ (অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা) এতৎ অন্তরং লব্ধ্বা (এই অবসর প্রাপ্ত হইয়া) শতধন্বানম্ ঊচতুঃ (শতধন্বাকে কহিলেন) [অধুনা] মণিঃ (এক্ষণে স্যমন্তক মণি) কস্মাৎ ন গৃহ্যতে (কেন গ্রহণ করা হইতেছে না?) যঃ (যে) অস্মভ্যং সংপ্রতিশ্রুত্য (আমাদিগকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া) নঃ বিগর্হ্য (আমাদিগকে অনাদর করিয়া) কৃষ্ণায় কন্যারত্নম্ অদাৎ (কৃষ্ণকে কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছে), [সঃ] সত্রাজিৎ (সেই সত্রাজিত) কস্মাৎ ভ্রাতরং ন অন্বিয়াৎ (কেন ভ্রাতা প্রসেনের অনুগমন না করিবে? অর্থাৎ সত্রাজিত জীবিত থাকিয়া কখনই স্যমন্তক মণি প্রদান করিবে না; সুতরাং তাহাকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।) ॥ ৩-৪ ॥

এবং তাভ্যাং ভিন্নমতিঃ (এইরূপে অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার প্ররোচনায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ায়) অসত্তমঃ (অতিশয় দুষ্ট) ক্ষীণজীবিতঃ (পরমায়ু শেষ হওয়ায়) পাপঃ সঃ (পাপাচারী সেই শতধন্বা) লোভাৎ (লোভ নিবন্ধন) শয়ানং সত্রাজিতম্ (নিদ্রিত সত্রাজিতকে) অবধীৎ (বধ করিল) ॥ ৫ ॥

[সঃ] (সেই শতধন্বা) স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাম্ অনাথবৎ ক্রন্দন্তীনাং [সতীনাং] (রমণীগণ আর্ত্তনাদ ও অনাথার ন্যায় রোদন করিতে লাগিল এই অবস্থায়) পশূন্ সৌনিকবৎ (মাংসবিক্রেতা যেরূপ পশুগণকে বধ করে, সেইরূপ) [সত্রাজিতং] হত্বা (সত্রাজিতকে বধ করিয়া) মণিম্ আদায় জগ্মিবান্ (স্যমন্তক মণি লইয়া প্রস্থান করিল) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারকায় অনুপস্থিত আছেন, এই অবসর প্রাপ্ত হইয়া অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে কহিলেন—এক্ষণে স্যমন্তক মণি কেন গ্রহণ করা হইতেছে না? যে আমাদিগকে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া পরে আমাদিগকে অবজ্ঞা করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছে, সেই সত্রাজিৎ কেন নিজভ্রাতা প্রসেনের অনুগমন না করিবে?—অর্থাৎ সত্রাজিৎ জীবিত থাকিয়া কখনই আমাদিগকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিবে না; সুতরাং তাহাকে বধ করিয়াই আমাদের স্যমন্তক মণি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩-৪ ॥ এইরূপে অক্রূর ও কৃতবর্ম্মার প্ররোচনায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ায় অতিদুষ্ট ক্ষীণায়ুঃ ও পাপাচারী সেই শতধন্বা স্যমন্তক মণির লোভে নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করিল ॥ ৫ ॥ রমণীগণ আর্ত্তনাদ ও অনাথার ন্যায় রোদন করিতে লাগিল, এই অবস্থায় শতধন্বা, মাংসবিক্রেতা পশুগণকে যেরূপ বধ করে, সেইরূপ সত্রাজিৎকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণি লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল ॥ ৬ ॥

শ্রীধর—অন্তরং তদাহতুঃখাভাবাৎ ভীষ্মাদীন্ সঙ্গম্যেত্যুক্তম্ ॥ ২-৩ ॥

সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষ্য শুচার্পিতা।
ব্যলপ্যৎ তাত! তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী ॥ ৭॥
তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহ্বয়ম্।
কৃষ্ণায় বিদিতার্থায় তপ্তাচখ্যৌ পিতুর্ব্বধম্ ॥ ৮ ॥
তদাকর্ণ্যেশ্বরৌ রাজন্নুসৃত্য নৃলোকতাম্।
অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষৌ বিলেপতুঃ ॥ ৯ ॥
আগত্য ভগবাংস্তস্মাৎ সভার্য্যঃ সাগ্রজঃ পুরম্।
শতধন্বানমারেভে হন্তুং হর্ত্তুং মণিং ততঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—সত্যভামা (সত্যভামা) পিতরং হতং বীক্ষ্য (পিতাকে নিহত হইতে দেখিয়া) শুচার্পিতা মুহ্যতী চ [সতী] (শোকাকুলা ও মোহিতা হইয়া) হা তাত! তাত! ইতি হতা অস্মি ইতি ("হা পিতঃ! হা পিতঃ! আমি বিনষ্ট হইলাম" এইরূপ বলিয়া) ব্যলপৎ (বিলাপ করিতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥

[অথ] তপ্তা [সা] (অনন্তর শোকসন্তপ্তা সত্যভামা) মৃতং [পিতরং] (মৃত পিতাকে) তৈলদ্রোণ্যাং প্রাস্য (তৈলদ্রোণীতে সংস্থাপন করিয়া) গজসাহ্বয়ং জগাম (হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং) বিদিতার্থায় কৃষ্ণায় (এই ব্যাপার যিনি পূর্ব্বেই জানিতেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) পিতুঃ বধম্ আচখ্যৌ (পিতৃবধের কথা বর্ণনা করিলেন) ॥ ৮ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) ঈশ্বরৌ (ঈশ্বর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) তৎ আকর্ণ্য (তাহা শ্রবণ করিয়া) নৃলোকতাম্ অনুসৃত্য (মনুষ্য স্বভাবের অনুসরণ করতঃ) অস্রাক্ষৌ [সন্তৌ] (সজল নয়নে) "অহো! নঃ পরমং কষ্টম্ [প্রাপ্তম্] (হায়! আমাদের পরম দুঃখ উপস্থিত হইল)" ইতি বিলেপতুঃ (এইরূপ বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন) ॥ ৯ ॥

ততঃ (তৎপরে) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সভার্য্যঃ সাগ্রজঃ [সন্] (ভার্য্যা সত্যভামা ও অগ্রজ বলরামের সহিত) তস্মাৎ (হস্তিনাপুর হইতে) পুরম্ আগত্য (নিজপুরী দ্বারকায় আগমন করিয়া) শতধন্বানং হন্তুং মণিং হর্ত্তুং [চ] আরেভে (শতধন্বাকে বধ ও স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সত্যভামা পিতাকে নিহত হইতে দেখিয়া শোকাকুলা ও মোহিতা হইয়া পড়িলেন এবং "হা পিতঃ! হা পিতঃ! আমি বিনষ্টা হইলাম" এইরূপ বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৭॥ অনন্তর শোকসন্তপ্তা সত্যভামা মৃত পিতাকে তৈলদ্রোণীতে সংস্থাপন করিয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং এই ঘটনা যিনি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পিতার বধের কথা বর্ণনা করিলেন ॥ ৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিত! বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তথাপি তাঁহারা তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যস্বভাবের অনুকরণ করতঃ অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক "হায়! আমাদের পরম দুঃখ উপস্থিত হইল" এইরূপ বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভার্য্যা সত্যভামা ও অগ্রজ বলরামের সহিত হস্তিনাপুর হইতে নিজপুরী দ্বারকায় আগমন করিয়া শতধন্বার বধ ও স্যমন্তক মণি উদ্ধার করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—ননু জীবন্ সত্রাজিৎ কথং মণিং দাস্যতি? তত্রোচতুঃ—যোঽস্মত্তামিতি। ভ্রাতরং প্রসেনং মৃতং কস্মাৎ নান্বিয়াৎ নানুগচ্ছেৎ ম্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৪-৫ ॥

সোঽপি কৃষ্ণোদ্যমং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীপ্সয়া।
সাহায্যে কৃতবর্ম্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্য্যাং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ।
কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্বৃজিনমাচরন্ ॥ ১২ ॥
কংসঃ সহানুগোঽপীতো যদ্দ্বেষাৎ ত্যাজিতঃ শ্রিয়া।
জরাসন্ধঃ সপ্তদশ সংযুগান্ বিরথো গতঃ ॥ ১৩ ॥
প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রূরং পার্ষ্ণিগ্রাহমযাচত।
সোঽপ্যাহ কো বিরুধ্যেত বিদ্বানীশ্বরয়োর্বলম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) সঃ অপি (সেই শতধন্বা ও) কৃষ্ণোদ্যমং জ্ঞাত্বা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্‌যোগের কথা জানিতে পারিয়া] ভীতঃ [সন্] (ভীত হইয়া) প্রাণপরীপ্সয়া (প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায়) কৃতবর্ম্মাণং সাহায্যে অযাচত (কৃতবর্ম্মার নিকটে সাহায্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিল)। সঃ চ অব্রবীৎ (কৃতবর্ম্মা বলিলেন)—অহম্ (আমি) ঈশ্বরয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ (সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের) হেলনং ন কুর্য্যাম্ (প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিব না), তয়োঃ বৃজিনম্ আচরন্ (তাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়া) কঃ নু (কোন্ ব্যক্তি) ক্ষেমায় কল্পেত (মঙ্গল লাভ করিতে পারে ?) ।' ১১-১২ ॥

যদ্দ্বেষাৎ (ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিবার ফলে) কংসঃ (কংস) সহানুগঃ (অনুচরগণের সহিত) শ্রিয়া ত্যাজিতঃ অপীতঃ [চ] (শ্রীভ্রষ্ট ও নিহত হইয়াছে) জরাসন্ধঃ [চ] (এবং জরাসন্ধ) সপ্তদশ সংযুগান্ [কৃত্বা] (সপ্তদশ বার যুদ্ধ করিয়া) বিরথঃ গতঃ (রথবিহীন অর্থাৎ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে) ॥ ১৩ ॥

সঃ চ (এবং] প্রত্যাখ্যাতঃ (শতধন্বা এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া) অক্রূরং পার্ষ্ণিগ্রাহম্ অযাচত (অক্রূরের নিকটে পৃষ্ঠপোষক হইবার জন্য প্রার্থনা করিল)। সঃ অপি আহ (তখন অক্রূরও বলিলেন) ঈশ্বরয়োঃ (সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের) বলং বিদ্বান্ (প্রভাব জানিয়া শুনিয়া) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) বিরুধ্যেত (তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিতে পারে ?) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তখন সেই শতধন্বা ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ উদ্‌যোগের কথা জানিতে পারিয়া ভীত হইয়া প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায় কৃতবর্ম্মার নিকটে সাহায্য করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। কৃতবর্ম্মা কহিলেন—আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিব না ; তাঁহাদের নিকটে অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে ? ॥১১-১২॥ ঐ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ করিবার ফলে কংস শ্রীভ্রষ্ট ও অনুচরগণের সহিত নিহত হইয়াছে এবং জরাসন্ধ সপ্তদশবার যুদ্ধ করিয়া প্রতিবারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ শতধন্বা কৃতবর্ম্মা কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অক্রূরের নিকটে পৃষ্ঠপোষক হইবার জন্য প্রার্থনা করিল। তখন অক্রূরও বলিলেন—সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিয়া শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিতে পারে ? ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—জগ্মিবান্ জগাম ॥ ৬—১১ ॥ হেলনং প্রতিকূলম্, বৃজিনমপরাধম্ ॥ ১২ ॥

য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।
চেষ্টাং বিশ্বসৃজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া ॥ ১৫ ॥
যঃ সপ্তহায়নঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা।
দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীন্ধ্রমিবার্ভকঃ ॥ ১৬ ॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াদ্ভুতকর্ম্মণে।
অনন্তায়াদিভূতায় কূটস্থায়াত্মনে নমঃ ॥ ১৭ ॥
প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্।
তস্মিন্ ন্যস্যাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) লীলয়া (লীলাহেতু) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্বের) সৃজতি অবতি হন্তি চ (সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন), যস্য অজয়া (যাঁহার মায়ায়) মোহিতাঃ [সন্তঃ] (মোহিত হইয়া) বিশ্বসৃজঃ (বিশ্বস্রষ্টৃগণ) চেষ্টাম্ [অপি] ন বিদুঃ (তদীয় আচরণও জানিতে পারেন না), অর্ভকঃ উচ্ছিলীন্ধ্রম্ ইব (বালক যেমন অনায়াসে ছত্র ধারণ করে, সেইরূপ) যঃ (যিনি) সপ্তহায়নঃ বালঃ [সন্] (সপ্তমবর্ষীয় বালক অবস্থায়) লীলয়া (অনায়াসে) শৈলম্ উৎপাট্য (গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া) একেন পাণিনা (এক হস্তে) দধার (ধারণ করিয়াছিলেন), তস্মৈ (সেই) অনন্তায় (অন্তরহিত), আদিভূতায় (সকলের আদিভূত) কূটস্থায় (কূটস্থ), আত্মনে (সর্ব্বান্তর্য্যামী), অদ্ভুতকর্ম্মণে (অদ্ভুতকর্ম্মা) ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥১৫-১৭॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] সঃ শতধন্বা (সেই শতধন্বা) তেন অপি প্রত্যাখ্যাতঃ (অক্রূরকর্ত্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইয়া) অস্মিন্ [এব] মহামণিং ন্যস্য (তাঁহার নিকটেই মহামণি স্যমন্তক গচ্ছিত রাখিয়া) শতযোজনগম্ অশ্বম্ আরুহ্য (শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া) যযৌ পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যিনি লীলাহেতু এই বিশ্বের সৃজন, পালন সংহার করিয়া থাকেন, যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া প্রজাপতিগণ তদীয় আচরণও জানিতে পারেন না, বালক যেমন অনায়াসে ছত্র ধারণ করে, সেইরূপ যিনি সপ্তমবর্ষীয়বালক অবস্থায় অনায়াসে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া একহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অন্তরহিত, সকলের আদিভূত, কূটস্থ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৫-১৭ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই শতধন্বা এইরূপে অক্রূরকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল। তখন সে তাঁহারই নিকটে স্যমন্তক মণি গচ্ছিত রাখিয়া শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণ করতঃ পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর—অপীতো মৃতঃ, সপ্তদশসংখ্যাকান্ সংযুগান্ ॥ ১৩-১৪ ॥ তৌ রামকৃষ্ণাবেকমেব তত্ত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ য ইদমিতি। অজয়া মায়য়া। মোহিতাজয়েতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ অন্তর্য্যামিকৃষ্ণনিযুক্তত্বাত্তস্মিন্নক্রূরে মণিং ন্যস্য যযৌ অপলায়ত ॥ ১৮ ॥

গরুড়ধ্বজমারুহ্য রথং রামজনার্দ্দনৌ।
অন্বয়াতাং মহাবেগৈরশ্বৈ রাজন্! গুরুদ্রুহম্ ॥ ১৯ ॥
মিথিলায়া উপবনে বিসৃজ্য পতিতং হয়ম্।
পদ্ভ্যামধাবৎ সন্ত্রস্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যন্বদ্রবদ্রুষা ॥ ২০ ॥
পদাতের্ভগবাংস্তস্য পদাতিস্তিগ্মনেমিনা।
চক্রেণ শির উৎকৃত্য বাসসোর্ব্যচিনোন্মণিম্ ॥ ২১ ॥
অলব্ধমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকম্।
বৃথা হতঃ শতধনুর্ম্মণিস্তত্র ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়—রাজন্! (হে রাজন্!) [তদা] (তখন) রামজনার্দ্দনৌ (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) গরুড়ধ্বজং রথম্ আরুহ্য (গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া) মহাবেগৈঃ অশ্বৈঃ (অতিশয় বেগগামী অশ্বসমূহের সাহায্যে) গুরুদ্রুহম্ (শ্বশুরহন্তা শতধন্বার) অন্বয়াতাম্ (অনুগমন করিলেন)। ॥ ১৯ ॥

[শতধন্বার অশ্ব স্বভাবতঃ শতযোজনগামী হইলেও অত্যধিক বেগে চালিত হওয়ায়] মিথিলায়াঃ উপবনে (মিথিলার উপবনে) পতিতং হয়ং (পতিত অশ্বকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) [সঃ] সন্ত্রস্তঃ [সন্] (শতধন্বা সন্ত্রস্ত হইয়া) পদ্ভ্যাম্ অধাবৎ (পদব্রজে ধাবিত হইতে লাগিল)। [তদা] কৃষ্ণঃ অপি (তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও) রুষা [পদ্ভ্যাম্ এব] (ক্রোধে পদব্রজেই) অন্বদ্রবৎ (তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন)। ॥ ২০ ॥

পদাতিঃ ভগবান্ (পাদচারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) [এবম্ অনুদ্রুত্য] (এইরূপে অনুধাবন করিয়া) পদাতেঃ তস্য (পাদচারী সেই শতধন্বার) শিরঃ (মস্তক) তিগ্মনেমিনা চক্রেণ (তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা) উৎকৃত্য (ছেদন করিয়া) বাসসোঃ (তাহার পরিধেয় উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে) মণিং ব্যচিনোৎ (স্যমন্তক মণি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অলব্ধমণিঃ [সন্] (তাহার নিকটে মণি প্রাপ্ত না হইয়া) অগ্রজান্তিকম্ আগত্য (অগ্রজ বলরামের নিকটে আগমন করিয়া) আহ (বলিলেন) [ময়া] শতধনুঃ বৃথা হতঃ (আমি শতধন্বাকে বৃথা বধ করিলাম); তত্র মণিঃ ন বিদ্যতে (তাহার নিকটে মণি নাই) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! তখন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া অতিশয় বেগগামী অশ্বসমূহের সাহায্যে সেই শ্বশুরহন্তা শতধন্বার অনুগমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ শতধন্বার অশ্ব স্বভাবতঃ শত যোজনগামী হইলেও তারপরে মিথিলার উপবনে গিয়া পতিত হইল; তখন সেই পতিত অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া সে পদব্রজে ধাবিত হইতে লাগিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তখন পদব্রজেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ২০ ॥ পাদচারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অনুধাবন করিয়া পাদচারী সেই শতধন্বার মস্তক তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে স্যমন্তক মণি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট মণি না পাইয়া অগ্রজ বলরামের নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন—আমি শতধন্বাকে বৃথাই বধ করিলাম। তাহার নিকটে স্যমন্তক মণি নাই ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—গুরুঃ শ্বশুরস্তদ্ধন্তারম্ ॥ ১৯ ॥ শতযোজনমাত্রগামিত্বাৎ ততঃ পরং গন্তুমশক্তস্তত্র পতিতং তং হয়ং বিসৃজ্য ॥ ২০ ॥

তত আহ বলো নূনং স মণিঃ শতধন্বনা।
কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে ন্যস্তস্তমন্বেষ পুরং ব্রজ ॥ ২৩ ॥
অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রিয়তমং মম।
ইত্যুক্ত্বা মিথিলাং রাজন্! বিবেশ যদুনন্দনঃ ॥ ২৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ।
অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং সমর্হণৈঃ ॥ ২৫ ॥
উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ।
মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা।
ততোঽশিক্ষদ্গদাং কালে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—ততঃ বলঃ আহ (তৎপরে বলরাম কহিলেন) নূনং (নিশ্চয়ই) শতধন্বা (শতধন্বা) সঃ মণিঃ (সেই স্যমন্তক মণি) কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে (অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে) ন্যস্তঃ (গচ্ছিত রাখিয়াছে) ; তম্ অন্বেষ (তাহার অন্বেষণ কর), পুরং ব্রজ (দ্বারকানগরে ফিরিয়া যাও)। অহং (আমি) মম প্রিয়তমং (আমার প্রিয়তম) বৈদেহং (জনকরাজাকে) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি (দেখিতে ইচ্ছা করি)। রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) যদুনন্দনঃ (যদুনন্দন বলরাম) ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) মিথিলাং বিবেশ (মিথিলায় প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৩-২৪ ॥

মৈথিলঃ (মিথিলাধিপতি জনক) অর্হণীয়ং তং (পূজনীয় বলরামকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রীতমানসঃ [সন্] (প্রীতমনাঃ হইয়া) সহসা উত্থায় (তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতঃ) সমর্হণৈঃ (পূজোপকরণের দ্বারা) বিধিবৎ অর্হয়ামাস (যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিলেন) ॥ ২৫ ॥

বিভুঃ (বিভু বলরাম) প্রীতিযুক্তেন মহাত্মনা জনকেন মানিতঃ [সন্] (প্রীতিযুক্ত মহাত্মা জনককর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া) কতিচিৎ সমাঃ (কয়েক বৎসর) তস্যাং মিথিলায়াম্ (সেই মিথিলায়) উবাস (বাস করিলেন)। ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন) কালে (সেই সময়ে) [মিথিলায় গমন করিয়া] ততঃ (তাঁহার নিকট হইতে) গদাম্ অশিক্ষৎ (গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিলেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—নিশ্চয়ই শতধন্বা সেই স্যমন্তক মণি অন্য কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে; তুমি অন্বেষণ কর; দ্বারকায় ফিরিয়া যাও। আমি আমার প্রিয়তম জনকরাজকে দেখিতে ইচ্ছা করি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যদুনন্দন বলরাম এইরূপ বলিয়া মিথিলায় প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩-২৪ ॥ মিথিলাধিপতি জনক পূজনীয় বলরামকে দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে সহসা গাত্রোত্থান করতঃ বিবিধ পূজোপকরণের দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন ॥ ২৫ ॥ বিভু বলরাম প্রীতিযুক্ত মহাত্মা জনক কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই মিথিলায় কয়েক বৎসর বাস করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন সেই সময় মিথিলায় আগমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—ব্যচিনোৎ মৃগয়ামাস অক্রূরে মণিরস্তীতি সর্ব্বজ্ঞতয়া বিদিত্বাপি রামবঞ্চনায় তথা কৃতবানিতি ভাবঃ ॥ ২১-২২ ॥ অন্বেষ অন্বিচ্ছ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বজ্ঞস্যৈবং বিচেষ্টিতং মদ্বঞ্চনায়েতি মত্বা গূঢ়মন্যুরাহ—অহমিতি ॥ ২৪-২৫ ॥

কেশবো দ্বারকামেত্য নিধনং শতধন্বনঃ।
অপ্রাপ্তিঞ্চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্বিভুঃ ॥ ২৭ ॥
ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ।
সাকং সুহৃদ্ভির্ভগবান্ যা যাঃ স্যুঃ সাম্পরায়িকাঃ ॥ ২৮ ॥
অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্ব্বধম্।
ব্যূষতুর্ভয়বিত্রস্তৌ দ্বারকায়াঃ প্রয়োজকৌ ॥ ২৯ ॥
অক্রূরে প্রোষিতেঽরিষ্টান্যাসন্ বৈ দ্বারকৌকসাম্।
শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দ্দৈবিকভৌতিকাঃ ॥ ৩০ ॥
ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্।
মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃৎ (এদিকে প্রিয়া সত্যভামার প্রিয়কারী) বিভুঃ কেশবঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) দ্বারকাম্ এত্য (দ্বারকায় আগমন করিয়া) শতধন্বনঃ নিধনং মণেঃ অপ্রাপ্তিং চ (শতধন্বার নিধন ও স্যমন্তক মণি না পাওয়ার কথা) [সত্যভামার নিকটে] প্রাহ (বলিলেন) ॥ ২৭ ॥

ততঃ (তৎপরে) সঃ ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) যাঃ যাঃ সাম্পরায়িকাঃ ক্রিয়াঃ বৈ (যে যে পারলৌকিক ক্রিয়া) [শাস্ত্রবিহিতাঃ] স্যুঃ (শাস্ত্রে বিহিত আছে), সুহৃদ্ভিঃ সাকং (সুহৃদ্‌গণের সহিত) হতস্য বন্ধোঃ (নিহত শ্বশুর সত্রাজিতের) [তাঃ] কারয়ামাস (সেই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন) ॥ ২৮ ॥

[শতধন্বনঃ] প্রয়োজকৌ (সত্রাজিতকে বধ করিয়া মণি হরণ করিবার বিষয়ে যাঁহারা শতধন্বার প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন, সেই) অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ (অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা) শতধনোঃ বধং শ্রুত্বা (শতধন্বার বধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া) ভয়বিত্রস্তৌ [সন্তৌ] (অত্যধিক ভীত হইয়া) দ্বারকায়াঃ ব্যূষতুঃ (দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন) ॥ ২৯ ॥

অঙ্গ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) একে (কোন কোন ঋষি) প্রাগুদাহৃতং [ভগবন্মাহাত্ম্যং] বিস্মৃত্য (পূর্ব বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া) "অক্রূরে প্রোষিতে [সতি] বৈ (অক্রূর দেশান্তরে চলিয়া গেলেই) দ্বারকৌকসাম্ (দ্বারকাবাসী জনগণের) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অরিষ্টানি (ভূকম্পাদি নানাবিধ অরিষ্টদর্শন) শারীরাঃ মানসাঃ দৈবিকভৌতিকাঃ তাপাঃ [চ] (এবং শারীরিক, মানসিক, দৈহিক ও ভৌতিক নানাপ্রকার সন্তাপ) আসন্ (উপস্থিত হইয়াছিল)" ইতি (এইরূপ) উপদিশন্তি (উপদেশ করিয়া থাকেন)। [তাঁহাদের ঐরূপ উপদেশ ঠিক নহে); মুনিবাসনিবাসে [সতি] (মুনিগণ যাঁহাতে অবস্থান করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি থাকিলে) [কেবল অক্রূরের অনুপস্থিতিমাত্রেই] অরিষ্ট-দর্শনং কিং ঘটেত? (অরিষ্টদর্শন ঘটিতে পারে কি?) [ভগবদিচ্ছাই অরিষ্টদর্শনের কারণ, অক্রূরের অনুপস্থিতি নহে] ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—এদিকে প্রিয়া সত্যভামার প্রিয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আগমন করিয়া শতধন্বার নিধন ও স্যমন্তক মণি না পাওয়ার কথা সত্যভামার নিকটে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃত ব্যক্তির যে যে পারলৌকিক ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে, সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া নিহত

শ্রীধর—কতিচিৎ সমাঃ সংবৎসরান্। প্রাসঙ্গিকমাহ—ততঃ ইতি ॥ ২৬ ॥ সত্যভামামপ্যবঞ্চয়দিতি সূচয়ন্নাহ—কেশব ইতি ॥ ২৭ ॥

দেবেঽবর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় বৈ।
স্বসুতাং গান্দিনীং প্রাদাত্ততোঽবর্ষৎ স্ম কাশিষু ॥ ৩২ ॥
তৎসুতস্তৎপ্রভাবোঽসাবক্রূরো যত্র যত্র হ।
দেবোঽভিবর্ষতে তত্র নোপতাপা মারিকাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—[তাঁহারা অক্রূরের ঐরূপ প্রভাব ছিল বলিয়া তাহাতে কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়া থাকেন—এক সময়ে] কাশীষু (কাশীপ্রদেশে) দেবে অবর্ষতি [সতি] (দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ না করিলে) কাশীশঃ (কাশীরাজ) স্বসুতাং তাং গান্দিনীম্ (নিজকন্যা প্রসিদ্ধা গান্দিনীকে) আগতায় শ্বফল্কায় বৈ (সমাগত শ্বফল্কের করেই) প্রাদাৎ (সম্প্রদান করেন)। ততঃ (তৎপরেই) [দেবঃ] অবর্ষৎ স্ম (ইন্দ্র বর্ষণ করেন)। তৎসুতঃ (সেই শ্বফল্কের পুত্র) তৎপ্রভাবঃ (তাঁহারই মত প্রভাবশালী) অসৌ অক্রূরঃ (ঐ অক্রূর) যত্র যত্র [বসতি] (যে যে স্থানে অবস্থান করেন) দেবঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) [তত্র তত্র] হ (সেই সেই স্থানেই) অভিবর্ষতে (বর্ষণ করেন) তত্র (সেই সেই স্থানে) উপতাপাঃ ন মারিকাঃ [চ] ন [ভবন্তি] (রোগাদি উপতাপ ও মারীভয় উপস্থিত হয় না) ॥ ৩২-৩৩ ॥

শ্বশুর সত্রাজিতের সেই সকল ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন ॥ ২৮ ॥ সত্রাজিতকে বধ করিয়া মণি হরণ করিবার বিষয়ে যাহারা শতধন্বাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বার বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যধিক ভীত হইয়া দ্বারকা হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কোন কোন ঋষি পূর্ব্ববর্ণিত ভগবন্মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া "অক্রূর দেশান্তরে চলিয় গেলেই দ্বারকাবাসী জনগণের পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্পাদি নানাবিধ অরিষ্টদর্শন এবং শারীরিক, মানসিক, দৈবিক ও ভৌতিক নানাপ্রকার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল" ইহা উপদেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐরূপ উপদেশ ঠিক নহে। মুনিগণ যাঁহাতে অবস্থান করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থলে অক্রূরের অনুপস্থিতিমাত্রেই অরিষ্টদর্শন ও সন্তাপাদি ঘটিতে পারে কি? [ভগবদিচ্ছাই জনগণের অরিষ্টদর্শনাদির কারণ; অক্রূরের অনুপস্থিতি নহে] ॥ ২৮-৩১ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা অক্রূরের ঐরূপ প্রভাব ছিল বলিয়া তাহাতে কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য এইরূপ বলিয়া থাকেন—এক সময়ে কাশীপ্রদেশে দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ না করিলে কাশীরাজ নিজকন্যা প্রসিদ্ধা গান্দিনীকে সমাগত শ্বফল্কের করে সম্প্রদান করেন; তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন। সেই শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর পিতারই মত প্রভাবশালী ছিলেন; ঐ অক্রূর যে যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই সেই স্থানেই দেবরাজ বর্ষণ করেন; সেই সেই স্থানেই রোগাদি উপতাপ ও মারীভয় উপস্থিত হয় না ॥ ৩২-৩৩ ॥

শ্রীধর—বন্ধোঃ সত্রাজিতঃ, সাম্পরায়িকাঃ পারলৌকিক্যঃ ॥ ২৮ ॥ ব্যবতুর্দ্বারকায়াঃ সকাশাৎ ক্বাপি পলায়িতৌ। প্রযোজকৌ মণিহরণে শতধন্বনঃ প্রবর্ত্তকৌ, তত্রাক্রূরঃ কৃষ্ণানুমতেনৈব গতঃ, কৃতবর্ম্মা তু তৎপক্ষপাতপ্রাকট্যভয়াদিবোপেক্ষিত ইতি গম্যতে। কথমন্যথা সর্ব্বজ্ঞেশ্বরবঞ্চনং তয়োঃ সম্ভবতীতি ॥ ২৯ ॥ তদেবং বারাণস্যাং দানপতিসমাখ্যয়া মণিহস্তেঽক্রূরে রুক্মবেদিকৈর্মহাধ্বরৈর্যজমানে নিবসতি পুনঃ শ্রীকৃষ্ণেনৈব প্রস্থাপিতোঽক্রূর ইতি কর্ণে কর্ণে জপতি জনে, সত্যভামায়ামাদীনামপ্যবিশ্বাসে, জনসংগ্রহায় অক্রূরং সমাহূয় সাক্ষেপং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাহ, ইদঞ্চ ভগবন্মতং সঙ্গোপ্য কেচন ঋষয়োঽন্যৎ কারণমক্রূরানয়নে বর্ণয়ন্তি, তদ্যথাশ্রুতং দূষয়িতুমনুবদতি—অক্রূরে প্রোষিত ইতি ॥ ৩০ ॥

ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা নৈতাবদিহ কারণম্।
ইতি মত্বা সমানায্য প্রাহাক্রূরং জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৪ ॥
পূজয়িত্বাভিভাষ্যৈনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ।
বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ হ ॥ ৩৫ ॥
নন্বু দানপতে! ন্যস্তস্ত্বয্যাস্তে শতধন্বনা।
স্যমন্তকো মণিঃ শ্রীমান্ বিদিতঃ পূর্ব্বমেব নঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অক্রূর কাশীপ্রদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তৎকালে ভগবদিচ্ছায় জনগণের নানাবিধ অরিষ্টদর্শনাদিও ঘটিতেছিল এবং জনগণও কাণাকাণি করিতেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই স্যমন্তক মণি দিয়া অক্রূরকে অন্যত্র পাঠাইয়াছেন, এই জন্যই আমাদিগের নানাবিধ উৎপাত দেখা দিয়াছে। [তখন] জনার্দ্দনঃ (জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ) [একে যথা উপদিশন্তি] ইতি (কোন কোন ঋষি যেরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ) বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা (সেই সময়কার কোন কোন বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া) "ইহ (এই সকল অরিষ্টাদি উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে) এতাবৎ কারণং ন [ভবতি] (অক্রূরের অনুপস্থিতিমাত্র কারণ নহে), [কিন্তু মম ইচ্ছা] (কিন্তু আমার ইচ্ছাই কারণ)" ইতি মত্বা (ইহা মনে করিয়া) [লোকাপবাদনিরাকরণায়] (ঐ লোকাপবাদ দূর করিবার জন্য) অক্রূরং সমানায্য (অক্রূরকে আনাইয়া) প্রাহ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৪ ॥

বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ (কৃষ্ণঃ) (সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বচিত্তজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এনম্ অভিভাষ্য পূজয়িত্বা, (অক্রূরকে সম্ভাষণ ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া) প্রিয়াঃ কথাঃ কথয়িত্বা [চ] (এবং অন্যান্য প্রিয় কথা কহিয়া) স্ময়মানঃ [সন্] (হাসিতে হাসিতে) উবাচ হ (বলিলেন) ॥ ৩৫ ॥

নন্বু দানপতে! (হে দানপতে!) শতধন্বনা ন্যস্তঃ (শতধন্বা কর্ত্তৃক ন্যস্ত) শ্রীমান্ স্যমন্তকঃ (শ্রীসম্পন্ন স্যমন্তক মণি) ত্বয়ি আস্তে (আপনার নিকট আছে)। পূর্ব্বম্ এব (পূর্ব্বেই) [সঃ ত্বয়ি আস্তে ইতি] (সেই মণি যে আপনার নিকট আছে, ইহা) নঃ বিদিতঃ (আমাদের জানা ছিল) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অক্রূর কাশীপ্রদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন; তৎকালে ভগবদিচ্ছায় জনগণের নানাবিধ অরিষ্টদর্শনাদিও ঘটিতেছিল এবং জনগণও কাণাকাণি করিতেছিল যে,—শ্রীকৃষ্ণই স্যমন্তক মণি দিয়া অক্রূরকে অন্যত্র পাঠাইয়াছেন; এই জন্যই আমাদিগের নানাবিধ উৎপাত দেখা দিয়াছে। তখন জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ কোন কোন ঋষি যেরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই সময়কার কোন কোন বৃদ্ধের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া "এই সকল অরিষ্টদর্শনাদি উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে অক্রূরের অনুপস্থিতিমাত্র কারণ নহে, কিন্তু আমার ইচ্ছাই কারণ" ইহা মনে করিয়া ঐ লোকাপবাদ দূর করিবার জন্য অক্রূরকে কাশী হইতে আনাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বচিত্তজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে সম্ভাষণ ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া এবং অন্যান্য প্রিয় কথা কহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে দানপতে! শতধন্বা আপনার নিকটে শ্রীসম্পন্ন স্যমন্তক মণি গচ্ছিত রাখিয়াছে; উহা এক্ষণে আপনার নিকটে আছে। ঐ মণি যে আপনার নিকটে আছে, ইহা পূর্ব্বেই আমাদের জানা ছিল ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর—দূষয়তি—ইতীতি। অঙ্গ! যে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যং বিস্মৃত্যেতি। তদেবাহ—মুনিবাসনিবাস ইতি। মুনীনাং বাসো যস্মিন্ স মুনিবাসঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য নিবাসে সতি অক্রূরাপগমমাত্রেণারিষ্টদর্শনং কিং ঘটেত? তদিচ্ছাং বিনা ন ঘটেতেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ পুনস্তমতমেবানুবর্ণয়তি—দেব ইতি। কাশিষু দেশেষু দেবে মঘবতি অবর্ষতি সতি ॥ ৩২-৩৩ ॥

সত্রাজিতোঽনপত্যত্বাদ্ গৃহ্ণীয়ুর্দুহিতুঃ সুতাঃ।
দায়ং নিনীয়াপঃ পিণ্ডান্ বিমুচ্যর্ণঞ্চ শেষিতম্ ॥ ৩৭ ॥
তথাপি দুর্দ্ধরস্ত্বন্যৈস্তয্যাস্তাং সুব্রতে মণিঃ।
কিন্তু মামগ্রজঃ সম্যঙ্ ন প্রত্যেতি মণিং প্রতি ॥ ৩৮ ॥
দর্শয়স্ব মহাভাগ! বন্ধূনাং শান্তিমাবহ।
অব্যুচ্ছিন্না মখাস্তেঽদ্য বর্ত্তন্তে রুক্মবেদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—সত্রাজিতঃ অনপত্যত্বাৎ (আমার শ্বশুর সত্রাজিতের পুত্র নাই বলিয়া) দুহিতুঃ সুতাঃ (তাঁহার দৌহিত্রগণই) অপঃ পিণ্ডান্ [চ] (জল ও পিণ্ড) নিনীয় (প্রদান করিয়া) ঋণং চ বিমুচ্য (এবং ঋণ পরিশোধ করিয়া) শেষিতাং দায়ং গৃহ্ণীয়ুঃ (অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য ধন গ্রহণ করিবে) ॥ ৩৭ ॥

তথাপি (তাহা হইলেও) অন্যৈঃ দুর্দ্ধরঃ [সঃ] মণি তু (ঐ স্যমন্তক মণি অন্যের ধারণ করা দুঃসাধ্য, সুতরাং ঐ মণি) সুব্রতে ত্বয়ি [এব] আস্তাম্ (ব্রহ্মচর্য্যাদি গুণসম্পন্ন আপনার নিকটেই থাকুক), কিন্তু মণিং প্রতি (কিন্তু মণির বিষয়ে) অগ্রজঃ [অপি] (আমার অগ্রজ বলরামও) মাং (আমাকে) সম্যক্ ন প্রত্যেতি (সম্যক্ বিশ্বাস করিতেছেন না)। [সকলেই মনে করিতেছেন আমিই মণি লুকাইয়া রাখিয়াছি] ॥ ৩৮ ॥

অতঃ (অতএব) মহাভাগ। (হে মহাভাগ।) [মণিং] দর্শয়স্ব (আপনি একবার মণিটি প্রদর্শন করান), বন্ধূনাং শান্তিম্ আবহ (বন্ধুগণের শান্তি বিধান করুন), [নতুবা সকলেই মণি আমার নিকটে আছে এইরূপ ধারণা করিবেন এবং তাহাতে স্বজনগণের মধ্যে অশান্তি দেখা দিবে। মণি আপনার নিকটে নাই ইহাও বলিতে পারেন না, কারণ ঐ মণির প্রভাবেই] অদ্য [অপি] (এখন পর্য্যন্তও) তে (আপনার) রুক্মবেদয়ঃ (স্বর্ণবেদিবিশিষ্ট) মখাঃ (যজ্ঞ সকল) অব্যুচ্ছিন্নাঃ (অব্যাহত হইয়া) বর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হইতেছে) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আমার শ্বশুর সত্রাজিতের পুত্র নাই বলিয়া তাঁহার দৌহিত্রগণই জল ও পিণ্ড প্রদান করিয়া এবং মাতামহের ঋণ পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য ধন লাভ করিবে ॥ ৩৭ ॥ তাহা হইলেও ঐ স্যমন্তক মণি ধারণ করা অন্যের দুঃসাধ্য; আপনি ব্রহ্মচর্য্যাদি গুণসম্পন্ন; সুতরাং ঐ মণি আপনার নিকটেই থাকুক। কিন্তু মণির বিষয়ে আমার অগ্রজদেবও আমাকে সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, সকলেই মনে করিতেছেন—আমিই মণি লুকাইয়া রাখিয়াছি ॥ ৩৮ ॥ অতএব হে মহাভাগ! আপনি একবার মণিটি প্রদর্শন করান; বন্ধুগণের শান্তি বিধান করুন; নতুবা সকলেই মনে করিবেন—মণি আমার নিকটেই আছে; তাহাতে স্বজনগণের মধ্যে অশান্তি দেখা দিবে। মণি আপনার নিকটে নাই, ইহাও আপনি বলিতে পারেন না; কারণ ঐ মণির প্রভাবেই এখনও আপনার স্বর্ণবেদিকাযুক্ত যজ্ঞ সকল অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—ইতি এবম্ভূতম্ অক্রূরমহিমপ্রতিপাদনপরং বৃদ্ধানাং বাক্যং শ্রুত্বা সত্যমেবং তথাপ্যেতাবদেব কারণং ন ভবতি, কিন্তু মণেরপ্যাগম ইতি মত্বেত্যেতদন্তং পরমতম্ ॥ ৩৪ ॥ বিজ্ঞাতমখিলং যেন স চাসৌ অতএব চিত্তজ্ঞঃ। অয়ং ভাবঃ—মহাভাগবতস্যাস্য ময়া দত্তেঽপি মণাবপেক্ষা নাস্ত্যেব। যস্মাদাহূতো মণিনা সহৈবাগত ইতি জানেতি ॥ ৩৫-৩৬ ॥

এবং সামভিরালব্ধঃ শ্বফল্কতনয়ো মণিম্।
আদায় বাসসাচ্ছন্নং দদৌ সূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৪০ ॥
স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ।
বিমৃজ্য মণিনা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥
যস্ত্বেতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণো-বীর্য্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলঞ্চ।
আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্বা দুষ্কীর্ত্তিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] এবং (এইরূপে) [কৃষ্ণেন] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) সামভিঃ আলব্ধঃ (প্রিয়বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া) শ্বফল্কতনয়ঃ (শ্বফল্কপুত্র অক্রূর) বাসসাচ্ছন্নং (বসনাবৃত) সূর্য্যসমপ্রভং মণিম্ (সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী মণি) আদায় (বাহির করিয়া) [কৃষ্ণায়] দদৌ (শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন) ॥ ৪০ ॥

বিভুঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) স্যমন্তকং জ্ঞাতিভ্যঃ দর্শয়িত্বা (সেই স্যমন্তক মণি জ্ঞাতিগণকে দেখাইয়া) মণিনা (ঐ মণি প্রদর্শনের দ্বারা) আত্মনঃ রজঃ বিমৃজ্য (শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমেই অক্রূর মণি লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন" এই লোকাপবাদ দূর করতঃ) ভূয়ঃ (পুনরায়) তস্মৈ (অক্রূরকেই) [মণিং] প্রত্যর্পয়ৎ (মণি প্রত্যর্পণ করিলেন) ॥ ৪১ ॥

যঃ তু (যিনি) ঈশ্বরস্য ভগবতঃ বিষ্ণোঃ (ভগবান্ বিষ্ণুর) বীর্য্যাঢ্যং (প্রভাবসম্পন্ন), বৃজিনহরং (দুঃখনাশক) সুমঙ্গলং চ (ও মঙ্গলজনক) এতৎ আখ্যানং (এই স্যমন্তকোপাখ্যান) পঠতি শৃণোতি অনুস্মরেৎ বা (পাঠ, শ্রবণ কিম্বা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন), [সঃ] (তিনি) দুষ্কীর্ত্তিং দুরিতং [চ] (দুষ্কীর্ত্তি ও পাপ) অপোহ্য (দূর করিয়া) শান্তিং যাতি (শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্বফল্কতনয় অক্রূর এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রিয়বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া বসনাবৃত সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী স্যমন্তক মণি বস্ত্রের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলেন ॥ ৪০ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্যমন্তক মণি জ্ঞাতিগণকে দেখাইয়া ঐ মণি প্রদর্শনের দ্বারা "শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমেই অক্রূর মণি লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন" এই লোকাপবাদ দূর করতঃ পুনরায় অক্রূরকে মণি অর্পণ করিলেন ॥ ৪১ ॥ পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর প্রভাবপ্রকাশক দুঃখনাশক ও মঙ্গলজনক এই স্যমন্তকোপাখ্যান যিনি পাঠ, শ্রবণ কিম্বা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন, তিনি দুষ্কৃতি ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধর—ততঃ কিমত আহ—সত্রাজিত ইতি। অপঃ পিণ্ডাংশ্চ নিনীয় দত্ত্বা ঋণঞ্চ বিমুচ্য অপাকৃত্য শেষিতম্-বশিষ্টং দায়ং। দুহিতুঃ সত্যভামায়াঃ সুতা গৃহ্ণীয়ুরিতি শাস্ত্রম্। তথাচ স্মরন্তি—"পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরো ভ্রাতরস্তথা তৎসুতা গোত্রজা বন্ধুশিষ্যাঃ সব্রহ্মচারিণঃ" ইতি ॥ ৩৭ ॥ অগ্রজোঽপি ন প্রত্যেতি ন বিশ্বসিতীতি ॥ ৩৮ ॥ নাস্তীতি ন বক্তব্যম্, যতোঽস্মাভিরাঃ সন্ততা যথা বর্ত্তন্ত ইতি ॥ ৩৯ ॥ আলব্ধ উক্তো হৃদি স্পৃষ্ট ইতি বা ॥ ৪০ ॥ রজো মিথ্যাভিশাপং সংমৃজ্য অক্রূরৈর্ব্বর ইত্যাদিভিরেণ প্রীত্যা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পিতবানিতি ॥ ৪১ ॥ দুষ্কীর্ত্তিং তন্মূলং দুরিতঞ্চেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

ফেলালব

সত্যভামাকে পত্নীরূপে পাইবার আশা কৃতবর্ম্মার অন্তরে ছিল। এই আশাভঙ্গ হওয়ায় তিনি কৃষ্ণ বিরোধী হন এবং সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

এই সময় হস্তিনাপুর হইতে সংবাদ আসে যে, পাঁচ পুত্র সহ কুন্তী জতুগৃহে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া কৌলিক প্রথানুসারে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম কুরুদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ গান্ধারী সকলের সহিত সমদুঃখী হইলেন। হায়! কি কষ্ট, বলিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। যদিও সর্ব্বজ্ঞ তিনি সকলই জানিতেন যে পাণ্ডবগণ জননী সহিত জতুগৃহ হইতে গোপন পথে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া কৃতবর্ম্মা ও অক্রূর, শতধন্বা নামক এক ব্যক্তিকে উত্তেজিত কবিয়া নিদ্রিত অবস্থায় সত্রাজিতের বধ সাধন এবং মণি হরণ করাইলেন। পিতৃশোকে সত্যভামা বহু বিলাপ করিলেন। পিতৃদেহ তৈলপূর্ণ ভাণ্ডে রক্ষা করিয়া হস্তিনাপুর গেলেন। সকল বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলই জানিতেন, তথাপি মনুষ্যোচিত ব্যবহাবের অনুসরণ পূর্ব্বক, হা কষ্ট বলিয়া বিলাপ করিলেন। ১—৯

শতধন্বা কর্তৃক সত্রাজিতের বধ সংবাদ সত্যভামা মুখে অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সত্যভামা সহ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন। কি উপায়ে শতধন্বাকে নিধন করিয়া মণি উদ্ধার করা যায় শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। শতধন্বা প্রাণভয়ে কৃতবর্ম্মা ও অক্রূরেব সাহায্য প্রার্থনা করিল, কারণ দুইজনই তাহাকে সত্রাজিত বধে প্ররোচনা দেন।

কৃতবর্ম্মা বলিলেন—“শুন শতধন্বা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূল কার্য্য করিতে আমার শক্তি নাই। আমা অপেক্ষা অনেক বড় যে কংস জরাসন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধিতা করিয়া তারাও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। কংস ত জীবনই হারাইয়াছে। জরাসন্ধ ত সতরবার হারিয়া শেষে রথহীন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে বিরোধী তার জীবনে মঙ্গলের আশা নাই”। অক্রূর বলিলেন, শোন ভাই, শ্রীকৃষ্ণ কে, তাই বলি। এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-সংহার কার্য্য তিনিই করেন। যখন লীলায় আসেন, ব্রহ্মা পর্য্যন্ত মোহিত হন। কিছুই বুঝিতে পারেন না। যখন কৃষ্ণের বয়স সাত বৎসর তখন অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধনগিরিকে এক হাতে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, শিশু যেমন ছাতা ধরে সেই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত-কর্মা, অনন্ত অনাদি সর্ব্বান্তর্য্যামী। আমি কেবল তাঁহার চরণে প্রণাম করি। বিরোধিতা করার কথা কল্পনাও করিতে পারি না।

শতধন্বা তখন অক্রূরের নিকট মণিটা রাখিয়া দ্রুতগামী অশ্বে পলায়নপর হইল। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ রথে তার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। মিথিলার নিকটে গিয়া শতধন্বার ঘোড়া ভূপতিত হইলে সে পদব্রজে দৌড়িল। শ্রীকৃষ্ণ অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিলেন। চক্র দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু তাহার বস্ত্র মধ্যে স্যমন্তক পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলদেবকে বলিলেন, “অকারণ শতধন্বাকে মারিলাম, তার কাছে মণি নাই।” বলদেব বলিলেন “নিশ্চয়ই দ্বারকায় কাহারও কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছে—তুমি গিয়া খোঁজ কর।

আমি আমার বন্ধু বিদেহরাজের সঙ্গে দেখা করিতে যাই।" এই বলিয়া বলদেব মিথিলায় গমন করিলেন। ১০—২৪

মহাত্মা জনক বিদেহরাজ। বলদেব তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। জনক সানন্দচিত্তে পূজ্য বলদেবের পূজা করিলেন। তাঁহার প্রীতি ব্যবহারে সুখী হইয়া বলদেব কয়েক বৎসর সেখানে কাটাইলেন। দুর্য্যোধন এই সময় বলদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিবার জন্য। বলদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই সময় দূরে আছেন দেখিয়াই দুর্য্যোধন এই সময়টা বাছিয়া দিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া সত্যভামাকে বলিলেন, তোমার পিতৃহন্তাকে বধ করিয়া আসিলাম। তবে তাহার নিকট স্যমন্তক পাওয়া গেল না, ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ শ্বশুর সত্রাজিতের শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করিলেন। শতধন্বার বধ বৃত্তান্ত জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে কৃতবর্মা ও অক্রূর পলায়ন করিলেন।

অক্রূর দ্বারকা হইতে চলিয়া গেলে সেখানকার নবনারীর আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক নানাবিধ দুঃখ উপস্থিত হইল। অমঙ্গলের কারণ অনেকেই মনে করিলেন অক্রূরের অনুপস্থিতি। কোনও এক সময় কাশীরাজ্যে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় কাশীরাজ অক্রূরের পিতা শ্বফল্ককে গৃহে নিয়া নিজ কন্যা গান্দিনীকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তৎপরে বর্ষণ হইয়াছিল। শ্বফল্ক-গান্দিনীর পুত্রই অক্রূর। পিতৃতুল্য প্রভাব অক্রূরেরও আছে এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। অক্রূর যেখানে থাকেন সেখানে অনাবৃষ্টি থাকে না, বিবিধ সন্তাপ ও মহামারী ভয় থাকে না, এইরূপে অনেকে বিশ্বাস করেন, বিশেষতঃ বৃদ্ধগণ। এইসব কথা শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধদের মুখে মুখে শুনিলেন। কিন্তু কেবল অক্রূরের অনুপস্থিতি হেতুই অমঙ্গল ইহা তিনি মনে করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে অক্রূরের সঙ্গে স্যমন্তক আছে। সে তাহা লইয়াই পলায়ন করিয়াছে। এই মণির অনুপস্থিতিই অমঙ্গলের কারণ হইবে। শ্রীশুকদেব বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজমান যেখানে, সেখানে কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে না, কৃষ্ণ ইচ্ছা ছাড়া। "মুনিধামনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্"। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ অনুসন্ধান করিয়া অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন।' ২৫—৩৪

ভয়ে পলায়িত অক্রূরকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আনিলেন। তিনি তাঁহাকে সম্মান করিলেন, বিবিধ প্রিয় কথা দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অখিল জীবের চিত্তের ভাবের জ্ঞাতা। তিনি হাস্যময় বদনে অক্রূরকে কহিলেন, 'স্যমন্তক মণি যে শতধন্বা তোমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন ইহা আমি জানি। মণিটি সত্যভামার পিতার, সকলেই জানে। সত্যভামার ভাই নাই। সুতরাং সত্রাজিতের সম্পদের অধিকারী দৌহিত্র সম্বন্ধে সত্যভামার পুত্রেরা। তারাই পিণ্ড দান করিবে, ঋণ থাকিলে শোধ করিবে, ধনের উত্তরাধিকারী হইবে। তথাপি ঐ মণি আমি তাদের জন্য চাই না। তুমি সজ্জন, তোমার কাছেই উহা থাকুক। কিন্তু এই মণি লইয়া এত কাণ্ড হইল, শেষ পর্য্যন্ত দাদা বলদেবও পর্য্যন্ত এ মণি বিষয়ে আমাকে সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। হয়ত বা এই জন্যই তিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে আছেন। তুমি আমাকে দেখাও, আমি সবাইকে দেখাই, বন্ধুদের মধ্যে শান্তি হউক। সকলের সংশয় দূর হউক। তোমার কাছে মণি নাই এমন কথা তুমি বলিও না। তোমার গৃহে নিত্য স্বর্ণবেদীময় যজ্ঞ চলিতেছে, ইহাতেই বুঝা যায় মণি কোথায় আছে।'

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ শান্তভাবে তিরস্কৃত হইয়া বস্ত্রাবৃত সূর্য্যতুল্য স্যমন্তক শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মীয় স্বজন ডাকিয়া মণি দেখাইলেন। শতধন্বাকে বধান্তে মণি শ্রীকৃষ্ণেরই করতলগত আছে এইরূপ সন্দেহ যাহাদের মনে ছিল তাহাদের সন্দেহ গেল। ফলে নিত্যপূত শ্রীকৃষ্ণের যে মিথ্যামালিন্য তাহা দূরীভূত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বপূর্ণ এই বৃত্তান্ত। ইহা মঙ্গলদ ও পাপঘ্ন। যিনি এই লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করেন তাঁহার সকল পাপ দূব হয়, মিথ্যা কলঙ্ক ঘুচিয়া যায়, পরম শান্তিলাভ ঘটে। ৩৫—৪২ ॥

লীলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

ছাপ্পান্ন সাতান্ন দুই অধ্যায় স্যমন্তকোপাখ্যান। নিত্য অষ্টভার স্বর্ণপ্রসূ সর্ব্ব অমঙ্গলনাশী স্যমন্তক মণি সূর্য্যদেব দিয়াছিলেন তাঁহার ভক্ত সত্রাজিতকে। শ্রীকৃষ্ণ উহা চাহিয়াছিলেন যদুরাজ উগ্রসেনের জন্য, সত্রাজিত দেন নাই। এই হেতু ঐ মঙ্গলময় মণি অনেক অমঙ্গলের হেতু হইয়া উঠিল।

সত্রাজিতের ভাই প্রসেনজিৎ মণি ধারণ করিয়া মৃগয়ায় যায়। সিংহ তাকে বধ করে। জাম্ববান্ সিংহ-বধ করিয়া মণি পায়। দুর্নাম রটে শ্রীকৃষ্ণের—ঐ মণি প্রসেনকে মারিয়া বুঝি কৃষ্ণই নিয়াছেন। মিথ্যা কলঙ্ক দূর কবিতে আবার স্বজনসহ শ্রীকৃষ্ণ বাহির হন। পথে সিংহের হস্তে নিহত প্রসেন আছে দেখিলেন। চিহ্নাদি দেখিয়া অনুমান করিতে করিতে জাম্ববানের গৃহে পৌঁছেন। বাইশ দিন তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শেষে জাম্ববান্ বুঝিলেন যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আরাধ্য শ্রীরামচন্দ্র। তিনি নিজকন্যা জাম্ববতীসহ মণি শ্রীকৃষ্ণহস্তে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া সত্রাজিতকে মণি দিয়া দেন। তাঁহার অন্তরে যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মিথ্যা ভাবনা জাগিয়াছিল, এই অপরাধ ক্ষালনের জন্য তিনি নিজকন্যা সত্যভামা সহ মণি পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মণি না রাখিয়া উহা সত্রাজিতের হাতেই রাখেন।

সত্যভামার প্রতি কৃতবর্মার লোভ ছিল। সে শতধন্বাকে প্ররোচনা দিয়া সত্রাজিতের প্রাণনাশ করায়। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন হস্তিনাপুর। সত্যভামা হস্তিনাপুর গিয়া সব ঘটনা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ ছুটিয়া আসিয়া শতধন্বাকে বধ করেন। কিন্তু মণিটা তাহার নিকট পাওয়া যায় নাই। শতধন্বা মণি রাখিয়াছিল অক্রূরের নিকট। শতধন্বার নিকট যে মণি পাওয়া যায় নাই ইহা লইয়া দ্বারকাবাসী বন্ধুদের মনে নানা কথা আলোচনা চলে। বলভদ্রের মনেও যেন কেমন একটা রেখাপাত হয়। তিনি দ্বারকা ছাড়িয়া অনেকদিন গিয়া মিথিলায় থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিন অক্রূরকে ডাকিয়া মিষ্টভাষায় বলেন যে—মণিটি তুমি দিয়া দাও, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হউক। অক্রূর মণি দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা সবাইকে দেখাইলেন। মিথ্যা কলঙ্ক দূর হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ মণিটি আবার সুব্রত অক্রূরের নিকটেই রাখিয়া দিলেন।

১। স্যমন্তক মণিটি শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন বৃদ্ধ যদুরাজ উগ্রসেনের জন্য ; অমন মণি রাজগৃহেই শোভা পাওয়া উচিত, এই জন্য। সত্রাজিত দিলেন না। এই হেতু মণিতে অভিশাপ লাগিল। ভগবত্য-সমর্প্য স্বয়মগ্রভোজিনঃ সর্ব্বানিষ্টনিবর্ত্তকমপি বস্তু সর্ব্বানিষ্টহেতুর্ভবতি। ভগবান্‌কে অর্পণ না করিয়া যে বস্তু ভোগী নিজে ভোগ করে, সেই বস্তু অনিষ্টনাশক হইলেও অনিষ্টহেতু হইয়া পড়িবে।

২। জাম্ববানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ এত দীর্ঘদিনস্থায়ী হইল কেন? শ্রীভগবানের চিত্তে জাগিয়াছিল যুযুৎসা—যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা। কেশী, চাণূর, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির সঙ্গে এত যুদ্ধ করিয়াও সাধ মিটে নাই। কারণ তাহাদের শক্তি অল্প। তাই ইচ্ছা করিলেন প্রায় সমবল স্বভৃত্যের সহিত লড়াই করিয়া যুদ্ধসুখ ভোগ করিবেন। আবার জাম্ববান্ যে লঙ্কার যুদ্ধে এত লড়াই করিয়াছেন বানরসেনার সঙ্গে, তাহাতে তাঁহারও বীররসসুখের ভোগ হয় নাই। ভক্ত জাম্ববান্‌ও যাহাতে নিজপ্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বীররসের আস্বাদন করিতে পারেন, এই জন্য। যোগমায়া লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এমনভাবে আবরণ করিলেন যে, জাম্ববান্ তাঁহাকে নিজপ্রভু বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। ভক্ত ভগবানের আনন্দের জন্য এই দীর্ঘদিনের যুদ্ধ ঘটিল।

৩। জাম্ববান্ যখন শ্রীকৃষ্ণকে চিনিলেন পরমবস্তু বলিয়া, তখন যে বিশেষণগুলি তাঁহাকে দিলেন, সেগুলির মধ্যে জীবেশ্বরের ভেদটি ধ্বনিত হইয়াছে। "আপনি সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু, আমি ব্যাপ্য। আপনি পুরাণপুরুষ, আমি অর্ব্বাচীন। আপনি প্রভবিষ্ণু, আমি প্রভাবহীন। আপনি অধীশ্বর, আমি ঈশিতব্য। আপনি ব্রহ্মাদিরও স্রষ্টা, আমি ব্রহ্মসৃষ্ট। আপনি সংহর্ত্তা, আমি অন্তকসংহার্য্য। আপনি জীবগণের আত্মা, পরমাত্মা, আমি জীব মাত্র। সুতরাং আমার সঙ্গে আপনার যুদ্ধ, পতঙ্গের সঙ্গে গরুড়ের যুদ্ধের মত। 'পতঙ্গেন গরুড়স্য ইব।'

৪। সত্রাজিতের বধের জন্য কৃতবর্ম্মা ও অক্রুর শতধন্বাকে নিযুক্ত করিলেন কেন? সত্রাজিত তাঁহার কন্যাকে কৃতবর্মাকে দান করিবেন এইরূপ কথা দিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে অপরাধ করিয়াছেন তাহা ক্ষালনের জন্য মণি সহ কন্যা তাঁহাকে দেন। কৃতবর্মার রাগের এই হেতু। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের নামে মিথ্যাপবাদ দিয়াছেন বলিয়াই ক্রোধযুক্ত হইয়া ভক্তপ্রবর কৃতবর্মা ও অক্রুর তাঁহার বধের জন্য শতধন্বাকে প্রবর্ত্তনা দিলেন। শতধন্বা লোকটি কুবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল এবং সত্রাজিতের প্রতি তাহার অন্য কারণে বৈরভাব ছিল। অথ ভগবন্মিথ্যাপবাদ-খ্যাপকে সত্রাজিতি মহাক্রোধেনৈব ভক্তপ্রবরাভ্যাং অক্রুরকৃতবর্মভ্যাং তদ্বধে শতধন্বপ্রবর্ত্তনার্থমেব তাদৃশমুক্তমিতি প্রাহুঃ। শতধন্বা মূলতঃ এবং কুবুদ্ধিঃ সত্রাজিতি বদ্ধবৈরশ্চ।

৫। শ্বশুর-হত্যাকারী শতধন্বাকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার কাছে মণি পাইলেন না। তিনি দাদা বলভদ্রকে বলিলেন, শতধন্বার নিকট মণি পাই নাই। বলভদ্র জানেন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ। মণি কোথায় নিশ্চয়ই জানেন। জানিয়াও এইরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য কি আমাকে না জানাইয়া কোন প্রিয়জনকে মণি দান করা। এইরূপ ভাবিয়া বলভদ্র অন্তরের কোপ গোপন রাখিয়া মুখে বলিলেন—তুমি দ্বারকায় গিয়া

মণির অনুসন্ধান কর। আমি দ্বারকায় যাইব না, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার প্রিয়াকে মণি দান কর গিয়া। সর্ব্বজ্ঞস্যৈবং চেষ্টিতং মদ্বঞ্চনায়ৈবেতি মত্বা তন্মোহিতত্বাদেব তং প্রতি গূঢ়মন্যুরাহ, ত্বদীয়-দ্বারকায়ামপি অহং ন যাস্যামি। ত্বং স্বপ্রিয়ায়ৈ মণিং স্বচ্ছন্দেনৈব দেহীতি ভাবঃ। মণিরত্নাদি অর্থ কিরূপ অনর্থ ঘটাইতে পারে এইটি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বলদেবও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করিয়া বহুদিন দ্বারকায় অনুপস্থিত থাকিলেন। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের নিকট মণি চাহিবার সময় বলিয়াছিলেন।

কিন্তু মামগ্রজঃ সম্যঙ্ ন প্রত্যেতি মণিং প্রতি (১০।৫৭।৩৮) "মণিঃ ত্বয়ি আস্তাং"—অক্রূর মণিটি তোমার কাছেই থাকুক। কিন্তু অগ্রজ বলদেবও মণিবিষয়ে আমাকে সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। দাদা সন্দিগ্ধচিত্ত, ইহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতীব দুঃখের—এই জন্য বলিলেন অক্রূর তুমি মণিটি সকলকে দেখাইতে দিয়া—"বন্ধূনাং শান্তিমাবহ" বন্ধুগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।

৬। এই স্যমন্তক মণির ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ যে কত নির্লোভ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্থিরচিত্ত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। যতবার হাতে মণি আসিল ততবারই তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন ও অন্যের হাতে রাখিয়া বলিলেন, তোমার কাছে থাকা আমার কাছে থাকা একই কথা।

৭। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, স্বরূপে সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু লীলাবিহারী স্বরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞ নহেন। লীলায় অসর্ব্বজ্ঞের অভিনয়কারী। এই দুইটি ভাবের বিরোধে লীলায় অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এই দুইটি ভাবের মাখামাখিই লীলার প্রাণ।

———

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

একদা পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রতীতান্ পুরুষোত্তমঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ শ্রীমান্ যুযুধানাদিভির্বৃতঃ॥ ১॥
দৃষ্ট্বা তমাগতং পার্থা মুকুন্দমখিলেশ্বরম্।
উত্তস্থুর্যুগপদ্বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্॥ ২॥
পরিষ্বজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ।
সানুরাগস্মিতং বক্ত্রং বীক্ষ্য তস্য মুদং যযুঃ॥ ৩॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা ও লক্ষ্মণার পাণিগ্রহণ বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] একদা (এক সময়ে) শ্রীমান্ পুরুষোত্তমঃ (শ্রীমান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) যুযুধানাদিভিঃ বৃতঃ [সন্] (সাত্যকি প্রভৃতি জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া) প্রতীতান্ পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুম্ (যাঁহারা জতুগৃহে বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া শ্রুত হইয়াও পুনরায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে জনগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই রাজ্যপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণকে দেখিবার নিমিত্ত) ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ (ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন)॥ ১॥

প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) আগতং মুখ্যম্ ইব (প্রাণ প্রত্যাগত হইলে যেমন যুগপৎ উত্থিত অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হয়, সেইরূপ) বীরাঃ পার্থাঃ (বীর কুন্তীপুত্রগণ) তম্ অখিলেশ্বরং মুকুন্দম্ (সেই সর্বেশ্বর মুকুন্দকে) আগতং দৃষ্ট্বা (সমাগত দেখিয়া) যুগপৎ উত্তস্থুঃ (যুগপৎ উত্থিত হইলেন)॥ ২॥

বীরাঃ (বীর পাণ্ডবগণ) অচ্যুতং পরিষ্বজ্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ) অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ [সন্তঃ] (তদীয় অঙ্গস্পর্শে পাপশূন্য হইয়া) তস্য সানুরাগস্মিতং বক্ত্রং (তাঁহার অনুরাগ ও হাস্যসমন্বিত বদন) বীক্ষ্য (অবলোকন করিয়া) মুদং যযুঃ (পরমানন্দ লাভ করিলেন)॥ ৩॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! একদা শ্রীমান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া যাঁহারা জতুগৃহে বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া শ্রুত হইয়াও পুনরায় দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে জনগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই রাজ্যপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণকে দেখিবার নিমিত্ত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন॥ ১॥ প্রাণ প্রত্যাগত হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন যুগপৎ উত্থিত অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হয়, সেইরূপ বীর কুন্তীপুত্রগণ সেই সর্বেশ্বর মুকুন্দকে সমাগত দেখিয়া যুগপৎ উত্থিত হইলেন॥ ২॥ অনন্তর বীর পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ তদীয় অঙ্গস্পর্শে পাপশূন্য হইয়া তাঁহার অনুরাগ ও হাস্যসমন্বিত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন॥ ৩॥

শ্রীধর—অষ্টপঞ্চাশত্তমে তু কৃষ্ণঃ পঞ্চ করেঽগ্রহীৎ। কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং ভদ্রাঞ্চ লক্ষ্মণাম্॥
কালিন্দীং নিজলাভায় তপঃ পরমুপেয়ুষীম্। পরিণেষ্যন্ প্রিয়াবাসমিন্দ্রপ্রস্থমথাগমৎ॥
প্রতীতান্ নষ্টানপি দ্রুপদগৃহে পুনঃ সর্বৈর্দৃষ্টান্। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ॥ ১॥ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি মুখ্যং পঞ্চবৃত্তিং প্রাণমিব॥ ২-৩॥

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমাভ্যাং চাভিবন্দিতঃ ।। ৪ ।।
পরমাসন আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা।
নবোঢ়া ব্রীড়িতা কিঞ্চিচ্ছনৈরেত্যাভ্যবন্দত ।। ৫ ।।
তথৈব সাত্যকিঃ পার্থৈঃ পূজিতশ্চাভিবন্দিতঃ।
নিষসাদাসনেঽন্যে চ পূজিতাঃ পর্য্যুপাসত ।। ৬ ।।
পৃথাং সমাগত্য কৃতাভিবাদন স্তয়াতিহার্দ্দার্দ্রদৃশাভিরম্ভিতঃ।
আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহস্নুষাং পিতৃষ্বসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ ।। ৭ ।।

অন্বয়——অথ (তৎপরে) [কৃষ্ণঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য (যুধিষ্ঠির ও ভীমের) পাদাভিবন্দনং কৃত্বা (চরণ বন্দনা করিয়া) ফাল্গুনং পরিরভ্য (অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করতঃ) যমাভ্যাং চ অভিবন্দিতঃ (নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইলেন।) ।। ৪ ।।

[ততঃ] (তৎপরে) নবোঢা (নবপরিণীতা পাণ্ডবপত্নী) অনিন্দিতা কৃষ্ণা (অনিন্দিতা দ্রৌপদী) কিঞ্চিৎ ব্রীড়িতা [সতী] (কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া) শনৈঃ এত্য (ধীরে ধীরে আসিয়া) পরমাসনে আসীনং কৃষ্ণম্ (শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) অভ্যবন্দত (বন্দনা করিলেন) ।। ৫ ।।

সাত্যকিঃ চ (সাত্যকিও) তথা এব (সেইরূপই) পার্থৈঃ পূজিতঃ অভিবন্দিতঃ [চ সন্] (পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত ও বন্দিত হইয়া) আসনে নিষসাদ (আসনে উপবেশন করিলেন)। অন্যে চ [যাদবাঃ] (অপরাপর যাদবগণও) [পার্থৈঃ] পূজিতাঃ [সন্তঃ] (পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া) পর্য্যুপাসত (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন) ।। ৬ ।।

[অথ কৃষ্ণঃ] (অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পৃথাং সমাগত্য (কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া) কৃতাভিবাদনঃ (তাঁহাকে নমস্কার করিয়া) অতিহার্দ্দার্দ্রদৃশা তয়া অভিরম্ভিতঃ (স্নেহের আবেগে সজলনয়না সেই কুন্তীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত) পরিপৃষ্টবান্ধবঃ [চ সন্] (ও বান্ধবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হইয়া) সহস্নুষাং তাং পিতৃষ্বসারং (পুত্রবধূর সহিত সেই পিতৃষ্বসাকে) কুশলম্ আপৃষ্টবান্ (কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন) ।। ৭ ।।

অনুবাদ—তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বয়োজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণ বন্দনা করিয়া সমবয়সী অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠ নকুল ও সহদেবের নমস্কার প্রাপ্ত হইলেন ।। ৪ ।। তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলে নবপরিণীতা পাণ্ডবপত্নী অনিন্দিতা দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন ।। ৫ ।। সেইরূপ সাত্যকিও পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত ও বন্দিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন এবং অপরাপর যাদবগণও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন ।।৬।। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলে স্নেহের আবেগে কুন্তীদেবীর নয়ন আর্দ্র হইয়া উঠিল; কুন্তীদেবী ঐ অবস্থায় তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বান্ধবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই পিতৃষ্বসা ও তাঁহার পুত্রবধূর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ।। ৭ ।।

শ্রীধর—জ্যেষ্ঠয়োঃ প্রণামং কৃত্বা সমেনালিঙ্গিতঃ কনিষ্ঠাভ্যামভিবন্দিতো বভূব ।। ৪ ।। কৃষ্ণা দ্রৌপদী বহুভার্য্যা সত্যপি নিন্দারহিতা পার্থৈর্নবমচিরম্ উঢ়া পরিণীতা ।। ৫-৬ ।।

তমাহ প্রেমবৈক্লব্য-রুদ্ধকণ্ঠাশ্রুলোচনা।
স্মরন্তী তান্ বহূন্ ক্লেশান্ ক্লেশাপায়াত্মদর্শনম্ ॥ ৮ ॥
তদৈব কুশলং নোঽভূৎ সনাথাস্তে কৃতা বয়ম্।
জ্ঞাতীন্ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ! ভ্রাতা মে প্রেষিতস্ত্বয়া ॥ ৯ ॥
ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ।
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—প্রেমবৈক্লব্যরুদ্ধকণ্ঠা [সা] (স্নেহে বিহ্বল হওয়ায় কুন্তীদেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, এই অবস্থায় তিনি) তান্ বহূন্ ক্লেশান্ (পুত্রগণের প্রতি দুর্য্যোধনের অত্যাচাররূপ পূর্ব্বের বহু ক্লেশ) স্মরন্তী (স্মরণ করতঃ) অশ্রুলোচনা [সতী] (সজল নয়নে) ক্লেশাপায়াত্মদর্শনং তম (যাঁহার ধ্যানমাত্রে ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) আহ (বলিলেন) ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) জ্ঞাতীন্ নঃ (বান্ধব আমাদিগকে) স্মরতা ত্বয়া (স্মরণ করিয়া তুমি) [যদা] (যখন) মে ভ্রাতা (আমার ভ্রাতা অক্রূরকে) প্রেষিতঃ (প্রেরণ করিয়াছিলে), তদা এব (তখনই) নঃ কুশলম্ অভূৎ (আমাদিগের কুশল হইয়াছে), [তদা] (তখনই) তে বয়ং সনাথাঃ কৃতাঃ (তোমার আমাদিগকে সনাথ অর্থাৎ রক্ষকযুক্ত করা হইয়াছিল) ॥ ৯ ॥

বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ (বিশ্বের সুহৃদ্ ও আত্মা) তে (তোমার) স্বপরভ্রান্তিঃ ন অস্তি ("ইনি মিত্র, ইতি শত্রু" এইরূপ ভ্রান্তি নাই); তথাপি (তাহা হইলেও) [ত্বং] (তুমি) স্মরতাং হৃদি স্থিতঃ (স্বীয় ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া) শশ্বৎ (নিরন্তর) [তেষাং] ক্লেশান্ হংসি (তাহাদের ক্লেশ বিনষ্ট করিয়া থাক) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্নেহে বিহ্বল হওয়ায় কুন্তীদেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, এই অবস্থায় তিনি পুত্রগণের প্রতি দুর্য্যোধন যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পূর্ব্বের সেই সকল ক্লেশ স্মরণ করতঃ, যাঁহার ধ্যানমাত্রে ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৮ ॥ হে কৃষ্ণ! বান্ধব আমাদিগকে স্মরণ করিয়া তুমি যখন আমার ভ্রাতা অক্রূরকে সংবাদ লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলে, তখনই আমাদিগের কুশল হইয়াছে এবং তখনই তুমি আমাদিগকে সনাথ করিয়াছ ॥ ৯ ॥ তুমি বিশ্বের সুহৃৎ ও আত্মা; তোমার "ইনি মিত্র, ইনি শত্রু" এইরূপ ভ্রান্তি নাই; তাহা হইলেও তুমি স্বীয় ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদের সকল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—অতিহার্দ্দেন স্নেহেন আর্দ্রে সজলে দৃশৌ যস্যাস্তয়া পরিষক্তঃ। তয়ৈব পরিপৃষ্টা বান্ধবাঃ যস্য সঃ ॥ ৭ ॥ প্রেম্ণা বৈক্লব্যং তেন রুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্যাঃ ক্লেশাপায়ে আত্মনি দর্শনং যস্য তম্, ভজতাং ক্লেশাপায়ায় আত্মানং দর্শয়তীতি বা ॥ ৮ ॥ জ্ঞাতীন্ বন্ধূন্ নোঽস্মান্ যদা ভ্রাতা অক্রূরঃ প্রেষিতঃ ॥ ৯ ॥ জ্ঞাতীনিতি বচনাৎ প্রাপ্তং মোহং বারয়ন্তী স্তৌতি—ন তেঽস্তীতি। তত্র হেতুঃ—বিশ্বস্যেতি! সুহৃচ্চ আত্মা চ তস্য, হংসি নাশয়সি ॥ ১০ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর !।
যোগেশ্বরাণাং দুর্দ্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্ ॥ ১১ ॥
ইতি বৈ বার্ষিকান্ মাসান রাজ্ঞা সোঽভ্যর্থিতঃ সুখম্।
জনয়ন্ নয়নানন্দমিন্দ্রপ্রস্থৌকসাং বিভুঃ ॥ ১২ ॥
একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্।
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ ॥ ১৩ ॥
সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্ত্তুং বিপিনং মহৎ।
বহুব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ (যুধিষ্ঠির কহিলেন) অধীশ্বর। (হে অধীশ্বর।) নঃ (আমাদিগকর্ত্তৃক) কিং শ্রেয়ঃ (কি পুণ্যকর্ম্ম) আচরিতম্ (অনুষ্ঠিত হইয়াছিল), [ইতি] অহং (ইহা আমি) ন বেদ (জানি না), যৎ (যেহেতু) [ত্বং] (তুমি) যোগেশ্বরাণাং দুর্দ্দর্শঃ [অপি] (যোগেশ্বরগণের দুর্দ্দর্শ হইয়াও) কুমেধসাং নঃ দৃষ্টঃ [অসি] (বিষয়াসক্তচিত্ত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলে) ॥ ১১ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] সঃ বিভুঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ইতি (এইরূপে) রাজ্ঞা অভ্যর্থিতঃ [সন্] (রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া) বার্ষিকান্ মাসান (বর্ষার কয়েক মাস) ইন্দ্রপ্রস্থৌকসাং (ইন্দ্রপ্রস্থবাসী জনগণের) নয়নানন্দং জনয়ন্ (নয়নের আনন্দ উৎপাদন করিয়া) সুখম্ [অবসৎ] বৈ (সুখে তথায় বাস করিলেন) ॥ ১২ ॥

একদা (একদিন) পরবীরহা (শত্রুবীরহন্তা) বিজয়ঃ (অর্জ্জুন) সন্নদ্ধঃ (বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক) অক্ষয়সায়কৌ তূণৌ (অক্ষয়-বাণযুক্ত দুইটি তূণ) গাণ্ডীবং ধনুঃ চ (ও গাণ্ডীব নামক ধনু) আদায় (গ্রহণ করিয়া) কৃষ্ণেন সাকং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত) বানরধ্বজং রথম্ আরুহ্য (কপিধ্বজ রথে আরোহণ করতঃ) বিহর্ত্তুং (বিহার করিবার নিমিত্ত) বহুব্যালমৃগাকীর্ণং (বহু হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ) মহৎ বিপিনং প্রাবিশৎ (এক বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিলেন) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে অধীশ্বর! জানি না, আমরা কি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; যেহেতু তুমি যোগিগণের দুর্দ্দর্শ হইয়াও বিষয়াসক্তচিত্ত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলে ॥ ১১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া বর্ষার কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থবাসী জনগণের নয়নের আনন্দ উৎপাদন করতঃ সুখে তথায় বাস করিলেন ॥ ১২ ॥ একদিন শত্রুবীরহন্তা অর্জ্জুন বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অক্ষয় বাণযুক্ত দুইটি তূণ ও গাণ্ডীব নামক ধনু গ্রহণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কপিধ্বজ রথে আরোহণ করতঃ বিহার করিবার নিমিত্ত বহু হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ এক বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীধর—কুমেধসাং বিষয়াসক্তচিত্তানাং দৃষ্টোঽসি ॥ ১১ ॥ সুখমবসদিতি শেষঃ। সুখমভ্যর্থিত ইতি বা ক্রিয়া-সমাপ্তিঃ। বিভুঃ সমর্থঃ ॥ ১২ ॥

তত্রাবিধ্যচ্ছরৈর্ব্ব্যাঘ্রান্ শূকরান্ মহিষান্ রুরূন্।
শরভান্ গবয়ান্ খড়্গান্ হরিণান্ শশশল্লকান্ ॥ ১৫ ॥
তান্ নিন্যুঃ কিঙ্করা রাজ্ঞে মেধ্যান্ পর্ব্বণ্যুপাগতে।
তৃট্পরীতঃ পরিশ্রান্তো বীভৎসুর্যমুনামগাৎ ॥ ১৬ ॥
তত্রোপস্পৃশ্য বিশদং পীত্বা বারি মহারথৌ।
কৃষ্ণৌ দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাম্ ॥ ১৭ ॥
তামাসাদ্য বরারোহাং সুদ্বিজাং রুচিরাননাম্।
পপ্রচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্গুনঃ প্রমদোত্তমাম্ ॥ ১৮ ॥
কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি! কুতো বা কিং চিকীর্ষসি।
মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্ব্বং কথয় শোভনে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—তত্র (সেই বনে) [অর্জ্জুনঃ] (অর্জ্জুন) শরৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) ব্যাঘ্রান্ শূকরান্ মহিষান্ (ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ), রুরূন্ (রুরুমৃগ), শরভান্ (শরভ মৃগ), গবয়ান্ (গবয়), খড়্গান্ (গণ্ডার), হরিণান্ (সাধারণ হরিণ), শশ-শল্লকান্ (শশক ও শল্লকীদিগকে) অবিধ্যৎ (বধ করিলেন) ॥ ১৫ ॥

[অনন্তর] পর্ব্বণি উপাগতে (পর্ব্বসময় উপস্থিত হইলে) কিঙ্করাঃ (অনুচরগণ) মেধ্যান্ (যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপযুক্ত) তান্ (সেই সকল পশু) রাজ্ঞে নিন্যুঃ (রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে লইয়া গেল)। বীভৎসুঃ (অর্জ্জুন) [শ্রীকৃষ্ণের সহিত] পরিশ্রান্তঃ তৃট্পরীতঃ [চ সন্] (পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া) যমুনাম্ অগাৎ (যমুনাতীরে গমন করিলেন) ॥ ১৬ ॥

মহারথৌ কৃষ্ণৌ (মহারথ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) তত্র (সেই যমুনায়) উপস্পৃশ্য (মুখপ্রক্ষালনাদি করতঃ) বিশদং বারি পীত্বা (নির্ম্মল জল পান করিয়া) চারুদর্শনাং কন্যাং (এক সুন্দরী কন্যা) চরন্তীং দদৃশতুঃ (বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন) ॥ ১৭ ॥

[তদা] (তখন) সখ্যা প্রেষিতঃ ফাল্গুনঃ (সখা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত অর্জ্জুন) বরারোহাং (উত্তম নিতম্বশালিনী), সুদ্বিজাং (সুদশনা), রুচিরাননাং (চারুবদনা) প্রমদোত্তমাং (ও রমণীকুলশ্রেষ্ঠা) তাম্ আসাদ্য (সেই কন্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—সুশ্রোণি। (হে সুন্দরি!) ত্বং কা? (তুমি কে?) কস্য [পুত্রী] অসি? (কাহার কন্যা?) কুতঃ বা [আগতা অসি?] (কোথা হইতে আসিয়াছ?) কিং চিকীর্ষসি? (কি করিতে ইচ্ছা কর?) শোভনে! (হে শোভনে!) [অহং] (আমি) ত্বাং (তোমাকে) পতিম্ ইচ্ছন্তীং (পতি-কামনাকারিণী বলিয়া) মন্যে (মনে করিতেছি), [ত্বং] সর্ব্বং [মহ্যং] কথয় (তুমি সমস্ত কথা আমার নিকটে বল) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন তথায় বাণসমূহের দ্বারা, ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরুমৃগ, শরভমৃগ, গবয়, গণ্ডার, হরিণ, শশক ও শল্লকীদিগকে বধ করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর পর্ব্বসময় উপস্থিত হইলে অনুচরগণ

শ্রীধর—কালিন্দীদর্শনপ্রসঙ্গমাহ—একদেতি। অক্ষয়াঃ সায়কা যয়োস্তৌ তূণৌ ইষুধী ॥ ১৩—১৫ ॥ রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায়, মেধ্যান্ কর্ম্মার্হান্, বীভৎসুরর্জ্জুনঃ ॥ ১৬ ॥

কালিন্দ্যুবাচ

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী।
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২০ ॥
নান্যং পতিং বৃণে বীর! তমৃতে শ্রীনিকেতনম্।
তুষ্যতাং মে স ভগবান্ মুকুন্দোঽনাথসংশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥
কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে।
নির্ম্মিতে ভবনে পিত্রা যাবদচ্যুতদর্শনম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয় –কালিন্দী উবাচ (কালিন্দী নাম্নী ঐ কন্যা কহিলেন) অহং (আমি) দেবস্য সবিতুঃ দুহিতা (ভগবান্ সূর্য্যের কন্যা), বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুং (বরেণ্য বরপ্রদ বিষ্ণুকে) পতিম্ ইচ্ছতী (পতি কামনা করিয়া) [অহং] (আমি) পরমং তপঃ আস্থিতা (পরম তপস্যায় নিরতা আছি) ॥ ২০ ॥

বীর! (হে বীর!) [অহং] (আমি) শ্রীনিকেতনং তম্ ঋতে (শ্রীনিবাস সেই বিষ্ণুকে ব্যতীত) অন্যং পতিং ন বৃণে (অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না), অনাথসংশ্রয়ঃ (অনাথের পরমাশ্রয়) সঃ ভগবান্ মুকুন্দঃ (সেই ভগবান্ মুকুন্দ) মে তুষ্যতাম্ (আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন) ॥ ২১ ॥

[অহং] (আমি) কালিন্দী ইতি সমাখ্যাতা (কালিন্দী নামে বিখ্যাতা), যমুনাজলে (যমুনার জলমধ্যে) পিত্রা নির্ম্মিতে ভবনে (পিতা আমাকে যে ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে) যাবৎ অচ্যুতদর্শনং [তাবৎ] (যতদিনে অচ্যুতের দর্শন না ঘটে, ততদিন) [অহং] বসামি (আমি বাস করিব) ॥ ২২ ॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপযুক্ত মৃত পশুগুলিকে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গেল। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ মহারথ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনায় মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করতঃ নির্ম্মল জল পান করিয়া এক সুন্দরী কন্যা তথায় বিচরণ করিতেছেন দেখিতে পাইলেন ॥ ১৭ ॥ সেই কন্যার কটিদেশ উত্তম, দন্তপঙ্ক্তি সুন্দর ও বদন মনোহর; তখন অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই রমণীকুলশ্রেষ্ঠা কন্যার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার কন্যা? কোথা হইতেই বা আসিয়াছ এবং কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? হে শোভনে! আমি তোমাকে পতিকামা বলিয়া মনে করিতেছি; তুমি সমস্ত কথা আমার নিকট বল ॥ ১৮—১৯ ॥

অনুবাদ—কালিন্দী নাম্নী ঐ কন্যা কহিলেন—আমি ভগবান্ সূর্য্যের কন্যা; আমি বরেণ্য বরপ্রদ বিষ্ণুকে পতি কামনা করিয়া তপস্যায় নিরতা আছি ॥ ২০ ॥ হে বীর! আমি সেই শ্রীনিবাস বিষ্ণুকে ব্যতীত অপর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না; অনাথের পরমাশ্রয় সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২১ ॥ আমি কালিন্দী নামে বিখ্যাত; আমার পিতা যমুনার জলমধ্যে আমাকে এক ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আমার অচ্যুতদর্শন না ঘটে, আমি সেই পর্য্যন্ত ঐ ভবনে বাস করিব ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—॥ ১৭ ॥ সখ্যা শ্রীকৃষ্ণেন ॥ ১৮—২০ ॥ অয়ং মাং কাময়েদিত্যাশঙ্কায়াম্ আহ—নান্যমিতি ॥ ২১-২২ ॥

তথাবদদ্‌গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোঽপি তাম্‌।
রথমারোপ্য তদ্বিদ্বান্‌ ধর্ম্মরাজমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥
যদৈব কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমাদ্ভুতম্‌।
কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥
ভগবাংস্তত্র নিবসন্‌ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া।
অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুমর্জ্জুনস্যাস সারথিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—[অথ] (অনন্তর) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জ্জুন) বাসুদেবায় (বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) তথা অবদৎ (কালিন্দীর পরিচয় ও উদ্দেশ্য যেরূপ শুনিলেন, সেইরূপ বলিলেন)। [তদা (তখন) তদ্বিদ্বান্‌ সঃ অপি (কালিন্দীর উদ্দেশ্যে যিনি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণও) তাং রথম্‌ আরোপ্য (তাঁহাকে রথে উঠাইয়া লইয়া) [অর্জ্জুনের সহিত] ধর্ম্মরাজম্‌ উপাগমৎ (ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করিলেন) ॥ ২৩ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পূর্ব্বে এই ইন্দ্রপ্রস্থে] যদৈব (যখনই) কৃষ্ণঃ [পার্থৈঃ] সন্দিষ্টঃ [অভূৎ] (ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাণ্ডবগণ নিজেদের বাসোপযোগী নগর নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন), [তদৈব সঃ] (তখনই তিনি) বিশ্বকর্ম্মণা (বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া) পার্থানাং (পাণ্ডবগণের নিমিত্ত) পরমাদ্ভুতং বিচিত্রং নগরং (এক অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র নগর) কারয়ামাস (নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন) ॥ ২৪ ॥

ভগবান্‌ (ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ) স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া (আত্মীয়গণের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায়) তত্র নিবসন্‌ (তথায় বাস করতঃ) অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুম্‌ (অগ্নিকে খাণ্ডব নামক ইন্দ্রের বন প্রদান করিবার জন্য) অর্জ্জুনস্য সারথিঃ আস (অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর জিতনিদ্র অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সেই সকল কথা বলিলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই কালিন্দীর পরিচয় ও উদ্দেশ্য অবগত ছিলেন; তখন তিনিও সেই কালিন্দীকে রথে উঠাইয়া লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করিলেন ॥ ২৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পূর্ব্বে এই ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণ যখনই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিজেদের বাসোপযোগী নগর নির্ম্মাণ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তখনই তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া পাণ্ডবগণের নিমিত্ত এক অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ তৎপরে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়গণের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় তথায় বাস করতঃ অগ্নিকে খাণ্ডব নামক ইন্দ্রের বন প্রদান করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর—আদাবেব তদ্বিদ্বান্‌ ॥ ২৩ ॥ প্রসঙ্গাৎ তৎকালীনং চরিতান্তরমাহ— যদৈবেতি। পার্থৈর্যদৈব সন্দিষ্টো বিজ্ঞাপিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদৈব তেষাং বিশ্বকর্ম্মণা দেবশিল্পিনা নগরং কারয়ামাস ॥ ২৪ ॥ কিংচ ভগবান্‌ নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যগুণবানপি অর্জ্জুনস্য ধর্ম্মাদিলাভায় সারথিরাস। খাণ্ডবং নাম ইন্দ্রস্য বনম্‌ ॥ ২৫ ॥

সোঽগ্নিস্তুষ্টো ধনুরদাদ্ধয়ান্ শ্বেতান্ রথং নৃপ।
অর্জ্জুনায়াক্ষয়ৌ তূণৌ বর্ম্ম চাভেদ্যমস্ত্রিভিঃ॥ ২৬॥
ময়শ্চ মোচিতো বহ্নেঃ সভাং সখ্য উপাহরৎ।
যস্মিন্ দুর্য্যোধনস্যাসীজ্জলস্থলদৃশি ভ্রমঃ॥ ২৭॥
স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্ভিশ্চানুমোদিতঃ।
আযযৌ দ্বারকাং ভূয়ঃ সাত্যকি-প্রমুখৈর্ব্বৃতঃ॥ ২৮॥

অন্বয়—নৃপ! (হে রাজন্!) সঃ অগ্নিঃ (কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া অগ্নিদেব) তুষ্টঃ [সন্] (পরিতুষ্ট হইয়া) অর্জ্জুনায় (অর্জ্জুনকে) ধনুঃ (গাণ্ডীব নামক ধনু), শ্বেতান্ হয়ান্ (শ্বেতবর্ণ অশ্বসমূহ), রথং (রথ), অক্ষয়ৌ তূণৌ (অক্ষয় তূণদ্বয়) অস্ত্রিভিঃ অভেদ্যং বর্ম চ (ও অস্ত্রধারিগণের অভেদ্য বর্ম) অদাৎ (প্রদান করিয়াছিলেন)॥ ২৬॥

[তদা] (ঐ খাণ্ডবদাহ সময়ে) ময়ঃ চ (ময়দানব ও) বহ্নেঃ মোচিতঃ (অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া) সখ্যে (সখা অর্জ্জুনকে) সভাম্ উপাহরৎ (এক সভাস্থান নির্ম্মাণ করিয়া উপহার দিয়াছিলেন), জলস্থলদৃশি যস্মিন্ (জল স্থলের ন্যায় ও স্থল জলের ন্যায় দৃষ্ট হইত, এইরূপ ঐ সভাস্থানে) দুর্য্যোধনস্য ভ্রমঃ আসীৎ (রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে সমাগত দুর্য্যোধনের ভ্রম হইয়াছিল)॥ ২৭॥

[এদিকে কালিন্দীকে লইয়া রাজসন্নিধানে আসিবার পর] সঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তেন সমনুজ্ঞাতঃ (সেই যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক আদিষ্ট), সুহৃদ্ভিঃ অনুমোদিতঃ (অর্জ্জুনাদি সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত) সাত্যকিপ্রমুখৈঃ [জ্ঞাতিভিঃ] বৃতঃ চ [সন্] (ও সাত্যকি প্রমুখ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) দ্বারকাম্ আযযৌ (দ্বারকায় আগমন করিলেন)॥ ২৮॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব নামক ধনু, শ্বেতবর্ণ অশ্বসমূহ, রথ, অক্ষয় তূণদ্বয় ও অস্ত্রধারীদের অভেদ্য বর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন॥ ২৬॥ ঐ খাণ্ডবদাহসময়ে ময়দানব অর্জ্জুনের সাহায্যে অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন; তখন তিনিও সখা অর্জ্জুনকে এক সভাভবন নির্ম্মাণ করিয়া উপহার দিয়াছিলেন। ঐ সভাস্থানে জল স্থলের ন্যায় এবং স্থল জলের ন্যায় দেখাইত; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে সমাগত দুর্য্যোধনের তথায় ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল॥ ২৭॥ এদিকে কালিন্দীকে লইয়া রাজসন্নিধানে আসিবার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশ ও অর্জ্জুনাদি সুহৃদ্গণের অনুমোদনক্রমে কালিন্দীকে লইয়া সাত্যকি প্রমুখ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন॥ ২৮॥

শ্রীধর—অক্ষয়ৌ অক্ষয়সায়কৌ॥ ২৬॥ খাণ্ডবদাহকালবহ্নেঃ। সখ্যে অর্জ্জুনায়। যস্মিন্নিতি সামান্যতো নির্দ্দেশঃ যস্যামিত্যর্থঃ। জলস্থলয়োর্দৃশোর্দৃষ্টৈর্ভ্রমঃ, যথা জলে স্থলবৎ দৃক্ দৃষ্টির্যস্মিন্ তজ্জলস্থলদৃক্ তস্মিন্ ভ্রম আসীদিতি॥ ২৭-২৮॥

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যর্ত্ত্বৃক্ষ ঊর্জ্জিতে।
বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরমমঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্য্যোধনবশানুগৌ।
স্বয়ম্বরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্ ॥ ৩০ ॥
রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃষ্বসুঃ।
প্রসহ্য হৃতবান্ কৃষ্ণো রাজন্! রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্ ॥ ৩১ ॥
নগ্নজিন্নাম কৌশল্য আসীদ্রাজাতিধার্ম্মিকঃ।
তস্য সত্যাভবৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ! ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—অথ (অনন্তর) পরমমঙ্গলঃ [সঃ] (পরমমঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) স্বানাং পরমানন্দং বিতন্বন্ (জ্ঞাতিগণের পরমানন্দ জন্মাইয়া) সুপুণ্যর্ত্ত্বৃক্ষে (পুণ্য ঋতু ও শুভ নক্ষত্রযুক্ত) ঊর্জ্জিতে [উৎকৃষ্ট মুহূর্ত্তে] (প্রকৃষ্ট লগ্নে) কালিন্দীম্ উপযেমে (কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন) ॥ ২৯ ॥

আবন্ত্যৌ (অবন্তীদেশের রাজা) বিন্দানুবিন্দৌ (বিন্দ ও অনুবিন্দ) দুর্য্যোধনবশানুগৌ [সন্তৌ] (দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া) স্বয়ম্বরে (স্বয়ম্বর সভায়) কৃষ্ণে সক্তাং স্বভগিনীং (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা নিজভগিনী মিত্রবিন্দাকে) ন্যষেধতাম্ (শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিতে নিষেধ করেন) ॥ ৩০ ॥

রাজন্! (হে রাজন্!) [তদা] (তখন) কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাং [সতাং] (রাজগণের সমক্ষে) পিতৃষ্বসুঃ রাজাধিদেব্যাঃ তনয়াং (পিতৃষ্বসা রাজাধিদেবীর কন্যা) [তাং] মিত্রবিন্দাং (সেই মিত্রবিন্দাকে) প্রসহ্য হৃতবান্ (বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিলেন) ॥ ৩১ ॥

নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) কৌশল্যঃ (কোশলদেশের অধিপতি) নগ্নজিৎ নাম (নগ্নজিৎ নামক) অতিধার্ম্মিকঃ রাজা আসীৎ (অতি ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন)। তস্য (তাঁহার) সত্যা [নাম্নী] (সত্যা নাম্নী) দেবী (কান্তিমতী) কন্যা অভবৎ (এক কন্যা ছিল); [সা চ পিতৃনাম্না] নাগ্নজিতী [ইতি প্রসিদ্ধা আসীৎ] (ঐ সত্যা পিতৃনামানুসারে নাগ্নজিতী নামেও বিখ্যাতা হইয়াছিলেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পরমমঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিগণের পরমানন্দ জন্মাইয়া পুণ্য ঋতু ও শুভ নক্ষত্রযুক্ত প্রকৃষ্টলগ্নে কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন ॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অবন্তীদেশের রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তা তাঁহাদের ভগিনী মিত্রবিন্দা স্বয়ম্বরসভায় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিতে চাহিলে তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে নিবারণ করেন ॥ ৩০ ॥ হে রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরপতিগণের সমক্ষে পিতৃষ্বসা রাজাধিদেবীর কন্যা সেই মিত্রবিন্দাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিলেন ॥ ৩১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কোশলদেশের অধিপতি নগ্নজিৎ নামক অতি ধার্মিক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সত্যানাম্নী কান্তিমতী এক কন্যা ছিলেন। ঐ সত্যা পিতৃনামানুসারে নাগ্নজিতী নামেও বিখ্যাতা হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—সুপুণ্যঃ ঋতুঃ ঋক্ষঞ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ ॥ ২৯ ॥ পঞ্চমং মিত্রবিন্দাবিবাহমাহ—বিন্দানুবিন্দাবিতি দ্বাভ্যাম্। আবন্ত্যৌ অবন্ত্যা রাজানৌ ॥ ৩০-৩১ ॥

ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢ়ুমজিত্বা সপ্ত গো-বৃষান্।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্দ্ধর্ষান্ বীরগন্ধাসহান্ খলান্॥ ৩৩॥
তাং শ্রুত্বা বৃষজিল্লভ্যাং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
জগাম কৌশল্যপুরং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ॥ ৩৪॥
স কোশলপতিঃ প্রীতঃ প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ।
অর্হণেনাপি গুরুণা পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ॥ ৩৫॥

অন্বয়—[রাজা নগ্নজিৎ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে, যিনি তাঁহার সাতটি গো-বৃষকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তাঁহার করেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু] নৃপাঃ (রাজগণ) তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ (তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী) সুদুর্দ্ধর্ষান্ (অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ) বীরগন্ধাসহান্ (বীরগণের গন্ধমাত্র ও অসহনশীল) খলান্ (ও দুষ্ট) সপ্ত গো-বৃষান্ (সেই সাতটি গো-বৃষকে) অজিত্বা (জয় করিতে না পারিয়া) তাং বোঢ়ুম্ ন শেকুঃ (নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিতে পারেন নাই) ॥ ৩৩ ॥

সাত্বতাং পতিঃ ভগবান্ (সাত্বতপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাং বৃষজিল্লভ্যাং শ্রুত্বা (সেই নাগ্নজিতীকে সপ্ত গো-বৃষকে যিনি জয় করিবেন, তাঁহার লভ্যা শ্রবণ করিয়া) মহতা সৈন্যেন বৃতঃ [সন্] (বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া) কৌশল্যপুরং জগাম (কোশলনগরে গমন করিলেন) ॥ ৩৪ ॥

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নগ্নজিৎ অভিনন্দন করিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক] প্রতিনন্দিতঃ সঃ কোশলপতিঃ (প্রতিনন্দিত হইয়া সেই কোশলাধিপতি নগ্নজিৎ) প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ (প্রত্যুত্থান ও আসন প্রদানাদির দ্বারা) গুরুণা অর্হণেন অপি (এবং বহু পূজোপকরণের দ্বারা) [তং] পূজয়ন্ (তাঁহার পূজা করিয়া) প্রীতঃ [অভূৎ] (প্রীত হইলেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—রাজা নগ্নজিৎ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন—যিনি তাঁহার সাতটি গো-বৃষকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তাঁহার করেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ঐ সকল গো-বৃষ তীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী, অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, বীরগণের গন্ধমাত্রও অসহনশীলন ও দুষ্ট ছিল। রাজগণ সেই সকল গো-বৃষকে জয় করিতে না পারায় নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৩ ॥ সাত্বতপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "যিনি সপ্ত গো-বৃষকে জয় করিবেন, তিনিই নাগ্নজিতীকে লাভ করিতে পারিবেন" ইহা শ্রবণ করিয়া বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া কোশলনগরে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ কোশলাধিপতি নগ্নজিৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অভিনন্দন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া তিনি প্রত্যুত্থান, আসনপ্রদান ও বহু পূজোপকরণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া প্রীত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—ষষ্ঠমাহ—নগ্নজিদিতি। কৌশল্যঃ অযোধ্যাপতিঃ তস্য সত্যা নাম কন্যা অভবৎ আসীৎ। দেবী কান্তিমতী, নাগ্নজিতীতি পিতৃনাম্না প্রসিদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ বীরস্য গন্ধমপি ন সহন্ত ইতি তথা তান্ খলান্ দুর্বৃত্তান্ ॥ ৩৩ ॥

বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্।
ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোঽমলাঃ করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতঃ ॥ ৩৬ ॥
অর্চ্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ। জগৎপতে।।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ ॥ ৩৭ ॥
যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্ত্তি শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ।
লীলাতনূঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ কালে দধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) নরেন্দ্রকন্যা (সেই রাজকন্যা নাগ্নজিতী) অভিমতং বরং (নিজের মনোমত বর) রমাপতিং (শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে) সমাগতং বিলোক্য (সমাগত দেখিয়া) "অয়ং মে পতিঃ ভূয়াৎ (ইনি যেন আমার পতি হন)" [ইতি] চকমে (এইরূপ কামনা করিলেন । [আহ চ] (এবং বলিলেন) যদি মে ব্রতঃ ধৃতঃ (যদি আমি ব্রত ধারণ করিয়া থাকি), [তর্হি] (তাহা হইলে) [অযং মে] (ইনি আমার) আশিষঃ (কামনা) অমলাঃ সত্যাঃ [চ] করোতু (বিঘ্নশূন্য ও সত্যে পরিণত করুন) ॥ ৩৬ ॥

[নগ্নজিৎ] পুনঃ অর্চ্চিতং [কৃষ্ণং] (নগ্নজিৎ পুনরায় পূজা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) "নারায়ণ। জগৎপতে। (হে নারায়ণ! হে জগৎপতে।) অল্পকঃ [অহং] (ক্ষুদ্র আমি) আত্মানন্দেন পূর্ণস্য [তব] (আত্মানন্দে পূর্ণ আপনার) কিং করবাণি ? (কি প্রিয় কার্য্য করিতে পারি ?)" ইতি আহ (ইহা বলিলেন) ॥ ৩৭ ॥

[তিনি আরও বলিলেন]—শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী), সগিরিশঃ অব্জজঃ (মহাদেব ও ব্রহ্মা) লোকপালৈঃ সহ (ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত) যৎপাদপঙ্কজরজঃ (যাঁহার শ্রীচরণকমলের রেণু) শিরসা বিভর্ত্তি (মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন), যঃ (যিনি) স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া (নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালন করিবার ইচ্ছায়) কালে (যথাযোগ্য কালে) লীলাতনূঃ (লীলাদেহ) দধৎ [অস্তি] (ধারণ করিয়া থাকেন), সঃ ভগবান্ (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) মম (আমার প্রতি) কেন তুষ্যেৎ (কোন্ পুণ্যকার্য্যে পরিতুষ্ট হইবেন ?) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তখন সেই রাজকন্যা নাগ্নজিতী নিজের মনোমত বর শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া "ইনি যেন আমার পতি হন" এইরূপ কামনা করিলেন এবং বলিলেন—যদি আমি ব্রত ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ইনি আমার কামনা বিঘ্নশূন্য ও সত্যে পরিণত করুন ॥ ৩৬ ॥

হে রাজন্! রাজা নগ্নজিৎ পুনরায় অর্চ্চনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে নারায়ণ! হে জগৎপতে। আমি ক্ষুদ্র, আপনি আত্মানন্দে পূর্ণ ; আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিতে সমর্থ হইব ? ॥ ৩৭ ॥ লক্ষ্মীদেবী, মহাদেব ও ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত যাঁহার শ্রীচরণকমলের রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পালন করিবার ইচ্ছায় যথাযোগ্যকালে লীলাদেহ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি কোন্ পুণ্যকার্য্যে পরিতুষ্ট হইবেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর—বৃষান্ জয়তি যস্তেন লভ্যাম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

তমাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সস্মিতং কুরুনন্দন!॥ ৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ

নরেন্দ্র! যাচঞা কবিভির্বিগর্হিতা রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্মবর্ত্তিনঃ।
তথাপি যাচে তব সৌহৃদেচ্ছয়া কন্যাং ত্বদীয়াং ন হি শুল্কদা বয়ম্॥ ৪০॥

রাজোবাচ

কোঽন্যস্তেঽভ্যধিকো নাথ! কন্যাবর ইহেপ্সিতঃ।
গুণৈকধাম্নো যস্যাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী॥ ৪১॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ!) ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) কৃতাসনপরিগ্রহঃ [সন্] (আসন গ্রহণ করিয়া) মেঘগম্ভীরয়া বাচা (জলদগম্ভীরস্বরে) তং (সেই কোশলাধিপতি নগ্নজিৎকে) সস্মিতম্ আহ (হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন)॥ ৩৯॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) নরেন্দ্র! (হে রাজন্!) কবিভিঃ (কবিগণ) নিজধর্মবর্ত্তিনঃ রাজন্যবন্ধোঃ [অপি] যাচঞা (স্বধর্মনিরত নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের যাচঞাকেও) বিগর্হিতা (নিন্দা করিয়াছেন), [উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের যাচঞাকে যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি]? তথাপি (তাহা হইলেও) [অহং] (আমি) তব সৌহৃদেচ্ছয়া (আপনার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিবার ইচ্ছায়) ত্বদীয়াং কন্যাং যাচে (আপনার কন্যাকে যাচঞা করিতেছি), বয়ং [তু] (কিন্তু আমরা) শুল্কদাঃ ন হি [ভবামঃ] (পণ প্রদান করিব না)॥ ৪০॥

রাজা উবাচ (রাজা নগ্নজিৎ কহিলেন) নাথ! (হে নাথ!) গুণৈকধাম্নঃ (সত্য, আনন্দ, সর্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি গুণসমূহের একমাত্র আধার) যস্য (যাঁহার) অঙ্গে (বক্ষঃস্থলে) শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) অনপায়িনী [সতী] বসতি (স্থির হইয়া বাস করেন), [তস্য] তে (তাদৃশ আপনা হইতে) অভ্যধিকঃ ঈপ্সিতঃ (অধিক অভিলষিত) কন্যাবরঃ (কন্যার বর) ইহ (এই জগতে) অন্যঃ কঃ [অস্তি?] (অন্য কে আছে?)॥ ৪১॥

অনুবাদ - শুকদেব বলিলেন—হে কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে সেই কোশলাধিপতি নগ্নজিৎকে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন॥ ৩৯॥ [ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন]—হে রাজন্! ব্যাসাদি কবিগণ স্বধর্মনিরত নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের যাচঞাকেও নিন্দা করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ের যাচঞাকে যে নিন্দা করিয়াছেন তাহাতে আর বক্তব্য কি? তাহা হইলেও আমি আপনার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিবার ইচ্ছায় আপনার কন্যাকে যাচঞা করিতেছি; কিন্তু আমরা পণ প্রদান করি না॥ ৪০॥ রাজা নগ্নজিৎ কহিলেন—হে নাথ! আপনি সত্য, আনন্দ, সর্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি গুণসমূহের একমাত্র আধার; আপনার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবী স্থির হইয়া বাস করেন। এতাদৃশ আপনা হইতে অধিক অভিলষিত কন্যার বর এই জগতে অন্য কে আছে?॥ ৪১॥

শ্রীধর—প্রতিনন্দিতঃ তং প্রতিনন্দিতবান্ শ্রীকৃষ্ণেন বা স প্রতিনন্দিতঃ॥ ৩৮—৩৯॥ হে নরেন্দ্র! রাজন্যবন্ধোঃ ক্ষত্রিয়স্য শুল্কদাঃ দ্রব্যাদিপ্রদাঃ॥ ৪০॥

কিন্ত্বস্মাভিঃ কৃতঃ পূর্ব্বং সময়ঃ সাত্বতর্ষভ।
পুংসাং বীর্য্যপরীক্ষার্থং কন্যাবরপরীপ্সয়া ॥ ৪২ ॥
সপ্তৈতে গো-বৃষা বীর! দুর্দ্দান্তা দুরবগ্রহাঃ।
এতৈর্ভগ্নাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ ॥ ৪৩ ॥
যদিমে নিগৃহীতাঃ স্যুস্ত্বয়ৈব যদুনন্দন।
বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃ পতে ॥ ৪৪ ॥
এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধ্বা পরিকরং প্রভুঃ।
আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ন্যগৃহ্ণাল্লীলয়ৈব তান্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—কিন্তু সাত্বতর্ষভ। (কিন্তু হে যদুশ্রেষ্ঠ!) কন্যাবরপরীপ্সয়া (কন্যার যোগ্য বর প্রাপ্তির ইচ্ছায়) পুংসাং বীর্য্যপরীক্ষার্থম্ (কন্যালাভেচ্ছু পুরুষগণের বল পরীক্ষা করিবার জন্য) অস্মাভিঃ (আমরা, আমি) পূর্ব্বং (পূর্ব্বে) সময়ঃ কৃতঃ (এক নিয়ম করিয়াছি) ॥ ৪২ ॥

বীর। (হে বীর।) এতে সপ্ত গো-বৃষাঃ (এই সাতটি গো বৃষ) দুর্দ্দান্তাঃ দুরবগ্রহাঃ [চ] (দুর্দ্দান্ত এবং ইহাদিগকে আয়ত্তে আনা দুঃসাধ্য), (ইহাদিগকে যিনি জয় করিতে পারিবেন, তাঁহার করেই আমি কন্যা সম্প্রদান করিব), এতৈঃ (ইহাদিগকর্ত্তৃক) সুবহবঃ নৃপাত্মজাঃ (অনেক রাজকুমার) ভিন্নগাত্রাঃ [সন্তঃ] (ছিন্নভিন্নাঙ্গ হইয়া) ভগ্নাঃ (পরাজিত হইয়াছেন)। ৪৩ ॥

যদুনন্দন। (হে যদুনন্দন।) শ্রিয়ঃ পতে। (হে রমাপতে!) যৎ যদি) ইমে (এই সকল গো-বৃষ) ত্বয়া (আপনাকর্ত্তৃক) নিগৃহীতাঃ স্যুঃ (নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হয়), [তর্হি] (তাহা হইলে) ভবান্ এব (আপনিই) মে দুহিতুঃ (আমার কন্যার অভিমতঃ বরঃ (অভিমত বর হইবেন)॥ ৪৪ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] প্রভুঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণ) এবং সময়ম্ আকর্ণ্য (নাগ্নজিতীকে লাভ করিবার বিষয়ে ঐরূপ নিয়ম করা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া) পরিকরং বদ্ধ্বা (বস্ত্রাদি পরিচ্ছদ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করতঃ) [একাকীই গো-বৃষ সমূহকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও নাগ্নজিতীর সপত্নীভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত] আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা (নিজেকে সাত ভাগে প্রকাশ করিয়া) লীলয়া এব (অনায়াসেই) তান্ ন্যগৃহ্ণাৎ (সেই সপ্ত গো-বৃষকে দমন করিলেন)॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—কিন্তু হে যদুশ্রেষ্ঠ! কন্যার যোগ্য বর প্রাপ্তির ইচ্ছায় কন্যালাভেচ্ছু পুরুষদিগের বল পরীক্ষা করিবার জন্য আমি পূর্ব্বে এক নিয়ম করিয়াছি ॥ ৪২ ॥ হে বীর! আমার সাতটি গো-বৃষ অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং ইহাদিগকে আয়ত্তে আনা দুঃসাধ্য। ইহাদিগকে যিনি জয় করিতে পারিবেন, আমি তাঁহার করেই কন্যা সম্প্রদান করিব। অনেক রাজকুমার ইহাদিগকর্ত্তৃক ছিন্নভিন্নাঙ্গ হইয়া পরাজিত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ হে যদুনন্দন! হে রমাপতে! যদি আপনি এই সকল গো-বৃষকে দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনিই আমার কন্যার মনোমত বর হইবেন ॥ ৪৪ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীর বিবাহসম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম করা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পরিচ্ছদ সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলেন এবং একাকীই গো-বৃষসমূহকে দমন করিতে সমর্থ হইলেও নাগ্নজিতীর সপত্নীভয় নিবারণ করিবার জন্য নিজেকে সাত ভাগে প্রকাশ করিয়া অনায়াসেই সেই সপ্ত গো-বৃষকে দমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর—গুণানামেকমেব ধাম স্থানং তথাভূতস্য যস্য তবাঙ্গে ॥ ৪১-৪২ ॥

বদ্ধ্বা তান্ দামভিঃ শৌরির্হতদর্পান্ হতৌজসঃ।
ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্ বালো দারুময়ান্ যথা ॥ ৪৬ ॥
ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ।
তাং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ ॥ ৪৭ ॥
রাজপত্ন্যঃ স্বদুহিতুঃ কৃষ্ণং লব্ধ্বা প্রিয়ং পতিম্।
লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ ॥ ৪৮ ॥
শঙ্খভের্য্যানকা নেদুর্গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ।
নরা নার্য্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাস-স্রগলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—শৌরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) দামভিঃ (রজ্জুসমূহের দ্বারা) তান্ (গো বৃষসমূহকে) বদ্ধ্বা (বন্ধন করিয়া) বালঃ দারুময়ান্ যথা (বালক যেমন অনায়াসে কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃষসমূহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ) লীলয়া (অনায়াসে) হতদর্পান্ হতৌজসঃ বদ্ধান্ [তান্] (হতদর্প ও হতবল সেই বদ্ধ গো-বৃষসমূহকে) ব্যকর্ষৎ (আকর্ষণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৪৬ ॥

ততঃ (তাহার ফলে) রাজা (রাজা নগ্নজিৎ) বিস্মিতঃ প্রীতঃ [চ সন্] (বিস্ময়ান্বিত ও প্রীত হইয়া) কৃষ্ণায় সুতাং দদৌ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন)। [অথ] প্রভুঃ ভগবান্ (অনন্তর প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সদৃশীং তাং (আত্মতুল্যা সেই নাগ্নজিতীকে) বিধিবৎ প্রত্যগৃহ্ণাৎ (বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন) ॥ ৪৭ ॥

রাজপত্ন্যঃ চ (রাজপত্নীগণও) কৃষ্ণং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) দুহিতুঃ (কন্যার) প্রিয়ং পতিং লব্ধ্বা (প্রিয় পতি প্রাপ্ত হইয়া) পরমানন্দং লেভিরে (পরমানন্দলাভ করিলেন) পরমোৎসবঃ চ জাতঃ (এবং রাজভবনে মহোৎসব আরম্ভ হইল) ॥ ৪৮ ॥

[তদা] (তখন) শঙ্খভের্য্যানকাঃ গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ [চ] নেদুঃ (শঙ্খ, ভেরী ও আনক নামক বাদ্য যন্ত্রসমূহ বাজিতে লাগিল, গীত, বাদ্য ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল) নরাঃ নার্য্যঃ [চ] (এবং নর নারীগণ) প্রমুদিতাঃ (আনন্দিত হইয়া) সুবাসঃ স্রগলঙ্কৃতাঃ [বভূবুঃ] (সুন্দর বস্ত্র ও মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইতে লাগিল) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুর দ্বারা গো-বৃষসমূহকে বন্ধন করিয়া, বালক যেমন অনায়াসে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বৃষপুত্তলিকাসমূহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অনায়াসে হতদর্প ও হতবল সেই বদ্ধ গো-বৃষসমূহকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তাহাতে রাজা নগ্নজিৎ বিস্ময়ান্বিত ও প্রীত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আত্মতুল্যা সেই নাগ্নজিতীকে বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ রাজপত্নীগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার প্রিয়পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং রাজভবনে মহোৎসব আরম্ভ হইল ॥ ৪৮ ॥ তখন শঙ্খ, ভেরী ও আনক নামক বাদ্যযন্ত্রসমূহ বাজিতে লাগিল; গীত, বাদ্য ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল এবং নর-নারীগণ আনন্দিত হইয়া সুন্দর বস্ত্র ও মাল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধর—দুর্দান্তাঃ অশিক্ষিতাঃ, দুরবগ্রহাঃ অপরায়ত্তাঃ। কুতস্তদাহ—এতৈরিতি। ভগ্নাঃ ভঙ্গং প্রাপিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ যদ্ যদি ইমে গোবৃষা নিগৃহীতা দমিতা নাশিতা ইতি যাবৎ ॥ ৪৪ ॥

দশধেনুসহস্রাণি পারিবর্হমদাদ্ বিভুঃ।
যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং নিষ্কগ্রীবসুবাসসাম্॥ ৫০।
নবনাগসহস্রাণি নাগাচ্ছতগুণান্ রথান্।
রথাচ্ছতগুণানশ্বানশ্বাচ্ছতগুণান্ নরান্॥ ৫১।
দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ।
স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ো যাপয়ামাস কৌশলঃ॥ ৫২।
শ্রুত্বৈতদ্ রুরুধুর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্॥
ভগ্নবীর্য্যাঃ সুদুর্মর্ষা যদুভি র্গোবৃষৈঃ পুরা। ৫৩।

অন্বয়—বিভুঃ (উদারচিত্ত রাজা নগ্নজিৎ) [স্বীয় কন্যার বিবাহে] নিষ্কগ্রীবসুবাসসাং (গলদেশে পদকধারিণী ও সুন্দর বস্ত্র পরিধানকারিণী) যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং (তিন হাজার যুবতি পরিচারিকা), দশধেনুসহস্রাণি (দশ হাজার গাভী) নবনাগসহস্রাণি (নয় হাজার হস্তী), নাগাৎ শতগুণান্ রথান্ (নয় লক্ষ রথ), রথাৎ শতগুণান্ অশ্বান্ (নয় কোটি অশ্ব) অশ্বাৎ শতগুণান্ নরান্ (ও নয় পদ্ম ভৃত্য) পারিবর্হম্ অদাৎ (যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন)॥ ৫০-৫১॥

কৌশলঃ (কোশলাধিপতি নগ্নজিৎ) মহত্যা সেনয়া বৃতৌ দম্পতী (বিপুল সৈন্যে পরিবৃত কন্যা ও জামাতাকে) রথম্ আরোপ্য (রথে আরোহণ করাইয়া) [বিদায় দিয়া] স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ঃ [সন্] যাপয়ামাস (স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন)॥ ৫২॥

ভূপাঃ (অপরাপর রাজগণ) এতৎ শ্রুত্বা (এই শ্রীকৃষ্ণ-নাগ্নজিতীর বিবাহসংবাদ শ্রবণ করিয়া) পুরা (পূর্বে) যদুভিঃ গো-বৃষৈঃ ভগ্নবীর্য্যাঃ [অপি] (যদুগণ ও গো-বৃষসমূহকর্ত্তৃক হতবীর্য্য হইলেও) সুদুর্মর্ষাঃ [সন্তঃ] (সহ্য করিতে না পারিয়া) কন্যকাং নয়ন্তং [কৃষ্ণং] (নববধূ লইয়া গমনকারী শ্রীকৃষ্ণকে) পথি রুরুধুঃ (পথিমধ্যে অবরোধ করিল)॥ ৫৩॥

অনুবাদ—উদারচিত্ত রাজা নগ্নজিৎ স্বীয় কন্যা ও জামাতাকে গলদেশে পদকধারিণী ও সুন্দর বস্ত্র পরিধানকারিণী তিন হাজার যুবতি পরিচারিকা, দশ হাজার গাভী, নয় হাজার হস্তী, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটি অশ্ব ও নয় শত কোটি ভৃত্য যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন॥ ৫০-৫১॥ অনন্তর কোশলাধিপতি নগ্নজিৎ কন্যা ও জামাতাকে রথে আরোহণ করাইয়া ও বিপুল সৈন্যে পরিবৃত করিয়া বিদায় দিয়া স্নেহার্দ্রহৃদয়ে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥ অপরাপর রাজগণ পূর্ব্বে যদুগণ ও গো-বৃষসমূহকর্ত্তৃক হতবীর্য্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-নাগ্নজিতীর বিবাহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া, যখন শ্রীকৃষ্ণ নববধূকে লইয়া দ্বারকায় যাইতেছেন তখন পথিমধ্যে আসিয়া তাঁহাকে অবরোধ করিল॥ ৫৩॥

শ্রীধর—এতান্ যো নিগৃহ্ণাতি তস্য কন্যেতি সময়ঃ কৃতস্তম্। সপ্তধা কৃত্বেতি। বহ্বীনাং যোষিতাং সম্পুংএবাহং সম্ভোগযোগ্যঃ স্বামিতি সত্যাং প্রতি অসাপত্ন্যপ্রদর্শনার্থমাত্মনঃ সপ্তধাকরণম্॥ ৪৫—৪৯॥

নিষ্কগ্রীবাশ্চ তাঃ সুবাসসশ্চ তাসাং যুবতীনাঞ্চ দাসীনাম্॥ ৫০॥ নাগাৎ নাগেভ্যঃ শতগুণান্ নবলক্ষাণি রথাৎ রথেভ্যঃ শতগুণান্ নব কোটীঃ অশ্বাৎ অশ্বেভ্যঃ শতগুণান্ নব পদ্মানি॥ ৫১-৫২॥ যদুভির্গোবৃষৈশ্চ ভগ্নবীর্য্যা অপি সুদুর্মর্ষা অসহনশীলা রুরুধুঃ॥ ৫৩॥

তানস্যতঃ শরব্রাতান্ বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জ্জুনঃ।
গাণ্ডীবী কালয়ামাস সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৫৪ ॥
পারিবর্হমুপাগৃহ্য দ্বারকামেত্য সত্যয়া।
রেমে যদূনামৃষভো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ৫৫ ॥
শ্রুতকীর্ত্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপাযেমে পিতৃষ্বসুঃ।
কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দ্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দ্দনাদিভিঃ। ৫ ॥
সুতাঞ্চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্।
স্বয়ম্বরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগান্ ইব (সিংহ যেমন দুর্বল পশুগণকে বিতাড়িত করে, সেইরূপ বন্ধুপ্রিয়কৃৎ গাণ্ডীবী অর্জ্জুনঃ (সখা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কারী গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন) [বাণবর্ষণের দ্বারা] শরব্রাতান্ অস্যতঃ তান্ (বাণসমূহ নিক্ষেপকারী চতুর্দ্দিকস্থ সেই রাজগণকে) কালয়ামাস (বিতাড়িত করিয়া দিলেন) ॥ ৫৪ ॥

[অনন্তর] যদূনাম্ ঋষভঃ (যদুশ্রেষ্ঠ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) পারিবর্হম্ উপাগৃহ্য (শ্বশুরপ্রদত্ত যৌতুকসমূহ সঙ্গে লইয়া) দ্বারকাম্ এত্য (দ্বারকায় আসিয়া) সত্যয়া [সহ] রেমে (সেই নগ্নজিৎ কন্যা সত্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৫ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তৎপরে] কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পিতৃষ্বসুঃ শ্রুতকীর্ত্তেঃ সুতাং (পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা), সন্তর্দ্দনাদিভিঃ ভ্রাতৃভিঃ দত্তাং (সন্তর্দ্দন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রদত্তা) কৈকেয়ীং (কেকয়দেশজাতা) ভদ্রাম্ উপযেমে (ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন) ॥ ৫৬ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) সুপর্ণঃ সুধাম্ ইব (গরুড় যেমন একাকী সুধা হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ) সঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) একঃ স্বয়ম্বরে (একাকী স্বয়ম্বরে) মদ্রাধিপতেঃ সুতাং (মদ্ররাজ বৃহৎসেনের কন্যা) লক্ষণৈঃ যুতাং (সুলক্ষণা) লক্ষ্মণাং চ (লক্ষ্মণাকেও) জহার (হরণ করিয়া আনিলেন) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দিকস্থ ঐ সকল রাজা শরনিক্ষেপ করিতে থাকিলে সখার প্রিয়কারী গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুগণকে বিতাড়িত করে, সেইরূপ বাণবর্ষণের দ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্বশুরপ্রদত্ত যৌতুকসমূহ সঙ্গে লইয়া দ্বারকায় আসিয়া নগ্নজিৎ-কন্যা সত্যার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তৎপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা কেকয়-দেশজাতা ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। ভদ্রার ভ্রাতা সন্তর্দ্দন প্রভৃতি তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে, গরুড় যেমন একাকী সুধা হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী স্বয়ম্বরে মদ্ররাজ বৃহৎসেনের কন্যা সুন্দরী লক্ষ্মণাকেও হরণ করিয়া আনিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধর—অস্যতঃ ক্ষিপতঃ প্রযুঞ্জানানিতি যাবৎ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

অন্যাশ্চৈবম্বিধা ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মাহিষ্যুদ্বাহো
নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্!] কৃষ্ণস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) এবাম্বধাঃ অন্যাঃ চ (এইরূপ আরও) সহস্রশঃ ভার্য্যাঃ আসন্ (সহস্র সহস্র পত্নী ছিলেন), ভৌমং হত্বা (নরকাসুরকে বধ করিয়া) [তেন] তন্নিবোধাৎ (তিনি তাঁহার অন্তঃপুর হইতে) চারুদর্শনাঃ [স্ত্রিয়ঃ] আহৃতাঃ (সহস্র সহস্র সুন্দরী রাজকন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরও সহস্র সহস্র পত্নী ছিলেন; তিনি নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহার অন্তঃপুর হইতে সহস্র সহস্র সুন্দরী রাজকন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধর- সপ্তমং বিবাহমাহ—শ্রুতকীর্ত্তেরিতি। শ্রুতকীর্ত্তির্নাম যা পিতৃস্বসা তস্যাঃ সুতাং ভদ্রাং নাম, কৈকেয়ীং তদ্দেশজাম্ ॥ ৬ ॥ অষ্টমং বিবাহমাহ—সুতাঞ্চেতি। এক এব স শ্রীকৃষ্ণো লক্ষ্মণাং জহার ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধর—তস্য নিরোধোঽন্তঃপুরং তস্মাৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ফেলালব

অষ্টপঞ্চাশত্তমে তু পাণ্ডূন্ প্রেক্ষ্যাপ পঞ্চ সঃ।
কালিন্দী-মিত্রবিন্দা-শ্রীসত্যাভদ্রাঃ সলক্ষ্মণাঃ ॥

আটান্ন অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা ও লক্ষ্মণা এই পঞ্চকন্যার পাণিগ্রহণের কথা ও পাণ্ডবগণের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন বর্ণিত আছে।

একদিন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ গমন করিলেন। সঙ্গে সাত্যকি প্রভৃতি প্রিয়জনেরা চলিলেন। সেখানে সকলে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত করিলেন। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীঅঙ্গসঙ্গে নিষ্পাপ হইলেন সকল প্রিয়জনেরা। তাঁহার হাস্যময় শ্রীবদন দর্শনে সকলেরই অন্তরে মহাসুখের উদয় হইল। নবপরিণীতা কৃষ্ণা সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিলেন। কুন্তীদেবী স্নেহসিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিলেন। বসুদেবপ্রমুখ বান্ধবদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্রবধূসহ তাঁহাদের সকলের মঙ্গলসংবাদ।

দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে যত কষ্ট দিয়াছেন কুন্তীদেবীর সব মনে পড়িতে লাগিল এবং সকল ক্লেশ নিবৃত্ত হইলে আত্মস্বরূপ যাঁহার দর্শন লাভ হয় সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন—কৃষ্ণ, আমাদের দুঃখকষ্টের কথা

মনে করিয়া তুমি যখন অক্রূরকে পাঠাইয়াছিলে তখনই মনে হইয়াছে আমাদের সকলপ্রকার কল্যাণের উদয় হইয়াছে। তুমি সর্ব্বজীবেরই সুহৃদ্ ও অন্তর্দ্রষ্টা। তোমার আত্মপর ভেদজ্ঞান নাই। তথাপি যাঁহারা নিরন্তর তোমার ধ্যান করেন তাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজ কর ও সকল ক্লেশ নাশ কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে জগদীশ, আজ আমাদের পরম মঙ্গল, যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভদর্শন তুমি আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হইয়াছ।

একদিন অর্জুন রথে চড়িয়া মহাবনে প্রবেশ করেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। বহু পশুবধ করেন। ভৃত্যগণ সেই সকল যুধিষ্ঠিরের নিকট বহন করিয়া আনেন। অর্জ্জুন শ্রান্তক্লান্ত হইয়া যমুনায় গমন করেন। স্নান করিয়া জল পান করেন। সেখানে একটি মনোরমা কন্যা দেখিতে পান। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়া সেই কন্যার পরিচয় জানিলেন যে তিনি সূর্য্যদেবের কন্যা, বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যারত আছেন। তাঁহার নাম কালিন্দী। শ্রীনিবাস ছাড়া তিনি আর কাহাকেও কামনা করেন না। অর্জ্জুনের মুখে এই কথা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রথে তুলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া আসিলেন।

প্রসঙ্গতঃ ঐ সময়কার আরও কয়েকটি লীলাকাহিনী বলিতেছেন। নগর রচনা, খাণ্ডবদাহ ও সভানির্মাণ এই তিনটি লীলাকথা পর পর বলিবেন। বস্তুতঃ কালিন্দীলাভ কাহিনী এই তিন লীলার পরবর্ত্তী। কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিয়াছেন।

পাণ্ডবগণের প্রীতিবিধানার্থ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা একটি সুন্দর নগরী নির্ম্মাণ করাইলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর অগ্নিদেবতার ভোজনের জন্য অর্জ্জুনদ্বারা খাণ্ডববন দাহ করান অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ, অভেদ্যকবচ, কপিধ্বজ রথ ও তাহাতে শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় প্রদান করেন।

খাণ্ডবদাহনকালে শ্রীকৃষ্ণ ময়নামক দানবকে রক্ষা করিয়াছিলেন; কৃতজ্ঞতাহেতু ময় পাণ্ডবদের জন্য এক বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ সভায় স্ফটিক ও জলের এমন সাদৃশ্য ছিল যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে দুর্য্যোধন জলকে স্থল ও স্থলকে জল মনে করিয়া বহু লোকের মধ্যে লজ্জাতুর হইয়া নিজেকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎপরে দ্বারকায় গিয়া কালিন্দীকে বিবাহ করেন।

অবন্তী রাজ্যের দুই রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ। তাঁহারা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহাদের ভগিনী মিত্রবিন্দা শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা ছিলেন। ভাইরা ভগিনীকে কৃষ্ণবরণে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বয়ম্বর-সভা হইতে হরণ করেন সকল রাজগণের সমক্ষে। যিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা তাঁহাকে যে কোন প্রকারে গ্রহণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

কোশলদেশের রাজা ছিলেন নগ্নজিৎ। তাঁহার কন্যা নাগ্নজিতী বা সত্যা শ্রীকৃষ্ণকেই মনে মনে কামনা করিতেন। তাঁহার অন্তরের আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কোশলে আসেন। সত্যা তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া অন্তরের লালসা নিবেদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ নগ্নজিতের নিকট তদীয় কন্যা যাচ্ঞা করেন কিন্তু কোন শুল্ক দিতে পারিবেন না, এই কথাও বলেন। নগ্নজিৎ বলেন, আপনি প্রভু, স্বয়ং লক্ষ্মীপতি, জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর।

আপনি কন্যা নিলে আমি ধন্য হইব। তবু একটি নিয়ম করিয়াছি যে সাতটি দুর্দ্দান্ত বৃষকে যে একবারে দমন করিতে পারিবে, তার করেই সত্যাকে দিব। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরিচ্ছদ দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া একাই সপ্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সপ্তবৃষকে পরাজিত করেন। তাহাদের গলায় দড়ি বাঁধিয়া বালক যেমন কাষ্ঠময় বৃষ লইয়া খেলা করে সেইরূপ অনায়াসে টানিয়া আনিলেন।

নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে কন্যাদান করিলেন। সঙ্গে বহু যৌতুক দিলেন। সত্যাকে লইয়া দ্বারকায় গমনকালে সপ্তবৃষকর্ত্তৃক হৃতবীর্য্য হইয়াও অসহিষ্ণু রাজগণ পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র জন্তুগণ তাড়াইয়া দেয়, অর্জ্জুন সেইরূপ শরবর্ষণকারী সেই রাজগণকে অনায়াসে বিতাড়িত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিলেন। তিনি তৎপরে কেকয়দেশজাতা ভদ্রাকে ও মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি নরকাসুরকে বিনাশ করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে ষোড়শ সহস্র রমণীকে উদ্ধার করিয়া ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন।

বিবরণী, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন। সকলের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতির আদানপ্রদান করেন। কুন্তীদেবী ও যুধিষ্ঠিরের স্নেহভক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা পাণ্ডবদের জন্য একটি নগরী নির্ম্মাণ করান। অগ্নির প্রীতির জন্য অর্জ্জুনকে দিয়া খাণ্ডবদাহ করান। ময়দানবকে দিয়া একটি অপূর্ব্ব সভা রচনা করান। একদিন বনে গিয়া সূর্যকন্যা কালিন্দীকে লাভ করেন এবং দ্বারকায় আনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। অবন্তীরাজভগিনী মিত্রবিন্দাকে স্বয়ম্বরসভা হইতে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। অযোধ্যার রাজা নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতীকে লাভ করেন সপ্তবৃষকে পরাজিত করিয়া। পিতৃষ্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা ভদ্রাকে বিবাহ করেন। স্বয়ম্বরসভা হইতে হরণ করিয়া মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণার পাণিগ্রহণ করেন। নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহার গৃহ হইতে ষোড়শসহস্র রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে এত বিবাহ করিলেন তাহার দুইটি কারণ—একটি রাজনৈতিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। তখন বিরাট ভারতে বহু সামন্তরাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই বিবাদবিসংবাদে রত থাকিতেন। ফলে দেশের অখণ্ডতা নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই রাজ্যের অখণ্ডতা সাধন ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা অতীব দুর্দ্দান্ত—জরাসন্ধ, শিশুপাল—তাহাদিগকে তিনি শেষ করিবার ব্যবস্থা করেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত, তাহাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সকলকে একতা সূত্রে বন্ধনের চেষ্টা করেন। রুক্মিণী বিদর্ভরাজকন্যা, নাগ্নজিতী কোশলরাজকন্যা, ভদ্রা কেকয়রাজকন্যা, লক্ষ্মণা মদ্ররাজকন্যা—ইঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া তিনি একটি প্রীতির সূত্র রচনা করেন।—ইহা রাজনৈতিক হেতু।

নিখিল বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র স্বামী। জীবমাত্রই প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবেরই পরম স্বামী। তিনি সকলকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা উৎসুক। কিন্তু জীব তাঁহাকে ভুলিয়া আছে বলিয়া তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। যদি কোন ভাগ্যে কাহারও শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা জাগ্রত হয়—

শ্রীকৃষ্ণ তখন কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে আপন জন করিয়া লন, কোন বাধাই মানেন না। রুক্মিণী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী, ভদ্রা, লক্ষ্মণা—সকলেই অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করাই তাঁহার ব্রত। জাম্ববতী ও সত্যভামার পিতা নিজেদের অপরাধী মনে করিয়া ক্ষমা পাইবার আশায় শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ কন্যা অর্পণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

নরকাসুর অত্যাচারী রাজা ছিলেন। বহু রমণীকে তিনি নিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেন। তাঁহারা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সকলের বাঞ্ছা পূরণ করেন, নরকাসুরের বধ সাধন করিয়া। তাঁহাকে পতিরূপে কামনা করে নাই, এমন কাহাকেও তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই। জগৎপতির ইহাই কর্তব্য। এই কার্য্যের অনুকরণ কেহই করিতে পারে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শসহস্র গৃহে ষোড়শসহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি বিধান করিয়াছেন। এইরূপ অদ্ভুত কায়ব্যূহ বিস্তার করিবার সামর্থ্য নিখিল বিশ্বে আর কাহারও নাই।

ইতি পঞ্চ মহিষ্যুদ্বাহ নামক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের যেলাকর নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

যথা হতো ভগবতা ভৌমো যেন চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নিরুদ্ধা এতদাচক্ষ্ব বিক্রমং শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রেণ হৃতছত্রেণ হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা।
হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্ ॥ ২ ॥
সভার্য্যো গরুড়ারূঢ়ঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তদীয় অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা রাজকন্যাগণকে নিজপুরীতে আনয়ন করতঃ বিবাহ করেন, এই বৃত্তান্ত এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইতেছে এবং প্রসঙ্গক্রমে পারিজাত হরণের কথাও বলা হইতেছে।

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন) [হে ব্রহ্মন্!] তাঃ স্ত্রিয়ঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরও যে ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন, সেই সকল রাজকন্যাকে) যেন নিরুদ্ধাঃ (যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল), [সঃ] ভৌমঃ (সেই ভূমিপুত্র নরকাসুর), যথা চ (যে প্রকারে ও যে কারণে) ভগবতা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) হতঃ (নিহত হয়), শার্ঙ্গধন্বনঃ বিক্রমং (শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমস্বরূপ) এতৎ (সেই বৃত্তান্ত) আচক্ষ্ব (বর্ণনা করুন) ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে রাজন্] হৃতছত্রেণ (নরকাসুর বরুণের ছত্র হরণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে অপমানিত করিয়াছিল), হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা (ইন্দ্র-জননী অদিতির কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়াছিল) হৃতামরাদ্রিস্থানেন (এবং দেবগণের ক্রীড়াভূমি মন্দরপর্ব্বতে ইন্দ্রের মণিপর্ব্বত নামক স্থান অধিকার করিয়াছিল, এতাদৃশ অপমানিত) ইন্দ্রেণ (ইন্দ্র) ভৌমচেষ্টিতঃ জ্ঞাপিতঃ [কৃষ্ণঃ] (ভূমিপুত্র নরকাসুরের তাদৃশ অত্যাচারের কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি) সভার্য্যঃ গরুড়ারূঢ়ঃ [সন্] (ভার্য্যা সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া) [ভৌমনগরং] প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং (নরকাসুরের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে) যযৌ (গমন করিলেন)। ২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরও যে ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন, সেই সকল রাজকন্যাকে যে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই ভূমিপুত্র নরকাসুর যে প্রকারে ও যে কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়, আপনি শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমস্বরূপ সেই বৃত্তান্ত আমার নিকটে বর্ণনা করুন ॥ ১ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নরকাসুর, বরুণের ছত্র হরণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে অপমানিত করিয়াছিল, ইন্দ্রজননী অদিতির কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়াছিল এবং দেবগণের ক্রীড়াভূমি মন্দরপর্ব্বতে ইন্দ্রের মণিপর্ব্বত নামক স্থান অধিকার করিয়াছিল; দেবরাজ ইন্দ্র ভূমিপুত্র নরকাসুরের তাদৃশ অত্যাচারের কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি ভার্য্যা সত্যভামাব সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া নরকাসুরের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীধর— ঊনষষ্টিতমে ভৌমং হত্বা তেনাহৃতা হরিঃ।
কন্যাঃ সহস্রশঃ প্রাপ্য পারিজাতং দিবোঽহরৎ ॥
পরিণীয় ততস্তাভিস্তন্মনোরথপূরণৈঃ।
আত্মারামোঽপ্যসৌ রেমে তদ্‌গৃহেষু গৃহস্থবৎ ॥
যেন তাঃ স্ত্রিয়ো নিরুদ্ধাঃ স ভৌমঃ চকারাৎ যেন কারণেন হতস্তৎ আচক্ষ্বেতি ॥ ২ ॥

গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈর্জলাগ্ন্যনিলদুর্গমম্ ।
মুরপাশাযুতৈর্ঘোরৈর্দৃঢ়ৈঃ সর্ব্বত আবৃতম্ ॥ ৩ ॥
গদয়া নির্ব্বিভেদাদ্রীন্ শস্ত্রদুর্গাণি সায়কৈঃ ।
চক্রেণাগ্নিং জলং বায়ুং মুরপাশাংস্তথাসিনা ॥ ৪ ॥
শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্বিনাম্ ।
প্রাকারং গদয়া গুর্ব্ব্যা নির্ব্বিভেদ গদাধরঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—[তৎ] (ঐ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈঃ [চ উপলক্ষিতং] (গিরিদুর্গ ও শস্ত্রদুর্গসমন্বিত), জলাগ্ন্যনিলদুর্গমং (চতুর্দ্দিকস্থ জল, অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা দুর্গম) ঘোরৈঃ দৃঢ়ৈঃ মুরপাশাযুতৈঃ সর্বতঃ আবৃতং [চ আসীৎ] (এবং মুরনামক দৈত্যের ভয়ানক ও সুদৃঢ় দশ সহস্র পাশের দ্বারা সকল দিকে আবৃত ছিল ॥ ৩ ॥

[কৃষ্ণঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) গদয়া (গদার দ্বারা) অদ্রীন্ (গিরিদুর্গ), সায়কৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) শস্ত্রদুর্গাণি (শস্ত্রদুর্গ), চক্রেণ (চক্রের দ্বারা), অগ্নিং জলং বায়ুং (চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নি, জল ও বায়ু) তথা অসিনা (এবং অসির দ্বারা) মুরপাশান্ (মুরদৈত্যের পাশসমূহ) নির্ব্বিভেদ (বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন) ॥ ৪ ॥

গদাধরঃ (গদাধর শ্রীকৃষ্ণ) শঙ্খনাদেন (শঙ্খধ্বনির দ্বারা) মনস্বিনাং (বীরগণের) যন্ত্রাণি হৃদয়ানি (যন্ত্রতুল্য হৃদয়) গুর্ব্যা গদয়া প্রাকারং [চ] (ও ভারী গদার দ্বারা প্রাচীর) নির্ব্বিভেদ (ভেদ করিয়া ফেলিলেন) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ঐ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর গিরিদুর্গ ও শস্ত্রদুর্গসমন্বিত এবং চতুর্দ্দিকস্থ জল, অগ্নি ও বায়ুর দ্বারা দুর্গমনীয় এবং মুর নামক দৈত্যের ভয়ানক ও সুদৃঢ় দশসহস্র পাশের দ্বারা সকল দিকে আবৃত ছিল। এই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলেন ॥ ৩ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গদার দ্বারা গিরিদুর্গ, বাণসমূহের দ্বারা শস্ত্রদুর্গ, চক্রের দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ অগ্নি, জল ও বায়ু এবং অসির দ্বারা মুর-দৈত্যের পাশসমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর গদাধর শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনির দ্বারা বীরগণের যন্ত্রতুল্য হৃদয় এবং মহতী গদার দ্বারা প্রাচীর ভেদ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীধর—ইন্দ্রেণ ভৌমচেষ্টিতং জ্ঞাপিতঃ সন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং ভৌমনগরং যযাবিত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতেন ? হৃতং ছত্রং যস্য তেন, লোকপালপ্রধানত্বাদিন্দ্রস্য বরুণচ্ছত্রহরণেঽপি তস্যৈব মানভঙ্গ ইতি তথোক্তম্, হৃতে কুণ্ডলে যস্যাঃ সা অদিতির্বন্ধুর্মাতা যস্য তেন, হৃতমমরাদ্রেঃ স্থানং মণিপর্বতলক্ষণং যস্য তেন। সত্যভামায়া গৃহে ভগবন্তমিন্দ্র আগত্য বিজ্ঞাপিতবান্। তদা তস্যাঃ কৌতুকায় তয়া ভার্য্যয়া সহ যযাবিতি। যদ্বা মদনুজ্ঞয়ৈব ত্বৎপুত্রং হনিষ্যামীতি ইতিহাসোক্তং ভূম্যৈ বরং দত্তং সত্যং কর্ত্তুং সত্যভামায়া ভূম্যংশত্বাৎ তয়া সহ যযৌ। যদ্বা নারদানীত-পারিজাতৈককুসুমে রুক্মিণ্যৈ দত্তে সতি কুপিতাং সত্যভামাং সান্ত্বয়তা তুভ্যং পারিজাতমেব দাস্যামীতি শ্রীকৃষ্ণেন প্রতিশ্রুতমিতি হরিবংশে প্রসিদ্ধম্; তদর্থং তাং নীতবানিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥ গরুড়েন যানে কারণং গিরিদুর্গৈরিত্যাদি। তৈরুপলক্ষিতম্, জলাগ্ন্যনিলৈশ্চ সর্বতো বর্ত্তমানৈর্দুর্গমম্ ॥ ৩—৫ ।

পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা যুগান্তাশনিভীষণম্।
মুরঃ শয়ান উত্তস্থৌ দৈত্যঃ পঞ্চশিরা জলাৎ ॥ ৬ ॥
ত্রিশূলমুদ্যম্য সুদুর্নিরীক্ষণং যুগান্তসূর্য্যানলরোচিরুল্বণঃ।
গ্রসংস্ত্রিলোকীমিব পঞ্চভির্মুখৈরভ্যদ্রবৎ তার্ক্ষ্যসুতং যথোরগঃ ॥ ৭ ॥
আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে নিরস্য বক্ত্রৈর্ব্যনদৎ স পঞ্চভিঃ।
স রোদসী সর্ব্বদিশোঽম্বরং মহানাপূরয়ন্নণ্ডকটাহমাবৃণোৎ ॥ ৮ ॥
তদাপতদ্বৈ ত্রিশিখং গরুত্মতে হরিঃ শরাভ্যামভিনৎ ত্রিধৌজসা।
মুখেষু তঞ্চাপি শরৈরতাড়য়ৎ তস্মৈ গদাং সোঽপি রুষা ব্যমুঞ্চৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন] শয়ানঃ (জলমধ্যে শয়ান) পঞ্চশিরাঃ (পঞ্চমুণ্ড) মুরঃ দৈত্যঃ (মুর নামক দৈত্য) যুগান্তাশনিভীষণং (যুগান্তকালীন বজ্রধ্বনিসদৃশ ভীষণ) [তং) পাঞ্চজন্যধ্বনিং (সেই পাঞ্চজন্যধ্বনি) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) জলাৎ উত্তস্থৌ (জল হইতে উত্থিত হইল) ॥ ৬ ॥

যুগান্তসূর্য্যানলরোচিঃ (যুগান্তকালীন সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী], সুদুর্নিরীক্ষণঃ (দুর্দ্দর্শ) উল্বণঃ [সঃ] (ও অতিভীষণ সেই মুর দৈত্য) ত্রিশূলম্ উদ্যম্য (ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া) পঞ্চভিঃ মুখৈঃ (পঞ্চমুখ ব্যাদান করতঃ সেই মুখের দ্বারা) ত্রিলোকীং গ্রসন্ ইব (ত্রিলোককে গ্রাস করিতেই যেন) উরগঃ তার্ক্ষ্যসুতং যথা (সর্প যেমন গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ) [কৃষ্ণম্] অভ্যদ্রবৎ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল) ॥ ৭ ॥

[ততঃ] সঃ (তৎপরে সে) শূলম্ আবিধ্য (ত্রিশূল আরও উত্তোলন করিয়া) তরসা (সবলে) গরুত্মতে নিরস্য (গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপ করতঃ) পঞ্চভিঃ বক্ত্রৈঃ (পঞ্চ মুখের দ্বারা) ব্যনদৎ (এক মহান্ শব্দ করিয়া উঠিল)। সঃ মহান্ [নাদঃ] (সেই মহান্ শব্দ) রোদসী (স্বর্গ, মর্ত্ত্য), সর্বদিশঃ (সকল দিক্) অম্বরং (আকাশমণ্ডল) আপূরয়ন্ (পরিপূর্ণ করিয়া) অণ্ডকটাহম্ আবৃণোৎ (ব্রহ্মাণ্ড আবরণ করিয়া ফেলিল) ॥ ৮ ॥

হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) গরুত্মতে আপতৎ বৈ (গরুড়ের প্রতি আগত) তৎ ত্রিশিখং (সেই মুর-দৈত্য নিক্ষিপ্ত ত্রিশূল) ওজসা (সবলে) শরাভ্যাং (দুইটি বাণের দ্বারা) ত্রিধা অভিনৎ (তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন) তং চ (এবং সেই মুর দৈত্যকেও) মুখেষু অপি শরৈঃ অতাড়য়ৎ (মুখসমূহের মধ্যে বাণাঘাত করিয়া বিদ্ধ করিলেন)। [তদা] সঃ অপি (তখন সেই মুর-দৈত্য ও) রুষা (ক্রোধভরে) তস্মৈ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে) গদাং ব্যমুঞ্চত (গদা নিক্ষেপ করিল ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পঞ্চমুণ্ড মুর নামক দৈত্য তথায় পরিখার জলমধ্যে শয়ান ছিল। সে তখন যুগান্তকালীন বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীষণ সেই পাঞ্চজন্য-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইল ॥ ৬ ॥ মুর-দৈত্য যুগান্ত-কালীন সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী, দুর্দ্দমনীয় ও অতি ভীষণ ছিল; জল হইতে উঠিয়াই সে ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া পঞ্চমুখ ব্যাদান করতঃ সেই মুখের দ্বারা ত্রিলোককে গ্রাস করিতে করিতেই যেন, সর্প যেমন গরুড়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৭ ॥ সেই মুরদৈত্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়াই ত্রিশূল আরও উত্তোলন করতঃ সবলে উহা গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চ মুখের দ্বারা এক ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিল; সেই ভীষণ শব্দ স্বর্গ, মর্ত্ত্য-দিক্‌সমূহ ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড আবরণ করিয়া ফেলিল ॥ ৮ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মুরদৈত্য নিক্ষিপ্ত ত্রিশূল গরুড়ের উপরে পতিত হইতেছে দেখিয়া সবলে দুইটি বাণের দ্বারা উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই মুর-দৈত্যের মুখসমূহের মধ্যে বাণাঘাত করিয়া তাহাকেও বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই মুর-দৈত্যও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিল ॥ ৯ ॥

শ্রীধর—যুগান্তাশনের্ধ্বনিবদ্ভীষণম্। পরিখায়া জলাৎ ॥ ৬-৭ ॥

তামাপতন্তীং গদয়া মৃধে গদাং গদাগ্রজো নির্বিভিদে সহস্রধা।
উদ্যম্য বাহূনভিধাবতোঽজিতঃ শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া ॥ ১০ ॥

ব্যসুঃ পপাতাম্ভসি কৃত্তশীর্ষো নিকৃত্তশৃঙ্গোঽদ্রিরিবেন্দ্রতেজসা।
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ সমুদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥

তাম্রোঽন্তরীক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসু-র্বসুর্নভস্বান্ বরুণশ্চ সপ্তমঃ।
পীঠং পুরস্কৃত্য চমূপতিং মৃধে ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্ ধৃতায়ুধাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—গদাগ্রজঃ (গদজ্যেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) মৃধে (যুদ্ধস্থলে) আপতন্তীং তাং-গদাং (অভিমুখে আগত সেই মুর নিক্ষিপ্ত গদাকে) গদয়া (স্বীয় গদার দ্বারা) সহস্রধা নির্বিভেদে (সহস্র খণ্ডে ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন)। [ততঃ] (তৎপরে) অজিতঃ (অজেয় শ্রীকৃষ্ণ) বাহূন্ উদ্যম্য (বাহু উত্তোলন করিয়া) অভিধাবতঃ (নিজের অভিমুখে ধাবিত) [তস্য] (সেই মুর-দৈত্যের) শিরাংসি (পঞ্চ মস্তক) লীলয়া (অনায়াসে) চক্রেণ (চক্রের দ্বারা) জহার (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ১০ ॥

কৃত্তশীর্ষঃ ব্যসুঃ [সঃ] (ছিন্নমুণ্ড ও প্রাণহীন ঐ মুর দৈত্য) ইন্দ্রতেজসা নিকৃত্তশৃঙ্গঃ অদ্রিঃ ইব (ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ভগ্নশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায়) অম্ভসি পপাত (জলমধ্যে নিপতিত হইল)। [তদা] (তখন) তস্য (সেই মুর-দৈত্যের) তাম্রঃ অন্তরীক্ষঃ শ্রবণঃ বিভাবসুঃ বসুঃ নভস্বান্ সপ্তমঃ অরুণঃ চ (তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও অরুণ) [ইতি] সপ্ত আত্মজাঃ (এই সাত পুত্র) পিতুঃ বধাতুরাঃ (পিতৃবধহেতু কাতর), প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ (প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্রুদ্ধ), ভৌমপ্রযুক্তাঃ (যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নরকাসুরকর্তৃক নিযুক্ত) ধৃতায়ুধাঃ সমুদ্যতাঃ [চ সন্তঃ] (অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত ও উদ্যোগী হইয়া) পীঠং চমূপতিং পুরস্কৃত্য (পীঠ নামক সেনাপতিকে অগ্রে লইয়া) মৃধে নিরগন্ (যুদ্ধস্থলে গমন করিল) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—গদজ্যেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থল অভিমুখে আগত সেই মুর-নিক্ষিপ্ত গদাকে স্বীয় গদার দ্বারা সহস্রভাগে খণ্ড করিলেন। তৎপরে মুর দৈত্য বাহু উত্তোলন করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলে তিনি চক্রের দ্বারা অনায়াসে তাহার পঞ্চ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০ ॥ তখন ছিন্নমুণ্ড ও প্রাণহীন ঐ মুর-দৈত্য ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ভগ্নশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় জলমধ্যে নিপতিত হইল। অনন্তর সেই মুর-দৈত্যের তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও অরুণ নামক সাত পুত্র পিতৃবধহেতু কাতর, প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্রুদ্ধ, যুদ্ধ করিবার জন্য নরকাসুর কর্তৃক নিযুক্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত ও উদ্যোগী হইয়া পীঠ নামক এক সেনাপতিকে অগ্রে লইয়া যুদ্ধস্থলে গমন করিল ॥১১-১২॥

শ্রীধর—আবিধ্য উদ্‌গোল্য স মহান্ নাদ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় গদাং ব্যমুঞ্চত ॥ ৯-১০ ॥ ইন্দ্রতেজসা বজ্রেণ, প্রতিক্রিয়য়া হেতুভূতয়া অমর্ষং তজ্জুষঃ ॥ ১১ ॥

প্রাযুঞ্জতাসাদ্য শরানসীন্ গদাঃ শক্ত্যৃষ্টিশূলান্যজিতে রুষোল্বণাঃ।
তচ্ছস্ত্রকূটং ভগবান্ স্বমার্গণৈ রমোঘবীর্য্যস্তিলশশ্চকর্ত্ত হ ॥ ১৩ ॥
তান্ পীঠমুখ্যাননয়দ্ যমক্ষয়ং নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রি বর্ম্মণঃ।
স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈস্তথা নিরস্তান্ নরকো ধরাসুতঃ ॥
নিরীক্ষ্য দুর্ম্মর্ষণ আস্রবন্মদৈ র্গ জৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরক্রমৎ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বা সভার্য্যং গরুড়োপরিস্থিতং সূর্য্যোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্ঘনং যথা।
কৃষ্ণং স তস্মৈ ব্যসৃজচ্ছতঘ্নীং যোধাশ্চ সর্ব্বে যুগপৎ স্ম বিব্যধুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—রুষা উল্বণাঃ [তে] (ক্রোধে উগ্রমূর্ত্তি ঐ সকল দৈত্য) আসাদ্য (যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া) অজিতে (যাঁহাকে কেহও জয় করিতে পারে না, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপরে) শরান্ অসীন্ গদাঃ শক্ত্যৃষ্টিশূলানি (বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি, ঋষ্টি ও শূলসমূহ) প্রাযুঞ্জত (নিক্ষেপ করিতে লাগিল), [তদা (তখন) অমোঘবীর্য্যঃ ভগবান্ (অপ্রতিহত পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) স্বমার্গণৈঃ (স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা) তচ্ছস্ত্রকূটং (সেই দৈত্যগণ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ) তিলশঃ চকর্ত্ত হ (তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ১৩ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) [সঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রিবর্ম্মণঃ (স্বীয় বাণাঘাতে ছিন্নমস্তক, ছিন্ন উরু, ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্নকবচ) পীঠমুখ্যান্ তান্ (পীঠ নামক সেনাপতি প্রমুখ সেই সকল দৈত্যকে) যমক্ষয়ম্ অনয়ৎ (যমালয়ে প্রেরণ করিলেন)। ধরাসুতঃ নরকঃ (ভূমিপুত্র নরকাসুর) [দূর হইতে] অচ্যুতচক্রসায়কৈঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চক্র ও বাণসমূহের দ্বারা) স্বানীকপান্ (নিজের সেনাপতি ঐ সকল দৈত্যকে) তথা নিরস্তান্ নিরীক্ষ্য (ঐরূপে নিহত হইতে দেখিয়া) দুর্ম্মর্ষণঃ [সন্] (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) [যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত] পয়োধিপ্রভবৈঃ আস্রবন্মদৈঃ গজৈঃ [সহ] (সমুদ্রজাত মদস্রাবী হস্তিসমূহের সহিত) নিরক্রমৎ (পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল) ॥ ১৪ ॥

সঃ (সেই নরকাসুর) [তত্র আগত্য] (যুদ্ধস্থলে আসিয়া) সূর্য্যোপরিষ্টাৎ (সূর্য্যের উপরিভাগে অবস্থিত) সতড়িদ্ঘনং যথা (বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘের ন্যায়] গরুড়োপরি স্থিতং (গরুড়ের উপরে অবস্থিত) সভার্য্যং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা (ভার্য্যা সত্যভামা সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) তস্মৈ (তাঁহার উদ্দেশ্যে) শতঘ্নীং ব্যসৃজৎ (শতঘ্নী নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিল)। [তদা] (তখন) সর্বে যোধাঃ চ (তাহার সৈন্যগণও) যুগপৎ বিব্যধুঃ স্ম (অস্ত্রশস্ত্র যুগপৎ নিক্ষেপ করিতে লাগিল) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ক্রোধে উগ্রমূর্ত্তি ঐ সকল দৈত্য যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া, যাঁহাকে কেহই কখনও জয় করিতে পারে না, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপরে বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি, ঋষ্টি ও শূলসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অব্যর্থ পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেই সকল অস্ত্র তিল তিল করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩ ॥ তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাণের আঘাতে মস্তক, উরু, বাহু, পদ ও কবচ ছিন্ন করিয়া সেই পীঠ নামক সেনাপতি ও মুর দৈত্যের পুত্রগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তখন ভূমিপুত্র নরকাসুর দূর হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চক্র ও বাণ দ্বারা নিজের সেনাপতি ও ঐ সকল দৈত্যকে ঐরূপে নিহত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রজাত মদস্রাবী হস্তিসমূহের সহিত পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ১৪ ॥ নরকাসুর আসিয়া, সূর্য্যোপরিস্থিত, বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায়, গরুড়ের উপরে স্থিত সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি শতঘ্নী অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অন্যান্য সকল যোদ্ধাও যুগপৎ তাঁহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর—পীঠং পীঠনামানম্, নিরগন্ নিরগমন্ ॥ ১২-১৩ ॥ নিকৃত্তানি শীর্ষাদীনি যেষাং তান্ ॥ ১৪ ॥

তদ্ভৌমসৈন্যং ভগবান্ গদাগ্রজো বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং চকার তর্হ্যেব হতাশ্বকুঞ্জরম্ ॥ ১৬ ॥
যানি যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ।।
হরিস্তান্যচ্ছিনৎ তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ ॥
উহ্যমানঃ সুপর্ণেন পক্ষাভ্যাং নিঘ্নতা গজান্ ॥ ১৭ ॥
গরুত্মতা হন্যমানস্তুণ্ডপক্ষনখৈর্গজাঃ।
পুরমেবাবিশন্নার্ত্তা নরকো যুধ্যযুধ্যত ॥ ১৮ ॥
দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনার্দিতং স্বকম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—গদাগ্রজঃ ভগবান্ (গদজ্যেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তর্হি এব (তখনই) বিচিত্রবাজৈঃ নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ (বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা) [নরকাসুর নিক্ষিপ্ত শতঘ্নী অস্ত্র প্রতিহত করিয়া] তৎ ভৌমসৈন্যং হতাশ্বকুঞ্জরং নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং [চ] চকার (ঐ সকল ভৌমসৈন্যের অশ্ব ও গজসমূহ বধ করতঃ কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও কণ্ঠ, কাহারও বা দেহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন)।। ১৬।।

কুরূদ্বহ। (হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ।) [বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে] যোধৈঃ (নরকাসুরের সৈন্যগণকর্তৃক) যানি শস্ত্রাস্ত্রাণি প্রযুক্তানি (যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল), পক্ষাভ্যাং গজান্ নিঘ্নতা (পক্ষদ্বয়ের দ্বারা গজসমূহকে আঘাত করিতে করিতে) সুপর্ণেন উহ্যমানঃ হরিঃ (গরুড় যাঁহাকে বহন করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ) [তৎপ্রাপ্তেঃ পূর্বমেব তৎ সর্বং সৈন্যং হত্বা। (সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই সমস্ত সৈন্য বধ করিয়া) ত্রিভিঃ তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ (তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা) তানি [চ] একৈকশঃ (ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রও এক একটি করিয়া) অচ্ছিনৎ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন)। গরুত্মতা তুণ্ডপক্ষনখৈঃ হন্যমানাঃ গজাঃ (গরুড় চঞ্চু, পক্ষ ও নখের দ্বারা গজসমূহকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে উহারা) আর্ত্তাঃ [সন্তঃ] (কাতর হইয়া) [যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করতঃ] পুরম্ এব অবিশন্ (পুরীতেই গিয়া প্রবেশ করিল)। নরকঃ (নরকাসুর) স্বকং সৈন্যং (স্বীয় সৈন্যসমূহ) গরুড়েন অর্দিতং [সৎ] বিদ্রাবিতং দৃষ্ট্বা (গরুড় কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া)। যুধি অযুধ্যত (যুদ্ধস্থলে একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিল)।। ১৭—১৯।।

অনুবাদ—গদজ্যেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখনই বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নরকাসুর নিক্ষিপ্ত শতঘ্নী ব্যর্থ করিয়া তদীয় সৈন্যগণের অশ্ব ও গজসমূহ বধ করতঃ কাহারও বাহু, কাহারও উরু, কাহারও গ্রীবা, কাহারও বা দেহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬ ॥ হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—পক্ষদ্বয়ের দ্বারা গজসমূহকে বধ করিতে করিতে গরুড় যাঁহাকে বহন করিতেছিলেন, সেই ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের সৈন্যগণ যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই সমস্ত সৈন্য বধ করিয়া তিন তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা এক একটি করিয়া ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে গরুড় চঞ্চু, পক্ষ ও নখের দ্বারা গজসমূহকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহারা কাতর হইয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করতঃ পুরীমধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন নরকাসুর স্বীয় সৈন্য গরুড় কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে একাকীই যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৯ ॥

শ্রীধর—শতঘ্নীং শক্তিবিশেষম্ ।। ১৫ ।।

তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ।
নাকম্পত তয়া বিদ্ধো মালাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ২০ ॥
শূলং ভৌমোঽচ্যুতং হন্তুমাদদে বিতথোদ্যমঃ।
তদ্বিসর্গাৎ পূর্ব্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ।
অপাহরদ্গজস্থস্য চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা ॥ ২১ ॥
সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলং।
হা হেতি সাধ্বিত্যৃষয়ঃ সুরেশ্বরা মাল্যৈর্ম্মুকুন্দং বিকিরন্ত ঈড়িরে ॥ ২২ ॥

অন্বয়—ভৌমঃ (নরকাসুর) যতঃ বজ্রঃ প্রতিহতঃ [আস] (যাহা হইতে বজ্র প্রতিহত হইয়াছিল) তং (সেই গরুড়কে) শক্ত্যা প্রাহরৎ (শক্তি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিল); [সঃ তু] (কিন্তু গরুড়) তয়া বিদ্ধঃ [অপি] (ঐ শক্তির দ্বারা আহত হইয়াও) মালাহতঃ দ্বিপঃ ইব (পুষ্পমালার দ্বারা আহত হস্তীর ন্যায়) ন অকম্পত (কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না) ॥ ২০ ॥

[গরুড়ে] বিতথোদ্যমঃ [সন্] ভৌমঃ (গরুড়ের প্রতি উদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় নরকাসুর) অচ্যুতং হন্তুং (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য) শূলম্ আদদে (শূল গ্রহণ করিল), হরিঃ [তু] (কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) [সত্যভামার অনুমতিক্রমে] তদ্বিসর্গাৎ পূর্ব্বম্ এব (ঐ শূল নিক্ষেপের পূর্ব্বেই) ক্ষুরনেমিনা চক্রেণ (ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা) গজস্থস্য নরকস্য শিরঃ (গজারূঢ় নরকাসুরের মস্তক) অপাহরৎ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ২১ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! নরকাসুরের] চারুকিরীটভূষণং (মনোহর কিরীটে বিভূষিত) সকুণ্ডলং (কুণ্ডল-সমন্বিত) সমুজ্জ্বলং [শিরঃ] (দেদীপ্যমান ছিন্নমস্তক) পৃথিব্যাং পতিতং [সৎ] (ভূতলে নিপতিত হইয়া) বভৌ (শোভা পাইতে লাগিল)। [তদা] (তখন) [তস্য স্বজনাঃ] (নরকাসুরের স্বজনগণ) হা হা ইতি (হাহাকার) ঋষয়ঃ [চ] সাধু ইতি [ঊচুঃ] (এবং ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন), সুরেশ্বরাঃ (দেবশ্রেষ্ঠগণ) মাল্যৈঃ মুকুন্দং বিকিরন্তঃ (পুষ্পমাল্যের দ্বারা ভগবান্ মুকুন্দকে সমাচ্ছন্ন করতঃ) ঈড়িরে (স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—নরকাসুর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াই, যাহার প্রতি প্রযুক্ত বজ্র প্রতিহত হইয়াছিল, সেই গরুড়কে শক্তি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিল। কিন্তু পুষ্পমালার দ্বারা হস্তীকে আঘাত করিলে ঐ হস্তী যেমন কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, সেইরূপ গরুড় ঐ শক্তির দ্বারা আহত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না ॥ ২০ ॥ গরুড়ের প্রতি উদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় নরকাসুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য শূল গ্রহণ করিল; কিন্তু ঐ শূল নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (সত্যভামার অনুমতিক্রমে) ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা গজারূঢ় নরকাসুরের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ২১ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নরকাসুরের মনোহর কিরীটে বিভূষিত ও কুণ্ডলসমন্বিত দেদীপ্যমান ছিন্নমুণ্ড ভূতলে নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তখন তাহার স্বজনগণ হাহাকার ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠগণ পুষ্পমাল্যের দ্বারা ভগবান্ মুকুন্দকে সমাচ্ছন্ন করতঃ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—বিচিত্রা বাজাঃ পত্রাণি যেষাং তৈর্বাণৈর্নিকৃত্তা বাহব ঊরবঃ শিরোগ্রাঃ কন্ধরা বিগ্রহা দেহাশ্চ যস্মিংস্তৎ তর্হ্যেব তে যদা বিব্যধুস্তস্মিন্নেব ক্ষণে ॥ ১৬ ॥ অত্যাশ্চর্য্যে কুরূদ্বহেতি সম্বোধনম্। তথাহি—তৈর্যানি প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি তৎপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব তৎ সর্ব্বং সৈন্যং হত্বা পশ্চাৎ তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চ চিচ্ছেদ! তত্রাপ্যেকৈকং শস্ত্রমস্ত্রঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈরিত্যাশ্চর্য্যম্ ॥ ১৭ ॥ কিঞ্চ গরুত্মতেতি ॥ ১৮-১৯ ॥ যতো যয়া শক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহত আস। গরুড়স্তু নাকম্পত ॥ ২০ ॥

ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে প্রতপ্তজাম্বূনদরত্নভাস্বরে।
সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্ ॥ ২৩ ॥
অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চ্চিতম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্! ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া ॥ ২৪ ॥

ভূমিরুবাচ

নমস্তে দেবদেবেশ! শঙ্খচক্রগদাধর!।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্! নমোঽস্তু তে। ২৫ ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—ততঃ চ (তৎপরে) ভূঃ (মূর্ত্তিমতী পৃথিবীদেবী) কৃষ্ণম্ উপেত্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া) সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়া [সহ] (বৈজয়ন্তী ও বনমালার সহিত) [নরকাসুর পূর্ব্বে যাহা অপহরণ করিয়াছিল, সেই] প্রতপ্তজাম্বূনদরত্নভাস্বরে কুণ্ডলে (প্রতপ্ত কাঞ্চনস্থ রত্নসমূহে সমুজ্জ্বল অদিতির কুণ্ডলদ্বয়), প্রাচেতসং ছত্রং (বরুণের ছত্র) অথো মহামণিম্ (ও ইন্দ্রের মহামণিসমন্বিত মণিপর্ব্বত) অর্পয়ৎ (তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন) ॥ ২৩ ॥

রাজন্! (হে রাজন্!) অথ (অনন্তর) দেবী (পৃথিবীদেবী) ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া (ভক্তিপ্রবণ চিত্তে) প্রণতা প্রাঞ্জলিঃ [চ সতী] (প্রণতা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া) দেববরার্চ্চিতং বিশ্বেশম্ অস্তৌষীৎ (ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণের পূজনীয় বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ২৪ ॥

ভূমিঃ উবাচ (পৃথিবী বলিলেন) দেবদেব! (হে দেবদেব!) ঈশ! (হে সর্বেশ্বর!) শঙ্খচক্রগদাধর (হে শঙ্খচক্রগদাধর!) তে নমঃ (আপনাকে নমস্কার); পরমাত্মন্ (হে সর্বান্তর্যামিন্) ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় তে নমঃ অস্তু (আপনি ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার) ॥ ২৫ ॥

পঙ্কজনাভায় [তে] নমঃ (পদ্মনাভ আপনাকে নমস্কার), পঙ্কজমালিনে [তে] নমঃ (পদ্মমালাধারী আপনাকে নমস্কার); পঙ্কজনেত্রায় [তে] নমঃ (কমললোচন আপনাকে নমস্কার); পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে তে নমঃ (কমলচরণ আপনাকে নমস্কার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে মূর্ত্তিমতী পৃথিবীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বৈজয়ন্তী ও বনমালার সহিত (নরকাসুর পূর্ব্বে যাহা যাহা অপহরণ করিয়াছিল, সেই) প্রতপ্ত কাঞ্চনস্থ রত্নসমূহে সমুজ্জ্বল অদিতির কুণ্ডলদ্বয়, বরুণের ছত্র ও ইন্দ্রের মহামণিসমন্বিত মণিপর্ব্বত তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন ॥২৩॥ হে রাজন্! অনন্তর পৃথিবীদেবা ভক্তিপ্রবণচিত্তে প্রণতা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণেরও পূজনীয় সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পৃথিবীদেবী বলিলেন! হে দেবদেব! হে সর্ব্বেশ্বর! হে শঙ্খচক্রগদাধর! আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! আপনি ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥ পদ্মনাভ আপনাকে নমস্কার, পদ্মমালাধারী আপনাকে নমস্কার, কমললোচন আপনাকে নমস্কার, কমল-চরণ আপনাকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—গরুড়ে বিতথোত্তমঃ সন্ শূলং ত্রিশূলমাদদে ধৃতবান্ ॥ ২১-২২ ॥

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে।
পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥
অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
পরাবরাত্মন্! ভূতাত্মন্! পরমাত্মন্! নমোঽস্তু তে ॥ ২৮ ॥
ত্বং বৈ সিসৃক্ষু রজ উৎকটং প্রভো! তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃতঃ।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে! কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—বাসুদেবায় (বসুদেব পুত্র) ভগবতে (অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যশালী) বিষ্ণবে (সর্বব্যাপী) তুভ্যং নমঃ (আপনাকে নমস্কার); আদিবীজায় (জগতের আদিকারণ, পূর্ণবোধায় (পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ) পুরুষায় (পরমপুরুষ) তে নমঃ (আপনাকে নমস্কার) ॥ ২৭ ॥

পরাবরাত্মন্ (হে পরাবরাত্মন্! অর্থাৎ হে কার্য্যকারণাত্মন্!) ভূতাত্মন্! (হে ভূতাত্মন্!) পরমাত্মন্ (হে পরমাত্মন্!) অজায় (স্বয়ং জন্মরহিত), অস্য জনয়িত্রে (এই বিশ্বের জনয়িতা), ব্রহ্মণে (বৃহৎ স্বরূপগুণযুক্ত) অনন্তশক্তয়ে (ও অনন্তশক্তিযুক্ত) তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার) ॥ ২৮ ॥

প্রভো! (হে প্রভো!) ত্বং বৈ (আপনিই) অসংবৃতঃ [অপি] (সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নির্লিপ্ত হইয়াও) সিসৃক্ষুঃ [সন্] (জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায়) উৎকটং রজঃ (উৎকট রজোগুণ), জগতঃ স্থানায় সত্ত্বং (জগত পালন করিবার নিমিত্ত সত্ত্বগুণ) [জগতঃ] নিরোধায় তমঃ [চ] (এবং জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত তমোগুণ) বিভর্ষি (ধারণ করিয়া থাকেন)। জগৎপতে! (হে জগৎপতে!) কালঃ প্রধানং পুরুষঃ ভবান্ [এব] (কাল, প্রকৃতি ও জীব আপনিই); [ভবান্] পরঃ (পুরুষোত্তম ও আপনিই) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বাসুদেব (বসুদেবের পুত্র) ভগবান্ (অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যশালী) বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপী) আপনাকে নমস্কার। জগতের আদিকারণ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমপুরুষ আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥ হে পরাবরাত্মন্! হে ভূতাত্মন্! হে পরমাত্মন্! স্বয়ং জন্মরহিত, এই বিশ্বের জনয়িতা, বৃহৎ স্বরূপগুণ-যুক্ত ও অনন্তশক্তিযুক্ত আপনাকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥ হে প্রভো! আপনিই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নির্লিপ্ত হইয়াও জগৎসৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় উৎকট রজোগুণ, জগৎ পালন করিবার নিমিত্ত সত্ত্বগুণ এবং জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত তমোগুণ ধারণ করিয়া থাকেন। হে জগৎপতে! কাল, প্রকৃতি ও জীব আপনিই; আপনি পুরুষোত্তমও বটেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—প্রতপ্তে জাম্বূনদে যানি রত্নানি। তৈর্ভাস্বরে, মেরোরংশভূতং মন্দরশিখরং মহামণিকার্পণ্যদিতি ॥ ২৩-২৪ ॥ ঐশ্বর্য্যং জ্ঞাত্বা ভূমিঃ স্তৌতি—নমস্ত ইতি। পরমাত্মন্! হে অন্তর্য্যামিন্! ॥ ২৫ ॥ যেন মন্ত্রেণ কৃষ্ণাঃ প্রসন্নঃ পূর্বমাসীৎ, তেন মন্ত্রেণ নমস্ততি—নম ইতি। পঙ্কজং নাভৌ যস্য তস্মৈ জগৎকারণায়েত্যর্থঃ, অতএব সংকীর্ত্তিময়ী পঙ্কজমালা বিদ্যতে যস্য তস্মৈ, এবম্ভূতং ধ্যায়তাং পঙ্কজবৎসুপ্রসন্নে তাপোপশমনে নেত্রে যস্য তস্মৈ, পঙ্কজবৎ সুসেব্যৌ পঙ্কজাঙ্কিতৌ বা অঙ্ঘ্রী যস্য তস্মৈ, নম ইতি ॥ ২৬ ॥ কিঞ্চ ভগবতে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায় বাসুদেবায় সর্বভূতাশ্রয়ায়, অতএব বিষ্ণবে, ব্যাপিনে, ন হি সর্বভূতাশ্রয়ত্বং পরিচ্ছিন্নস্য সম্ভবতীতি। কুতঃ সর্বাশ্রয়ত্বং তত্রাহ—পুরুষায় সর্বস্মাৎ কার্য্যাৎ পূর্বমেব সতে "পূর্বমেবাহমিহাসমিতি তৎ পুরুষস্য পুরুষত্ব"মিতি শ্রুতেঃ, এতদপি কুতঃ? আদিবীজায় আদের্জ্জগৎকারণস্যাপি কারণায়, এবমপি ন মৃদাদিবজ্জাড্যমিত্যাহ—পূর্ণবোধায়েতি ॥ ২৭ ॥

অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ ॥ ৩০ ॥
তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং ভীতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরোপসাদিতঃ।
তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং শিরস্যমুষ্যাখিলকল্মষাপহম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ভূম্যার্চ্চিতো বাগ্‌ভির্ভগবান্ ভক্তিনম্রয়া।
দত্ত্বাভয়ং ভৌমগৃহং প্রাবিশৎ সকলর্দ্ধিমৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়- ভগবন্। (হে ভগবন্।) অহং আমি অর্থাৎ পৃথিবী), পয়ঃ (জল) জ্যোতিঃ (তেজ), অনিলঃ (বায়ু), নভঃ (আকাশ), মাত্রাণি (পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত), দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল), মনঃ (মন), ইন্দ্রিয়াণি চ (ইন্দ্রিয়সমূহ, তৎকারণ অহঙ্কার), মহান্ (মহত্তত্ত্ব) অথ কর্ত্তা (এবং জীব ইতি চরাচরম্ অখিলং [কার্য্যজাতম্] (এই চেতনাচেতনাত্মক কার্য্যসমূহ) অদ্বিতীয়ে ত্বয়ি [এব অস্তি। (অদ্বিতীয় আপনাতেই বর্ত্তমান আছে)। [আপনিই পরমকারণ], অয়ং (এই লোক প্রসিদ্ধ নানাকারণবাদ) ভ্রমঃ (ভ্রমাত্মক) ॥ ৩ ।

প্রপন্নার্ত্তিহর। (হে শরণাগত জনগণের দুঃখনাশন।) তস্য আত্মজঃ (ঐ নরকাসুরের পুত্র) অয়ং (এই ভগদত্ত) ভীতঃ (ভীত হইয়াছে), [অতঃ ময়া] (এই কারণে আমি) [অয়ম্] (ইহাকে) তব পাদপঙ্কজম উপসাদিতঃ (আপনার চরণকমল সমীপে আনয়ন করিয়াছি), তৎ (অতএব) [ত্বং] (আপনি) এনং পালয় (ইহাকে পালন করুন), [তব] অখিলকল্মষাপহং হস্তপঙ্কজম্ (আপনার সর্বপাপনাশক করকমল) অমুষ্য শিরসি কুরু (ইহার মস্তকে স্থাপন করুন) ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ] ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ইতি (এইরূপে) ভক্তিনম্রয়া ভূম্যা (ভক্তিবিনম্রা পৃথিবীদেবী কর্ত্তৃক) বাগ্‌ভিঃ অর্চ্চিতঃ [সন্] (স্তুতিবাক্যের দ্বারা সম্মানিত হইয়া) অভয়ং দত্ত্বা (অভয় প্রদান করতঃ) সকলর্দ্ধিমৎ ভৌমগৃহং (নরকাসুরের সর্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আমি অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও জীব, এই চেতনাচেতন কার্য্যসমূহ অদ্বিতীয় আপনাতেই বর্ত্তমান আছে। আপনাকে ছাড়িয়া কিছুই নাই; আপনিই পরমকারণ, লোক-প্রসিদ্ধ যে নানাকারণবাদ, তাহা ভ্রমাত্মক ॥ ৩০ ॥ হে শরণাগত জনগণের দুঃখনাশন! নরকাসুরের পুত্র এই ভগদত্ত আপনার ভয়ে ভীত হইয়াছে, এই কারণে আমি ইহাকে আপনার চরণকমল সমীপে আনয়ন করিয়াছি; অতএব আপনি ইহাকে পালন করুন; আপনার সর্ব্বপাপনাশক করকমল ইহার মস্তকে স্থাপন করুন ॥৩১॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ভক্তিবিনম্রা পৃথিবীদেবী কর্ত্তৃক স্তুতিবাক্যের দ্বারা সম্মানিত হইয়া অভয় প্রদান করতঃ নরকাসুরের সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—নন্বেবমপি স্বস্য কারণাৎ পূর্ব্বং সত্ত্বং ন স্যাদত আহ—অজায়েতি। স্বয়মজায় স্বতঃসিদ্ধায়, অস্য চ জগতো জনয়িত্রে, উভয়ত্রাপি ক্রমেণ হেতুদ্বয়ম্—ব্রহ্মণে বৃহতে অনন্তশক্তয়ে ইতি চ, বৃহত্ত্বাদজত্বম্ অনন্তশক্তিত্বাৎ তজ্জনয়িতৃত্বমিত্যর্থঃ। ননু পিত্রাদয়ঃ পুত্রাদীনাং জনকাঃ তেষাঞ্চ তৎপূর্ব্বে, তেষাঞ্চ ভূতানি, তেষাঞ্চ স্বকর্ম্মদ্বারেণ জীবাঃ। কিমত্রাহং অত্রাহ—পরাবরাত্মন্ ইত্যাদি। পিত্রাদ্যাত্মকত্বাৎ ত্বমেব জনক ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তত্র রাজন্যকন্যানাং ষট্‌সহস্রাধিকাযুতম্।
ভৌমাহৃতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ ॥ ৩৩ ॥
তং প্রবিষ্টং স্ত্রিয়ো বীক্ষ্য নরবর্য্যং বিমোহিতাঃ।
মনসা বব্রিরেঽভীষ্টং পতিং দৈবোপসাদিতম্ ॥ ৩৪ ॥
ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্।
ইতি সর্ব্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং দধুঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—হরিঃ (ভক্তক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণ) তত্র (সেই নরকাসুরের ভবনে) রাজভ্যঃ বিক্রম্য (রাজগণের নিকট হইতে বিক্রম প্রকাশ করিয়া) ভৌমাহৃতানাং (নরকাসুর যাহাদিগকে হরণ করিয়াছিল, সেই) রাজন্যকন্যানাং ষট্‌সহস্রাধিকাযুতং (ষোড়শ সহস্র ক্ষত্রিয়কন্যাকে) দদৃশে (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রিয়ঃ (ঐ সকল রাজকন্যা) তং প্রবিষ্টং বীক্ষ্য (শ্রীকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া) বিমোহিতাঃ [সত্যঃ] (বিমোহিতা হইয়া) [তং] নরবর্য্যং (সেই নরশ্রেষ্ঠকে) মনসা (মনে মনে) দৈবোপসাদিতম্ অভীষ্টং পতিং (দৈবকর্ত্তৃক উপস্থাপিত অভীষ্ট পতি বলিয়া) বব্রিরে (বরণ করিলেন) ॥ ৩৪ ॥

[তাঃ] সর্বাঃ (তাঁহারা সকলে) পৃথক (পৃথক্ পৃথক্) "অয়ং (ইনি) মহ্যং (আমার) পতিঃ ভূয়াৎ (যেন পতি হন), ধাতা (বিধাতা) তৎ অনুমোদতাম্ (তাহা অনুমোদন করুন)" ইতি (চিন্তয়িত্বা) (এইরূপ চিন্তা করিয়া) ভাবেন (অনুরাগভরে) কৃষ্ণে হৃদয়ং দধুঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমাহিত করিলেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! নরকাসুর বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজগণের নিকট হইতে যে ষোড়শসহস্র ক্ষত্রিয় কন্যা আহরণ করিয়াছিল, ভক্তক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের ভবনে প্রবেশ করিয়া তথায় তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৩ ॥ ঐ সকল রাজকন্যা শ্রীকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াই মোহিতা হইয়া পড়িলেন এবং সেই নরশ্রেষ্ঠকে মনে মনে দৈবকর্ত্তৃক উপস্থাপিত অভীষ্ট পতি বলিয়া বরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে "ইনি যেন আমার পতি হয়েন, বিধাতা তাহা অনুমোদন করুন" এইরূপ চিন্তা করিয়া অনুরাগভরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমাহিত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—নহু গুণা বিশ্বোৎপত্ত্যাদিহেতবস্তে চ প্রধানস্যৈব তস্য চ পুরুষঃ ক্ষোভকস্তত্র চ কালো নিমিত্তমিতি প্রসিদ্ধং কিমত্রাহং তত্রাহ ত্বং বা ইতি। তমসো ধারণেঽপ্যসংবৃত এব। স্থানায় পালনায় জগতঃ সত্ত্বাত্তর্থম্ উৎকটং রজ আদি ত্বমেব বিভর্ষি স্বজসীত্যর্থঃ। কালপ্রধানপুরুষাশ্চ ত্বদ্ব্যতিরিক্তা ন সন্তি, ত্বন্তু পরঃ সর্ব্বব্যতিরিক্তঃ, অতস্ত্বমেব জনয়িতেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ কার্য্যকারণপ্রপঞ্চস্য তদব্যতিরেকং তস্য চ সর্বব্যতিরেকমুপপাদয়তি—অহমিতি। অহং ভূমিঃ, মাত্রাণীতি দেবা মন ইতি ইন্দ্রিয়াণীতি চ ত্রিবিধাহঙ্কারকার্য্যাণি। কর্ত্তা অহঙ্কারঃ ॥ ৩০ ॥ এবং স্তুত্বা প্রার্থয়তে—তস্যেতি। হে প্রপন্নার্ত্তিহর! তস্য নরকস্য আত্মজোঽয়ং ভগদত্তো নাম ভীতঃ, অতএব ময়া তব পাদপঙ্কজম্ উপসাদিতঃ ॥ ৩১ ॥ অভয়ং দত্ত্বা ॥ ৩২ ॥ শতাধিকমিত্যপি জ্ঞাতব্যম্। যথাহ শ্রীপরাশরঃ,—কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুলবিক্রমঃ। শতধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামতে।। ইতি। রাজভ্য ইত্যুপলক্ষণং সিদ্ধাদিভ্যশ্চেতি। তথাচ তেনৈবোক্তম্—দেবসিদ্ধাসুরাদীনাং নৃপাণাঞ্চ জনার্দ্দন।। হৃত্বা হি সোঽসুরঃ কন্যা রুরোধ নিজমন্দিরে ॥ ইতি ॥ ৩৩-৩৫ ॥

তাঃ প্রাহিণোদ্দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোঽম্বরাঃ।
নরযানৈর্ম্মহাকোষান্ রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ ॥ ৩৬ ॥
ঐরাবতকুলেভাংশ্চ চতুর্দ্দন্তাংস্তরস্বিনঃ।
পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেষয়ামাস কেশবঃ ॥ ৩৭ ॥
গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাদিত্যৈ চ কুণ্ডলে।
পূজিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ সহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
চোদিতো ভার্য্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি।
আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জ্জিত্যোপানয়ৎ পুরম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—[অথ কৃষ্ণঃ] (অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) নরযানৈঃ (শিবিকায় করিয়া) সুমৃষ্টবিরজোঽম্বরাঃ তাঃ (সুস্নাতা ও নির্ম্মল বসন পরিহিতা ঐ সকল রাজকন্যাকে) দ্বারবতীং প্রাহিণোৎ (দ্বারকাপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন)। কেশবঃ (কেশব) মহাকোষান্ রথাশ্বান (মহামূল্য রথসমূহ, অশ্বসমূহ), মহৎ দ্রবিণং (বিপুল ধন) চতুর্দ্দন্তান্ (এবং চারিটি দন্তবিশিষ্ট), তরস্বিনঃ (বেগগামী) পাণ্ডুরান্ চ (ও শুক্লবর্ণ) চতুঃষষ্টিং (চতুঃষষ্টি সংখ্যক) ঐরাবতকুলেভান চ (ঐরাবতকুলোৎপন্ন হস্তীও) [দ্বারকাং] প্রেষয়ামাস (দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

[ততঃ] সপ্রিয়ঃ [সঃ] (তৎপরে প্রিয়া সত্যভামার সহিত তিনি) সুরেন্দ্রভবনং গত্বা (দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়া) অদিত্যৈ কুণ্ডলে দত্ত্বা চ (ও অদিতিকে কুণ্ডল প্রদান করিয়া) ইন্দ্রাণ্যা সহ ত্রিদশেন্দ্রেণ (দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী কর্ত্তৃক) পূজিতঃ চ [অভূৎ] (পূজিত হইলেন) ॥ ৩৮ ॥

[অথ সঃ] (অনন্তর তিনি) ভার্য্যয়া চোদিতঃ [সন্] (ভার্য্যা সত্যভামা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া) পারিজাতম্ উৎপাট্য (পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া) গরুত্মতি আরোপ্য (গরুড়ের পৃষ্ঠে সংস্থাপন করতঃ) সেন্দ্রান বিবুধান্ নির্জ্জিত্য (বিরোধী ইন্দ্রাদি দেবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া) পুরম্ উপানয়ৎ (দ্বারকাপুরীতে লইয়া আসিলেন) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুস্নাতা ও নির্ম্মল বসন পরিহিতা ঐ সকল রাজকন্যাকে শিবিকায় করিয়া দ্বারকাপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। ভগবান্ কেশব মহামূল্য রথসমূহ, অশ্বসমূহ, বিপুল ধন এবং চতুঃষষ্টি সংখ্যক ঐরাবতকুলোৎপন্ন হস্তীও দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সকল হস্তী অতিশয় বেগগামী, চারিটি দন্তবিশিষ্ট ও শুক্লবর্ণ ॥ ৩৬-৩৭ ॥ তৎপরে প্রিয়া সত্যভামার সহিত তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন এবং অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর তিনি ভার্য্যা সত্যভামা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন এবং পারিজাত বৃক্ষের নিমিত্ত বিরোধী ইন্দ্রাদি দেবগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া উহা দ্বারকাপুরীতে লইয়া আসিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—প্রাহিণোৎ প্রস্থাপয়ামাস। সুমৃষ্টাঃ কমনীয়াশ্চ তা বিরজোঽম্বরাশ্চ তাঃ। নরযানৈঃ শিবিকাভিঃ। অপি চ মহাকোষানিতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥ সপ্রিয়ঃ সত্যভামাসহিতঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ।
অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্‌গন্ধাসব-লম্পটাঃ ॥ ৪০ ॥
যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহা-নহো সুরাণাঞ্চ তমো ধিগাঢ্যতাম্ ॥ ৪১ ॥
অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যথোপযেমে ভগবান তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—[ততঃ] (তৎপরে) [সঃ] (ঐ পারিজাত বৃক্ষ) সত্যভামায়াঃ গৃহোদ্যানোপশোভনঃ স্থাপিতঃ (সত্যভামার গৃহোদ্যানের শোভাসম্পাদক রূপে স্থাপিত হইল অর্থাৎ সত্যভামার গৃহসমীপবর্ত্তী উদ্যানে রোপিত হইয়া উদ্যানের শোভাবৃদ্ধি করিল); তদ্‌গন্ধাসব-লম্পটাঃ ভ্রমরাঃ (ঐ পারিজাত বৃক্ষের গন্ধ ও মধুগ্রহণে লোলুপ হইয়া ভ্রমরসমূহ) স্বর্গাৎ অন্বগুঃ (স্বর্গ হইতে উহার অনুসরণ করিয়াছিল) ॥ ৪০ ॥

[ইন্দ্রঃ] (দেবরাজ ইন্দ্র) [সময়ে সময়ে শক্রসংহারের নিমিত্ত এবং তৎকালেও কুণ্ডলাদি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত] আনম্য (অবনত হইয়া) কিরীটকোটিভিঃ পাদৌ স্পৃশন্ (মুকুটাগ্রের দ্বারা ভগবচ্চরণ স্পর্শ করতঃ) অর্থসাধনম্ অচ্যুতং যযাচে (মনোরথসাধক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,), সুরাণাং মহান্ [অপি সঃ] (দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি) সিদ্ধার্থঃ [সন্ পশ্চাৎ] (পূর্ণমনোরথ হইয়া পরে) এতেন [সহ] বিগৃহ্যতে (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিতই যুদ্ধ করিলেন), অহো তমঃ আঢ্যতাং চ ধিক্! (অহো! ক্রোধকে ও ধনসমৃদ্ধিকে ধিক্!) ॥ ৪১ ॥

অথো (অনন্তর) অব্যয়ঃ ভগবান্ (যিনি সকল অবস্থায়ই পরিপূর্ণ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) একস্মিন্ মুহূর্ত্তে (এক শুভলগ্নে) নানাগারেষু (নানাগৃহে) তাবদ্রূপধরঃ (নরকাসুরের অন্তঃপুর হইতে যত রাজকন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তত রূপ ধারণ করিয়া) তাঃ স্ত্রিয়ঃ (তাঁহাদিগকে) যথা উপযেমে (বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তৎপরে পারিজাত বৃক্ষ সত্যভামার গৃহসমীপবর্ত্তী উদ্যানে রোপিত হইয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিল; ঐ পারিজাত বৃক্ষের গন্ধ ও মধু গ্রহণে লোলুপ হইয়া ভ্রমরসমূহ স্বর্গ হইতে উহার অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবরাজ ইন্দ্র সময়ে সময়ে শক্রসংহারের নিমিত্ত এবং তৎকালেও কুণ্ডলাদি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অবনত হইয়া মুকুটাগ্রদ্বারা ভগবচ্চরণ স্পর্শ করতঃ মনোরথসাধক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তথাপি তিনি ভগবদনুগ্রহে পূর্ণমনোরথ হইয়া পরে স্বার্থরক্ষায় উন্মত্ত ও ক্রোধের বশীভূত হওয়ায় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিতই যুদ্ধ করিলেন। অহো! ক্রোধকে ও ধনাঢ্যতাকে ধিক্ ॥ ৪১ ॥ অনন্তর যিনি সকল অবস্থায় পরিপূর্ণ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই শুভলগ্নে নানা গৃহে নরকাসুরের অন্তঃপুর হইতে যত রাজকন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তত রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর—গৃহোদ্যানং নিষ্কুটম্ উপশোভয়তি যঃ ॥ ৪০ ॥

গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ক্যকৃন্নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো যথেতরো গার্হকমৈধিকাংশ্চরন্॥ ৪৩॥
ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-হাসাবলোক-নবসঙ্গমজল্পলজ্জাঃ॥ ৪৪॥

অন্বয়—অতর্ক্যকৃৎ [ভগবান্] (অচিন্তনীয়কর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) নিজকামসংপ্লুতঃ [অপি] (নিজানন্দে-পরিতৃপ্ত হইয়াও) তাসাং নিরস্তসাম্যাতিশয়েষু গৃহেষু (ঐশ্বর্য্যের তুলনায় যে সকল গৃহ অপেক্ষা সমান বা উৎকৃষ্ট কোন গৃহই কোথাও ছিল না, রাজকন্যাগণের তাদৃশ গৃহসমূহে) অনপায়ী অবস্থিতঃ [সন্] (নিরন্তর অবস্থিত হইয়া) ইতরঃ যথা (সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়) গার্হকমৈধিকান্ চরন্ (গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতঃ) [তাভিঃ] রমাভিঃ [সহ] (ঐ সকল লক্ষ্মীরূপা পত্নীগণের সহিত) রেমে (বিহার করিতে লাগিলেন) ॥ ৪৩॥

ব্রহ্মাদয়ঃ অপি (ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও) যদীয়াং পদবীং (যাঁহার অবস্থান) ন বিদুঃ (জানিতে পারেন না), তাঃ স্ত্রিয়ঃ (ঐ সকল রাজকন্যা) ইত্থং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) [তং] রমাপতিং (সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণকে) পতিম্ অবাপ্য (পতি লাভ করিয়া) অবিরতম্ এধিতয়া মুদা (নিরন্তর বর্দ্ধমান আনন্দের সহিত) অনুরাগহাসাবলোক নবসঙ্গমজল্পলজ্জাঃ ভেজুঃ (অনুরাগ, হাস্য ও অবলোকনপূর্ব্বক নবসঙ্গম, তদন্তর্গত পরিহাসসুখ ও তজ্জনিত লজ্জা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন) ॥ ৪৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অচিন্তনীয়কর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়াও ঐশ্বর্য্যের তুলনায় যে সকল গৃহ অপেক্ষা সমান বা উৎকৃষ্ট কোন গৃহই কোথাও ছিল না, রাজকন্যাগণের তাদৃশ গৃহসমূহে নিরন্তর অবস্থিত হইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতঃ ঐ পত্নীদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥

ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও যাহার অবস্থিতি জানিতে পারেন না, ঐ সকল রাজকন্যা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণকে পতি লাভ করিয়া নিরন্তর বর্দ্ধমান আনন্দের সহিত অনুরাগ, হাস্য ও অবলোকন পূর্ব্বক নবসঙ্গম, তদন্তর্গত পরিহাসসুখ এবং তজ্জনিত লজ্জা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন॥ ৮৪॥

শ্রীধর—সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জিত্যেতি ইন্দ্রকৃষ্ণয়োঃ সংগ্রাম উক্তস্তত্র। ননু কথং সংসাধিতস্বমনোরথেন শ্রীকৃষ্ণেন মহেন্দ্রস্য সংগ্রাম ইত্যাহ—যযাচ ইতি। অচ্যুতমর্থসাধনমিতি চ কর্ম্মদ্বয়ং যাচতি ধাতোঃ। বিগৃহ্যতে বিগ্রহং করোতি। মহানপি তমঃ ক্রোধং, আঢ্যতাং ধনিকতাং ধিগিতি॥ ৪১॥ যথা যথাবৎ। অনেন দেবক্যাদিবন্ধুজন-সমাগমোঽপি প্রতিগৃহং যৌগপদ্যেন সূচিতঃ। অব্যয়ঃ সর্বত্রাপি সম্পূর্ণ এব॥ ৪২॥ অহো! ভাগ্যং নারীণামিত্যাহ ত্রিভিঃ—গৃহেষ্বিতি। অতর্ক্যাণি কর্ম্মাণি করোতি তথা সঃ। নিরস্তং সাম্যমতিশয়শ্চ যৈস্তেষাং তেষু-গৃহেষু অনপায়ী অবস্থিতঃ রমাভির্লক্ষ্ম্যা অংশভূতাভিঃ। নিজকামসংপ্লুতঃ স্বানন্দপরিপূর্ণঃ, গার্হকমৈধিকান্ গৃহস্থধর্ম্মান্॥ ৪৩॥ অনুরাগং হাসসহিতমবলোকঞ্চ তৎপূর্বকং নবসঙ্গমঞ্চ তদ্গতং জল্পঞ্চ তস্মিন লজ্জাঞ্চ ভেজুঃ॥ ৪৪॥

প্রত্যুদ্‌গমাদর-বরাসনপাদশৌচ-তাম্বূলবিশ্রমণ-বীজনগন্ধমাল্যৈঃ।
কেশপ্রসারশয়ন-স্নপনোপহার্যৈ-র্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পারিজাতহরণনরকবধো নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়—দাসীশতাঃ অপি [তাঃ স্বয়ং] (তাঁহাদের প্রত্যেকের একশত দাসী থাকিলেও তাঁহারা নিজেরাই) বিভোঃ (বিভু শ্রীকৃষ্ণের) প্রত্যুদ্‌গমাদর-বরাসনপাদশৌচ-তাম্বূলবিশ্রমণ-বীজনগন্ধমাল্যৈঃ (প্রত্যুদ্‌গমন, সমাদর, শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল প্রদান; পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধমাল্যপ্রদান), কেশপ্রসারশয়ন-স্নপনোপহার্যৈঃ (কেশপ্রসাধন, শয্যা-রচনা, স্নানসম্পাদন ও উপহারদান এই সকল কার্য্যের দ্বারা] দাস্যং বিদধুঃ স্ম (সেবা করিতে লাগিলেন) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ তাঁহাদের প্রত্যেকের একশত করিয়া দাসী থাকিলেও তাঁহারা নিজেরাই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুদ্‌গমন, সমাদর, শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূলপ্রদান, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধমাল্যপ্রদান, কেশপ্রসাধন, শয্যারচনা, স্নানসম্পাদন ও উপহারপ্রদান এই সকল কার্য্য করিয়া দাসীত্ব (সেবা) করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধর—বিশ্রমণং পাদসংবাহনম কেশপ্রসারঃ কেশপ্রসাধনম, দাসীনাং শতানি বিদ্যন্তে যাসাং তথাভূতা অপি স্বয়ং বিভোর্দাস্যং বিদধুঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ফেলালব

শক্রপ্রোক্তো হরি র্ভৌমমহন্ প্রাপ তদাহৃতাঃ।
স্ত্রীঃ সহস্রাণ্যূনষষ্টিতমে দ্যুতরুমাহরৎ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়ে নরকাসুরবধ, তাহার গৃহে বহু সহস্র নারী প্রাপ্তি ও পারিজাতবৃক্ষ আহরণের কথা আছে। নরকাসুরের বধের জন্য ইন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয় করেন। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হইলে পারিজাত তরু লইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করেন। ঐশ্বর্য্যমদের এই পরিণতি।

মহারাজ পরীক্ষিতের আগ্রহে নরকাসুরবধের কাহিনী শ্রীশুকদেব বিস্তারে বর্ণনা করেন। ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন নরকাসুরের অত্যাচারের কথা। সে বরুণের ছত্র নিয়াছে, অদিতির কুণ্ডল নিয়াছে আর মণিপর্ব্বতের দেববিহারস্থলী হরণ করিয়াছে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নরকের রাজধানী। বহু দুর্গবেষ্টিত। মুর নামক বহু অসুর কর্ত্তৃক রক্ষিত। শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন সত্যভামাকে লইয়া গরুড়ারোহণে। প্রথমে বাধা দিল পঞ্চমস্তকশালী মুর। তারপর

তার সাত পুত্র, তারপর পীঠ, তাদের সেনাপতি। সব কৃষ্ণহস্তে যমালয়ে গেল। অবশেষে বহু হস্তী লইয়া অসুররাজ আসিল। গরুড় বিনাশ করিলেন হস্তীগুলিকে। শ্রীকৃষ্ণ বধ করিলেন নরকাসুরকে চক্র দ্বারা।

নরকাসুরের জননী পৃথিবী। তিনি ছুটিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব স্তবে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি নরকাসুরের পুত্র ভগদত্তকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত করাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভয় দান করেন (দত্ত্বাভয়ং)।

ভগবান্ নরকাসুরের পুরীতে প্রবেশ করিয়া ষোড়শ সহস্র রমণীকে পাইলেন। দর্শনমাত্র তাঁহারা তাঁহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিলেন (ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্)। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উজ্জ্বল বসনাদি পরাইয়া শিবিকায় দ্বারকায় পাঠাইলেন। ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া অদিতি-জননীর কুণ্ডল তাঁহাকে দিলেন। ইন্দ্রের পূজা গ্রহণ করিলেন। সত্যভামার অনুরোধে পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া দ্বারকায় আনিলেন। প্রেয়সীর পুষ্পোদ্যানে তাহা স্থাপন করিলেন। উপকৃত ইন্দ্র এই কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা না করিয়া বিরোধিতা করিয়াছিলেন এইজন্যই ঐশ্বর্য্যমত্ততা জগতে নিন্দনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র রূপ ধরিয়া একই দিনে একই মুহূর্ত্তে সকল রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মাদিদুর্লভ পতিরূপে গোবিন্দসেবা লাভ করিয়া রমণীগণ ধন্যা হইলেন। শত শত দাসী থাকা সত্ত্বেও পত্নীগণ নিজ হস্তেই পতির সেবা করিতেন। একের সেবা অন্যে জানিতেন না। প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ গৃহ ছিল। একজন যখন সেবা করিতেন তিনি অপর সকলকে বিরহিণী মনে করিতেন (তা প্রত্যেকমহমেব সংযোগিনী অন্যাস্তু বিরহিণ্য এবেতি জানন্তীতি ভাবঃ বিশ্বনাথ)।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। নরকাসুর তিনটি বস্তু অপহরণ করিয়াছে। বরুণের ছত্র, অদিতির কুণ্ডল ও মন্দরপর্ব্বতের দেববিহারস্থলী। বরুণের ছত্র, অর্থ নীতি, অদিতির কুণ্ডল অর্থ অসীমের ডাক শোনার মত কর্ণ। মন্দর-পর্ব্বতের দেবস্থলী অর্থ, প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে যেখানে শ্রীভগবানের স্থান। ইহাই নরকতুল্য অসুর রাজদের কার্য্য ; তিনটি বস্তু নষ্ট করা—সমাজের নীতি, পরম বস্তুর সঙ্গে যোগ এবং হৃদয়ে ঈশ্বরের স্থান। (morality, metaphysics, spirituality)

২। (ক) সত্যভামাকে সঙ্গে লইলেন নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রায়। ইহার দুই কারণ। সত্যভামা ভূশক্তি। নরকাসুর তারই পুত্র। অপরাধী পুত্রকে ক্ষমা করিবেন না তাহার জননীর সম্মুখেই তার বধ সাধন করিবেন। (ভূম্যা সহ সত্যভামায়া ঐক্যাদেব সত্যভামৈব ভূমিঃ)।

(খ) নারদ একটি পারিজাতপুষ্প আনিয়া রুক্মিণীকে দান করেন। ইহাতে সত্যভামা মানিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া দিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে পারিজাত বৃক্ষ আহরণের সামর্থ্য তাঁহার আছে ইহা সত্যভামাকে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে নিলেন। (শক্রাত্তদা-হরণসামর্থ্যং তাং দর্শয়িতুং তাং সহ নীতবানিতি বা)।

৩। নরকাসুরের জননী ভূমিদেবীর স্তব। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে উপবিষ্টা সত্যভামা মূলভূমিতত্ত্ব। আর একরূপে নরকাসুরের জননীরূপে স্তুতি করিতেছেন। স্তুতির ভাব—নরকাসুর তোমাকে বিদ্বেষ করে, আমি তার জননী বলিয়া আমিও সেইরূপ, এই মতো মনে করিও না—তুমি পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী—তুমি নিশ্চয়ই আমার অন্তঃকরণ জান। জননীর শেষ প্রার্থনাটি সুন্দর। হে প্রপন্নার্ত্তিহর। নরকের এই পুত্র অতি ভীত। আমি তাহাকে তোমার পাদপঙ্কজে উপস্থিত করিয়াছি—তব পাদপঙ্কজং উপসাদিতঃ অখিল-কল্মষাপহঃ। তোমার হস্ত ইহার শিরে অর্পণ কর।

৪। নরকাসুর ষোড়শসহস্রনারীকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে গৃহে প্রবেশ করেন তখন দর্শনমাত্র তাঁহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার রূপদর্শনে বিমোহিতা হইয়া মনে মনে অভীষ্ট পতিরূপে তাঁহাকে বরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে সেইভাবে গ্রহণ করেন। অচিন্ত্য শক্তিবলে একই ক্ষণে একই শুভলগ্নে নিজের ষোড়শসহস্র প্রকাশভেদ বিস্তার করিয়া প্রত্যেককে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

৫। ইন্দ্র নরকাসুর বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। শেষে কার্য্য সিদ্ধি হইলে পারিজাতের ব্যাপার লইয়া বিরোধিতা করিয়াছেন। এইজন্য শুকদেব মন্তব্য করিয়াছেন—অহো, দেবতাদেরও তমোগুণ আসে। অহো সুরাণাঞ্চ তমঃ। দেবতারা তো সত্ত্বগুণান্বিত, তাঁহাদের তমোগুণ কেমন করিয়া হইল? নিজেই উত্তর দিয়াছেন—ধিক্ আঢ্যতাম্। ধনিকত্বকে ধিক্। ঐশ্বর্যকে ধিক্। ঐশ্বর্য্যমদে মানুষ না করিতে পারে এমন কোন কুকার্য্য নাই।

নরকবধ-পারিজাত-হরণ নামক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্‌গুরুম্।
পতিং পর্য্যচরদ্ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ ॥ ১ ॥
যস্ত্বেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ।
স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুষ্বজঃ ॥ ২ ॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] কর্হিচিৎ (কোনও সময়ে) ভৈষ্মী (ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীদেবী) সখীজনৈঃ [সহ] (সখীগণের সহিত) ব্যজনেন (ব্যজনের দ্বারা) স্বতল্পস্থং সুখম্ আসীনং (নিজ শয্যায় সুখে উপবিষ্ট) জগদ্‌গুরুং পতিং (জগদ্‌গুরু পতি শ্রীকৃষ্ণের) পর্য্যচরৎ (সেবা করিতেছিলেন) ॥ ১ ॥

[হে রাজন্ !] যঃ তু ঈশ্বরঃ (যে ঈশ্বর) লীলয়া (লীলাক্রমে) এতৎ বিশ্বং (এই বিশ্ব) সৃজতি অবতি অত্তি [চ] (সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন) ; সঃ হি (তিনিই) অজঃ [অপি] (জন্ম-রহিত হইয়াও) স্বসেতূনাং গোপীথায় (নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা সকল রক্ষা করিবার জন্য) যদুষু জাতঃ (যদুকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন)। [সুতরাং তিনি জগতের গুরু ; শ্রেয়স্কাম জনগণের অতি আগ্রহের সহিত কৃষ্ণলীলা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য] ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এক সময়ে ভীষ্মককন্যা রুক্মিণীদেবী সখীগণের সহিত ব্যজনের দ্বারা, নিজশয্যায় সুখে উপবিষ্ট পতি জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা, করিতেছিলেন ॥ ১ ॥ হে রাজন্ ! যে ঈশ্বর লীলাক্রমে এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, তিনি জন্মরহিত হইয়াও নিজকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত যদুকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তিনিই জগতের গুরু। শ্রেয়স্কাম জনগণের অতিশয় আগ্রহে যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

শ্রীধর—অথ ষষ্টিতমে কৃষ্ণঃ পরিহাসেন রুক্মিণীম্। কোপয়িত্বা ততঃ প্রেমকলহে তামসান্ত্বয়ৎ ॥ রামারাম-জনানন্দ-মহোদয়বিড়ম্বনৈঃ। রুক্মিণ্যাঃ প্রেমকলহ-চ্ছলনৈশ্বর্যমীর্য্যতে ॥

স্বতল্পস্থং স্বপর্য্যঙ্কস্থম্ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যমাণং রুক্মিণ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণে পরমং প্রেম সম্ভাবয়িতুং তদ্যোক্তমেব তত্ত্বমনুস্মারয়তি যস্ত্বিতি ॥ ২ ॥

তস্মিন্নন্তর্গৃহে-ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা।
বিরাজিতে বিতানেন দীপৈর্ম্মণিময়ৈরপি ॥ ৩ ॥
মল্লিকাদামভিঃ পুষ্পৈর্দ্বিরেফকুলনাদিতে।
জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈশ্চ গোভিশ্চন্দ্রমসোঽমলৈঃ ॥ ৪ ॥
পারিজাতবনামোদ-বায়ুনোদ্যানশালিনা।
ধূপৈরাগুরবৈ রাজন্! জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ ॥ ৫ ॥
পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্য্যঙ্কে কশিপূত্তমে।
উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্ ॥ ৬ ॥
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্রে ঈশ্বরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা বিতানেন (দীপ্তিশালী মুক্তামালার গুচ্ছ চতুর্দ্দিকে বিলম্বিত আছে এইরূপ চন্দ্রাতপ), মণিময়ৈঃ দীপৈঃ (মণিময় প্রদীপ), মল্লিকাদামভিঃ (মল্লিকাপুষ্পের মালা) পুষ্পৈঃ (পুষ্প) জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈঃ অমলৈঃ চন্দ্রমসঃ গোভিঃ (গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ), উদ্যানশালিনা পারিজাতবনামোদবায়ুনা (উদ্যানসঞ্চারী ও পারিজাত কাননের গন্ধবাহী বায়ু) জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ আগুরবৈ ধূপৈঃ অপি চ (এবং গবাক্ষ পথে বিনির্গত অগুরু ধূপের দ্বারা) বিরাজিতে (বিরাজিত) দ্বিরেফকুলনাদিতে (ও ভ্রমরকুলের গুঞ্জনে মুখরিত) তস্মিন্ অন্তর্গৃহে (সেই অন্তঃপুরস্থ রুক্মিণীর গৃহে) [সা] (রুক্মিণীদেবী) পর্য্যঙ্কে (পর্য্যঙ্কের উপরে) পয়ঃফেননিভে শুভ্রে (দুগ্ধফেননিভ শুভ্র) কশিপূত্তমে (উত্তম শয্যায়) সুখাসীনং (সুখে উপবিষ্ট) জগতাম্ ঈশ্বরং পতিম্ (জগদীশ্বর পতি শ্রীকৃষ্ণের) উপতস্থে (সেবা করিতে লাগিলেন)॥ ৩—৬॥

দেবী (রুক্মিণীদেবী) রত্নদণ্ডং বালব্যজনং (রত্নময় দণ্ডবিশিষ্ট চামর) সখীকরাৎ আদায় (সখীর হস্ত হইতে লইয়া) তেন বীজয়তী (উহার দ্বারা ব্যজন করতঃ) ঈশ্বরম্ উপাসাঞ্চক্রে (স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন)॥ ৭॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অন্তঃপুরস্থ রুক্মিণীদেবীর গৃহ, দীপ্তিশালী মুক্তামালার গুচ্ছ বিলম্বিত আছে এইরূপ চন্দ্রাতপ, মণিময় প্রদীপ, মল্লিকা পুষ্পের মালা, নানাবিধ পুষ্প, গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট নির্ম্মল চন্দ্র করণ, উদ্যানসঞ্চারী ও পারিজাত কাননের গন্ধবাহী সমীরণ এবং গবাক্ষপথে বিনির্গত হইতেছে এইরূপ অগুরু ধূপ, এই সকলের দ্বারা বিরাজিত ও ভ্রমরকুলের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল। রুক্মিণীদেবী তাদৃশ গৃহে পর্য্যঙ্কের উপরে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র উত্তম শয্যায় সুখে উপবিষ্ট জগদীশ্বর পতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিলেন॥ ৩-৬॥ রুক্মিণীদেবী রত্নময় দণ্ডবিশিষ্ট চামর সখীর হস্ত হইতে লইয়া উহার দ্বারা ব্যজন করতঃ স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন॥ ৭॥

শ্রীধর—আদৌ তাবৎ ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্ম্মন্দিরমণ্ডবর্ণয়তি—তস্মিন্নিতি। তচ্ছব্দেনাতিপ্রসিদ্ধমাহ। ভ্রাজন্তি মুক্তাদামানি তেষাং বিলম্বাঃ সন্তি যস্মিন্ তেন বিতানেন বিরাজিতে। তৃতীয়ান্তানাং বিরাজিত-পদেনান্বয়ঃ॥ ৩॥ মুখরিতয়া দ্বিরেফকুলৈর্নাদিতে। প্রবিশদ্ভিশ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ॥ ৪॥ নির্গচ্ছদ্ভিরগুরুসম্ভবৈর্ধূপৈশ্চেত্যতিমনোহরত্বং দর্শিতম্॥৫॥

সোপাচ্যুতং কণয়তী মণিনূপুরাভ্যাং রেজেঽঙ্গুলীয়বলয়-ব্যজনাগ্রহস্তা।
বস্ত্রান্তগূঢ়-কুচকুঙ্কুমশোণহার-ভাসা নিতম্বধৃতয়া চ পরার্দ্ধ্যকাঞ্চ্যা ॥ ৮ ॥
তাং রূপিণীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—অঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা সা (হস্তের অগ্রভাগে অঙ্গুরীয়, বলয় ও ব্যজনধারিণী ঐ রুক্মিণীদেবী) উপাচ্যুতং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে) কণয়তী (ব্যজন-সঞ্চালন হেতু অলঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে) মণিনূপুরাভ্যাং (মণিময়নূপুর) বস্ত্রান্তগূঢ়-কুচকুঙ্কুমশোণহারভাসা (বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত স্তনদ্বয়ের কুঙ্কুমে রক্তিমহারের দীপ্তি) নিতম্বধৃতয়া পরার্দ্ধকাঞ্চ্যা চ (এবং নিতম্বদেশে পরিহিত অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্রহারের দ্বারা) রেজে (শোভা পাইতে লাগিলেন)॥ ৮ ॥

যা (যিনি) লীলয়া ধৃততনোঃ [ভগবতঃ] (অপ্রাকৃত লীলাবিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) অনুরূপরূপা (অনুরূপরূপসম্পন্না) হরিঃ (ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাম্ (অলকাবলী, কুণ্ডলদ্বয় ও পদকালঙ্কৃত কণ্ঠের দ্বারা পরিশোভিত মুখমণ্ডলে যাঁহার হাস্যসুধা বিরাজিত, তাদৃশী) অনন্যগতিং (নিজৈক-পরায়ণা) রূপিণীং শ্রিয়ং (অপ্রাকৃত রূপবতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী) তাং (সেই রুক্মিণীদেবীকে) নিরীক্ষ্য (নিরীক্ষণ করিয়া) প্রীতঃ [সন্] (প্রীত হইয়া) স্ময়ন্ (হাসিতে হাসিতে) আবভাষে (বলিতে লাগিলেন)॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হস্তের অগ্রভাগে অঙ্গুরীয়, বলয় ও ব্যজনধারিণী ঐ রুক্মিণীদেবী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ব্যজনসঞ্চালনহেতু অলঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে মণিময় নূপুর, বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত স্তনদ্বয়ের কুঙ্কুমে রক্তিম হারের দীপ্তি এবং নিতম্বদেশে পরিহিত অমূল্য চন্দ্রহারের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮॥ যিনি অপ্রাকৃত লীলাবিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ রূপসম্পন্না এবং অলকাবলী, কুণ্ডলদ্বয় ও পদকালঙ্কৃত কণ্ঠের দ্বারা পরিশোভিত মুখমণ্ডলে যাঁহার হাস্যসুধা বিরাজিত, ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নিজৈকপরায়ণা অপ্রাকৃত-রূপবতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী সেই রুক্মিণীদেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীধর—পয়সঃ ক্ষীরস্য ফেন ইব মৃদুনি পর্যঙ্কস্থে কশিপুত্তমে হংসতূলিকায়াং উপতস্থে অসেবত ॥ ৬ ॥ তদেবাভি-নয়ন্তি—বালব্যজনমিতি ॥ ৭ ॥ উপাচ্যুতম্ অচ্যুতস্য সমীপে সা মণিনূপুরাভ্যাং রেজে। কণয়তী মণিময়ৌ নূপুরৌ কূজয়ন্তী তথা অঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনানি অগ্রহস্তে হস্তাগ্রে যস্যাঃ সা, বস্ত্রান্তেন গূঢ়ৌ স্থগিতৌ কুচৌ তয়োঃ কুঙ্কুমং তেন শোণো হারস্তস্য ভাসা, তথা নিতম্বে ধৃতা যা পরার্দ্ধ্যা অমূল্যা কাঞ্চী তয়া চ রেজে। ৮ ॥

তাং নিরীক্ষ্য প্রীতঃ সন্ স্ময়মানো হরিরাবভাষে। কথম্ভূতাম্? যা লীলয়া ধৃতনরতনোস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনুরূপরূপা অনুরূপং রূপং যস্যাস্তাম্। যথোক্তং শ্রীপরাশরেণ,—দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানু-রূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ইতি। কিঞ্চ অলকৈঃ কুণ্ডলাভ্যাং নিষ্কেণ পদকেনালঙ্কৃতকণ্ঠেন চ চতুর্দ্দিক্ষু শোভিতে বক্ত্রে উল্লসন্তী স্মিতসুধা যস্যাস্তাম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ।
মহানুভাবৈঃ শ্রীমন্তী রূপৌদার্য্যবলোর্জ্জিতৈঃ॥ ১০॥
তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মরদুর্ম্মদান্।
দত্তা ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্॥ ১১॥
রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু! সমুদ্রং শরণং গতান্।
বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্॥ ১২॥
অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু! প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥ ১৩॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) রাজপুত্রি! (হে রাজপুত্রি!) সুভ্রু! (হে সুন্দর ভ্রূশালিনি!) লোকপালবিভূতিভিঃ (লোকপালদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী) রূপৌদার্য্যবলোর্জ্জিতৈঃ (রূপ উদারতা ও বলসম্পন্ন) মহানুভাবৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ ভূপৈঃ (মহানুভব ধনবান্ রাজগণ) ঈপ্সিতা (তোমাকে পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন) ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ দত্তা (এবং তোমার ভ্রাতা ও পিতা তোমাকে তাঁহাদিগের করে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এই অবস্থায়) [ত্বং] (তুমি) প্রাপ্তান্ (সমুপস্থিত) স্মরদুর্ম্মদান্ (কামোন্মত্ত) তান্ চৈদ্যাদীন্ অর্থিনঃ (সেই শিশুপাল প্রভৃতি প্রার্থিগণকে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ (যে ব্যক্তি জরাসন্ধ প্রভৃতি বলবান্দিগের সহিত বৈরিতা করিয়াছে), রাজভ্যঃ বিভ্যতঃ (রাজগণ হইতে ভয় পাইয়াছে) সমুদ্রং শরণং গতান্ (সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে), প্রায়ঃ ত্যক্তনৃপাসনান্ (এবং প্রায় রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাদৃশ) অসমান্ নঃ (অসদৃশ আমাকে) কস্মাৎ ববৃষে (কেন পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে?)॥ ১০-১২॥

সুভ্রু! (হে সুন্দরি!) অস্পষ্টবর্ত্মনাম্ (যাহাদের পথ জানা যায় না) অলোকপথম্ ঈয়ুষাং (এবং যাহারা লোকাতীত আচরণ করিয়া থাকে, তাদৃশ) পুংসাং (পুরুষগণের) পদবীম্ আস্থিতাঃ (অনুবর্ত্তন করিলে) যোষিতঃ (রমণীগণ) প্রায়ঃ সীদন্তি (প্রায়ই ক্লেশ পাইয়া থাকে)॥ ১৩॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজপুত্রি! হে সুন্দরি! লোকপালদিগের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী এবং রূপ, উদারতা ও বলসম্পন্ন মহানুভব ধনবান্ রাজগণ তোমাকে পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তোমার ভ্রাতা ও পিতা তোমাকে তাঁহাদিগের করেই সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং সেই কামোন্মত্ত শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ তোমাকে লাভ করিবার জন্য তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তুমি সেই সকল প্রার্থীকে পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি জরাসন্ধ প্রভৃতি বলবান্দিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছে তাহাদের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে এবং প্রায় রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাদৃশ অযোগ্য আমাকে কি কারণে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে?॥ ১০-১২॥ হে সুন্দরি! যাহাদের পথ জানা যায় না এবং যাহারা লোকাতীত আচরণ করিয়া থাকে, রমণীগণ তাদৃশ পুরুষগণের অনুবর্ত্তন করিলে প্রায়ই ক্লেশ পাইয়া থাকে॥ ১৩॥

শ্রীধর—সর্ব্বগুণযুক্তায়া অপি তব বুদ্ধির্ম্মন্দেত্যাশয়েনাহ—রাজপুত্রীত্যাদ্যেকাদশভিঃ। হে রাজপুত্রি! লোকপালানামিব বিভূতিরৈশ্বর্য্যং যেষাং তৈস্তথা মহাপ্রভাবৈরাঢ্যৈ রূপাদিভিরূর্জ্জিতৈশ্চ পূর্ব্বমীপ্সিতাসি॥ ১০॥

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥ ১৪॥
যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥ ১৫॥
বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া।
বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা॥ ১৬॥
অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে॥ ১৭॥

অন্বয়- বয়ং নিষ্কিঞ্চনাঃ (আমাদের কিছুই নাই), শশ্বৎ নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ হি (সুতরাং যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাই আমাদের এবং আমরা তাহাদের নিত্য প্রিয়); তস্মাৎ (অতএব) সুমধ্যমে। (হে সুমধ্যমে।) আঢ্যাঃ (ধনবান্ ব্যক্তিরা) প্রায়েণ মাং ন ভজন্তি (প্রায়ই আমাকে ভজনা করে না)॥ ১৪॥

যয়োঃ (যাহাদের) জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতিঃ (কুল, ঐশ্বর্য, রূপ), বিত্তং (বিত্ত) ভবঃ (ও কল্যাণ) আত্মসমং [ভবতি] (পরস্পর অনুরূপ হয়), তয়োঃ [এব] (তাহাদের মধ্যেই) বিবাহঃ মৈত্রী চ [ভবতি] (বিবাহ ও মিত্রতা হইয়া থাকে), উত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ন (উত্তম ও অধমের মধ্যে কখনও বিবাহ ও মিত্রতা হইতে পারে না)॥ ১৫।

বৈদর্ভি! (হে বিদর্ভরাজনন্দিনি!) অদীর্ঘসমীক্ষয়া ত্বয়া (দূরদর্শিনী নহ বলিয়া তুমি) এতৎ অবিজ্ঞায় (আমি যাহা বলিলাম, তাহা না জানিয়া) গুণৈঃ হীনাঃ (গুণহীন) ভিক্ষুভিঃ মুধা শ্লাঘিতাঃ (ও ভিক্ষুকগণকর্তৃক বৃথা প্রশংসিত) বয়ং (আমাকে) বৃতাঃ (পতিত্বে বরণ করিয়াছ)॥ ১৬॥

অথ (এখনও) ত্বং (তুমি) যেন (যাহার দ্বারা) ইহ অমুত্র চ (ইহলোকে ও পরলোকে) সত্যাঃ আশিষঃ (উত্তম কাম্য বিষয় অর্থাৎ সুখ) লপ্স্যসে (লাভ করিতে পারিবে), আত্মনঃ বৈ অনুরূপং (নিজেরই অনুরূপ) [তাদৃশং] ক্ষত্রিয়র্ষভং (তাদৃশ কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে) ভজস্ব (ভজনা কর)॥ ১৭॥

অনুবাদ—হে সুমধ্যমে! আমার কিছুই নাই, যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাই আমাদের এবং আমরা তাহাদের নিত্য প্রিয়; অতএব ধনবান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই আমাকে ভজনা করে না॥ ১৪। যাহাদের কুল, ঐশ্বর্য্য, রূপ, বিত্ত ও কল্যাণ পরস্পর অনুরূপ হয়, তাহাদের মধ্যেই বিবাহ ও মিত্রতা হইয়া থাকে; উত্তম ও অধমের মধ্যে কখনও বিবাহ ও মিত্রতা হইতে পারে না॥ ১৫॥ হে বিদর্ভরাজনন্দিনি! তুমি দূরদর্শিনী নহ; এই জন্যই আমি যাহা বলিলাম, তাহা না জানিয়া তুমি গুণহীন আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ; ভিক্ষুকগণই আমার বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে॥ ১৬॥ এখনও তুমি যাহার দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে উত্তম সুখ লাভ করিতে পারিবে, তোমার নিজেরই অনুরূপ তাদৃশ কোনও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর॥ ১৭॥

শ্রীধর—তান্ হিত্বা নোঽস্মান্ অসমান্ কর্ম্মাদ্যবুধে বৃতবতী ত্বম্॥ ১১॥ কিঞ্চ প্রায়শো রাজভ্যো জরাসন্ধাদিভ্যো বিভ্যতো ভয়ং প্রাপ্নুবতঃ॥ ১২॥ অস্পষ্টবর্ত্মনামবিজ্ঞাতাচারাণাম্, অলোকপথম্ অশ্রীশায়ত্ত্যাম্, পদবীং মার্গম্, আশ্রিতো অনুসৃতাঃ॥ ১৩॥ কিঞ্চ নিষ্কিঞ্চনা ইতি॥ ১৪॥ আত্মসমং পরস্পরমনুরূপম্, জন্মৈশ্বর্য্যাভ্যাং সহিতা আকৃতিঃ রূপং জাতির্ব্বা সমা। ভব আয়তিঃ॥ ১৫॥

চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধ-দন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ।
মম দ্বিষন্তি বামোরু! রুক্মী চাপি তবাগ্রজঃ ॥ ১৮ ॥
তেষাং বীর্য্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে।
আনীতাসি ময়া ভদ্রে! তেজোঽপহরতাসতাম্ ॥ ১৯ ॥
উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্জ্যোতিরক্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব।
মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয় - বামোরু! (হে সুন্দরি!) চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধ-দন্তবক্রাদয়ঃ নৃপাঃ (শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্তবক্র প্রভৃতি রাজগণ) তব অগ্রজঃ রুক্মী চ অপি (এবং তোমার অগ্রজ রুক্মী) মম দ্বিষন্তি (আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকেন); ভদ্রে! (হে কল্যাণি!) অসতাং তেজঃ অপহরতা ময়া (অসজ্জনগণের তেজ অপহরণ করিয়া থাকি বলিয়াই আমি) বীর্য্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং তেষাং (বীর্য্যমদে অন্ধ ও গর্ব্বিত ঐ সকল নৃপতির) স্ময়নুত্তয়ে (গর্ব্ব দূর করিবার নিমিত্ত) [ত্বং] আনীতা অসি (তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি)। [তোমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় যে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহা নহে] ॥ ১৮-১৯ ॥

বয়ং (আমরা) গেহয়োঃ উদাসীনাঃ (গৃহ কলত্র বিষয়ে উদাসীন), স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ ন [ভবামঃ] (স্ত্রী, পুত্র কিম্বা ধন কামনা করি না) আত্মলব্ধ্যা পূর্ণাঃ [অতঃ] (আত্মলাভেই পূর্ণ আছি, সুতরাং) জ্যোতিঃঅক্রিয়াঃ [সন্তঃ] আস্মহে নূনম্ (প্রদীপাদি জ্যোতির ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পরার্থে ব্যাপৃত হইয়াই অবস্থান করি) ॥ ২০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী হইলেও] অবিশ্লেষাৎ (বিচ্ছেদ ছিল না বলিয়া) আত্মানং বল্লভাম্ ইব মন্যমানাং [তাম্] (যিনি নিজেকে পরম প্রিয়া মনে করিতেন, সেই রুক্মিণীদেবীকে) এতাবৎ উক্ত্বা (এই পর্য্যন্ত বলিয়া) তদ্দর্পঘ্নঃ ভগবান্ (নিজমুখে রুক্মিণীদেবীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া অপরাপর পত্নীগণের দর্প হরণ করিতে ইচ্ছুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) উপারমৎ (নিবৃত্ত হইলেন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি! শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ ও দন্তবক্র প্রভৃতি রাজগণ এবং তোমার অগ্রজ রুক্মীও আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকেন; আমি অসজ্জনগণের তেজ অপহরণ করিয়া থাকি; অতএব হে কল্যাণি! বীর্য্যমদে অন্ধ ও গর্ব্বিত ঐ সকল নৃপতির গর্ব্ব দূর করিবার নিমিত্তই আমি তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। তোমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় যে হরণ করিয়াছি, তাহা নহে ॥ ১৮-১৯ ॥ আমরা গৃহ ও কলত্রবিষয়ে উদাসীন; স্ত্রী, পুত্র কিম্বা ধন কামনা করি না; আমরা আত্মলাভেই পূর্ণ আছি, সুতরাং প্রদীপাদি জ্যোতির ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পরার্থে ব্যাপৃত হইয়াই অবস্থান করি ॥ ২০ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রুক্মিণীদেবী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদ ছিল না বলিয়া নিজেকে সাধারণ প্রণয়িনীর ন্যায় মনে করিতেন না, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রিয়া; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে নিজমুখে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া অপরাপর পত্নীগণের দর্প হরণ করিতে ও রুক্মিণীদেবীর কথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি রুক্মিণীদেবীকে এই পর্য্যন্ত পরিহাসবাক্য বলিয়াই নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীধর—ন দীর্ঘা সমীক্ষা বিচারো যস্যাস্তয়া ॥ ১৬ ॥ অথ ইদানীমপি ॥ ১৭ ॥ তর্হি কিমিত্যানীতাহমিতি চেৎ তত্রাহ—চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধেতি। মম মাং দ্বিষন্তি ॥ ১৮ ॥ স্ময়নুত্তয়ে গর্ব্বাপনয়নায় ॥ ১৯ ॥

ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাত্মনঃ প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্ব্বমপ্রিয়ম্।
আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথুশ্চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ॥ ২২ ॥
পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্॥ ২৩ ॥
তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্ রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥ ২৪ ॥

অন্বয়—তদা (তখন) ত্রিলোকেশপতেঃ (ব্রহ্মাদি লোকেপালগণের অধিপতি) আত্মনঃ প্রিয়স্য [কৃষ্ণস্য] (নিজ প্রিয়তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) ইতি (এইরূপ) অশ্রুতপূর্ব্বম্ অপ্রিয়ং [বচঃ] (অশ্রুতপূর্ব অপ্রিয় বাক্য) [আশ্রুত্য (শ্রবণ করিয়া) দেবী হৃদি জাতবেপথুঃ ভীতা [চ সতী] (রুক্মিণীদেবীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তিনি ভীতা হইয়া) রুদতী (রোদন করিতে করিতে) দুরন্তাং চিন্তাং জগাম হ (দুরন্ত চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন)।। ২২ ।।

[সা] (দুশ্চিন্তাগ্রস্তা রুক্মিণীদেবী) নখারুণশ্রিয়া সুজাতেন পদা (নখদীপ্তিতে অরুণবর্ণ সুকোমল পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা) ভুবং লিখন্তী (ভূমি বিলেখন করিতে করিতে) অঞ্জনাসিতৈঃ অশ্রুভিঃ (এবং অঞ্জন মিশ্রণে কৃষ্ণবর্ণ অশ্রুর দ্বারা) কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ (কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনদ্বয়) আসিঞ্চতী (অভিষিক্ত করিতে করিতে) অতিদুঃখরুদ্ধবাক্ অধোমুখী [চ সতী] (অতি দুঃখে রুদ্ধবাক্ ও অধোমুখী হইয়া) তস্থৌ (অবস্থান করিলেন)।। ২৩ ।।

সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ তস্যাঃ (অতিশয় দুঃখ, ভয় ও শোকহেতু রুক্মিণীদেবীর বুদ্ধি বিমোহিত হইল, এই অবস্থায় তাঁহার) শ্লথদ্বলয়তঃ হস্তাৎ (হস্তের বলয় শিথিল হইতে লাগিল ও হস্ত হইতে) ব্যজনং পপাত (ব্যজন পড়িয়া গেল) বিক্লবধিয়ঃ [তস্যাঃ] দেহঃ চ (এবং অবশচিত্তা রুক্মিণীদেবীর দেহ) সহসা এব (তখনই) মুহ্যন্ (সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া) কেশান্ প্রবিকীর্য্য (কেশকলাপ বিকিরণ করিয়া) বায়ুবিহতা রম্ভা ইব (বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায়) [পপাত] (ভূতলে লুটাইয়া পড়িল)।। ২৪ ।।

অনুবাদ—তখন যিনি ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও অধিপতি, বিশেষতঃ নিজের প্রিয়তম, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া রুক্মিণীদেবীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তিনি ভীতা হইয়া রোদন করিতে করিতে দুরন্ত চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন॥ ২২ ॥ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুক্মিণীদেবী নখদীপ্তিতে অরুণবর্ণ সুকোমল পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি বিলেখন করিতে করিতে এবং অঞ্জনমিশ্রণে কৃষ্ণবর্ণ অশ্রুর দ্বারা কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনদ্বয় অভিষিক্ত করিতে করিতে অতিদুঃখে বাক্যহীনা ও অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিলেন॥ ২৩ ॥ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণজনিত অতিশয় দুঃখ, ত্যাগশঙ্কাজনিত ভয় ও "কি উপায় হইবে" এইরূপ দুশ্চিন্তায় রুক্মিণীদেবীর বুদ্ধি বিমোহিত হইল, তাঁহার হস্তের বলয় শিথিল হইতে লাগিল ও হস্ত হইতে ব্যজন ভূতলে পড়িয়া গেল। ঐ অবশচিত্তা রুক্মিণীদেবীর দেহ তখনই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কেশকলাপ বিকিরণ করতঃ বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে লুটাইয়া পড়িল॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—স্ত্রীণামতিদুঃসহমৌদাসীন্যমকামত্বঞ্চাহ—উদাসীনা ইতি।। গেহয়োর্দেহগেহয়োরুদাসীনা অতএব জ্যোতিরক্রিয়াঃ জ্যোতিঃ প্রদীপাদি তদ্বৎ সাক্ষিমাত্রতয়া ক্রিয়ারহিতা আস্মহে বর্ত্তামহে ইতি।। ২০।। অবিশ্লেষাক্তেঃ আত্মানমেব বলভামিত্যেবার্থে ইব শব্দঃ।। ২১-২২ ।।

তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্।
হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত ॥ ২৫ ॥
পর্য্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ।
কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা ॥ ২৬ ॥
প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা।
আশ্লিষ্য বাহুনা রাজন্ননন্যবিষয়াং সতীম্ ॥ ২৭ ॥
সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ।
হাস্যপ্রৌঢ়ৈর্ভ্রমচ্চিত্তামতদর্হাং সতাং গতিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—[তখন] সঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ (পরিহাসকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) হাস্যপ্রৌঢ়িম্ অজানন্ত্যাঃ প্রিয়ায়াঃ (যিনি পরিহাসের গভীরতা বুঝিতে পারেন নাই, সেই প্রিয়তমা রুক্মিণীদেবীর) তৎ প্রেমবন্ধনং দৃষ্ট্বা (তাদৃশ প্রেমবন্ধন দর্শন করিয়া) করুণঃ [সন্] (দয়ার্দ্র হইয়া) অন্বকম্পত (অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন) ॥ ২৫ ॥

চতুর্ভুজঃ (চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ) আশু (শীঘ্র) পর্য্যঙ্কাৎ অবরুহ্য (পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া) তাম্ উত্থাপ্য (তাঁহাকে উঠাইয়া) কেশান্ সমুহ্য (তাঁহার কেশকলাপ বন্ধন করিয়া দিয়া) পদ্মপাণিনা (স্বীয় পদ্মসদৃশ সুকোমল হস্তের দ্বারা) তদ্বক্ত্রং (তাঁহার মুখ) প্রামৃজৎ (মার্জ্জনা করিয়া দিলেন) ॥ ২৬ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অথ] (অনন্তর) সান্ত্বজ্ঞঃ (সান্ত্বনাপ্রদানে অভিজ্ঞ) সতাং গতিঃ (সজ্জনগণের পরমাশ্রয়) প্রভুঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণ) কৃপয়া (কৃপা করিয়া) অশ্রুকলে নেত্রে (অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয়) শুচা উপহতৌ স্তনৌ চ (ও শোকাশ্রুতে পরিব্যাপ্ত স্তনদ্বয়) প্রমৃজ্য (মার্জ্জনা করতঃ) বাহুনা (বাহুর দ্বারা) হাস্যপ্রৌঢ়ৈঃ ভ্রমচ্চিত্তাম্ (গূঢ় পরিহাসে চঞ্চলচিত্তা), অতদর্হাম্ (তাদৃশ পরিহাসের অযোগ্যা) অনন্যবিষয়াং (ও অনন্যপরায়ণা) [তাং] কৃপণাং সতীম্ (সেই কাতরা সাধ্বী রুক্মিণীদেবীকে) আশ্লিষ্য সান্ত্বয়ামাস (আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন) ॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—তখন পরিহাসকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরিহাসের গভীরতা বুঝিতে পারেন নাই, সেই প্রিয়তমা রুক্মিণীদেবীর তাদৃশ প্রেমবন্ধন দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন ॥ ২৫ ॥ চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্র পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করতঃ তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার কেশকলাপ বন্ধন করিয়া দিয়া স্বীয় পদ্মসদৃশ সুকোমল হস্তের দ্বারা তাঁহার মুখ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সাধ্বী রুক্মিণীদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় পরিহাসে চঞ্চলচিত্তা হইয়াছিলেন; তিনি তাদৃশ পরিহাসের অযোগ্যা ও কৃষ্ণৈকপরায়ণা ছিলেন; অনন্তর সান্ত্বনাপ্রদানে অভিজ্ঞ, সজ্জনগণের পরমাশ্রয়, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই কাতরা রুক্মিণীদেবীর অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় ও শোকাশ্রুতে প্লাবিত স্তনদ্বয় মার্জ্জনা করতঃ আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ২৭ ২৮॥

শ্রীধর—চিন্তালক্ষণমাহ—পদেতি। নখৈররুণা শ্রীঃ কান্তির্যস্য তেন সুজাতেন সুকোমলেন পদা ॥ ২৩ ॥ দুঃখম্ অপ্রিয়শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকোঽনুতাপঃ, তৈর্বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাস্তস্যাঃ। রুধন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ হস্তাৎ, দেহশ্চ পপাত। বিমুগ্ধা অবশা ধীর্যস্যাস্তস্যাঃ ॥ ২৪ ॥ হাস্যস্য প্রৌঢ়িং গাম্ভীর্য্যম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

মা মা বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্।
ত্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে!॥ ২৯॥
মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রূকুটীতটম্॥ ৩০॥
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু! ভামিনি!॥ ৩১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) বৈদর্ভি! (হে বিদর্ভরাজনন্দিনী!) মা মা অসূয়েথাঃ (আমার প্রতি দোষদৃষ্টি করিও না), ত্বাং (তোমাকে) মৎপরায়ণাং জানে (মৎপরায়ণা বলিয়াই আমি জানি)। অঙ্গনে! (হে সুন্দরি!) ত্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন [ময়া] (তোমার বাক্য শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় আমি) ক্ষ্বেল্যা (পরিহাস করিয়া) [এবম্] আচরিতম্ (এইরূপ বলিয়াছিলাম)। প্রেমসংরম্ভস্ফুরিতাধরং (এবং প্রণয়কোপে স্ফুরিত অধর), কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং (কটাক্ষবিক্ষেপে আরক্ত অপাঙ্গ) সুন্দরভ্রূকুটীতটং—(ও কুটিল ভ্রুকুটীসমন্বিত) মুখং চ ঈক্ষিতুং (তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করিবার জন্য) [ময়া ক্ষ্বেল্যা এবম্ আচরিতম্] (আমি পরিহাস করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলাম)॥ ২৯-৩০॥

ভীরু! (হে ভীরু!) ভামিনি! (হে প্রণয়কোপশীলে!) প্রিয়য়া [সহ] (প্রিয়ার সহিত) নর্মৈঃ (হাস্য-পরিহাসে) যৎ যামঃ নীয়তে (গৃহস্থেরা যে কাল অতিবাহিত করে), অয়ং হি (ইহাই) গৃহেষু (গৃহস্থাশ্রমে) গৃহমেধিনাং (গৃহস্থগণের) পরমঃ লাভঃ (পরম লাভ)॥ ৩১॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে বিদর্ভরাজনন্দিনি! তুমি আমার প্রতি দোষদৃষ্টি করিও না; তোমাকে মৎপরায়ণা বলিয়াই আমি জানি। হে সুন্দরি! তোমার বাক্য শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় এবং প্রণয়কোপে স্ফুরিত অধর, কটাক্ষ বিক্ষেপে আরক্ত অপাঙ্গ ও কুটিল ভ্রূকুটিসমন্বিত তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করিবার জন্যই আমি পরিহাস করিয়া তোমাকে এইরূপ বলিয়াছিলাম॥ ২৯-৩০॥ হে ভীরু! হে ভামিনি! গৃহস্থেরা যে প্রিয়ার সহিত হাস্য-পরিহাসে কাল অতিবাহিত করে, ইহাই গৃহস্থাশ্রমে গৃহস্থদিগের পরম লাভ॥ ৩১॥

শ্রীধর—চতুর্ভুজ ইতি উত্থাপনাশ্লেষণবক্ত্রপরিমার্জনাদ্যর্থমাবিষ্কৃতচতুর্ভুজ ইত্যর্থঃ। সমূহ নিবধ্য॥ ২৬॥ অশ্রুকলে অশ্রুভিঃ শোভিতে, শুচা শোকাশ্রুভিঃ॥ ২৭॥ সান্ত্বয়ামাস অনুনীতবান্॥ ২৮॥ মা মাম্, ত্বদ্বচঃ কিম্, বদিষ্যসীতি শ্রোতুকামেন শ্রোতুমিচ্ছতা ক্ষ্বেল্যা নর্মণা এবমাচরিতমুক্তম্, ন তত্ত্বতঃ। হে অঙ্গনে! সুন্দরি!॥ ২৯॥ প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপেন স্ফুরিতঃ কম্পিতোঽধরো যস্মিংস্তৎ, কটাশব্দেন কটাক্ষাস্তৈরাক্ষেপৈররুণাবপাঙ্গৌ যস্মিংস্তৎ, অতএব সুন্দরং কুটিলং ভ্রূকুটীতটং যস্মিংস্তৎ॥ ৩০॥

শ্রীশুক উবাচ

সৈবং ভগবতা রাজন্! বৈদর্ভী পরিসান্ত্বিতা।
জ্ঞাত্বা তৎপরিহাসোক্তিং প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ ॥ ৩২ ॥
বভাষ ঋষভং পুংসাং বীক্ষন্তী ভগবন্মুখম্।
সব্রীড়হাসরুচির-স্নিগ্ধাপাঙ্গেন ভারত! ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ যদ্বৈ ভবান ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ।
ক স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ কাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজন! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) সা বৈদর্ভী (দুঃখ, ভয় ও শোকে বিহ্বলা রুক্মিণীদেবী) এবং (এইরূপে) ভগবতা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) পরিসান্ত্বিতা (সম্যক্ প্রবোধিতা হইয়া) তৎ (সেই ভগবদ্বাক্য) পরিহাসোক্তিং জ্ঞাত্বা (পরিহাসোক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ (প্রিয়তম তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন বলিয়া যে ভয় হইয়াছিল, তাহা দূর করিলেন) ॥ ৩২ ॥

ভারত! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ!) [অথ সা] (অনন্তর রুক্মিণীদেবী) সব্রীড়হাসরুচির-স্নিগ্ধাপাঙ্গেন (সলজ্জ হাস্যযুক্ত মনোহর স্নিগ্ধ কটাক্ষের দ্বারা) ভগবন্মুখং বীক্ষন্তী (ভগবন্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) [তং] পুংসাম্ ঋষভং (সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে) বভাষে (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ (রুক্মিণীদেবী বলিলেন)। অরবিন্দবিলোচন! (হে কমললোচন!) ভবান্ (আপনি) "[কস্মান্নো বব্রুষে অসমান্] (কেন তুমি অসদৃশ আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ?" [ইতি] যৎ আহ (ইহা যে বলিয়াছেন), এতৎ নন্ বৈ এবম (ইহা যথার্থই সত্য), [যতঃ অহং] (যেহেতু আমি) বিভূম্নঃ ভগবতঃ (বিভু ভগবানের) অসদৃশী (অসমা), স্বে মহিম্নি অভিরতঃ (স্বীয় মহিমায় অভিরত অর্থাৎ নিজানন্দে পরিপূর্ণ) ত্র্যধীশঃ (ত্রিলোকের অধীশ্বর) ভগবান্ [ভবান্] ক? (ভগবান্ আপনিই বা কোথায়?) গুণপ্রকৃতিঃ (আর আপনার গুণসমূহ ধ্যান করাই যাহার স্বভাব) অজ্ঞগৃহীতপাদা (এবং আপনার পত্নী বলিয়াই ভগবদ্ভক্তগণ যাহার সেবা করিয়া থাকেন, তাদৃশী) অহং [চ] ক? (আমিই বা কোথায়?) [আমি ক্ষুদ্র, আপনি মহান্, সুতরাং আমি আপনার অসমাই বটে] ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দুঃখ, ভয় ও শোকে বিহ্বলা রুক্মিণীদেবী এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সম্যক্ প্রবোধিতা হইয়া সেই ভগবদ্বাক্য পরিহাসোক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং প্রিয়তম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া যে ভয় হইয়াছিল, তাহা দূর করিলেন ॥ ৩২ ॥ হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ! অনন্তর রুক্মিণীদেবী সলজ্জ হাস্যযুক্ত মনোহর স্নিগ্ধ কটাক্ষের দ্বারা ভগবন্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ রুক্মিণীদেবী বলিলেন—হে কমললোচন! "তুমি কেন অসদৃশ আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ?" ইহা যে আপনি আমাকে বলিয়াছেন, ইহা যথার্থই সত্য, কারণ আমি বিভু ভগবান্ আপনার অসমা। স্বীয় মহিমায় অভিরত অর্থাৎ নিজানন্দে পরিপূর্ণ ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান্ আপনিই বা কোথায়? আর আপনার গুণসমূহ ধ্যান করাই যাহার স্বভাব এবং আপনার পত্নী বলিয়াই আপনার ভক্তগণ যাহার সেবা করিয়া থাকেন, তাদৃশী আমিই বা কোথায়? আমি ক্ষুদ্র, আপনি মহান্, সুতরাং আমি আপনার অযোগ্যাই ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—নন্বু কলহে কিং কৌতুকং সুখং বা অত আহ—অয়ং হীতি। নর্মৈর্নর্মভিঃ, যামঃ কালঃ ॥ ৩১-৩২ ॥ ভগবত্তুল্য ঐশ্বর্য্যযুক্তং মুখং সব্রীড়েন হাসেন রুচিরেণ স্নিগ্ধেনাপাঙ্গেন বীক্ষমাণা ॥ ৩৩ ॥

সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা।
নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং ত্বৎসেবকৈর্নৃপপদং বিধুতং তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—উরুক্রম! (হে শরণাগতভয়নাশন! হে অভয়!) [আপনি যে বলিয়াছেন—"আমি রাজগণ হইতে ভয় পাইয়া সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লইয়াছি," তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে] সত্যম্ [এব] (সত্যই) আত্মা [ভবান্] (অন্তরাত্মা আপনি) গুণেভ্যঃ (শব্দাদি গুণরূপ রাজগণ হইতে) ভয়াৎ ইব (ভক্তগণের পতনভয় হেতুই যেন) উপলম্ভনমাত্রে অন্তঃ সমুদ্রে (তাহাদের পরমাত্মতত্ত্বের গ্রাহক শুদ্ধ হৃৎপদ্মরূপ সমুদ্রমধ্যে) শেতে (অবস্থান করিয়া থাকেন)। [আর যে বলিয়াছেন—"আমি বলবানের সহিত বিরোধ করিয়াছি, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে সত্যই] কদিন্দ্রিয়গণৈঃ (যাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বহির্ম্মুখ, তাহাদিগের সহিত) ত্বং নিত্যং কৃতবিগ্রহঃ [অসি] (আপনি নিত্যই বিরোধ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে আপনি দ্বেষ করিয়া থাকেন) [আর যে বলিয়াছেন—"আমি রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছি," তাহাতেও আমার বক্তব্য এই যে—সত্যই] অন্ধং তমঃ নৃপপদং (সংসারপ্রদ বলিয়া যাহা ঘোর তমঃস্বরূপ, সেই রাজাসন) ত্বৎসেবকৈঃ [এব] (আপনার সেবকেরাই) বিধুতং (পরিত্যাগ করিয়াছেন), [ত্বয়া ত্যক্তম্ ইতি কিং পুনঃ বক্তব্যম্?] (আপনি যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি?) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে শরণাগতভয়নাশন! হে অভয়! আপনি যে বলিয়াছেন—"আমি রাজগণ হইতে ভয় পাইয়া সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লইয়াছি", তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—সত্যই অন্তরাত্মা আপনি শব্দাদি গুণরূপ রাজগণ হইতে ভক্তগণের পতনভয় হেতুই যেন তাহাদের পরমাত্মতত্ত্বের গ্রাহক শুদ্ধ হৃদপদ্মরূপ সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। আর যে বলিয়াছেন—"আমি বলবানের সহিত বিরোধ করিয়াছি", তাহাতে আমার বক্তব্য এই—যে যাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বহির্ম্মুখ, সত্যই তাহাদিগের সহিত আপনি নিত্য বিরোধ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাদিগকে আপনি নিত্যই দ্বেষ করিয়া থাকেন। আর যে বলিয়াছেন—"আমি রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছি," তাহাতেও আমার বক্তব্য এই যে—সংসারপ্রদ বলিয়া যাহা ঘোর তমঃস্বরূপ সেই রাজাসন আপনার সেবকেরাই পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি যে রাজাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—অসমত্বং ভয়ং দুর্গাশ্রয়ণং প্রবলৈঃ কলিঃ। অরাজত্বমবিজ্ঞাতালোকিকেহাবসাদনম্ ॥ নিষ্কিঞ্চনত্বং তৎপ্রীতিরাঢ্যানাদরণীয়তা। অনৌচিত্যং নির্গুণত্বং বৃথা শ্লাঘা চ ভিক্ষুভিঃ ॥ ঔদাসীন্যমকামত্বং স্বদোষান্ ষোড়শাসতঃ। অজ্ঞত্বাদীর্ঘদর্শিত্বে বৈদর্ভ্যা রাজ্ঞাং বহূন্ গুণান্। কৃষ্ণনর্ম্মোদিতান্ বৈদর্ভী ন্যবেধৎ তদ্গুণস্তবৈঃ ॥ ভগবতা স্বনিন্দাপরাণীব যানি বচনানি উক্তানি, তানি সর্ব্বোৎকর্ষপরতয়া ব্যাচক্ষাণা প্রতিভাষতে স্ম। তত্র যদুক্তং "কস্মান্নো বব্রুষেঽসমান্" ইতি, তত্রাসাম্যং সত্যমেবেত্যাহ—নন্বেবমিতি। হে অরবিন্দবিলোচন! ত্র্যধীশত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনামপ্যধীশো নিয়ন্তা ত্বং ক? ক চাহং গুণপ্রকৃতিস্ত্রিগুণস্বভাবা প্রাকৃতা গুণময়ী প্রকৃতির্ব্বা। ননু ত্বমেবাধীশ্বরী শ্রীঃ সর্ব্বৈরুপাস্যত্বাদিতি চেত্তত্রাহ—অজ্ঞৈঃ সকামৈর্গৃহীতৌ পাদৌ যস্যাঃ সা ॥ ৩৪ ॥ যদুক্তং "রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু! সমুদ্রং শরণং গতাম্" ইতি তত্রাহ—সত্যমিতি। হে উরুক্রমেতি ভয়াভাবং দর্শয়তি। গুণাঃ শব্দাদয় এব রাজন্ত ইতি রাজানস্তেভ্যো ভয়াদিবেতি অন্তর্হৃদয়ে সমুদ্রে তদবগাধে বিষয়াকারৈরপরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ, শেতে নিশ্চলতয়া প্রকাশতে, উপলম্ভনমাত্রশ্চৈতন্যঘন আত্মা ভবানিতি। "বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্" ইতি যদুক্তং তদপি সত্যমিত্যাহ নিত্যমিতি। কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কুৎসিতৈর্ব্বহির্ম্মুখৈরিন্দ্রিয়গণৈঃ, বৃত্ত্যভিপ্রায়েণ বহুবচনম্। কুৎসিত ইন্দ্রিয়গণো যেষামিতি বা, তৈস্ত্বং নিত্যং কৃতবিগ্রহঃ, তেষু ভবাপ্রতীতেঃ। যদুক্তং "ত্যক্তনৃপাসনাম্" ইতি তদপি যুক্তমেবেত্যাহ—ত্বৎসেবকৈরিতি। নৃপাণাং পদমাসনম্ অন্ধং গাঢ়ং তম এব তৎ, অবিবেকবহুলত্বাৎ ত্বৎসেবকৈরেব তৎ ত্যক্তম্, কিং পুনর্ব্বক্তব্যং ত্বয়া ত্যক্তমিতি ॥ ৩৫ ॥

তৎপাদপদ্ম-মকরন্দজুষাং মুনীনাং বর্ত্মাস্ফুটং নৃ-পশুভির্নম্ন দুর্বিভাব্যম্।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্ ॥ ৩৬ ॥
নিষ্কিঞ্চনো নম্ন ভবান্ ন যতোঽস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মৈ বলিং বলিভুজোঽপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ।
ন ত্বা বিদন্ত্যসুতৃপোঽন্তকমাঢ্যতান্ধাঃ প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেঽপি তুভ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—ভূমন্ (হে সর্ব্বব্যাপিন্।) [আর যে আপনি "যাহাদের পথ জানা যায় না ও যাহারা অলৌকিক আচরণ করিয়া থাকে, রমণীগণ তাহাদের অনুবর্ত্তন করিলে দুঃখই পাইয়া থাকে" এইরূপ বলিয়া নিজের পথকে দুর্জ্ঞেয় ও আচরণকে অলৌকিক বলিয়া সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে]—নম্ন (সত্যই) ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং (আপনার পাদপদ্মের মধুসেবী মুনিগণের) বর্ত্ম অস্ফুটম্ (পথ দুর্জ্ঞেয়) নৃপশুভিঃ দুর্বিভাব্যং [চ] (ও সাধারণ মানবের দুর্ব্বোধ), [তব বর্ত্মাস্ফুটমিতি কিং পুনঃ বক্তব্যম্ ?] (আপনার পথ যে দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?) যস্মাৎ (যেহেতু) যে [মুনয়ঃ] (যে সকল মুনি) ভবন্তম্ অনু (আপনার অনুবর্ত্তন করেন), [তেষাম্ অপি] (তাঁহাদেরও) ঈহিতম্ (আচরণ) অলৌকিকম্ ইব (অলৌকিক মনে হয়), অথো (অতএব) ঈশ্বরস্য তব (সর্ব্বেশ্বর আপনার) ঈহিতম্ (আচরণ) [অলৌকিকম্ ইতি কিম্ বক্তব্যম্ ?] (যে অলৌকিক, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?) ॥ ৩৬ ॥

[আর যে আপনি বলিয়াছেন—"আমি নিষ্কিঞ্চন", তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে]—নম্ন (সত্যই) যতঃ (যাঁহার) কিঞ্চিৎ ন অস্তি (কর্ম্মজনিত প্রাকৃত দেহাদি কিছুই নাই), [সঃ] ভবান্ (তাদৃশ আপনি) নিষ্কিঞ্চনঃ [এব] (নিষ্কিঞ্চনই বটেন); [কিন্তু] অজাদ্যাঃ (ব্রহ্মাদি লোকপালগণ) [অন্যতঃ] বলিভুজঃ অপি (অন্যের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হইলেও) যস্মৈ বলিং হরন্তি (যাঁহাকে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকেন), [তস্য তব দরিদ্রতারূপং নিষ্কিঞ্চনত্বং ন উপপদ্যতে] (তাদৃশ আপনার দরিদ্রতারূপ নিষ্কিঞ্চনত্ব কখনই সম্ভব হয় না)। [আর যে আপনি বলিয়াছেন—"আমি নিষ্কিঞ্চন জনপ্রিয়", তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে সত্যই] ভবান্ (আপনি) বলিভুজাম্ অপি প্রেষ্ঠঃ (পরদত্ত অন্নভোজী গৃহহীন মুনিগণের প্রিয়) তে অপি (এবং তাঁহারাও) তুভ্যং [প্রেষ্ঠাঃ] (আপনার প্রিয়)। [আর যে আপনি বলিয়াছেন—"এই জন্যই ধনী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করে না", তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে] —আঢ্যতান্ধাঃ [জনাঃ] (ধনমদে অন্ধ ব্যক্তিরা) অসুতৃপঃ [ভবন্তি] (ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি সাধনেই নিরত থাকে), [অতঃ তে] (সুতরাং তাহারা) অন্তকং ত্বাং (অন্তকস্বরূপ আপনাকে) ন বিদন্তি (জানিতে পারে না) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বব্যাপিন্। আর যে আপনি "যাহাদের পথ জানা যায় না ও যাহারা অলৌকিক আচরণ করিয়া থাকে, রমণীগণ তাহাদের অনুবর্ত্তন করিলে দুঃখই পাইয়া থাকে", এইরূপ বলিয়া নিজের পথকে দুর্জ্ঞেয় ও আচরণকে অলৌকিক বলিয়া সূচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—সত্যই আপনার পাদপদ্মের মকরন্দসেবী মুনিগণের পথই দুর্জ্ঞেয় ও নরাকার পশুগণের দুর্ব্বোধ্য; আপনার পথ যে দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? যে সকল মুনি ,আপনার অনুবর্ত্তন করেন, যেহেতু তাঁহাদের আচরণও প্রায় অলৌকিক; অতএব সর্ব্বেশ্বর আপনার আচরণ যে অলৌকিক, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৩৬ ॥ আর যে আপনি বলিয়াছেন—"আমি নিষ্কিঞ্চন," তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে সত্যই যাঁহার কর্ম্মজনিত প্রাকৃত দেহাদি কিছুই নাই, তাদৃশ আপনি নিষ্কিঞ্চনই বটেন। কিন্তু ব্রহ্মাদি লোকপালগণ অন্যের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হইলেও যাঁহাকে পূজোপহার প্রদান করিয়া থাকেন, তাদৃশ আপনার

শ্রীধর—"অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্" ইতি যদুক্তং তদপি তথৈবেত্যাহ—ত্বৎপাদেতি। নৃপশুভির্নরাকারৈঃ পশুভিঃ। কিং পুনর্ব্বক্তব্যং তব বর্ত্মাস্ফুটমিতি। কিঞ্চ যস্মাদ্ যে ভবন্তমনুবর্ত্তন্তে, তেষামপি ঈহিতম্ অলৌকিকমিব, অথো অতঃ কিমু বক্তব্যং তব ঈশ্বরস্যেহিতমলৌকিকমিত্যর্থঃ। "আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু! প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিত" ইত্যস্য পরিহারং বক্ষ্যতি, যদ্বান্বয়েতি পঞ্চমশ্লোকে ॥ ৩৬ ॥

ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্ ।
তেষাং বিভো ! সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—বিভো ! (হে ব্যাপক !) [আর যে আপনি বলিয়াছেন—"যাহাদের কুল, ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি পরস্পর অনুরূপ হয়, তাহাদের মধ্যেই বিবাহ ও মিত্রতা হইয়া থাকে," তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে]—ত্বং বৈ (আপনিই সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা [চ] (সমস্ত পুরুষার্থের উপায়স্বরূপ ও ফলস্বরূপ)। যদ্বাঞ্ছয়া (যাঁহার দাস্য বাঞ্ছা করিয়া) সুমতয়ঃ [জনাঃ] (সুমতি মানব) কৃৎস্নং বিসৃজন্তি (সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন), তেষাম্ [এব তস্য] ভবতঃ (সেই সুমতি মানবের সহিতই তাদৃশ নিরতিশয় উৎকৃষ্ট আপনার) সমাজঃ সমুচিতঃ (সেব্যসেবকরূপ সম্বন্ধ সমীচীন); রতয়োঃ (কুল, ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি সমত্বহেতু পরস্পর আসক্ত) সুখদুঃখিনোঃ (সুখদুঃখাকুল) পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ চ (স্ত্রী-পুরুষের সহিত) [ভবতঃ সমাজঃ] ন [সমুচিতঃ] (আপনার সম্বন্ধ সমীচীন নহে)। [অতএব আপনার উক্তি অপর স্ত্রী-পুরুষের পক্ষেই সত্য, আপনার পক্ষে নহে। "আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' এই বুদ্ধিতে শিষ্টগণ যেমন আপনার ভজনা করেন, সেইরূপ আমিও ভার্য্যাভাবে আপনার ভজনা করিতেছি] ॥ ৩৮ ॥

দরিদ্রতারূপ নিষ্কিঞ্চনত্ব কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আর যে আপনি বলিয়াছেন—"আমি নিষ্কিঞ্চন-জনপ্রিয়," তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—সত্যই আপনি পরদত্ত অন্নভোজী গৃহহীন মুনিগণের প্রিয় এবং তাহারাও আপনার প্রিয় (শ্রীধর এখানে তৎপুরুষ-বহুব্রীহি উভয় অর্থই ধরিয়াছেন)। আর যে আপনি বলিয়াছেন—"এই জন্যই ধনীরা আমাকে ভজনা করে না" তাহাতে বক্তব্য এই যে—ধনমদে অন্ধ ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনেই নিরত থাকে, সুতরাং তাহারা অন্তকস্বরূপ আপনাকে জানিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে বিভো ! আর যে আপনি বলিয়াছেন—"যাহাদের কুল, ঐশ্বর্য্য ও রূপাদি পরস্পর অনুরূপ হয়, তাহাদের মধ্যেই বিবাহ ও মিত্রতা হইয়া থাকে," তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—আপনিই সমস্ত পুরুষার্থের উপায়স্বরূপ ও ফলস্বরূপ। যাঁহার দাস্য বাঞ্ছা করিয়া সুমতি মানব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেই সুমতি মানবের সহিতই তাদৃশ নিরতিশয় উৎকৃষ্ট আপনার সেব্যসেবকরূপ-সম্বন্ধ সমীচীন; কুল, ঐশ্বর্য্য ও রূপাদির সমত্ব হেতু অপর স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ সমীচীন হইলেও তাহা সুখদুঃখাকুল বলিয়া তাহাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ সমীচীন নহে। অতএব আপনার উক্তি অপর স্ত্রী-পুরুষের পক্ষেই সত্য, আপনার পক্ষে নহে। "আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" এইরূপ বুদ্ধিতে শিষ্টগণ যেমন আপনার ভজনা করেন, সেইরূপ আমিও ভার্য্যাভাবে আপনার ভজনা করিতেছি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর—"নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ। তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে" ইত্যেতচ্ছ্লোকোক্তং দোষত্রয়ং পরিহরতি—নিষ্কিঞ্চন ইতি। দরিদ্রতালক্ষণং নিষ্কিঞ্চনত্বন্তু তব ন ঘটত ইত্যাহ—যস্মা ইতি। অন্যতো বলিভুজঃ পূজ্যা অপি ব্রহ্মাদয়ো যস্মৈ ভবতে বলিং হরন্তি, তস্য সর্ব্বেশ্বরস্য ভবতো দরিদ্রতা ন ঘটত ইত্যর্থঃ। নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়া ইত্যত্র তৎপুরুষেণ বহুব্রীহিণা বা নিন্দা স্যাদিতি স্বয়মপ্যুক্তমথা ত্বৌতি-প্রেষ্ঠো ভবানিতি। বলিভুজাং ব্রহ্মাদীনাং লোকেশ্বরাণাং ত্বং প্রেষ্ঠস্তেঽপি তুভ্যং ভবেতি। "তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে" ইত্যস্যোত্তরং—ন ত্বা বিদন্তীতি। আঢ্যতয়া অন্ধাঃ ত্বামন্তকং ন বিদন্তি। অতস্তে অসুতৃপঃ অসূনেব তর্পয়ন্তি ন ত্বাং ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিত-কালবেগ-ধ্বস্তাশিষোঽব্জভব-নাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—[হে প্রভো! আর যে আপনি বলিয়াছেন—"ভিক্ষুকগণই আমার বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে, তুমি দূরদর্শিনী নহ বলিয়া আমি যাহা বলিলাম, তাহা না জানিয়া গুণহীন আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ," তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে]—ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভিঃ গদিতানুভাবঃ (সত্যই ভিক্ষাজীবী অভয়প্রদ মুনিগণ আপনার প্রভাবের প্রশংসা করিয়া থাকেন), জগতাম্ আত্মা (আপনি সকল আত্মার আত্মা, তাদৃশ আত্মার প্রশংসা বৃথা হইতে পারে না) আত্মদঃ চ (এবং আপনি আত্মপ্রদ, সুতরাং ঐ আত্মপ্রশংসার প্রয়োজনও আছে), ইতি [জ্ঞাত্বা এব] (এইরূপ জানিয়াই) ভবদ্ভ্রুবঃ (আপনার ভ্রূযুগল হইতে) উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষঃ (উৎপন্ন যে কাল, সেই কালের বেগে যাহাদের সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায় সেই) অব্জভবনাকপতীন্ [অপি] (ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি স্বর্গাধিপতিগণকেও) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) [ত্বং] মে বৃতঃ অসি (আপনাকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি), অন্যে কুতঃ (অন্যের কথা ত দূরে)। [অতএব আমি অজ্ঞা ও অদূরদর্শিনী নহি] ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো? আর যে আপনি বলিয়াছেন—"ভিক্ষুকগণই আমার বৃথা প্রশংসা করিয়া থাকে, তুমি দূরদর্শিনী নহ বলিয়া আমি যাহা বলিলাম, তাহা না জানিয়া গুণহান আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ," তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে সত্যই ভিক্ষাজীবী অভয়প্রদ মুনিগণ আপনার প্রভাবেব প্রশংসা করিয়া থাকেন; আপনি সকল আত্মার আত্মা, তাদৃশ আত্মার প্রশংসা বৃথা হইতে পাবে না; আর আপনি আত্মপ্রদ, সুতরাং ঐ আত্মার প্রশংসার প্রয়োজনও আছে; এইরূপ জানিয়াই আমি আপনার ভ্রূযুগল হইতে উৎপন্ন যে কাল, সেই কালের বেগে যাহাদের সমস্ত কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়, অন্যের কথা ত দূরে, সেই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি স্বর্গাধিপতিগণকেও পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি (সুতরাং আমি অজ্ঞা ও অদূরদর্শিনী নহি) ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—বলিভুজামপি ভবান্ প্রেষ্ঠ ইত্যত্র হেতুং বদন্তী "যয়োরাত্মসমং বিত্তম্" ইত্যনেনোক্তমনৌচিত্যং পরিহরতি—ত্বং বা ইতি। ত্বমাত্মা পরমানন্দরূপঃ, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। সমাজঃ সেব্যসেবকলক্ষণসম্বন্ধঃ, ন তু পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ মিথো রতয়োঃ। অতএব তৎকৃতসুখদুঃখিনোঃ তদা-কুলয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

"ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা" ইত্যস্য পরিহারঃ—ত্বমিতি। ভিক্ষুপদব্যাখ্যানং—ন্যস্তদণ্ডৈর্মুনিভিরিতি। মুধেত্যস্য পরিহারঃ—আত্মেতি। যদর্থং সর্বং প্রিয়ং ভবতি, তস্য জগতামাত্মনস্তব বরণং ন মুধেত্যর্থঃ। কিঞ্চ আত্মদ ইতি। "বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া" ইতি যস্মিন উক্তং দোষদ্বয়ং পরিহরতি—ইতীতি। ইতি জ্ঞাত্বৈব মে ময়া বৃতোঽসীত্যজ্ঞানপরিহারঃ। হিত্বেত্যদীর্ঘসমীক্ষাপরিহারঃ। ভবতো ভ্রুবঃ সকাশাৎ উদীরিতো যঃ কালস্তস্য বেগস্তেন ধ্বস্তা আশিষো যেষাং তান্ ব্রহ্মাদীনপি বিহায়। কুতোঽন্যে বরাকা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ! যস্তু ভূপান্ বিদ্রাব্য শার্ঙ্গনিনদেন জহর্থ মাং ত্বম্।
সিংহো যথা স্ববলিমীশ! পশূন্ স্বভাগং তেভ্যো ভয়াদ্ যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ॥ ৪০॥
যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গবৈণ্যজায়ন্তনাহুষ-গয়াদয় ঐকপত্যম্।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমম্বুজাক্ষ! সীদন্তি তে নু পদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্॥ ৪১॥

অন্বয়—গদাগ্রজ! (হে গদজ্যেষ্ঠ!) ঈশ! (হে সর্ব্বেশ্বর!) সিংহঃ যথা (সিংহ যেমন) [গর্জ্জনধ্বনিতে] পশূন্ [বিদ্রাব্য] (অপর পশুগণকে বিতাড়িত করিয়া) স্ববলিং [হরতি] (স্বীয় আহার্য্য বস্তু হরণ করে), [তথা] (সেইরূপ) যঃ তু [ভবান্] (যে আপনি) শার্ঙ্গনিনদেন (শার্ঙ্গনামক ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিতে) ভূপান্ বিদ্রাব্য (রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া) স্বভাগম্ মাং জহর্থ (আপনার নিজের প্রাপ্য আমাকে হরণ করিয়াছেন), [সঃ] ত্বং (তাদৃশ আপনি) যৎ তেভ্যঃ ভয়াৎ (যে সেই রাজগণের ভয়ে) উদধিং শরণং প্রপন্নঃ (সমুদ্রমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন), [ইতি] তব বচঃ (আপনার এই বাক্য) [শ্রোতৃণাং] জাড্যং [জনয়তি] (শ্রোতৃগণের মোহজনক)॥ ৪০॥

[আপনি যে বলিয়াছেন ["যাহাদের পথ দুর্জ্ঞেয় ও আচরণ অলৌকিক, তাহাদের অনুবর্ত্তন করিলে রমণীগণ ক্লেশ পাইয়া থাকে", তাহাতে আমার বক্তব্য যে]—যদ্বাঞ্ছয়া (আপনাকে পাইবার অভিলাষে) অঙ্গবৈণ্য-জায়ন্তনাহুষগয়াদয়ঃ (অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি) নৃপশিখাময়ঃ (রাজশ্রেষ্ঠগণ) ঐকপত্যং রাজ্যং বিসৃজ্য (ঐকাধিপত্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া) বনং বিবিশুঃ (বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন), অম্বুজাক্ষ! (হে কমললোচন!) তে পদবীম্ আস্থিতাঃ (আপনার পথ আশ্রয় করিয়া) তে (সেই রাজশ্রেষ্ঠগণ) ইহ [অপি] (বনেও) সীদন্তি কিং নু? (ক্লেশ পাইয়াছিলেন কি?) [কখনই ক্লেশ পান নাই; পরন্তু আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন]॥ ৪১॥

অনুবাদ—হে গদাগ্রজ! হে সর্ব্বেশ্বর! সিংহ যেমন গর্জ্জন ধ্বনিতে অপর পশুগণকে বিতাড়িত করিয়া স্বীয় ভোগ্য বস্তু হরণ করে, সেইরূপ আপনি শার্ঙ্গ নামক ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিতে রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া আপনার নিজের প্রাপ্য আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন; এতাদৃশ আপনি যে সেই রাজগণের ভয়ে সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন আপনার সেই বাক্য অসঙ্গত॥ ৪০॥ আপনি যে বলিয়াছেন—"যাহাদের পথ দুর্জ্ঞেয় ও আচরণ অলৌকিক, তাহাদের অনুবর্ত্তন করিলে রমণীগণ ক্লেশ পাইয়া থাকে", তাহাতে আমার বক্তব্য যে—আপনাকে পাইবার অভিলাষে অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজশ্রেষ্ঠগণ ঐকাধিপত্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হে কমললোচন! আপনার পথ আশ্রয় করিয়া সেই রাজশ্রেষ্ঠগণ বনেও ক্লেশ পাইয়াছিলেন কি? কখনই ক্লেশ পান নাই; পরন্তু আপনাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৪১॥

শ্রীধর—যাজ্ঞানং পরিহৃত্য পুরুষান্তর-গুণবর্ণন-প্রদীপ্ত-কোপসংরম্ভেণ তদ্বিষয়েবাজ্ঞানমাপাদয়তি—জাড্যমিতি। সিংহো যথা পশূন্ বিদ্রাব্য স্ববলিং হরতি, তথা শার্ঙ্গধনুর্নিনাদেনৈব জরাসন্ধাদীন্ বিদ্রাব্য মাং স্বভাগং জিহর্থ যঃ ত্বং স্তুতবানসি, তস্য তব রাজভ্যো ভয়াদুদধিং প্রপন্ন ইতি যদ্বচো ভাষণং তজ্জাড্যং মান্দ্যম্, ন ঘটত ইত্যর্থঃ॥ ৪০॥ যচ্চান্ধদম্পত্যৈবর্য্যনামিতাদিনা অর্থাৎ ত্বাং ভজন্তঃ সীদন্তীত্যবসাদনং প্রমাবহত্বমুক্তং তদপি মন্দমেবেত্যাহ—যদ্বাঞ্ছয়েতি। যস্য তব ভজনবাঞ্ছয়া নৃপোত্তমাঃ অঙ্গো বেণস্য পিতা। বৈণ্যঃ পৃথুঃ। জায়ন্তো ভরতঃ। নাহুষো যযাতিঃ গয়শ্চাদির্যেষাং তে, য এতে তে তব পদবীং মার্গমাশ্রিতাস্তে কিং সীদন্তি? ন সীদন্ত্যেব। অপি তু ত্বৎপদং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। এবং কোপারেশেন অবসাদনস্য পরিহারাদম্পত্যৈবর্য্যনামিত্যোত্তদানর্থ্যং বিহায়াত্রোৎকর্ষঃ॥ ৪১॥

কাস্তং শ্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধ মাঘ্রায় সন্মুখরিতং জনতাপবর্গম্।
লক্ষ্ম্যালয়ং ত্ববিগণয্য গুণালয়স্য মর্ত্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ ॥ ৪২ ॥
তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশ মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—[আর যে আপনি আমাকে আমার নিজের অনুরূপ কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে] গুণালয়স্য তব (প্রাকৃতগুণবর্জ্জিত কল্যাণগুণসমূহের আশ্রয় আপনার) সন্মুখরিতং (সজ্জনগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত), জনতাপবর্গং (জনসমূহের মোক্ষপ্রদ) লক্ষ্ম্যালয়ং (ও লক্ষ্মীদেবীর উপভোগ্য) পাদসরোজগন্ধং (চরণকমলের যশোগন্ধ) আঘ্রায় (আঘ্রাণ করিয়া) অর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ কা তু মর্ত্ত্যা (প্রয়োজন বিষয়ে যথার্থ দৃষ্টিসম্পন্না কোন্ নারী) (তৎ] অবিগণয্য (তাহা অবজ্ঞা করতঃ) সদোরুভয়ম্ অন্যং [পুরুষং] (সতত সমধিক ভয় যাহার আছে, তাদৃশ অন্য পুরুষকে) শ্রয়েত (আশ্রয় করিতে পারে ?) ॥ ৪২ ॥

[অহং] (আমি) জগতাম্ (চরাচর জগতের) অধীশম্ আত্মানম্ (অধীশ্বর ও আত্মা), অত্র চ পরত্র চ কামপূরম্ (ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ) অনুরূপং (ও নিজের অনুরূপ) তং ত্বা (পূর্ব্বোক্ত প্রভাবসম্পন্ন আপনাকে) অভজম্ (ভজনা করিয়াছি)। অনৃতাপবর্গঃ যঃ বৈ (ভজনাকারীর সংসারবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া যিনি) ভজন্তম্ উপযাতি (ভজনাকারীকে আপনার করিয়া লন), [তস্য] তব (তাদৃশ আপনার) অঙ্ঘ্রিঃ (শ্রীচরণ) সৃতিভিঃ ভ্রমন্ত্যাঃ মে (নানা যোনিতে পরিভ্রমণকারিণী আমার) অরণং স্যাৎ (আশ্রয় হউক) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—আর যে আপনি আমাকে আমার নিজের অনুরূপ কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে ভজনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—আপনি প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত, কিন্তু কল্যাণগুণসমূহের আশ্রয়; আপনার চরণকমলের যশোগন্ধ সজ্জনগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত, জনগণের মোক্ষপ্রদ ও লক্ষ্মীদেবীর উপভোগ্য ; প্রয়োজন বিষয়ে যথার্থ দৃষ্টিসম্পন্না কোন্ নারী তাদৃশ যশোগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া উহা অবজ্ঞা করতঃ, যাহার সতত সমধিক ভয় বিদ্যমান আছে, তাদৃশ অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারে ? ॥ ৪২ ॥ হে ভগবন্ ! চরাচর জগতের অধীশ্বর ও আত্মা, ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদ এবং আমার নিজের যোগ্য, পূর্ব্বোক্ত প্রভাবসম্পন্ন আপনাকে আমি ভজনা করিয়াছি। আমি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছি, সংসারবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া যিনি ভজনাকারীকে আপনার করিয়া লন, তাদৃশ আপনার শ্রীচরণ আমার আশ্রয় হউক ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর—যচ্চোক্তমথাত্মনোঽনুরূপমিতি তত্রাহ—কান্তমিতি শ্লোকদ্বয়েন। গুণানামালয়স্য তব পাদসরোজগন্ধম্ জনতায়া অপবর্গং মোক্ষরূপং লক্ষ্ম্যা আলয়ং তৎসেব্যং সদ্ভির্মুখরিতং বর্ণিতমাঘ্রায় তমবিগণয্য মর্ত্ত্যা মরণধর্ম্মিকা সদা উরু ভয়ং যস্য তমন্যং কা স্ত্রী শ্রয়েত সেবেত ? অর্থে বিবিক্তা দৃষ্টির্যস্যাঃ সা। গুণালয়স্যেত্যনেনৈব গুণৈর্হীনা ইতি যদুক্তং তদপাস্তম্ ॥ ৪২ ॥ অতস্ত্বামেবাহমভজমিত্যাহ—তং ত্বেতি। কিঞ্চ প্রার্থয়তে—স্যাদিতি। অরণং শরণম্, সৃতিভির্দেবতির্য্যগাদিভির্জন্মভিঃ। শ্রুতিভিরিতি পাঠে স্বর্গবাদবহুলকর্ম্মশ্রবণৈরিত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য তব ? যস্তু অনৃতস্য সংসারস্য অপবর্গো নাশো যস্মাৎ স ভজন্তমুপযাতি আত্মসাৎ করোতি, তস্য তবাঙ্ঘ্রিরিতি। ভীতস্য হি শরণমেবানুরূপং ভজনযোগ্যম্, অতস্ত্বামহমভজমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্যাঃ স্যুরচ্যুত। নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ। নোপযায়াদ্ যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চসভাসু গীতা ॥ ৪৪ ॥
ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌-কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—অচ্যুত! (হে নিত্যমূর্ত্তে!) অরিকর্ষণ! (হে শত্রুদমন!) মৃড়বিরিঞ্চি-সভাসু গীতা (মহাদেব ও ব্রহ্মার সভামধ্যে কীর্ত্তিত) যুষ্মৎকথা (আপনার লীলাকথা) যৎকর্ণমূলং ন উপযায়াৎ (যে রমণীর কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই), [স্ত্রীণাং গৃহেষু (রমণীগণের গৃহে) খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ (যাহারা গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী, বলীবর্দ্দের ন্যায় কার্য্যরত, কুক্কুরের ন্যায় অবজ্ঞাত, বিড়ালের ন্যায় হিংস্র ও ভৃত্যের ন্যায় কার্য্যব্যস্ত, তাদৃশ) ভবতা উপদিষ্টাঃ (আপনা-কর্ত্তৃক উক্ত) নৃপাঃ (শিশুপালাদি রাজগণ) তস্যাঃ [পতয়ঃ] স্যুঃ (সেই রমণীর পতি হউক) ॥ ৪৪ ॥

[হে প্রভো!] যা স্ত্রী (যে রমণী) তে পদাব্জমকরন্দম্ অজিঘ্রতী (আপনার চরণকমলের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই অর্থাৎ ভবদীয় কীর্ত্তি শ্রবণ করে নাই), [অতএব] বিমূঢ়া (সুতরাং বিমূঢ়া). [সা] কান্তমতিঃ [সতী] (সেই রমণী "ইনি আমার কান্ত" এইরূপ ভাবিয়া) ত্বক্‌শ্মশ্রুরোম-নখকেশপিনদ্ধম্ (বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশে আবৃত) অন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্-কফপিত্তবাতং (এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বাতে পরিপূর্ণ) জীবচ্ছবং ভজতি (জীবন্মৃত ভৌতিক দেহকে ভজনা করিয়া থাকে) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে নিত্যমূর্ত্তে! হে শত্রুদমন! আপনি যে বলিয়াছেন শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ আমাকে পাইতে অভিলাষী হইয়াছিল, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে—মহাদেব ও ব্রহ্মার সভামধ্যে কীর্ত্তিত আপনার লীলাকথা যে রমণীর কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই, রমণীগণের গৃহে যাহারা গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী, বলীবর্দ্দের ন্যায় কার্যরত, কুক্কুরের ন্যায় অবজ্ঞাত, বিড়ালের ন্যায় হিংস্র ও ভৃত্যের ন্যায় কার্য্যব্যস্ত, আপনার বর্ণিত তাদৃশ রাজগণ সেই রমণীরই পতি হউক ॥ ৪৪ ॥ হে প্রভো! যে রমণী আপনার চরণকমলের মকরন্দ আঘ্রাণ করে নাই অর্থাৎ ভবদীয় কীর্ত্তি শ্রবণ করে নাই, সুতরাং বিমূঢ়া, সেই রমণীই "ইনি আমার কান্ত" এইরূপ ভাবিয়া বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশে আবৃত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত, ও বাতে পরিপূর্ণ জীবন্মৃত (নৃপাদিরূপ) ভৌতিক দেহকে ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর—যে চোক্তা রাজ্ঞাং বহবো গুণাঃ "রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভি" রিত্যাদিনা, তত্র দৈর্ব্যং সশাপং সাঙ্গুলিভঙ্গমাহ দ্বাভ্যাম্—তস্যাঃ স্যুরিতি। খরা ইব কেবলং ভারবাহাঃ, গাবো বলীবর্দ্দা ইব নিত্যং ব্যাপারক্লিষ্টাঃ, শ্বান ইবাবমতাঃ, বিড়ালা ইব কৃপণা হিংস্রাশ্চ, ভৃত্যা ইব কিঙ্করাঃ, এবম্ভূতা নৃপাস্তস্যা দুর্ভগায়াঃ পতয়ঃ স্যুঃ; যস্যাঃ কর্ণপথং ত্বৎকথা ন প্রাপ্নুয়াদিতি ॥ ৪৪ ॥ তথাহি—তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী সতী যা স্ত্রী বিমূঢ়া সা কান্তোঽয়মিতি মতির্যস্যাঃ সা কান্তমতির্জীবচ্ছবং ভজতি। ত্বগাদিভির্বহিঃ পিনদ্ধং ছন্নং, অন্তর্মাংসা-দিযুক্তমিতি ॥ ৪৫ ॥

অস্ত্বম্বুজাক্ষ ! মম তে চরণানুরাগ আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ ।
যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা ॥ ৪৬ ॥

নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন ।
অম্বায়া ইব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৭ ॥
ব্যূঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্ ।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়—অম্বুজাক্ষ ! (হে কমললোচন) [আর যে আপনি বলিয়াছেন—"আমরা গৃহ ও স্ত্রী বিষয়ে উদাসীন ; স্ত্রী, পুত্র বা ধন কামনা করি না, আত্মলাভেই পূর্ণ", তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে]—আত্মন্ রতস্য (আপনি সত্যই আত্ম-নিরত অর্থাৎ উদাসীন), ময়ি চ অনতিরিক্তদৃষ্টেঃ (আমার প্রতিও আপনার বিশেষ দৃষ্টি নাই, আপনি এতাদৃশ হইলেও) তে (আপনার) চরণানুরাগঃ মম অস্তু (শ্রীচরণে আমার অনুরাগ হউক)। যর্হি [ত্বং] (আপনি যে) অস্য বৃদ্ধয়ে (এই বিশ্বের বৃদ্ধির নিমিত্ত) উপাত্তরজোঽতিমাত্রঃ [সন্] (উৎকট রজোগুণ ধারণ করিয়া) মাম্ ঈক্ষসে (আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন), [তর্হি] তৎ উ হ (আহা ! তখন তাহাই) নঃ (আমার প্রতি) পরমানুকম্পা (আপনার পরম অনুগ্রহ) ॥ ৪৬ ॥

মধুসূদন ! (হে মধুসূদন !) [আপনি যে বলিয়াছেন—"তুমি তোমার নিজের অনুরূপ অন্য কোন ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠকে ভজনা কর", আমাকে লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীজাতির স্বভাব বলিবার অভিপ্রায়ে আপনি যদি ঐরূপ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে] তে বচঃ (আপনার বাক্য) অহং (আমি) অলীকং ন এব মন্যে (মিথ্যা মনে করি না); হি (কারণ) অম্বায়াঃ (ইব কাশিরাজের কন্যা অম্বার ন্যায়) প্রায়ঃ কন্যায়াঃ (কোন কোন কন্যার) ক্বচিৎ (কোন কোন পুরুষের প্রতি) রতিঃ স্যাৎ (অনুরাগ জন্মিয়া থাকে)। ব্যূঢ়ায়াঃ চ অপি (বিবাহিতা হইলেও) পুংশ্চল্যাঃ (দুষ্টা রমণীর) মনঃ (মন) নবং নবম্ অভ্যেতি (নূতন নূতন পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়); বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) তাম্ অসতীং (সেই অসতী স্ত্রীকে) ন বিভৃয়াৎ (ভরণপোষণ করিবেন না); বিভ্রৎ (তাহাকে ভরণপোষণ করিলে) উভয়চ্যুতঃ [ভবতি] (ইহলোক ও পরলোক উভয়লোক হইতেই ভ্রষ্ট হইবেন) ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—হে কমললোচন ! আর যে আপনি বলিয়াছেন—"আমরা গৃহ ও স্ত্রী বিষয়ে উদাসীন, আমরা স্ত্রী, পুত্র কিম্বা ধন কামনা করি না, আত্মলাভেই পূর্ণ", তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে আপনি সত্যই আত্মনিরত অর্থাৎ উদাসীন, আমার প্রতিও আপনার বিশেষ দৃষ্টি নাই ; আপনি এতাদৃশ হইলেও আপনার শ্রীচরণে আমার অনুরাগ হউক। যখন আপনি এই বিশ্বের বৃদ্ধির নিমিত্ত উৎকট রজোগুণ ধারণ করিয়া আমাকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, আহা ! তখন তাহাই আমার প্রতি আপনার পরম অনুগ্রহ ॥ ৪৬ ॥
হে মধুসূদন ! আপনি যে বলিয়াছেন—"তুমি তোমার নিজের অনুরূপ অন্য কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে

শ্রীধর—যদুক্তম্ "উদাসীনা বয়ম্" ইত্যাদিনা তত্রাহ—অস্ত্বিতি। যদ্যপি ত্বং নিরপেক্ষস্তথাপি মম তে চরণানুরাগোঽস্তু। ময়ি চ মযাপি নাতিরিক্তা অতিশয়বতী দৃষ্টিঃ যস্য তস্য তে আত্মন্ আত্মন্যেব রতস্য। তর্হি তব তেন কো লাভঃ ? ত্বচ্চরণানুরাগ এব মহান্ লাভঃ। কিঞ্চ যর্হি অস্য বিশ্বস্য বৃদ্ধয়ে উপাত্তা রজসোঽতিমাত্রা উৎকটাংং যেন স তথাভূতঃ সন্ মাম্ ঈক্ষসে, উ এবার্থে, হ হর্ষে, তদেব নঃ পরমানুকম্পা অত্যনুগ্রহ ইতি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সাধ্ব্যেতচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি! প্রলম্ভিতা।
ময়োদিতং যদন্বাত্থ সর্ব্বং তৎ সত্যমেব হি॥ ৪৯॥
যান্ যান্ কাময়সে কামান্ ময্যকামায় ভামিনি।
সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি! নিত্যদা॥ ৫০॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) রাজপুত্রি! (হে রাজপুত্রি!) সাধ্বি! (হে সাধ্বি!) এতৎ শ্রোতুকামৈঃ [অস্মাভিঃ] (এই সকল কথা শুনিবার অভিলাষ করিয়াই আমি) ত্বং প্রলম্ভিতা (তোমাকে উপহাস করিয়াছিলাম)। [ত্বং] (তুমি) ময়া উদিতং যৎ অন্বাত্থ (আমার উক্তির যে গূঢ় ব্যাখ্যা করিয়াছ), তৎ সর্ব্বং সত্যম্ এব হি (সেই সমস্তই সত্য)॥ ৪৯॥

ভামিনি! (হে প্রণয়কোপশীলে!) [ত্বং] (তুমি) অকামায় (পূর্ণকাম আমার প্রীতির নিমিত্ত) যান্ যান্ কামান্ কাময়সে (যে যে কামনা করিয়াছ), কল্যাণি! (হে কল্যাণি!) [তে সর্ব্বে] (সেই সমস্ত) ময়ি একান্তভক্তায়াঃ তব (আমার প্রতি একান্তভক্তিযুক্তা তোমার) নিত্যদা সন্তি হি (সর্বদা আছেই)॥ ৫০॥

ভজনা কর," আমাকে লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীজাতির স্বভাব বলিবার অভিপ্রায়ে আপনি যদি ঐরূপ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে, আপনার বাক্য আমি মিথ্যা মনে করি না; কারণ কাশিরাজের কন্যা অম্বা যেমন শাম্বের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিল, সেইরূপ কোন কোন কন্যার কোন কোন পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। বিবাহিতা হইলেও দুষ্টা রমণীর মন নূতন নূতন পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি তাদৃশী অসতী স্ত্রীকে কখনই ভরণপোষণ করিবেন না; তাহাকে ভরণপোষণ করিলে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোক হইতেই ভ্রষ্ট হইবেন॥ ৪৭-৪৮॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজপুত্রি! হে সাধ্বি! এই সকল কথা শুনিবার অভিলাষ করিয়াই আমি তোমাকে উপহাস করিয়াছিলাম। তুমি আমার উক্তির যে গূঢ় ব্যাখ্যা করিয়াছ, সেই সমস্তই সত্য। ৪৯। হে ভামিনি! পূর্ণকাম আমার প্রীতির নিমিত্ত তুমি যে যে কামনা করিয়াছ, হে কল্যাণি! তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্তা বলিয়া সেই সমস্ত তো তোমার সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে॥ ৫০॥

শ্রীধর—তদেবং সর্ব্বং তদুক্তং প্রতিব্যাখ্যায় প্রসন্নচিত্তা মন্ত্রমুপদিশন্ত্যাহ দ্বাভ্যাম্—নৈবেতি। তথাত্মনোঽনুরূপমিত্যাদি তে বচোঽলীকং মিথ্যেতি নৈব মন্যে, যতো লোকে কন্যায়া এব কচিদ্রতির্ভবতি। যথা কাশিরাজ-কন্যানাং অম্বালিকাম্বিকানাং তিসৃণাং মধ্যে অম্বায়াঃ কন্যায়া এব শাম্বে রতির্জাতা তদ্বৎ॥ ৪৭॥ ব্যূঢ়ায়াঃ পরিণীতায়া অপীতি। উভয়স্মাৎ ইহপরলোকদ্বয়াৎ চ্যুতো ভ্রষ্ট ইতি॥ ৪৮॥

প্রলম্ভিতা উপহসিতা, অন্বাত্থ অন্বাখ্যাতবতী॥ ৪৯॥ ময়ি একান্তভক্তায়াস্তে কামাঃ সন্ত্যেব। অকামায় কাম-নিবৃত্তয়ে, মোক্ষপর্য্যবসায়িন ইত্যর্থঃ॥ ৫০॥

উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যঞ্চ তেঽনঘে।
যদ্বাক্যৈশ্চাল্যমানায়া ন ধীর্ম্ময্যপকর্ষিতা ॥ ৫১ ॥
যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্য্যয়া।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া। ৫২ ॥
মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং মাত্রাত্মকত্বান্নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—অনঘে! (হে নিষ্পাপে!) [ময়া] (আমি) তে (তোমার) পতিপ্রেম পাতিব্রত্যং চ (পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম) উপলব্ধম্ (উপলব্ধি করিলাম), যৎ (যেহেতু) বাক্যৈঃ চাল্যমানায়াঃ [অপি তে] (বাক্যের দ্বারা বিক্ষোভিত করিলেও তোমার) ময়ি [বর্ত্তমানা] ধীঃ ন অপকর্ষিতা (বুদ্ধি আমাতেই আসক্ত রহিল, বিচলিত হইল না) ॥ ৫১ ॥

যে কামাত্মনঃ (যে সকল সকাম ভক্ত) দাম্পত্যে (দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত) তপসা ব্রতচর্য্যয়া [চ] (তপস্যা ও ব্রতাচরণের দ্বারা) অপবর্গেশং মাং (মোক্ষের অধিপতি আমাকে) ভজন্তি (ভজনা করে), [তে] (তাহারা) মম মায়য়া মোহিতাঃ (আমার মায়ায় মোহিত) ॥ ৫২ ॥

মানিনি! (হে মানিনি!) যে [জনাঃ] (যে সকল ব্যক্তি) অপবর্গসম্পদং মাং প্রাপ্য (মোক্ষের সহিত সম্পদ্ লাভ যাহা হইতে হইয়া থাকে, তাদৃশ আমাকে আরাধনায় প্রসন্ন করিয়া) [আমার নিকট হইতে] সম্পদঃ এব বাঞ্ছন্তি (কেবল সম্পদ্ লাভ করিবারই বাঞ্ছা করিয়া থাকে), তৎপতিঃ [মাং ন বাঞ্ছন্তি] (সেই সম্পদের অধিপতি আমাকে পাইতে বাঞ্ছা করে না), মাত্রাত্মকত্বাৎ (তাহাদের মন কেবলই সম্পদেই অভিনিবিষ্ট বলিয়া) তে মন্দভাগ্যাঃ (তাহারা মন্দভাগ্য)। [তাহারা যে দেব-মনুষ্যাদিরূপে-দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিয়া ধন্য হয়, তাহাও নহে, যেহেতু] যে [দাম্পত্যাভিরতাঃ] (যাহারা দাম্পত্যসুখে নিমগ্ন), [তে] নিরয়ে অপি [সন্তি] (বিষয় তো নরকেও বর্ত্তমান আছে)। [আর দেব-মনুষ্যাদি লোকে থাকে বলিয়া তাহাতে বিশেষত্বও কিছু নাই, কারণ] নৃণাং সুসঙ্গমঃ নিরয়ঃ [এব] (মনুষ্যগণের অভিলষিত স্ত্রী-পুত্রাদি সুলভ বিষয়সঙ্গ নরকস্বরূপই)। ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপে! আমি তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উপলব্ধি করিলাম; যেহেতু আমি বাক্যের দ্বারা তোমাকে বিক্ষোভিত করিলেও তোমার বুদ্ধি (আমাতেই আসক্ত রহিল) বিচলিত হইল না ॥ ৫১ ॥ আমি মোক্ষের অধীশ্বর; যে সকল সকাম ভক্ত দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত তপস্যা ও ব্রতাচরণের দ্বারা আমাকে ভজনা করে, তাহারা আমার মায়ায় বিমোহিত ॥ ৫২ ॥ হে মানিনি! আমার নিকট হইতে মোক্ষ ও সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে; যে সকল ব্যক্তি তাদৃশ আমাকে আরাধনায় প্রসন্ন করিয়া আমার নিকট হইতে কেবল সম্পদ্ লাভ করিবারই বাঞ্ছা করিয়া থাকে, সম্পদের অধিপতি আমাকে পাইতে বাঞ্ছা করে না, তাহাদের মন কেবল সম্পদেই অভিনিবিষ্ট বলিয়া তাহারা মন্দভাগ্য। তাহারা যে দেব-মনুষ্যাদিরূপে দাম্পত্যসুখ উপভোগ করিয়া ধন্য হয়, তাহাও নহে; কারণ বিষয়সুখ তো নরকেও বর্ত্তমান আছে। দেব মনুষ্যাদি লোকে থাকে বলিয়া তাহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই; কারণ মনুষ্যগণের অভিলষিত স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়সঙ্গ নরকস্বরূপই ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধর—অনুবাদেন বয়ান্ সখা তামভিনন্দতি—উপলব্ধমিতি। যদ্বেম্মাৎ ময়ি বর্ত্তমানা ধীর্নাপকর্ষিতা নান্তবিষয়া জাতা ॥ ৫১ ॥

দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্য্যসকৃন্ময়ি ত্বয়া কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ।
সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো হ্যসুম্ভরায়া নিকৃতিজুষাঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৫৪ ॥
ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িণীং গৃহিণীং গৃহেষু পশ্যামি মানিনি! যথা স্ববিবাহকালে।
প্রাপ্তান্ নৃপানবিগণয্য রহোহরো মে প্রস্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রুতসৎকথস্য ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—গৃহেশ্বরি! (হে গৃহেশ্বরি!) ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) ময়ি (আমার প্রতি) অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) ভবমোচনী অনুবৃত্তিঃ (নিষ্কাম ভক্তি) কৃতা (প্রদর্শিত হইয়াছে); [এতৎ] দিষ্ট্যা (ইহা অতি ভাগ্যের কথা)। অসৌ (ঐরূপ নিষ্কাম ভক্তি) খলৈঃ সুদুষ্করা (খল ব্যক্তিগণের অতিশয় দুঃসাধ্য)। দুরাশিষঃ (যাহার অভিপ্রায় দুষ্ট), অসুম্ভরায়াঃ (যে স্বীয় তৃপ্তি সাধনেই নিরতা) নিকৃতিজুষঃ (এবং বঞ্চনপরায়ণা, তাদৃশী) স্ত্রিয়াঃ (রমণীর ত) সুতরাং [সুদুষ্করা] হি (অতীব দুষ্কর] ॥ ৫৪ ॥

মানিনি! (হে মানিনি!) [অহং] (আমি) গৃহেষু (গৃহস্থাশ্রমে) ত্বাদৃশীং প্রণয়িণীং গৃহিণীং (তোমার মত প্রণয়িণী গৃহিণী) ন পশ্যামি (দেখি না), যয়া (যে তুমি) স্ববিবাহকালে (নিজের বিবাহ কালে) প্রাপ্তান্ নৃপান্ অবিগণয্য (সমাগত রাজগণকে অগ্রাহ্য করিয়া) উপশ্রুতসৎকথস্য মে (যাহার প্রশংসাবাদ পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলে, তাদৃশ আমার নিকটে) [আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত] রহোহরঃ দ্বিজঃ (গোপনীয় সংবাদ বহনকারী ব্রাহ্মণকে) প্রস্থাপিতঃ (প্রেরণ করিয়াছিলে) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—হে গৃহেশ্বরি! তুমি আমার প্রতি সতত নিষ্কাম ভক্তি করিয়াছ, ইহা অতি ভাগ্যের বিষয়। খল ব্যক্তিগণের ঐরূপ নিষ্কাম ভক্তি দুঃসাধ্য; আর যাহার অভিপ্রায় দুষ্ট এবং যে স্বীয় প্রাণের তৃপ্তি সাধনেই নিরতা ও বঞ্চনাপরায়ণা, তাদৃশী রমণীর ত অতীব সুদুষ্কর ॥ ৫৪ ॥ হে মানিনি! আমি গৃহস্থাশ্রমে তোমার মত প্রণয়িণী গৃহিণী আর দেখিতে পাই না: তুমি আমার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে; পরে নিজের বিবাহ কালে সমাগত রাজগণকে গণনা না করিয়া গোপনীয় সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধর—একান্তভক্তিমভিনন্দ্য তামেব দৃঢ়ীকর্ত্তুং সকামান্ ভক্তান্ নিন্দতি—যে মামেতি। দাম্পত্যে দম্পত্যোপভোগ্যসুখার্থম্ ॥ ৫২ ॥ মায়ামোহিতত্বমেবোপপাদয়তি—মাং প্রাপ্যেতি। অপবর্গেণ সহ সম্পদো যস্মিংস্তং মাং প্রাপ্য প্রসাদ্য যে কেবলং সম্পদঃ এব বিষয়ান্ বাঞ্ছন্তি ন তু মাম্, তৎপতিং তাসাং সম্পদামপি যোঽহমেব পতিস্তম্, তথা যে বিষয়া নিরয়েঽপ্যতিনিকৃষ্টযোনাবপি স্যুস্তান্। কিঞ্চ তেষাং পুংসাং মাত্রাত্মকত্বাদ্বিষয়াত্মকত্বাৎ নিরয়ঃ সুলভঃ শোভনলব্ধ এব স্যাৎ, অতো মন্দভাগ্যা এব তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তস্মাৎ হে গৃহেশ্বরি! ত্বয়া ময়ি ভবমোচনী নিষ্কামা অনুবৃত্তিঃ কৃতা এতৎ দিষ্ট্যা ভদ্রম্। কথম্ভূতা? খলৈঃ সুদুষ্করা, দুরাশিষো দুরভিপ্রায়ায়া অতএব অসুম্ভরায়াঃ প্রাণতর্পণপরায়া নিকৃতিজুষো বঞ্চনপরায়াঃ স্ত্রিয়াঃ সুতরাম্ অসৌ অনুবৃত্তির্দুষ্করেতি ॥ ৫৪ ॥ কিঞ্চ সন্তি নিষ্কামাঃ প্রেম্ণা এব মধ্যানুবর্ত্তমানা বহ্ব্যঃ, কিন্তু ত্বয়া সদৃশীং কাপি ন পশ্যামীতি ভক্ত্যা ভক্তিং বহ্বাসেনাভিনন্দতি—ন ত্বাদৃশীমিতি ত্রিভিঃ। উপশ্রুতাঃ সত্যঃ কথা যস্ত তস্য মে ॥ ৫ ॥

ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধি নির্জ্জিতস্য প্রোদ্বাহপর্ব্বণি চ তদ্বধমক্ষগোষ্ঠ্যাম্।
দুঃখং সমুত্থমসহোঽস্মদযোগভীত্যা নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতাস্তে ॥ ৫৬ ॥
দূতস্ত্বয়াত্মলভনে সুবিবিক্তমন্ত্রঃ প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূন্যমেতৎ।
মত্বাজিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং তিষ্ঠেত তৎ ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়—[হে কল্যাণি!] অস্মদযোগভীত্যা (পাছে আমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে) [ত্বং] (তুমি) যুধি নির্জ্জিতস্য ভ্রাতুঃ বিরূপকরণং (যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতার বিরূপকরণ), প্রোদ্বাহপর্ব্বণি (অনিরুদ্ধের বিবাহে) অক্ষগোষ্ঠ্যাং (দ্যূতসভায়) তদ্বধং (তাহার বধ) [তদনুস্মরণতঃ পুনঃ পুনঃ] সমুত্থং দুঃখং চ (এবং উহা স্মরণের ফলে পুনঃ পুনঃ উপজাত দুঃখ) অসহঃ (সহ্য করিয়াছ); কিমপি ন অব্রবীঃ (কিছুই বল নাই); তেন এব (এই সকল গুণেই) তে বয়ং জিতাঃ (তুমি আমাদিগকে বশ করিয়াছ)। [ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীদেবীর এই কথোপকথন অনিরুদ্ধের বিবাহের পরে হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে ভগবান্ বলরাম রুক্মীকে সংহার করেন, সেই বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইবে] ॥ ৫৬ ॥

আত্মলভনে (আমাকে পাইবার নিমিত্ত) (তুমি) সুবিবিক্তমন্ত্রঃ দূতঃ (গোপনীয় মন্ত্রণা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া দূত) প্রস্থাপিতঃ (প্রেরণ করিয়াছিলে) [ততঃ চ] ময়ি চিরায়তি (এবং তৎপরে আমি বিলম্ব করিলে) [ত্বং] তুমি এতৎ (এই বিশ্বকে) শূন্যং মত্বা (শূন্য মনে করিয়া) অনন্যযোগ্যম্ ইদম্ অঙ্গম্ (অন্যের অযোগ্য তোমার এই শরীর) অজিহাসঃ (পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে). তৎ (তোমার ঐ আচরণ) ত্বয়ি [এব] তিষ্ঠেত (তোমাতেই থাকুক); [আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না]; বয়ং [তু] (তবে আমি) [ত্বাং] প্রতিনন্দয়ামঃ (তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিব) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—হে কল্যাণি! পাছে আমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে যুদ্ধে পরাজিত ভ্রাতা রুক্মীর বিরূপকরণ, অনিরুদ্ধের বিবাহে তাহার বধ এবং উহা স্মরণের ফলে পুনঃ পুনঃ উপজাত দুঃখ, তুমি সহ্য করিয়াছ; কিছুই বল নাই। এই সকল গুণেই তুমি আমাদিগকে বশ করিয়াছ ॥ ৫৬ ॥ তুমি আমাকে পাইবার নিমিত্ত গোপনীয় মন্ত্রণা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলে এবং তৎপরে আমি বিলম্ব করিলে তুমি এই বিশ্বকে শূন্য মনে করিয়া, অন্যের অযোগ্য তোমার এই শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে; তোমার ঐ আচরণ তোমাতেই থাকুক; আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না; তবে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিব ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধর—প্রোদ্বাহপর্বণি অনিরুদ্ধবিবাহে, অক্ষগোষ্ঠ্যাং দ্যূতসভায়াম্, তস্য ভ্রাতুর্ব্বধম তস্মিন্ কালে কালান্তরে বা তদনুস্মরণতঃ পুনঃ পুনঃ সমুত্থং দুঃখম্ অস্মা.ভরযোগো বিয়োগস্তদ্ভীত্যা অসহঃ সোঢ়বত্যসি। অনেনৈব অনিরুদ্ধ-বিবাহানন্তর্য্যমস্য জ্ঞাতব্যম্ ॥ ৫৬ ॥ অপি চ দূত ইতি। আত্মলভনে মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্। ময় চিরায়তি শোভাবিনি বিবাহে আগন্তব্যমিতি কৃতে সময়ে কথঞ্চিদপ্রাপ্তবতি সতি এতদ্বিশ্বং শূন্যং মত্বা ইদম্ অনন্যযোগ্যম্ অঙ্গং জিহাসে ত্যক্তুমিচ্ছামি ত্যক্ষ্যামীত্যেবং দূতঃ প্রস্থাপিতঃ, তথাহ্যুক্তং ত্বয়া—যর্হ্যম্বুজাক্ষ। ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাদিতি। যদ্বা অজিহাস ইতি ছেদঃ। ত্যক্তুমৈচ্ছঃ ইত্যর্থঃ। তৎ তব কর্ম ত্বয্যেব তিষ্ঠেত। ন তৎ প্রতিকর্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। কিন্তু কেবলং বয়ং ত্বাং প্রতিনন্দয়ামো হর্ষয়াম ইতি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥ ৫৮॥
তথান্যাসামপি বিভুর্গৃহেষু গৃহবানিব।
আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মান্ লোকগুরুর্হরিঃ॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে কৃষ্ণরুক্মিণীসংবাদো নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] জগদীশ্বরঃ ভগবান্ (সাক্ষাৎ জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) স্বরতঃ [অপি] (আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও) নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ (মনুষ্যলোকের অনুকরণ করিয়া) এবং সৌরতসংলাপৈঃ (এইরূপ রহস্যালাপের দ্বারা) রময়া রেমে (লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীর সহিত বিহার করিতেন)॥ ৫৮॥

তথা হরিঃ (সেইরূপ ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) লোকগুরুঃ বিভুঃ [অপি] (সর্বলোকের গুরু এবং সর্ব্বব্যাপক হইয়াও) গৃহবান্ ইব (গৃহস্থের ন্যায়) গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মান্ আস্থিতঃ (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করতঃ) অন্যাসাং গৃহেষু অপি (অপরাপর পত্নীদিগের গৃহেও) [রেমে] (বিহার করিতেন)॥ ৫৯॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। সাক্ষাৎ জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াও মনুষ্যলোকের অনুকরণ করতঃ প্রেমপূর্ণ এইরূপ রহস্যালাপের দ্বারা লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীর সহিত বিহার করিতেন॥ ৫৮॥ ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলোকের গুরু এবং সর্ব্বব্যাপক হইয়াও গৃহস্থের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করতঃ অপরাপর পত্নীদিগের গৃহেও বিহার করিতেন॥ ৫৯॥

ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ৬০॥

শ্রীধর—সৌরত-সংলাপৈঃ সুরতনর্মগোষ্ঠীভিঃ॥৫৮-৫৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

ষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণ-বাক্-পেষণী-পিষ্ট-হৃৎকর্পূরাত্র রুক্মিণী।

সংমোহ্যাশ্বাসিতা তং প্রত্যূচে ষষ্টিতমে স্ফুটম্।।

ষষ্টিতম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের কঠোর বাক্যরূপ পেষণী দ্বারা রুক্মিণীদেবীর হৃদয় পিষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি মোহগ্রস্তা হন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাসবাক্য বলেন। রুক্মিণীদেবীও সকল কথার খুব যুক্তিযুক্ত উত্তর দেন। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন।

বিবরণী

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর শয্যায় উপবিষ্ট। দেবী চামরব্যজন করিতেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ কপট-হাসি হাসিয়া বলিলেন—হে রাজনন্দিনি, বহু ধনাঢ্য রাজা তোমাকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিলেন, তোমার গুরুজনদেরও সেই মত ছিল। এমতাবস্থায় তুমি কেন আমার মত তোমার অসদৃশ ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিলে ?

আমি জরাসন্ধভয়ে সমুদ্রে থাকি। বিশিষ্ট রাজগণ আমার বিরোধী। আমি রাজপদ ত্যাগ করিয়াছি। আমার পথ অস্পষ্ট। আমাকে ভজনকারী ব্যক্তি কষ্ট পায়, আমি লৌকিকপথে চলি না। আমি স্ত্রীবশীভূত নই, এ জন্য আমাকে ভজিয়া স্ত্রীগণ সুখ পায় না। কোন ধনী লোক আমার পূজা করে না। আমি নিজেও নিষ্কিঞ্চন, ভালও বাসি নিষ্কিঞ্চনদের। তুমি ইচ্ছা করিলে এখনও এই গুণহীনকে ত্যাগ করিয়া তোমার যোগ্য কোন ক্ষত্রিয় বীরকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পার। আমি দেহ গেহ বিষয় উদাসীন। স্ত্রী পুত্র বিষয়ে কামনাহীন তবে তোমায় হরণ করিয়াছি শুধু কতকগুলি মদান্ধ রাজার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য।

এই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া—কোন গুরুতর অপরাধে প্রভু আমায় ত্যাগ করিবেন এই আশঙ্কায় রুক্মিণীদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আলুলায়িতকেশে কদলীবৃক্ষবৎ ধূলায় পড়িয়া গেলেন।

প্রিয়তমার এই প্রেমবন্ধন দেখিয়া কৌতুকপ্রিয় কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাযুক্ত হইলেন। তিনি পদ্মহস্তে প্রেয়সীর অঙ্গমার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। বলিলেন—তুমি আমাতে আসক্তচিত্তা জানিয়াও তোমার কোপযুক্ত কথা শুনিবার আশায় পরিহাসবাক্য বলিয়াছি মাত্র। তুমি একেবারে প্রণয়কোপে অক্ষমা—এই জন্য এই সব কথা তোমার মানের হেতু না হইয়া বেদনার হেতু হইয়াছে।

তখন রুক্মিণীদেবী লজ্জাপূর্ণ হাসি হাসিয়া পুরুষোত্তমকে বলিলেন—হে কমলাক্ষ! তুমি আমাকে অসমানা বলিয়াছ। ইহা ঠিকই—তুমি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত গুণাতীত ভগবান্—আর আমি ত্রিগুণাধীনা ক্ষুদ্র নারী। তুমিই বা কোথায়, আমিই বা কোথায় ? তোমার মত অশেষ গুণের আশ্রয় আর কে আছে ? তোমার পাদপদ্ম লক্ষ্মীসেব্য, সকল জীবের মোক্ষদায়ক। এই পাদপদ্মের একবিন্দু গন্ধ পাইলে কোন নারী কি তাহা অনাদর করিয়া অর্থলোভে মরণশীল মানুষকে ভজনা করিতে পারে ? তোমার পবিত্র

চরিত যে নারীর কর্ণে প্রবেশ করে নাই সে-ই পারে শৃগাল কুকুরের মত রাজাদের পতিরূপে সেবা করিতে। তোমার পাদপদ্মই আমার জন্মজন্মের সাধন হউক।

দেবীর উত্তরে সুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমার এইরূপ কথা শুনিবার জন্যই পরিহাস করিয়াছিলাম। তোমার মন বিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যের বলে তুমি স্থির রহিয়াছ। তুমি গোপনে আমার নিকট ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলে। তাঁহার ফিরিতে দেরী হইলে তুমি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলে। সে সব মনে আছে। তোমার মত প্রণয়িনী সুদুর্লভ। তোমার প্রেম প্রতিদানে আমি অক্ষম।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে ঐ সকল কঠোর কথা বলিলেন তাহার তিনটি কারণ বর্ত্তমান।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জাগিল—সর্ব্বপ্রকারে আমার অনুরূপা রুক্মিণীকে যদি যুক্তিদ্বারা দেখাই যে আমি তাহার সর্ব্বপ্রকার অননুরূপ, তাহা হইলে সে কি বলে একবার শুনিব।—সর্ব্বপ্রকারেণ মদনুরূপায়া অপ্যস্যাঃ স্বস্যানমুরূপত্বং যুক্ত্যা প্রদর্শ্য পরিহসামি। তত ইয়ং কিং বদেত্তদহমদ্য শৃণবানীতি ভাবঃ।

(খ) রুক্মিণীকে একটি পারিজাতপুষ্প দেওয়ায় সত্যভামা মানবতী হইয়াছিলেন। তাঁর পায়ে পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত পারিজাতবৃক্ষ ইন্দ্রালয় হইতে উৎপাটন করিয়া আনিয়া দিয়া তাঁর মান প্রসাধন করি। আর রুক্মিণী কিরূপ? সত্যভামাকে যে একটা পারিজাতবৃক্ষ আনিয়া দিলাম তাহাতেও তাঁর একবিন্দু কোপ দেখা গেল না। আজ পরম গম্ভীর রুক্মিণীর রোষোক্তি শুনিবই। দেখিব কঠোর পরিহাস করিয়া পারি কি না।

একেনৈব ত্ম্যতরুকুসুমেনাস্যৈ দত্তেন সত্যভামা তাদৃশমানকোপোক্তিরসবর্ষিণী অভূৎ, যথা ময়া পাদপতনাদিভিঃ অপ্যুপশময়িতুমশক্যত্ব ত্তেন তদ্বৃক্ষেণৈব প্রসাদিতা। ইয়ং রুক্মিণী তু তদ্বৃক্ষদানদর্শনেনাপি ন কোপং ব্যঞ্জয়ামাস। তদস্যা অসম্ভাবিতমানায়াঃ পরমগম্ভারায়া প্রিয়ম্বদায়াঃ রোষোক্তি-মাধ্বীকং কথমহং লভেয়েতি বিমৃশ্য খেবেমুক্তি রেবাস্যাঃ কোপমুৎপাদয়িষ্যতীতি নিরচৈষীদ্ভগবানিতি।

(গ) নায়ক যদি প্রেমবৃক্ষের মূল উৎপাটন করে, তাহা হইলে প্রেমবতী নায়িকার কি অবস্থা হয় তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ কঠোরোক্তি করিলেন। নায়কেন প্রেমবৃক্ষস্যোম্মূলনে কৃতে সতি প্রেমবতী নায়িকা কীদৃশী ভবেদিতি দিদৃক্ষৈব ভগবত আসীদিতি।

২। রুক্মিণীর মুখে মানপূর্ণ কথা শুনিবেন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আশা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। কেন হইল না? যা ভগবদিচ্ছা তাহা ঘটিল না কেন? কারণ—ইচ্ছাশক্তি কৃষ্ণাধীন, কিন্তু প্রেম কৃষ্ণাধীন নয়। কৃষ্ণই প্রেমাধীন। কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, প্রেম তাহাই হইতেছে না। শ্রীভগবানকে অধিকতর আনন্দ দিবার জন্য প্রেম ভগবদিচ্ছাকেও অন্যথা করিয়া ফেলে।

ইচ্ছাশক্তির্হি ভগবত এবাধীনা, প্রেমা তু তং ভগবন্তমপ্যধীনীকরোতীতি। প্রেমা হি আনন্দরূপমপি ভগবন্তমতিশয়েনানন্দয়িতুং তদিচ্ছামপি কদাচিদন্যথা করোতি।

এই প্রসঙ্গে আসল তত্ত্বকথা হইল এই যে, রুক্মিণীর স্নেহ ঘৃতস্নেহ—তাহাতে প্রায়ই মান-কৌটিল্যের উদয় হয় না। আর সত্যভামার মধুস্নেহ। তাহার অনুরাগও মানগর্ভ। সুতরাং ক্রোধপূর্ণ কম্পযুক্ত অধরের কুটিল কটাক্ষে যে অপূর্ব্ব সুখ তাহা সত্যভামাই দিতে পারেন।—ঘৃতস্নেহবত্যা রুক্মিণ্যা মানকৌটিল্যাতিশয়ঃ প্রায়ো ন উদয়তে। মধুস্নেহবত্যাঃ সত্যভামায়াস্তু অনুরাগোঽপি মানগর্ভ এবেতি সংরম্ভসকম্পাধর-কুটিল-কটাক্ষাদিসুখং কৃষ্ণস্য তত্রৈবাভিসম্পদ্যত ইতি।

রসের এত সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন যে, রুক্মিণীদেবী নিরন্তর পতি-সঙ্গলাভহেতু নিজেকে প্রিয়তমা মনে করিতেন। এইজন্য "তদ্দর্পঘ্ন" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সব কথা বলিলেন। রুক্মিণীর ঐ দর্প হরণ করার উদ্দেশ্যে।

৩। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও রুক্মিণীদেবীর প্রত্যুক্তি অতীব চমৎকার। তিনি রুক্মিণীর অযোগ্য পতি এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে দশটি যুক্তিদ্বারা—সেই কথাই রুক্মিণী বলিয়াছেন অন্যরূপ যুক্তিদ্বারা—তিনিই যে একমাত্র যোগ্য ইহা প্রমাণ করিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। (১) আমি তোমার যোগ্য পতি নই কারণ আমি রাজগণের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইয়াছি।

শ্রীরুক্মিণী। (১) তুমিই আমার একমাত্র যোগ্যপতি কারণ তুমি ত্রিগুণের স্পর্শ ভয়ে সমুদ্রবৎ জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে লুকাইয়া আছ।

শ্রীকৃষ্ণ। (২) বলবান্ রাজগণ আমাকে বিদ্বেষ করে।

শ্রীরুক্মিণী। (২) ঠিকই, বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বর্গ সর্ব্বদাই তোমা হইতে বিপরীত দিকে চলে।

শ্রীকৃষ্ণ। (৩) রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছি।

শ্রীরুক্মিণী। (৩) তোমার যারা অনুগত দাস তারাই কত রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ। (৪) আমার পথ অস্পষ্ট (অস্পষ্টবর্ত্ম), ভজনকারীরা কষ্ট পায়।

শ্রীরুক্মিণী। (৪) তোমার চরণের দাসদের আবরণও অস্পষ্ট। নরপশুদের দুর্ব্বোধ্য। পৃথু ভরতাদি একছত্ররাজ্য ছাড়িয়া তোমাকে ভজিতে বনে গিয়াছেন, তাঁরা কি ভজন পথে কোন কষ্ট পাইয়াছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। (৫) আমি নিষ্কিঞ্চন।

শ্রীরুক্মিণী। (৫) দারিদ্র্যহেতু কিছু নাই যার সেও নিষ্কিঞ্চন, আর নাস্তি অধিকং কিমপি বস্তু যস্মাৎ—যাহা হইতে অধিক বস্তু আর কিছুই নাই তিনিও নিষ্কিঞ্চন। তুমি দ্বিতীয় প্রকারের নিষ্কিঞ্চন।

শ্রীকৃষ্ণ। (৬) আমি নিষ্কিঞ্চন-প্রিয়।

শ্রীরুক্মিণী। (৬) যাহারা নিষ্কামভক্ত তাহারাই প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন। নিষ্কাম ভক্তগণ তোমার প্রিয় ইহা ঠিক কথাই। এখানে শ্রীধরপাদ তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি দুটি সমাস করিয়াছেন। তুমিও নিষ্কিঞ্চনদের প্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণ। (৭) ধনীরা আমার পূজা করে না (ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি)।

শ্রীরুক্মিণী। (৭) ধনীরা ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া তোমাকে চিনিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ। (৮) আমার কার্য্য অলৌকিক (অলোকপথমীয়ুষাং)। লৌকিক পন্থার অনুবর্ত্তী হইয়া আমি চলি না।

শ্রীরুক্মিণী। (৮) যাহারা তোমার অনুবর্ত্তন করে তাহাদের কার্য্যও অলৌকিক।

শ্রীকৃষ্ণ। (৯) এই সকল কারণে আমি তোমার যোগ্য পতি নই।

শ্রীরুক্মিণী। (৯) এই সকল কারণেই একমাত্র তুমিই আমার পতি হইবার যোগ্য। তোমার পাদপদ্ম মধুধারার আস্বাদন করে নাই যে রমণী, সে-ই পারে চিন্ময়তনু তোমাকে ছাড়িয়া নশ্বর-দেহধারী পুরুষাধমদের স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। (১০) অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে॥ (১৭)

সম্প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় পুরুষকে পতিরূপে স্বীকার কর, যদ্দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে উত্তম কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

প্রত্যুত্তরে শ্রীরুক্মিণী। (১০) নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন।
অম্বায়া ইব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
ব্যূঢায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ॥ (৪৭-৪৮)

হে মধুসূদন, তুমি যে আমাকে নিজযোগ্য অন্য কাহাকেও বরণ করিতে বলিয়াছ, তাহা অলীক নহে। অম্বার শাল্বের প্রতি আসক্তির ন্যায় কন্যাগণের বিবাহের পূর্ব্বে কোনও পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারে। দুশ্চারিণী স্ত্রী বিবাহের পরেও নূতন নূতন পুরুষ আকাঙ্ক্ষা করে। কোন প্রাজ্ঞ তাদৃশী পত্নীকে পোষণ করিবেন না। তাদৃশী পত্নীর পোষণ করিলে পুরুষ ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই পতিত হয়।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশ দশাবলাঃ।
অজীজনন্ননবমান্ পিতুঃ সর্ব্বাত্মসম্পদা ॥ ১ ॥

গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্র্যোঽচ্যুতং স্থিতম্।
প্রেষ্ঠং ন্যমংসত স্বং স্বং ন তত্ত্ববিদঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্রপৌত্রাদির কথা ও রুক্মিবধের কথা বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন, [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] কৃষ্ণস্য তাঃ অবলাঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল পত্নী) একৈকশঃ সর্বাত্মসম্পদা পিতুঃ অনবমান্ (যাঁহারা এক একজন আপন আপন গুণে পিতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ন্যূন ছিলেন না, এইরূপ) দশ দশ পুত্রান্ (দশটি করিয়া পুত্র) অজীজনন্ (প্রসব করেন) ॥ ১ ॥

ন তত্ত্ববিদঃ ("ভক্তপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকলেই প্রিয়" তাঁহার এইরূপ স্বভাব যাঁহারা জানিতেন না, সেই) রাজপুত্র্যঃ স্ত্রিয়ঃ (রাজনন্দিনী কৃষ্ণপত্নীগণ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণকে) গৃহাৎ অনপগং (নিজ নিজ গৃহ হইতে নির্গত না হইতে) [গৃহে] স্থিতং [চ] (এবং নিজ নিজ গৃহে অবস্থিত থাকিতে) বীক্ষ্য (দেখিয়া) স্বং স্বং (নিজ নিজকে) প্রেষ্ঠং ("আমিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, অন্য নহে" এইরূপ ন্যমংসত মনে করিতেন)। ২ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন - হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ সকল পত্নী প্রত্যেকে দশটি করিয়া পুত্র প্রসব করেন। ঐ সকল পুত্র একজন আপন আপন গুণে পিতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ন্যূন ছিলেন না ॥ ১ ॥ "ভক্তপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকলেই প্রিয়" তাঁহার ঐরূপ স্বভাব কৃষ্ণপ্রিয়াগণ জানিতেন না; সুতরাং সেই রাজনন্দিনী কৃষ্ণপত্নীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত না হইতে এবং নিজ নিজ গৃহে অবস্থিত থাকিতে দেখিয়া নিজেকে "আমিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, অন্যে নহে" এইরূপ মনে করিতেন ॥ ২ ॥

শ্রীধর—একষষ্টিতমে শৌরেঃ পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিঃ। অনিরুদ্ধবিবাহে চ রুক্মিণো রামতো বধঃ ॥
অষ্টাধিকশতব্যষ্ট-সহস্রস্ত্রীসমুদ্ভবান্। কোটিশঃ পুত্রপৌত্রাদান্ হরির্দারৈরযোজয়ৎ ॥

তদেতদ্ বক্তুমাহ—একৈকশ ইতি। কৃষ্ণস্যাবলা ভার্য্যাঃ সর্বা যা আত্মনি সম্পৎ তয়া পিতুঃ সকাশাদনবমান্ অন্যূনান্ ॥ ১ ॥ প্রেষ্ঠং ন্যমংসত অচ্যুতস্য প্রিয়তমং প্রত্যেকং স্বং স্বং মেনিরে। ন তস্য তত্ত্বম্ আত্মারামত্বং বিদন্তি তাঃ ॥ ২ ॥

চার্ব্বজকোশ-বদনায়তবাহুনেত্র-সপ্রেমহাস-রসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ।
সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ ॥ ৩ ॥
স্মায়াবলোকলব-দর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরত-মন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়- ভগবতঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) চার্বজকোশ-বদনায়তবাহুনেত্র-সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ (পদ্মকোষের ন্যায় মনোহর বদন, দীর্ঘ বাহু, আয়তলোচন, সপ্রেম হাস্যরসে নিরীক্ষণ ও মনোহর আলাপে) সম্মোহিতাঃ বনিতাঃ (সম্মোহিতা কৃষ্ণপ্রিয়াগণ) স্বৈঃ বিভ্রমৈঃ (নিজেদের বিলাসের দ্বারা) [তস্য] বিভূম্নঃ (সেই পরিপূর্ণ ভগবানের) মনঃ বিজেতুং (মন হরণ করিতে) ন সমশকন্ (সমর্থা হন নাই) ॥ ৩ ॥

ষোড়শসহস্রং তু পত্ন্যঃ (কৃষ্ণপ্রিয়াগণ সংখ্যায় ষোড়শ সহস্র হইলেও তাঁহারা) স্মায়াবলোকলব-দর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ (গূঢ় হাস্যযুক্ত কিঞ্চিৎ নিরীক্ষণের দ্বারা সূচিত যে সম্ভোগাভিলাষ, তদ্দ্বারা মনোহর যে ভ্রূমণ্ডল, সেই ভ্রূমণ্ডলের দ্বারা যে সকল প্রেমসম্বন্ধীয় মন্ত্রণা প্রেরিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে পটু) অনঙ্গবাণৈঃ (কামশর সমূহের দ্বারা) [অন্যৈঃ] করণৈঃ [চ] (এবং অন্যান্য উপায়সমূহের দ্বারাও) যস্য [ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের] ইন্দ্রিয়ং (মন) বিমথিতুং (বিক্ষোভিত করিতে) ন শেকুঃ (সমর্থা হন নাই) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণপ্রিয়াগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদ্মকোষসদৃশ মনোহর বদন, দীর্ঘ বাহু, আয়তলোচন, সপ্রেম হাস্যরসে নিরীক্ষণ ও মনোহর আলাপে সম্মোহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের বিলাসের দ্বারা সেই পরিপূর্ণ ভগবানের মন হরণ করিতে সমর্থা হন নাই ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়াগণ সংখ্যায় ষোড়শ সহস্র ছিলেন; তথাপি তাঁহারা কামশরসমূহের দ্বারা এবং কামশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপায়সমূহের দ্বারাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন বিক্ষোভিত করিতে সমর্থা হন নাই। গূঢ় হাস্যযুক্ত কিঞ্চিৎ নিরীক্ষণের দ্বারা সূচিত যে সম্ভোগাভিলাষ, তদ্দ্বারা মনোহর যে ভ্রূমণ্ডল, ঐ ভ্রূমণ্ডলের দ্বারা যে সকল প্রেম সম্বন্ধীয় মন্ত্রণা প্রেরিত হইয়া থাকে, কৃষ্ণপ্রিয়াগণকর্ত্তৃক প্রেরিত ঐ সকল কামশর তদ্বিষয়ে পটু ছিল ॥ ৪ ॥

শ্রীধর—আত্মারামত্বং ব্যনক্তি দ্বয়েন—চার্ব্বিতি। চার্ব্বজকোশবৎ বদনঞ্চ আয়তানি বাহুনেত্রাণি চ সপ্রেম্ণা হাসরসেন বীক্ষিতানি চ বল্গুজল্পাশ্চ ভগবতঃ। এতৈঃ সম্মোহিতা বনিতাঃ স্বৈঃ স্বৈরনেকৈর্বিভ্রমৈস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মনো বিজেতুং হর্ত্তুং ন সমশকন্ ন শক্তা বভূবুঃ। বিভূম্নঃ পরিপূর্ণস্য ॥ ৩ ॥ তাসাং বিভ্রমান্ বর্ণয়ন্ এতদ্বিবৃণোতি—স্মায়েতি। স্মায়ো গূঢ়হসিতং তদ্যুক্তোঽবলোকলবঃ কটাক্ষস্তেন দর্শিতঃ সূচিতো ভাবোঽভিপ্রায়স্তেন হারি মনোহরণশীলং যদ্ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতাঃ প্রস্থাপিতা যে সৌরতা মন্ত্রাঃ তেষু শৌণ্ডৈঃ প্রগল্ভৈঃ অনঙ্গস্য বাণৈঃ শরৈঃ অন্যৈশ্চ করণৈঃ কামশাস্ত্রপ্রসিদ্ধৈর্যস্য ইন্দ্রিয়ং মনো বিমথিতুং ক্ষোভয়িতুং ষোড়শসহস্রমপি পত্ন্যো ন শেকুরিতি ॥ ৪ ॥

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-হাসাবলোক-নবসঙ্গমলালসাদ্যম্ ॥ ৫ ॥
প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-তাম্বূলবিশ্রমণ-বীজনগন্ধমাল্যৈঃ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈর্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ ৬ ॥
তাসাং যা দশপুত্রাণাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং পুরোদিতাঃ।
অষ্টৌ মহিষ্যস্তৎপুত্রান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ গৃণামি তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ব্রহ্মাদয়ঃ অপি (ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও) যদীয়াং পদবীং (যাঁহার পদবী) ন বিদুঃ (জানিতে পারেন না), তাঃ স্ত্রিয়ঃ (ঐ সকল রমণীগণ) ইত্থং (এই প্রকারে) [তং] রমাপতিং (সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণকে) পতিম্ অবাপ্য (পতি লাভ করিয়া) অবিরতম্ এধিতয়া মুদা (নিরন্তর ক্রমবর্দ্ধিত আনন্দের সহিত) অনুরাগহাসাবলোক-নবসঙ্গমলালসাদ্যং ভেজুঃ (অনুরাগপূর্ব্বক হাস্য, অবলোকন এবং নবসঙ্গমে ঔৎসুক্য প্রভৃতি বিলাসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ॥ ৫ ॥

দাসীশতাঃ অপি [তাঃ] (কৃষ্ণপ্রিয়াগণের প্রত্যেকের একশত করিয়া দাসী ছিল, তথাপি তাঁহারা) প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-তাম্বূলবিশ্রমণ-বীজনগন্ধমাল্যৈঃ (প্রত্যুদ্গমন, আসনপ্রদান, শ্রেষ্ঠ পুষ্পাদি উপকরণের দ্বারা পূজন, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূলপ্রদান, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধমাল্যপ্রদান), কেশপ্রসার-শয়নস্নপনোপহার্যৈঃ (কেশ-প্রসাধন, শয্যারচনা, স্নানসম্পাদন ও উপহারপ্রদানের দ্বারা) বিভোঃ (বিভু শ্রীকৃষ্ণের) দাস্যং বিদধুঃ স্ম (সেবা করিতেন) ॥ ৬ ॥

[হে রাজন্!] দশপুত্রাণাং (দশ দশ পুত্রের জননী) তাসাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং (সেই কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে) যাঃ অষ্টৌ মহিষ্যঃ (যে আটজন মহিষীর কথা) পুরোদিতাঃ (আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি), তৎপুত্রান্ (সেই রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা ও ভদ্রার পুত্র) প্রদ্যুম্নাদীন্ (প্রদ্যুম্নাদির কথা) তে গৃণামি (আপনার নিকটে বলিতেছি); [শ্রবণ করুন] ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও যাঁহার পদবী জানিতে পারেন না, ঐ সকল রমণীগণ এই প্রকারে সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণকে পতি লাভ করিয়া নিরন্তর ক্রমবর্দ্ধিত আনন্দের সহিত অনুরাগপূর্ব্বক হাস্য, অবলোকন ও নবসঙ্গমে ঔৎসুক্য প্রভৃতি বিলাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণপ্রিয়াগণের প্রত্যেকের একশত করিয়া দাসী ছিল, তথাপি তাঁহারা নিজেরাই প্রত্যুদ্গমন, আসনপ্রদান, পুষ্পাদি শ্রেষ্ঠ উপকরণের দ্বারা পূজন, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল প্রদান, পাদমর্দ্দন, বীজন, গন্ধমাল্যপ্রদান, কেশপ্রসাধন, শয্যারচনা, স্নানসম্পাদন ও উপহারপ্রদানের দ্বারা বিভু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন ॥ ৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দশ দশ পুত্রের জননী সেই কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে আমি যে আটজন মহিষীর কথা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, সেই রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী (সত্যা), কালিন্দী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা ও ভদ্রার পুত্র প্রদ্যুম্নাদির কথা আপনার নিকটে বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—অনুরাগেণ হাসোঽবলোকশ্চ নবসঙ্গমে লালসমৌৎসুক্যঞ্চ তে আদ্যা যস্য বিভ্রমকদম্বস্য তং ভেজুঃ। অনুরাগহাসাবলোক-নবসঙ্গমলালসাদ্যং যদ্ ভেজুঃ তস্য মনো বিজেতুং ন শেকুরিতি বা ॥ ৫ ॥

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্য্যবান্।
সুচারুশ্চারুগুপ্তশ্চ ভদ্রচারুস্তথাপরঃ ॥ ৮ ॥
চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চারুশ্চ দশমো হরেঃ।
প্রদ্যুম্নপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যাং নাবমাঃ পিতুঃ ॥ ৯ ॥
ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা।
চন্দ্রভানুর্বৃহদ্ভানুরতিভানুস্তথাষ্টমঃ ॥ ১০ ॥
শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ।
সাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ ॥ ১১ ॥
বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ।
জাম্ববত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসম্মতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—বীর্য্যবান্ [প্রদ্যুম্নঃ] (পরাক্রমশালী প্রদ্যুম্ন), চারুদেষ্ণঃ (চারুদেষ্ণ), সুদেষ্ণঃ (সুদেষ্ণ), চারুদেহঃ (চারুদেহ), সুচারুঃ চ (সুচারু), চারুগুপ্তঃ চ (চারুগুপ্ত), তথা অপরঃ ভদ্রচারুঃ (ভদ্রচারু), চারুচন্দ্রঃ চ (চারুচন্দ্র), বিচারুঃ চ (বিচারু) দশমঃ চারুঃ চ (ও চারু) [ইতি দশ] (এই দশজন) রুক্মিণ্যাং জাতাঃ (রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন)। প্রদ্যুম্নপ্রমুখাঃ [তে] (প্রদ্যুম্নপ্রমুখ তাঁহারা সকলে) পিতুঃ হরেঃ (পিতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে) অবমাঃ ন [আসন্] (কোন্ বিষয়েই ন্যূন ছিলেন না) ॥ ৮-৯ ॥

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুঃ ভানুমান্ চন্দ্রভানুঃ বৃহদ্ভানুঃ তথা অষ্টমঃ অতিভানুঃ শ্রীভানুঃ তথা প্রতিভানুঃ চ (ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু, ও প্রতিভানু) [ইতি এতে] দশ (এই দশজন) সত্যভামাত্মজঃ (সত্যভামার পুত্র)। সাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিৎ শতজিৎ সহস্রজিৎ বিজয়ঃ চিত্রকেতুঃ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ চ ক্রতুঃ চ (সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিড় ও ক্রতু) [ইতি] এতে হি [এই দশজনই] জাম্ববত্যাঃ সুতাঃ (জাম্ববতীর পুত্র)। সাম্বাদ্যাঃ [তে] পিতৃসম্মতাঃ [আসন্] (ঐ সাম্ব প্রভৃতি পিতার মনোমত ছিলেন) ॥ ১০—১২ ॥

অনুবাদ—পরাক্রমশালী প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু ও চারু এই দশজন রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্ন প্রমুখ তাঁহারা সকলে পিতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন বিষয়েই ন্যূন ছিলেন না ॥ ৮-৯ ॥ ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান্, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু এই দশ জন সত্যভামার পুত্র। সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান্, দ্রবিড় ও ক্রতু এই দশজন জাম্ববতীর পুত্র। জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব প্রভৃতি পিতার মনোমত ছিলেন ॥ ১ —১২ ॥

শ্রীধর—কিন্ত প্রত্যাদেশমাত্রৈর্বিভোস্তস্য দাস্যং নিতাং বিদধুরিতি। প্রৌঢ়ভাবেঽপি নবসঙ্গমাত্ত-ভিধানম্ অপত্যসারম্বেনোৎসুক্যেন চ তথা প্রতীতেঃ। তেষামেব শ্লোকানাং প্রস্তাবান্তরে পুনঃ পুনরাবৃত্তিঃ অতি-সৌন্দর্য্যাৎ ॥ ৬ ॥ প্রাসঙ্গিকমুক্ত্বা প্রস্তুতমাহ—তাসামিতি। দশ দশ পুত্রা যাসাং তাসাং মধ্যেঽষ্টৌ মহিষ্যো যাঃ প্রাগুক্তাস্তৎ-পুত্রানিতি ॥ ৭—১২ ॥

বীরশ্চন্দ্রোঽশ্বসেনশ্চ চিত্রগুর্বেগবান্ বৃষঃ।
আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতীসুতাঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রুতঃ কবির্বৃষো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ।
শান্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ কালিন্দ্যাঃ সোমকোঽবরঃ ॥ ১৪ ॥

প্রঘোষো গাত্রবান্ সিংহো বলঃ প্রবল উর্ধ্বগঃ।
মাদ্র্যাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোঽপরাজিতঃ ॥ ১৫ ॥

বৃকো হর্ষোঽনিলো গৃধ্রো বর্দ্ধনোঽন্নাদ এব চ।
মহাংশঃ পবনো বহ্নির্মিত্রবিন্দাত্মজাঃ ক্ষুধিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—বীরঃ চন্দ্রঃ অশ্বসেনঃ চিত্রগুঃ বেগবান্ বৃষঃ আমঃ শঙ্কুঃ বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তিঃ চ (বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও শ্রীমান্ কুন্তি) [ইতি এতে দশ] (এই দশজন) নাগ্নজিতীসুতাঃ (নাগ্নজিতীর (সত্যার) পুত্র) ॥ ১৩ ॥

শ্রুতঃ কবিঃ বৃষঃ বীরঃ সুবাহুঃ একলো ভদ্রঃ শান্তিঃ দর্শঃ পূর্ণমাসঃ অবরঃ সোমকঃ (শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সর্বকনিষ্ঠ সোমক) [ইতি এতে দশ] (এই দশ জন) কালিন্দ্যাঃ [সুতাঃ] (কালিন্দীর পুত্র) ॥ ১৪ ॥

প্রঘোষঃ গাত্রবান্ সিংহঃ বলঃ প্রবলঃ উর্ধ্বগঃ মহাশক্তিঃ সহঃ ওজঃ অপরাজিতঃ (প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, উর্ধ্বগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত) [ইতি এতে দশ] (এই দশজন) মাদ্র্যাঃ পুত্রাঃ (লক্ষ্মণার পুত্র) ॥ ১৫ ॥

বৃকঃ হর্ষঃ অনিলঃ গৃধ্রঃ বর্দ্ধনঃ অন্নাদঃ মহাংশঃ পবনঃ বহ্নিঃ ক্ষুধিঃ এব চ (বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন, অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি) [ইতি এতে দশ] (এই দশ জন) মিত্রবিন্দাত্মজাঃ (মিত্রবিন্দার পুত্র) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগুপ্ত, বেগবান্, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও শ্রীমান্ কুন্তি এই দশজন নাগ্নজিতীর পুত্র ॥ ১৩ ॥ শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস ও সর্ব্বকনিষ্ঠ সোমক এই দশজন কালিন্দীর পুত্র ॥ ১৪ ॥ প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, উর্ধ্বগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত এই দশজন লক্ষ্মণার পুত্র ॥ ১৫ ॥ বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্দ্ধন অন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি ও ক্ষুধি এই দশজন মিত্রবিন্দার পুত্র ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর—শ্রীমানিতি বসোঃ কুন্তের্বা বিশেষণম্ ॥ ১৩ ॥ ভদ্রো নাম, একল একঃ, সোমকোঽবরঃ কনীয়ান্, এতে কালিন্দ্যাঃ সুতা ইতি ॥ ১৪ ॥ মাদ্র্যা লক্ষ্মণায়াঃ ॥ ১৫ ॥ ক্ষুধিশ্চ দশমঃ, এতে মিত্রবিন্দাত্মজাঃ ॥ ১৬ ॥

সংগ্রামজিদ্ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোঽরিজিৎ ।
জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সত্যকঃ ॥ ১৭ ॥
দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ ।
প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽভূদ্ রুক্মবত্যাং মহাবলঃ ।
পুত্র্যাস্তু রুক্মিণো রাজন্ । নাম্না ভোজকটে পুরে । ১৮ ॥
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো নৃপ ।।
মাতরঃ কৃষ্ণজাতানাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—সংগ্রামজিৎ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণঃ অরিজিৎ জয়ঃ সুভদ্রঃ বামঃ আয়ুঃ সত্যকঃ চ (সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্যক) [ইতি এতে দশ] (এই দশজন) ভদ্রায়াঃ [সুতাঃ] (ভদ্রার পুত্র) ॥ ১৭ ॥

রোহিণ্যাঃ [গর্ভে] (অপরাপর কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে রোহিণী প্রধানা ছিলেন , তাঁহার গর্ভে) হরেঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যাঃ [দশ] তনয়াঃ [জাতাঃ] দীপ্তিমান্ ও তাম্রতপ্ত প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে) [অপরাপর কৃষ্ণপ্রেয়সীগণেরও দশ দশটি করিয়া পুত্র জন্মে, বিস্তৃতিভয়ে তাহাদের নাম বলা হইল না] রাজন্ । (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) নাম্না ভোজকটে পুরে (ভোজকট নামক নগরে) রুক্মিণঃ পুত্র্যাং রুক্মবত্যাং তু (রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর গর্ভে) প্রদ্যুম্নাৎ (রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের ঔরসে) মহাবলঃ অনিরুদ্ধঃ চ অভূৎ (মহাবলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন) ॥ ১৮ ॥

নৃপ । (হে রাজন্ ।) এতেষাং [কৃষ্ণপুত্রাণাং] (প্রদ্যুম্নাদি কৃষ্ণপুত্রগণের) কোটিশঃ পুত্রপৌত্রাঃ চ বভূবুঃ (কোটি কোটি পুত্রপৌত্রাদি ছিল), [যতঃ] (কারণ] কৃষ্ণজাতানাং (কৃষ্ণপুত্রগণের) ষোড়শ সহস্রাণি চ মাতরঃ [আসন্] (ষোল হাজার একশত আট জন মাতা ছিলেন) । [ভগবান্ কৃষ্ণের ষোল হাজার আট জন পত্নীর কথাই পূর্বে বলা হইয়াছে । হরিবংশে আরও একশত পত্নীর উল্লেখ আছে ।] ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্যক এই দশজন ভদ্রার পুত্র ॥ ১৭ ॥ [ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আটজন পট্টমহিষীর পুত্রগণের নাম বর্ণনা করিলাম ।] অপরাপর কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে রোহিণী প্রধানা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দীপ্তিমান্ ও তাম্রতপ্ত প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মে। [অন্যান্য কৃষ্ণপ্রিয়াগণেরও দশ দশটি করিয়া পুত্র জন্মে ; বিস্তৃতিভয়ে তাঁহাদের নাম বলা হইল না ।] হে মহারাজ পরীক্ষিত ! ভোজকট নামক নগরে রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে মহাবলশালী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ হে রাজন্ ! প্রদ্যুম্নাদি কৃষ্ণপুত্রগণের কোটি কোটি পুত্রপৌত্রাদি ছিল ; কারণ কৃষ্ণপুত্রগণের মাতৃগণই ষোল হাজার একশত আট জন ছিলেন ॥১৯॥

শ্রীধর—সংগ্রামজিৎপ্রমুখাঃ সত্যকান্তা ভদ্রায়াঃ সুতাঃ, শৈব্যানাম্নাপি সৈব ॥ ১৭ ॥ রোহিণ্যাঃ সুতানামুক্তির ন্যাসামুপলক্ষণার্থম্ ॥ ১৮ ॥ এতেষামিতি । অন্যেষামপি শ্রীকৃষ্ণপুত্রাণাং শতসংখ্যাস্ত্রীষু পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ কোটিশো বভূবুঃ তত্র হেতুত্বেন শ্রীকৃষ্ণপত্নীনাং বাহুল্যমনুস্মারয়তি—মাতরঃ কৃষ্ণজাতানামিতি । চশব্দেনাধিকাশ্চেত্যুক্তম্ ১৯ ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাজোবাচ

কথং রুক্ম্যরিপুত্রায় প্রাদাদ্ দুহিতরং যুধি।
কৃষ্ণেন পরিভূতস্তং হন্তুং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে।
এতদাখ্যাহি মে বিদ্বন্! দ্বিষোর্বৈবাহিকং মিথঃ॥ ২০॥
অনাগতমতীতঞ্চ বর্ত্তমানমতীন্দ্রিয়ম্।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ॥ ২১॥

শ্রীশুক উবাচ

বৃতঃ স্বয়ম্বরে সাক্ষাদনঙ্গোঽঙ্গযুতস্তয়া।
রাজ্ঞঃ সমেতান্ নির্জ্জিত্য জহারৈকরথো যুধি॥ ২২॥

অন্বয়- শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিত বলিলেন) বিদ্বন্! (হে সর্ব্বজ্ঞ!) [যঃ] (যিনি) যুধি (যুদ্ধে) কৃষ্ণেন পরিভূতঃ (শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইয়া) তং হন্তুং (শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য) রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে (ছিদ্র অর্থাৎ সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন), [সঃ] রুক্মী (সেই রুক্মী) কথং (কি প্রকারে) অরিপুত্রায় (শত্রুপুত্র প্রদ্যুম্নকে) দুহিতরং প্রাদাৎ (কন্যা সম্প্রদান করেন?) মিথঃ দ্বিষোঃ (পরস্পর শত্রু শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মীর) এতৎ বৈবাহিকং (এই বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ার কারণ) [ত্বং] (আপনি) মে (আমার নিকটে) আখ্যাহি (বলুন)॥ ২০॥

[রুক্মীর অভিপ্রায় আমি কি প্রকারে জানিব?" ইহাও আপনি বলিতে পারেন না, কারণ] যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাগতম্ (ভবিষ্যৎ), অতীতং (অতীত), বর্ত্তমানম্ (বর্ত্তমান), অতীন্দ্রিয়ং (ইন্দ্রিয়াতীত), বিপ্রকৃষ্টং (দূরস্থ) ব্যবহিতং চ [সর্ব্বম্ এব] (ও ব্যবধানে স্থিত সমস্ত বিষয়ই) সম্যক্ পশ্যন্তি (সম্যক্ দর্শন করিয়া থাকেন)॥ ২১॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে রাজন্] সাক্ষাৎ অঙ্গযুতঃ অনঙ্গঃ (প্রদ্যুম্নরূপী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ কামদেব) স্বয়ম্বরে তয়া বৃতঃ (স্বয়ম্বরসভায় সেই রুক্মিকন্যা রুক্মবতীকর্ত্তৃক পতিত্বে বৃত হইয়া) একরথঃ [সন্] (একাকীই) যুধি সমেতান্ রাজ্ঞঃ (যুদ্ধে সমবেত রাজগণকে) নির্জ্জিত্য (পরাজয় করিয়া) [তাং] জহার (তাঁহাকে হরণ করিয়া আনেন)॥ ২২॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সর্ব্বজ্ঞ! যিনি রুক্মিণী-হরণের সময়ে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই রুক্মী কি প্রকারে শত্রু শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের করে কন্যা সম্প্রদান করেন? পরস্পর শত্রু শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মীর এই বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ার কারণ আপনি আমার নিকটে বর্ণনা করুন॥ ২০॥ ["রুক্মীর অভিপ্রায় আমি কি প্রকারে জানিব?" ইহাও আপনি বলিতে পারেন না, কারণ—] যোগিগণ ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্ত্তমান, ইন্দ্রিয়াতীত, দূরস্থ ও ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই সম্যক্ দর্শন করিয়া থাকেন॥ ২১॥ শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্!—প্রদ্যুম্নরূপী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ কামদেব, স্বয়ম্বরসভায় সেই রুক্মিকন্যা রুক্মবতী-কর্ত্তৃক পতিত্বে বৃত হন এবং একাকীই যুদ্ধে সমবেত রাজগণকে পরাজয় করিয়া তিনি তাঁহাকে হরণ করিয়া আনেন॥ ২২॥

শ্রীধর—যঃ কৃষ্ণং হন্তুং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে, স কথং প্রাদাদিতি। বৈবাহিকং বিবাহনিমিত্তম্॥ ২০॥

যদ্যপ্যনুস্মরন্ বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ।
ব্যতরদ্ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্ব্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥
রুক্মিণ্যাস্তনয়াং রাজন্! কৃতবর্ম্মসুতো বলী।
উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল ॥ ২৪ ॥
দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌত্রীং রুক্ম্যদদাদ্ধরেঃ।
রোচনাং বদ্ধবৈরোঽপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
জানন্নধর্ম্মং তদ্‌যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয় যদ্যপি রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ (যদিও রুক্মী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অবমানিত হইয়াছিলেন), [তথাপি] (তাহা হইলেও) বৈরম্ অনুস্মরন্ [অপি] (শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়াও) স্বসুঃ প্রিয়ং কুর্ব্বন্ (ভগিনী রুক্মিণীর প্রিয়কার্য্য করিবার জন্য) ভাগিনেয়ায় (ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নের করে) সুতাং ব্যতরৎ (কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন) ॥ ২৩ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।) [রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রিয়াগণের প্রত্যেকের এক একটি করিয়া কন্যা ছিল।] বলী কৃতবর্ম্মসুতঃ (কৃতবর্ম্মার বলশালী পুত্র) বিশালাক্ষীং (বিশাললোচনা) কন্যাং রুক্মিণ্যাঃ তনয়াং (রুক্মিণী-কন্যা) চারুমতীং (চারুমতীকে) উপযেমে কিল (বিবাহ করেন)। [অপরাপর কৃষ্ণপ্রিয়াগণের কন্যাগণও যোগ্য পাত্রে অর্পিতা হয়] ॥ ২৪ ॥

রুক্মী (রুক্মী) হরেঃ বদ্ধবৈরঃ অপি (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইলেও) তদ্‌যৌনম্ অধর্ম্মং জানন্ [অপি] (এবং যে পাত্র ও পাত্রী পরস্পর শত্রুর পুত্র ও কন্যা, তাহাদের বিবাহ লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ অধর্ম্মজনক জানিয়াও) স্নেহপাশানুবন্ধনঃ [সন্] (স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া) স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া (ভগিনী রুক্মিণীর প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছায়) দৌহিত্রায় অনিরুদ্ধায় (শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, নিজের দৌহিত্র অনিরুদ্ধের করে) পৌত্রীং রোচনাম্ (নিজের পৌত্রী রোচনাকে) অদাৎ (সম্প্রদান করেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যদিও রুক্মী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অবমানিত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেও এবং শত্রুতার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াও ভগিনী রুক্মিণীর প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য ভাগিনেয় প্রদ্যুম্নের করে নিজকন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রিয়াগণের প্রত্যেকের এক একটি কন্যা ছিল। কৃতবর্ম্মার বলবান্ পুত্র রুক্মিণীর কন্যা বিশাললোচনা চারুমতীকে বিবাহ করেন। অপরাপর কৃষ্ণপ্রিয়াগণের কন্যাগণও যোগ্য পাত্রে অর্পিত হয় ॥ ২৪ ॥ রুক্মী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইলেও এবং যে পাত্র ও পাত্রী পরস্পর শত্রুর পুত্র ও কন্যা, তাহাদের বিবাহ লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ অধর্ম্মজনক, ইহা জানিয়াও স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া ভগিনী রুক্মিণীর প্রিয় কার্য করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র নিজের দৌহিত্র অনিরুদ্ধের করে নিজের পৌত্রী রোচনাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর—রুক্মিণোঽভিপ্রায়ং কথং জানীম ইতি চেদত আহ— অনাগতমিতি। অতীন্দ্রিয়মস্মদাদীন্দ্রিয়াগোচরম্, বিপ্রকৃষ্টং দূরস্থম্, ব্যবহিতং কুড্যাদ্যন্তরিতম্ ॥ ২১ ॥ তত্রোত্তরম্—স্বয়ম্বরে রুক্মবত্যা বৃতঃ সন্ রাজ্ঞো নির্জ্জিত্য জহারেতি ॥ ২২ ॥ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণাবমানিতস্তথাপি বৈরমনুস্মরন্নপি ব্যতরৎ প্রাদাৎ অন্বয়োদ্যতেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বাসামপি একৈকা কন্যা তৎসর্ব্ববিবাহোপলক্ষণার্থং জ্যেষ্ঠকন্যাবিবাহমাহ—রুক্মিণ্যা ইতি ॥ ২৪ ॥

তস্মিন্নভ্যুদয়ে রাজন্! রুক্মিণী রামকেশবৌ।
পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ॥ ২৬॥
তস্মিন্ নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ।
দৃপ্তাস্তে রুক্মিণং প্রোচুর্ব্বলমক্ষৈর্বিনির্জ্জয়॥ ২৭॥
অনক্ষজ্ঞো হ্যয়ং রাজন্নপি তদ্ব্যসনং মহৎ।
ইত্যুক্তো বলমাহূয় তেনাক্ষৈ রুক্ম্যদীব্যত॥ ২৮॥
শতং সহস্রময়ুতং রামস্তত্রাদদে পণম্।
তং তু রুক্ম্যজয়ৎ তত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্বলম্।
দন্তান্ সন্দর্শয়ন্নুচ্চৈর্নামৃষ্যৎ তদ্ধলায়ুধঃ॥ ২৯॥

অন্বয়—রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) তস্মিন্ অভ্যুদয়ে (সেই বিবাহমহোৎসবে) রুক্মিণী রাম-কেশবৌ (রুক্মিণীদেবী, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ) সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ [চ] (এবং সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ) ভোজকটং পুরং (ভোজকট নগরে) জগ্মুঃ (গমন করিলেন)॥ ২৬॥

তস্মিন্ উদ্বাহে নিবৃত্তে [সতি] (তথায় অনিরুদ্ধ ও রোচনার বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেলে পরে) তে কালিঙ্গপ্রমুখাঃ দৃপ্তাঃ নৃপাঃ (বিবাহোপলক্ষে সমাগত কলিঙ্গাধিপতি প্রমুখ দর্পিত রাজগণ) রুক্মিণং প্রোচুঃ (রুক্মীকে কহিলেন)—রাজন্! (হে রাজন্!) অক্ষৈঃ (পাশাক্রীড়ার দ্বারা) বলং (বলরামকে) বিনির্জ্জয় (জয় করুন); অয়ং হি (এই বলরাম) অনক্ষজ্ঞঃ অপি (পাশাক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ হইলেও) [অস্য] (ইহার) মহৎ তদ্ব্যসনং [বর্ত্ততে] (পাশাক্রীড়ায় অত্যধিক আসক্তি আছে)। ইতি উক্তঃ রুক্মী (রাজগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রুক্মী) বলম্ আহূয় (বলরামকে আহ্বান করিয়া) তেন (তাঁহার সহিত) অক্ষৈঃ অদীব্যত (পাশাক্রীড়া করিতে লাগিলেন)॥ ২৭-২৮॥

তত্র (সেই ক্রীড়ায়) রামঃ (বলরাম) [প্রথমং নিষ্কাণাং] শতং (প্রথমতঃ শত স্বর্ণমুদ্রা), [তদনন্তরং] সহস্রং (তৎপরে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা) [পুনঃ] অযুতং পণং (এবং পরে আবার দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পণ) [জিত্বা] আদদে (জয় করিয়া লইলেন)। [ততঃ] রুক্মী তু (তৎপরে রুক্মী) [একবারং] তম্ অজয়ৎ (একবার বলরামকে জয় করিলেন)। তত্র (তাহাতে) কালিঙ্গঃ (কলিঙ্গরাজ) বলং (বলরামকে) দন্তান্ সন্দর্শয়ন্ (দন্ত দেখাইয়া) উচ্চৈঃ প্রাহসৎ (উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিলেন)। হলায়ুধঃ (বলরাম) তৎ ন অমৃষ্যৎ (উহা সহ্য করিতে পারিলেন না)॥ ২৯॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই বিবাহ মহোৎসবে রুক্মিণী দেবী, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ ভোজকট নগরে গমন করিলেন॥ ২৬॥ তথায় অনিরুদ্ধ ও রোচনার বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেলে পরে সমাগত কলিঙ্গাধিপতি প্রমুখ দর্পিত রাজগণ রুক্মীকে কহিলেন—হে রাজন্! পাশাক্রীড়া করিয়া বলরামকে জয় করুন। এই বলরাম পাশাক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ; তথাপি ইঁহার পাশা-

শ্রীধর—যৌনং বিবাহঃ তদ্যৌনম্ অধর্ম্মং জানন্নপি "দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ" ইতি লোকবিরোধাৎ। "অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু" ইতি নিষেধাচ্চেত্যর্থঃ॥ ২৫-২৬॥ লোকবিরুদ্ধাচরণফলং বক্তুমাহ—তস্মিন্নিতি॥ ২৭॥ অদীব্যত ক্রীড়িতবান্॥ ২৮-২৯॥

ততো লক্ষং রুক্ম্যগৃহ্ণাদ্ গ্লহং তত্রাজয়দ্বলঃ।
জিতবানহমিত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ ॥ ৩০ ॥
মন্যুনা ক্ষোভিতঃ শ্রীমান্ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি।
জাত্যারুণাক্ষোঽতিরুষা ন্যর্ব্বুদং গ্লহমাদদে ॥ ৩১ ॥
তঞ্চাপি জিতবান্ রামো ধর্ম্মেণ চ্ছলমাশ্রিতঃ।
রুক্মী জিতং ময়াত্রেমে বদন্তু প্রাশ্নিকা ইতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—ততঃ (তৎপরে) রুক্মী (রুক্মী) লক্ষং গ্লহং (লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা পণ) অগৃহ্ণাৎ (ধরিলেন) , তত্র (তাহাতে) বলঃ অজয়ৎ (বলরাম জয়ী হইলেন) , রুক্মী [তু] (কিন্তু রুক্মী) কৈতবম্ আশ্রিতঃ [সন্] (ছলের আশ্রয় লইয়া) "অহং জিতবান্ (আমি জয় করিয়াছি]" ইতি আহ (ইহা বলিলেন) ॥ ৩০ ॥

জাত্যা অতিরুষা [চ] অরুণাক্ষ. শ্রীমান্ [বলঃ] (শ্রীরাম বলরামের লোচনদ্বয় স্বভাবতঃই রক্তবর্ণ ছিল, তখন অতিশয় ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এই অবস্থায় তিনি) পর্বণি সমুদ্রঃ ইব (পর্বদিবসে সমুদ্র যেমন ক্ষোভিত হয়, সেইরূপ) মন্যুনা ক্ষোভিতঃ [সন্] (ক্রোধে ক্ষোভিত হইয়া) ন্যর্ব্বুদং গ্লহম্ আদদে (দশ কোটি) স্বর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন) ॥ ৩১ ॥

রামঃ [এব] (বলরামই) ধর্মেণ (ধর্মানুসারে) তং চ অপি (সেই পণও) জিতবান্ (জয় করিয়া লইলেন) , রুক্মী [তু] (কিন্তু রুক্মী) ছলম্ আশ্রিতঃ (ছল আশ্রয় করিয়া) [আহ] (বলিলেন)—ময়া [এব] জিতম (আমিই জয় করিয়াছি), ইমে প্রাশ্নিকাঃ (এই সভ্যগণ) অত্র বদন্তু ইতি (এই বিষয়ে সত্য বলুন) ॥ ৩২ ॥

ক্রীড়ায় অত্যধিক আসক্তি আছে। রাজগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রুক্মী বলরামকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত পাশাক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৮ ॥ সেই পাশাক্রীড়ায় বলরাম প্রথমতঃ এক শত সুবর্ণমুদ্রা, তদনন্তর সহস্র সুবর্ণমুদ্রা, তৎপরে আবার দশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পণ জয় করিয়া লইলেন। তৎপরে রুক্মী একবার বলরামকে জয় করিলেন। তাহাতে কলিঙ্গরাজ বলরামকে দন্ত দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিলেন। বলরাম তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তৎপরে রুক্মী একলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা পণ করিলেন , তাহাতে বলরাম জয়ী হইলেন ; কিন্তু রুক্মী ছল আশ্রয় করিয়া বলিলেন—আমিই জয় করিয়াছি ॥ ৩০ ॥ শ্রীমান্ বলরামের লোচনদ্বয় স্বভাবতঃই রক্তবর্ণ ছিল, তখন অত্যধিক ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এই অবস্থায় তিনি পর্ব্বদিবসে সমুদ্র যেমন ক্ষোভিত হয়, সেইরূপ ক্রোধে ক্ষোভিত হইয়া দশকোটি সুবর্ণমুদ্রা পণ ধরিলেন ॥৩১॥ তখন বলরামই ধর্ম্মানুসারে সেই পণও জয় করিয়া লইলেন, কিন্তু রুক্মী ছল আশ্রয় করিয়া বলিলেন, আমিই পণ জয় করিয়াছি, এই সভ্যগণ এই বিষয়ে যথার্থ কথা বলুন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—নিক্ষাণাং লক্ষং গ্লহং পণং কৃতবান্ ॥ কৈতবং কপটম্ ॥ ৩০ ॥ ন্যর্ব্বুদং দশকোটীর্গ্লহং ক্ষুভিতো রাম আদদে ॥ ৩১ ॥

তদাব্রবীন্নভোবাণী বলেনৈব জিতো গ্লহঃ।
ধর্ম্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃষা ॥ ৩৩ ॥
তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ।
সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ বভাষে কালচোদিতঃ ॥ ৩৪ ॥
নৈবাক্ষকোবিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ।
অক্ষৈর্দীব্যন্তি রাজানো বাণৈশ্চ ন ভবাদৃশাঃ ॥ ৩৫ ॥
রুক্মিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহাসিতঃ।
ক্রুদ্ধঃ পরিঘমুদ্যম্য জঘ্নে তং নৃম্নসংসদি ॥ ৩৬ ॥
কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে।
দন্তানপাতয়ৎ ক্রুদ্ধো যোঽহসদ্বিবৃতৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—তদা (তখন) নভোবাণী অব্রবীৎ (আকাশবাণী কহিল)—বলেন এব (বলরামই) ধর্ম্মতঃ (ধর্ম্মানুসারে) গ্লহঃ জিতঃ (পণ জয় করিয়াছেন), রুক্মী বচনেন এব (রুক্মী মুখেই কেবল) [জিতঃ ইতি] বদতি ("জয় করিয়াছি" বলিতেছেন), [তদুক্তিঃ] মৃষা বৈ (তাঁহার বাক্য মিথ্যা) ॥ ৩৩ ॥

বৈদর্ভঃ (বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী) কালচোদিতঃ দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ [চ সন্] (কালকর্ত্তৃক প্রণোদিত ও দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া) তাম্ অনাদৃত্য (সেই আকাশবাণী অগ্রাহ্য করিয়া) সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ (বলরামকে পরিহাস করতঃ) বভাষে (বলিলেন)—যূয়ং (তোমরা) গোপালাঃ বনগোচরাঃ [চ] (গো-পালন কর ও বনে বাস কর), [যূয়ং] (তোমরা) ন এব অক্ষকোবিদাঃ (পাশাক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নহ), রাজানঃ [এব] (রাজগণই) অক্ষৈঃ বাণৈঃ চ (পাশা ও বাণের দ্বারা) দীব্যন্তি (ক্রীড়া করিয়া থাকেন), ভবাদৃশাঃ ন (তোমাদের মত লোকেরা নহে) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

রুক্মিণা এবম্ অধিক্ষিপ্তঃ (রুক্মী এইরূপ নিন্দা করিলে) রাজভিঃ উপহাসিতঃ চ (ও রাজগণ উপহাস করিলে) [বলঃ] (বলরাম) ক্রুদ্ধঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইলেন এবং) পরিঘম্ উদ্যম্য (পরিঘ উত্তোলন করিয়া) নৃম্নসংসদি (সেই মঙ্গল সভায়) তং জঘ্নে (রুক্মীকে বধ করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

[অনন্তর] যঃ (যে কলিঙ্গরাজ) বিবৃতৈঃ দ্বিজৈঃ (দন্ত দেখাইয়া) অহসৎ (উপহাস করিয়াছিলেন), ক্রুদ্ধঃ [সঃ] (ক্রুদ্ধ বলরাম) [পলায়মানং তং] কলিঙ্গরাজং [পলায়নপর সেই কলিঙ্গরাজকে] দশমে পদে (দশম পদবিক্ষেপ করিবার কালে) তরসা গৃহীত্বা (সবলে ধরিয়া) [তস্য] দন্তান অপাতয়ৎ (তাঁহার দন্তসমূহ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তখন আকাশবাণী কহিল—বলরামই ধর্ম্মানুসারে পণ জয় করিয়াছেন, রুক্মী কেবল মুখে "জয় করিয়াছি" বলিতেছেন, তাঁহার বাক্য মিথ্যা ॥ ৩৩ ॥ তখন বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী কাল-কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া এবং দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণের প্ররোচনায় সেই আকাশবাণী অগ্রাহ্য করিলেন এবং বলরামকে পরিহাস করিয়া বলিলেন—তোমরা গো পালন কর ও বনে বাস কর, তোমরা পাশা ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ নহ, রাজগণই পাশা ও বাণের দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকেন; তোমাদের মত লোকেরা নহে ॥ ৩৪-৩৫ ॥ তখন বলরাম রুক্মী কর্ত্তৃক এইরূপ তিরস্কৃত ও রাজগণ কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই মঙ্গলসভায় পরিঘ উত্তোলন করিয়া রুক্মীকে বধ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর যে কলিঙ্গরাজ

শ্রীধর—ছলমাশ্রিতো রুক্মী ময়া জিতমিত্যাহ ॥ ৩২-৩৫ ॥

অন্যে নির্ভিন্নবাহূরু-শিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ।
রাজানো দুদ্রুবুর্ভীতা বলেন পরিঘার্দ্দিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা।
রুক্মিণীবলয়ো রাজন্! স্নেহভঙ্গভয়াদ্ধরিঃ ॥ ৩৯ ॥
ততোঽনিরুদ্ধং সহ সূর্য্যয়া বরং রথং সমারোপ্য যযুঃ কুশস্থলীম্।
রামাদয়ো ভোজকটাদ্দশার্হাঃ সিদ্ধাখিলার্থা মধুসূদনাশ্রয়াঃ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অনিরুদ্ধবিবাহে রুক্মিবধো নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়—অন্যে রাজানঃ (অপরাপর রাজগণ) বলেন পরিঘার্দ্দিতাঃ (বলরামের পরিঘাঘাতে পীড়িত), নির্ভিন্নবাহূরুশিরসঃ (ভগ্নবাহু, ভগ্নোরু, ভগ্ন মস্তক), রুধিরোক্ষিতাঃ (রুধিরপ্লাবিত) ভীতাঃ [চ সন্তঃ] (ও ভীত হইয়া) দুদ্রুবুঃ (পলায়ন করিলেন) ॥ ৩৮ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ)! শ্যালে রুক্মিণি নিহতে [সতি] (শ্যালক রুক্মী বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হইলে) হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) রুক্মিণীবলয়োঃ স্নেহভঙ্গভয়াৎ (পাছে নিজের প্রতি রুক্মিণীদেবীর বা বলরামের স্নেহভঙ্গ হয়, এই ভয়ে) সাধু অসাধু বা ন অব্রবীৎ (ভাল বা মন্দ কিছুই বলিলেন না) ॥ ৩৯ ॥

ততঃ (তৎপরে) সিদ্ধাখিলার্থাঃ (যাঁহাদের অভ্যুদয় ও শত্রুবধাদি সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইল, সেই) মধুসূদনাশ্রয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত) রামাদয়ঃ দশার্হাঃ (বলরামাদি যাদবগণ) সূর্য্যয়া সহ অনিরুদ্ধং (নববিবাহিতা রোচনার সহিত অনিরুদ্ধকে) বরং রথং সমারোপ্য (শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করাইয়া) ভোজকটাৎ (ভোজকট নগর হইতে) কুশস্থলীং যযুঃ (দ্বারকায় গমন করিলেন) ॥ ৪০ ॥

দন্ত দেখাইয়া বলরামকে উপহাস করিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ বলরাম পলায়নপর সেই কলিঙ্গরাজকে দশম পদবিক্ষেপ করিবার কালে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার দন্তসমূহ উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অপরাপর রাজগণও তখন বলরামের পরিঘাস্ত্রের আঘাতে পীড়িত, ভগ্নবাহু, ভগ্নোরু, ভগ্নমস্তক, রুধিরপ্লাবিত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্যালক রুক্মী বলরামকর্ত্তৃক নিহত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পাছে নিজের প্রতি রুক্মিণীদেবীর বা বলরামের স্নেহভঙ্গ হয়, এই ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর যাঁহাদের অভ্যুদয় ও শত্রুবধাদি সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইল, সেই কৃষ্ণাশ্রিত বলরামাদি যাদবগণ নববধূ রোচনার সহিত অনিরুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করাইয়া ভোজকট নগর হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

শ্রীধর—নৃপসংসদি মঙ্গলসভায়াম্ ॥ ৩৬—৩৯ ॥ সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া, সিদ্ধা অখিলা অর্থা অভ্যুদয়শত্রুবধাদয়ো যেষাং তে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

ফেলালব

একষষ্টিতমে কৃষ্ণপুত্র-পৌত্রাভিধোচ্যতে।
দ্যূতেঽহন্ রুক্মিণং রামোঽনিরুদ্ধোদ্বাহপর্ব্বণি ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র পৌত্রাদির নাম। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে রুক্মীর পৌত্রীর বিবাহ-উৎসবে পাশাখেলার মধ্যে বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মীর বধ।

বিবরণী

প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। তাঁহার সঙ্গে বিবাহ রুক্মীর পৌত্রীর। এই বিবাহে রুক্মিণী কৃষ্ণ-বলরাম সঙ্গে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলে ভোজকট নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। বিবাহান্তে কলিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় গর্ব্বিত রাজা কৌশল করিয়া রুক্মীর সঙ্গে বলদেবের অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করাইয়া দিলেন। প্রথমবারে রুক্মী বলদেবকে পরাজিত করিলেন। কলিঙ্গরাজ দন্ত বিকাশ করিয়া বলরামকে উপহাস করিল। দ্বিতীয়বার বলরাম জিতিলেন। কিন্তু রুক্মী কপটতা করিয়া নিজের জয় বলিতে লাগিল। বলদেব রোষে ক্ষোভিত হইয়া আবার অধিক পণে সেবারও জয়লাভ করিলেন। এবারও রুক্মী কপটতা করিয়া নিজের জয় ঘোষণা করিল। দৈববাণী বলিল—বলদেবের জয় হইয়াছে। রুক্মী দৈববাণী উপেক্ষা করিয়া বলরামকে পরিহাস করিল। বলিল—তোমরা গো-পালন জান, অক্ষক্রীড়া বা যুদ্ধের কিছুই জান না। তাহাতে বলরাম ক্রোধান্বিত হইয়া পরিঘ দ্বারা রুক্মীকে আঘাত করিলেন। আঘাতে রুক্মীর মৃত্যু হইল। বলদেব অনিরুদ্ধ ও নববধূসহ দ্বারকায় আসিলেন। দাদার ও পত্নীর স্নেহভঙ্গভয়ে রুক্মিবধ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

বৈচিত্র্য

১। স্নেহ-ভঙ্গ-ভয়াৎ।

দাদা বলরাম, শ্যালক রুক্মীকে বধ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কি করিতে পারেন? দাদার সঙ্গে মিথ্যা ও কপটতা করিয়া রুক্মী ভাল কাজ করে নাই একথা বলিলে প্রেয়সী রুক্মিণী অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। আবার রুক্মী যতই অন্যায় করুক, ক্রোধবশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়া বলদেব খুব ভাল কাজ করেন নাই, একথা বলিলে দাদা ক্ষুণ্ণ হইবেন। তাই দুইদিক্ রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ঐ কার্য্যে সাধু বা অসাধু কোন মন্তব্যই করিলেন না। দুই দিকেই অন্যায় দেখিয়া কাহারও পক্ষপাত করিলেন না, উভয়ের স্নেহভঙ্গ ভয়ে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, রুক্মী কৃষ্ণ-বিরোধী ছিল। এইজন্য দেবী দাদার উপর খুব প্রীতা ছিলেন না এবং পৌত্রের বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ায় মনে খুব আনন্দ থাকায় 'সিদ্ধসমস্তবাঞ্ছিতা' হওয়ায় দাদার দুর্দ্দশায় অন্তরে অসুখী হন নাই। সুতরাং তাঁহার স্নেহভঙ্গ বাহিরের একটা দৃশ্যতঃ ব্যাপার, আন্তর কিছু নয়। অর্থাৎ দাদার অন্যায় কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে রুক্মিণী অন্তরে সুখীই হইয়াছিলেন। এইরূপ হইলেও বাহিরে দাদার জন্য একটা শোক আছেই। তদুপরি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কার্য্যকে অসাধু বলিলে আরও দুঃখ দেওয়া হইত—ইহাই হয়ত স্নেহভঙ্গের তাৎপর্য্য।

ইতি রুক্মি-বধ নামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের ফেলালব ভাবানুবাদ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে যদূত্তমঃ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্ম্মহৎ ॥
এতৎ সর্ব্বং মহাযোগিন্! সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ।
(যেন বামনরূপায় হরয়েঽদায়ি মেদিনী ॥ ২ ॥
তস্যৌরসঃ সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা।
মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো ধৃতব্রতঃ। ৩।
শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকরোৎ পুরা।
তস্য শম্ভোঃ প্রসাদেন কিঙ্করা ইব তেঽমরাঃ।)
সহস্রবাহুর্ব্বাদ্যেন তাণ্ডবেঽতোষয়ন্মৃড়ম্ ॥ ৪ ॥

[অনিরুদ্ধের বিবাহের বিবরণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায়ে তাঁহার বাণকন্যার অন্তঃপুরে অবস্থান ও বাণের নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়—রাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিত বলিলেন) যদূত্তমঃ (যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ) বাণস্য তনয়াম্ (বাণের কন্যা) ঊষাম্ উপযেমে (ঊষাকে বিবাহ করিয়াছিলেন), তত্র (সেই বিবাহে) হরিশঙ্করযোঃ (শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের মধ্যে) মহৎ ঘোরং যুদ্ধম্ অভূৎ (ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল), [ইতি অস্মাভিঃ শ্রুতম্] (ইহা আমরা শুনিয়াছি], মহাযোগিন্! (হে মহাযোগিন্) ত্বম্ (আপনি) এতৎ সর্বং (এই সমস্ত বৃত্তান্ত) [আমার নিকটে] সমাখ্যাতুম্ অর্হসি (সম্যক্ বর্ণনা করুন) ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) বাণঃ (বাণ) মহাত্মনঃ বলেঃ (মহাত্মা বলির) পুত্রশতজ্যেষ্ঠঃ আসীৎ (একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন)। যেন (যিনি) বামনরূপায় হরয়ে (বামনরূপী শ্রীহরিকে) মেদিনী অদায়ি (পৃথিবী দান করিয়াছিলেন), তস্য ঔরসঃ সুতঃ বাণঃ (সেই বলিরাজের ঔরস-পুত্র বাণ) সদা শিবভক্তিরতঃ (সর্ব্বদা শিবভক্তিযুক্ত), মান্যঃ (মাননীয়), বদান্যঃ (বদান্য) ধীমান্ (বুদ্ধিমান্) সত্যসন্ধঃ (সত্যপ্রতিজ্ঞ) ধৃতব্রতঃ চ [আসীৎ] (ও ব্রতধারী ছিলেন)। পুরা (পূর্বকালে) সঃ (তিনি) রম্যে শোণিতাখ্যে পুরে (রমণীয় শোণিতপুরে) রাজ্যম্ অকরোৎ (রাজত্ব করিতেন)। শম্ভোঃ প্রসাদেন (ভগবান্ মহাদেবের অনুগ্রহে) তস্য (তাঁহার নিকটে) তে অমরাঃ (দেবগণ) কিঙ্করাঃ ইব [আসন্] (কিঙ্করের ন্যায় অবস্থান করিতেন)। সহস্রবাহুঃ [সঃ (সহস্রবাহু সেই বাণ) তাণ্ডবে (তাণ্ডবনৃত্যে) বাদ্যেন (বাদ্য বাজাইয়া) মৃড়ম্ অতোষয়ৎ (মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন) ॥ ২—৪ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! যদুশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধ বাণের কন্যা ঊষাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই বিবাহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা আমরা শুনিয়াছি; হে মহাযোগিন্! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে সম্যক্ বর্ণনা করুন ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বলিলেন—বাণ মহাত্মা বলির একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন—যিনি বামনরূপী

ভগবান্ সর্ব্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস স তং বব্রে পুরাধিপম্ ॥ ৫ ॥
স একদাহ গিরিশং পার্শ্বস্থং বীর্য্যদুর্ম্মদঃ।
কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎপদাম্বুজম্ ॥ ৬ ॥
নমস্যে ত্বাং মহাদেব! লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্ ॥ ৭ ॥
দোঃসহস্রং ত্বয়া দত্তং পরং ভারায় মেঽভবৎ।
ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে ত্বদৃতে সমম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—সর্ব্বভূতেশঃ (সর্ব্বভূতের ঈশ্বর) শরণ্যঃ (সর্বাশ্রয়ঃ) ভক্তবৎসলঃ ভগবান [ভবঃ] (ভক্তবৎসল ভগবান মহাদেব) [তং] বরেণ ছন্দয়ামাস (তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন), [তদা] সঃ (তখন সেই বাণ) তং পুরাধিপং বব্রে (মহাদেবকে নিজের পুররক্ষক হইতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন) ॥ ৫ ॥

একদা সঃ (একদিন ঐ বাণ) বীর্য্যদুর্ম্মদঃ [সন্] (বলগর্বে উন্মত্ত হইয়া) অর্কবর্ণেন কিরীটেন (সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী কিরীটের দ্বারা) তৎপদাম্বুজং সংস্পৃশন (মহাদেবের চরণকমল স্পর্শ করতঃ) পার্শ্বস্থং গিরিশম্ আহ (সমীপস্থ সেই মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৬ ॥

মহাদেব! (হে মহাদেব!) অপূর্ণকামানাং পুংসাং (অপূর্ণকাম পুরুষদিগের) কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপং (কামনা-পূরক কল্পতরু) লোকানাং গুরুম্ (লোকগুরু) ঈশ্বরং ত্বাং (পরমেশ্বর আপনাকে) নমস্যে (নমস্কার করি) ॥ ৭ ॥

ত্বয়া দত্তং (আপনাকর্ত্তৃক প্রদত্ত) দোঃসহস্রং (সহস্রবাহু) পরং (কেবল) মে ভারায় অভবৎ (আমার ভার-স্বরূপই হইয়াছে), [যতঃ] (যেহেতু) [অহং] (আমি) ত্রিলোক্যাং (ত্রিলোকের মধ্যে) ত্বৎ ঋতে (আপনাকে ব্যতীত) সমং প্রতিযোদ্ধারং (আমার তুল্য প্রতিযোদ্ধা) ন লভে (প্রাপ্ত হইতেছি না) ॥ ৮ ॥

শ্রীহরিকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। সেই বলিরাজের ঔরসপুত্র বাণ সর্ব্বদা শিবভক্তিযুক্ত, মাননীয়, বদান্য, বুদ্ধিমান্, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ব্রতধারী ছিলেন। তিনি পুরাকালে রমণীয় শোণিতপুরে রাজত্ব করিতেন। ভগবান্ মহাদেবের অনুগ্রহে তাঁহার নিকটে দেবগণ কিঙ্করের ন্যায় অবস্থান করিতেন। সহস্রবাহু সেই বাণ তাণ্ডবনৃত্যে বাদ্য বাজাইয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ২-৪ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের ঈশ্বর সর্ব্বাশ্রয় ভক্তবৎসল ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলেন, তখন সেই বাণ মহাদেবকেই নিজের পুররক্ষক হইতে প্রার্থনা করেন ॥ ৫ ॥ একদিন ঐ বাণ বলগর্বে উন্মত্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী মুকুটের দ্বারা নিজ পুররক্ষক মহাদেবের চরণকমল স্পর্শ করতঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ হে মহাদেব! আপনি অপূর্ণকাম পুরুষদিগের কামনাপূরক কল্পতরু ও লোকগুরু; আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ হে দেব! আপনি আমাকে সহস্র বাহু প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল বাহু কেবল আমার ভারস্বরূপই হইয়াছে; যেহেতু আমি ত্রিলোকের মধ্যে আপনাকে ব্যতীত আমার তুল্য আর প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত হইতেছি না ॥ ৮ ॥

শ্রীধর—দ্বিযুক্‌ষষ্টিতমে প্রোক্তমনিরুদ্ধস্য রোধনম্। কন্যয়া রমমাণস্য বাণেন বহুবাহুনা ॥ অনিরুদ্ধোদ্বহেঽন্যস্মিন বাণযাদবসংযুগে। শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীহরং জিত্বা বাণবাহূনথাচ্ছিনৎ। পুরাধিপং পুরপালকম্ ॥ ১—৫ ॥

কণ্ডূত্যা নিভৃতৈর্দোর্ভির্যুযুৎসুর্দিগ্‌গজানহম্।
আদ্যায়াং চূর্ণয়ন্নদ্রীন্ ভীতাস্তেঽপি প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৯॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কেতুস্তে ভজ্যতে যদা।
ত্বদ্দর্পঘ্নং ভবেন্মূঢ়। সংযুগং মৎসমেন তে॥ ১০॥
ইত্যুক্তঃ কুমতির্হৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশন্নৃপ।
প্রতীক্ষন্ গিরিশাদেশং স্ববীর্য্যনশনং কুধীঃ॥ ১১॥
তস্যোষা নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুম্নিনা রতিম্।
কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা॥ ১২॥

অন্বয়—আদ্য। (হে আদিপুরুষ!) অহং (আমি) কণ্ডূত্যা (রণকণ্ডূতিনিবন্ধন) নিভৃতৈঃ দোর্ভিঃ (ভারভূত বাহুসমূহের দ্বারা) অদ্রীন্ চূর্ণয়ন্ (পর্ব্বতসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করিতে করিতে) যুযুৎসুঃ [সন্] (যুদ্ধ করিবার অভিলাষে) দিগ্‌গজান্ [প্রতি] অযাম্ (দিগ্‌গজদিগকে আক্রমণ করি)। [কিন্তু] তে অপি (কিন্তু সেই দিগ্‌গজসমূহও) ভীতাঃ [সন্তঃ] (ভীত হইয়া) প্রদুদ্রুবুঃ (পলায়ন করে)॥ ৯॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ভগবান্ (শঙ্কর) তৎ শ্রুত্বা (তাহা শ্রবণ করিয়া) ক্রুদ্ধঃ [সন্ আহ] (ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন)—মূঢ়! (রে মূঢ়!) যদা (যখন) তে (তোমার) কেতুঃ ভজ্যতে (ধ্বজা ভাঙ্গিয়া পড়িবে), [তদা] (তখন) তে (তোমার) মৎসমেন [সহ] (আমার সমান ব্যক্তির সহিত) ত্বদ্দর্পঘ্নং সংযুগং ভবেৎ (ত্বদীয় দর্পনাশক যুদ্ধ হইবে)॥ ১০॥

নৃপ! (হে রাজন্!) [গিরিশেন] ইতি উক্তঃ কুমতিঃ [সঃ] (মহাদেব এইরূপ বলিলে ঐ কুমতি বাণ) হৃষ্টঃ [সন্] (আনন্দিত হইয়া) স্বগৃহং প্রাবিশৎ (নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন) [সঃ চ] কুধীঃ (এবং ঐ দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন বাণ) স্ববীর্য্যনশনং গিরিশাদেশং (নিজের বীর্য্যনাশক শঙ্কর বাক্যের) প্রতীক্ষন্ [আস্তে] (প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন)॥ ১১॥

তস্য (সেই বাণ রাজার) উষা নাম দুহিতা [আসীৎ] (উষা নাম্নী এক কন্যা ছিল); সা কন্যা (সেই কন্যা) [একদা] (একদিন) স্বপ্নে (স্বপ্নে) প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন (যাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই কিংবা যাঁহার কথা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, সেই) কান্তেন প্রাদ্যুম্নিনা (মনোরম অনিরুদ্ধের সহিত) রতিম্ অলভত (বিহারসুখ লাভ করিলেন)॥ ১২॥

অনুবাদ—হে আদিপুরুষ! আমি রণকণ্ডূতিনিবন্ধন ভারভূত বাহুসমূহের দ্বারা পর্ব্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে দিগ্‌গজদিগের প্রতি ধাবিত হই; কিন্তু সেই দিগ্‌গজসমূহও ভীত হইয়া পলায়ন করে॥ ৯॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শঙ্কর বাণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—রে মূঢ়! যখন তোমার ধ্বজা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তখন আমার সমান ব্যক্তির সহিত তোমার দর্পনাশক যুদ্ধ হইবে॥ ১০॥ হে রাজন্! মহাদেব এইরূপ বলিলে ঐ কুমতি বাণ আনন্দিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন এবং নিজের বীর্য্যনাশক শঙ্করবাক্যের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন॥ ১১॥ সেই বাণরাজার উষা নাম্নী এক কন্যা ছিল, ঐ কন্যা একদিন যাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই কিংবা যাঁহার কথা পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, স্বপ্নে সেই মনোহর অনিরুদ্ধের সহিত বিহারসুখ লাভ করিলেন॥ ১২॥

শ্রীধর—কামান্ পূরয়তীতি কামপূরঃ স চাসাবস্মাকমীশ্বরঃ কল্পবৃক্ষশ্চ তং ত্বাম্॥ ৭॥ ৮॥ হে আদ্য! নিভৃতৈর্ভরিতৈর্দোর্ভিরদ্রীংশ্চূর্ণয়ন্ অযাম্ অগচ্ছম্॥ ৯। ১০॥ স্ববীর্য্যস্য নশনং নাশনং কেতুভঙ্গং প্রতীক্ষমাণঃ॥ ১১॥

সা তত্র তমপশ্যন্তী ক্বাসি কান্তেতি বাদিনী।
সখীনাং মধ্য উত্তস্থৌ বিহ্বলা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥ ১৩ ॥
বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা।
সখ্যপৃচ্ছৎ সখীমুষাং কৌতূহলসমন্বিতা ॥ ১৪ ॥
কং ত্বং মৃগয়সে সুভ্রু! কীদৃশস্তে মনোরথঃ।
হস্তগ্রাহং ন তেঽদ্যাপি রাজপুত্র্যুপলক্ষয়ে ॥ ১৫ ॥

উষোবাচ

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ১৬ ॥
তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু।
ক্বাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—[অথ] সা (অনন্তর উষা) তত্র [এব] (সেই স্বপ্নাবস্থাতেই) তম্ অপশ্যন্তী (সেই অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া) "কান্ত! ক্ব অসি ? (হে প্রিয়তম! কোথায় রহিলে ?)" ইতিবাদিনী (এইরূপ বলিতে বলিতে) বিহ্বলা [সতী] (বিহ্বল হইয়া) সখীনাং মধ্যে উত্তস্থৌ (সখীগণের মধ্যে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন) [ততঃ চ] (এবং তৎপরে) ভৃশং ব্রীড়িতা [অভবৎ] (অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন) ॥ ১৩ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] কুম্ভাণ্ডঃ বাণস্য মন্ত্রী [আসীৎ] (কুম্ভাণ্ড নামে বাণের এক মন্ত্রী ছিলেন), তৎসুতা চ চিত্রলেখা (সেই কুম্ভাণ্ডের কন্যার নাম চিত্রলেখা), [তদা] (তখন) সখী [সা] (উষার সখী ঐ চিত্রলেখা) কৌতূহলসমন্বিতা [সতী] (কৌতূহলান্বিতা হইয়া) সখীম্ উষাম্ অপৃচ্ছৎ (সখী উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) —সুভ্রু! (হে সুন্দরি!) ত্বং (তুমি) কং মৃগয়সে (কাহাকে অন্বেষণ করিতেছ ?) তে মনোরথঃ কীদৃশঃ ? (তোমার অভিপ্রায় কি ?) রাজপুত্রি! (হে রাজকন্যে!) অদ্যাপি (আজ পর্য্যন্ত তো) তে হস্তগ্রাহং (তোমার পতি) ন উপলক্ষয়ে (আমি দেখি নাই) ॥১৪ ॥ ১৫ ॥

উষা উবাচ (উষা কহিলেন) [সখি! ময়া] (হে সখি! আমি) স্বপ্নে (স্বপ্নে) শ্যামঃ (শ্যামবর্ণ) কমললোচনঃ (পদ্মলোচন), পীতবাসাঃ (পীতাম্বরধারী), বৃহদ্বাহুঃ (আজানুলম্বিতবাহু) যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ (ও রমণীগণের মনোহর) কশ্চিৎ নরঃ দৃষ্টঃ (কোনও এক পুরুষকে দর্শন করিয়াছি)। অহং (আমি) তং কান্তং (সেই কান্তকে) মৃগয়ে (অন্বেষণ করিতেছি) [সঃ মাং] (তিনি আমাকে) অধরং মধু (অধরামৃত) পায়য়িত্বা (পান করাইয়া) স্পৃহয়তীং মাং (অপূর্ণকামা আমাকে) বৃজিনার্ণবে ক্ষিপ্ত্বা (দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া) ক্বাপি যাতঃ (কোথায় চলিয়া গিয়াছেন) ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর উষা সেই স্বপ্নাবস্থাতেই অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া "হে প্রিয়তম! কোথায় রহিলে ?" এইরূপ বলিতে বলিতে বিহ্বলা হইয়া সখীগণের মধ্যে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন,

শ্রীধর—শ্রীমহেশাদিষ্টস্ত্রাময্য প্রসঙ্গমাহ—তস্যোবেতি। প্রাদ্যুম্নিনা অনিরুদ্ধেন, তত্রাপি স্বপ্নে ॥ ১২ ॥ তং কান্তম্ অপশ্যন্তী সা উত্তস্থৌ ॥ ১৩ ॥ ততঃ কিং বৃত্তং তত্রাহ—বাণস্যেতি ॥

চিত্রলেখোবাচ

ব্যসনং তেঽপকর্ষামি ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে।
তমানেষ্যে নরং যস্তে মনোহর্ত্তা তমাদিশ ॥ ১৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণপন্নগান্।
দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ ॥ ১৯ ॥
মনুজেষু চ সা বৃষ্ণীন্ শূরমানকদুন্দুভিম্।
ব্যলিখদ্রামকৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য লজ্জিতা ॥ ২০ ॥

অন্বয়—চিত্রলেখা উবাচ (চিত্রলেখা বলিলেন) [হে সখি !] তে ব্যসনং (তোমার দুঃখ) [অহং] (আমি) অপকর্ষামি (দূর করিব)। যঃ (যিনি) তে মনোহর্ত্তা (তোমার মন হরণ করিয়াছেন), [সঃ] যদি (তিনি যদি) ত্রিলোক্যাং ভাব্যতে (ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও আছেন বলিয়া নিশ্চিত হন), [তর্হি] (তাহা হইলে) [অহং] (আমি) তং নরং (সেই পুরুষকে) আনেষ্যে (আনয়ন করিব)। [আমি ত্রিলোকস্থ পুরুষদিগের চিত্র অঙ্কন করিতেছি], তং [ত্বম্] আদিশ (তাঁহাকে তুমি দেখাইয়া দাও) ॥ ১৮ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) [সা] (সেই চিত্রলেখা) দেবগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগান্ (দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, সর্প), দৈত্যবিদ্যাধরান্ (দৈত্য, বিদ্যাধর) যক্ষান্ মনুজান্ চ (যক্ষ ও মনুষ্যগণকে) যথা অলিখৎ (যথাযথরূপে চিত্রিত করিলেন) ॥ ১৯ ॥

সা (চিত্রলেখা) মনুজেষু চ (মনুষ্যগণের মধ্যে) বৃষ্ণীন্ শূরম্ আনকদুন্দুভিং রামকৃষ্ণৌ প্রদ্যুম্নং চ ব্যলিখৎ (বৃষ্ণিবংশীয় শূরসেন, বসুদেব, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নকে চিত্রিত করিলেন), [উষা প্রদ্যুম্নং] বীক্ষ্য (তখন উষা প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া) [শ্বশুর মনে করিয়া] লজ্জিতা [অভবৎ] (লজ্জিতা হইলেন) ॥ ২০ ॥

এবং তৎপরে অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন ॥ ১৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! কুম্ভাণ্ড নামে বাণের এক মন্ত্রী ছিলেন ; সেই কুম্ভাণ্ডের কন্যার নাম চিত্রলেখা। তখন উষার সখী ঐ চিত্রলেখা কৌতূহলান্বিতা হইয়া সখী উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুন্দরি ! তুমি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছ ? তোমার মনোরথ কি ? হে রাজকন্যে ! আমি আজ পর্য্যন্ত ত তোমার পতি দেখি নাই। তবে তুমি কাহার জন্য এরূপ করিতেছ ? ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—উষা কহিলেন—হে সখি ! আমি স্বপ্নে কোনও এক পুরুষকে দর্শন করিয়াছি ; তাঁহার বর্ণ শ্যাম, নয়নযুগল কমলসদৃশ, পরিধানে পীতবসন ও বাহু আজানুলম্বিত ; তিনি রমণীগণের মনোহর ; আমি সেই কান্তকে অন্বেষণ করিতেছি। তিনি আমাকে অধরামৃত পান করাইয়া আমি পরিতৃপ্ত না হইতেই আমাকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করতঃ কোথাও চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১৬-১৭ ॥ চিত্রলেখা বলিলেন—হে সখি ! তোমার দুঃখ আমি দূর করিব। যিনি তোমার মন হরণ করিয়াছেন, তিনি যদি ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও আছেন বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আনিয়া দিব। আমি ত্রিলোকস্থ পুরুষদিগের চিত্র অঙ্কন করিতেছি, তুমি তাঁহাকে দেখাইয়া দাও ॥ ১৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! চিত্রলেখা এইরূপ বলিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, সর্প, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও মনুষ্যদিগকে যথাযথরূপে চিত্রিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ চিত্রলেখা যখন মনুষ্যগণের মধ্যে বৃষ্ণিবংশীয় শূরসেন, বসুদেব, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নকে চিত্রিত করিলেন, তখন উষা প্রদ্যুম্নকে দর্শন করিয়া লজ্জিতা হইলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীধর—হস্তগ্রাহং ভর্ত্তারম্ ॥ ১৫—১৮ ॥

অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্যোষাবাঙ্মুখী হ্রিয়া।
সোঽসাবসাবিতি প্রাহ স্ময়মানা মহীপতে ॥ ২১ ॥
চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী।
যযৌ বিহায়সা রাজন্! দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ ॥ ২২ ॥
তত্র সুপ্তং সুপর্য্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা।
গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৈ প্রিয়মদর্শয়ৎ ॥ ২৩ ॥
সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা।
দুষ্প্রেক্ষ্যে স্বগৃহে পুম্ভী রেমে প্রাদ্যুম্নিনা সমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—মহীপতে! (হে রাজন্!) [অথ] অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্য (অনন্তর চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে চিত্রিত করিলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া) উষা হ্রিয়া অবাঙ্মুখী [সতী] (উষা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া) স্ময়মানা (হাসিতে হাসিতে) "সঃ অসৌ অসৌ (তিনি ঐ, ঐ)" ইতি প্রাহ (ইহা বলিলেন) ॥ ২১ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) যোগিনী চিত্রলেখা (যোগিনী চিত্রলেখা) তং (চিত্রিত অনিরুদ্ধকে) কৃষ্ণস্য পৌত্রম্ আজ্ঞায় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া) বিহায়সা (আকাশপথে) কৃষ্ণপালিতাং দ্বারকাং যযৌ (কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় গমন করিলেন) ॥ ২২ ॥

[অথ সা] (অনন্তর চিত্রলেখা) যোগম্ আস্থিতা [সতী] (যোগ অবলম্বন করিয়া) তত্র (তথায়) সুপর্য্যঙ্কে সুপ্তং (উত্তম পর্য্যঙ্কের উপরে নিদ্রিত) প্রাদ্যুম্নিং গৃহীত্বা (প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধকে লইয়া) শোণিতপুরম্ [আগত্য] (শোণিতপুরে আগমন করিয়া) সখ্যৈ (সখী উষাকে) প্রিয়ম্ অদর্শয়ৎ (তাঁহার প্রিয়তমকে দেখাইলেন) ॥ ২৩ ॥

সা চ (উষাও) সুন্দরবরং তং (সুন্দরশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে) বিলোক্য (দর্শন করিয়া) মুদিতাননা [সতী] (হৃষ্টবদনা হইয়া) পুংভিঃ দুষ্প্রেক্ষ্যে স্বগৃহে (পুরুষগণের দুর্দ্দর্শনীয় নিজগৃহে) প্রাদ্যুম্নিনা সমং রেমে (সেই প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! অনন্তর চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে চিত্রিত করিলে উষা তাঁহাকে দর্শন করিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তিনি ঐ, ঐতো" ॥ ২১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যোগিনী চিত্রলেখা, চিত্রিত অনিরুদ্ধকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া আকাশপথে কৃষ্ণপালিত দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ তথায় প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ উত্তম পর্য্যঙ্কের উপরে নিদ্রিত ছিলেন; চিত্রলেখা যোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে লইয়া শোণিতপুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সখী উষাকে তাঁহার প্রিয়তম দর্শন করাইলেন ॥ ২৩ ॥ তখন উষাও সুন্দরশ্রেষ্ঠ অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া প্রফুল্লমুখী হইলেন এবং পুরুষগণের দুর্দ্দর্শনীয় নিজগৃহে সেই প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—স্বপ্নে ময়া দৃষ্ট এষাং মধ্যে কো বা ভবেদিতি দেবাদীন্ যথা যথাবৎ পটেঽলিখৎ ॥ ১৯ ॥ প্রদ্যুম্নং লিখিতং বীক্ষ্য শ্বশুরোঽয়মিতি লজ্জিতা ॥ ২০—২২ ॥ শোণিতপুরং নীত্বা ॥ ২৩ ॥

পরার্দ্ধ্যবাসঃ-স্রগ্ গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ।
পানভোজনভক্ষ্যৈশ্চ বাক্যৈঃ শুশ্রূষণার্চ্চিতঃ॥ ২৫ ॥
গূঢ়ঃ কন্যাপুরে শশ্বৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া।
নাহর্গণান্ স বুবুধে উষয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৬ ॥
তাং তথা যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাম্।
হেতুভির্লক্ষয়াঞ্চক্রুরাপ্রীতাং দুরবচ্ছদৈঃ॥ ২৭ ॥
ভটা আবেদয়াঞ্চক্রু রাজংস্তে দুহিতুর্ব্বয়ম্।
বিচেষ্টিতং লক্ষয়ামঃ কন্যায়াঃ কুলদূষণম্॥ ২৮ ॥

অন্বয়—কন্যাপুরে গূঢ়ঃ সঃ (উষার গৃহে গুপ্তভাবে থাকিয়া অনিরুদ্ধ) পরার্দ্ধ্যবাসঃস্রগ্ গন্ধ ধূপদীপাসনাদিভিঃ (মহামূল্য বসন, মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আসনাদি) পানভোজন-ভক্ষ্যৈঃ বাক্যৈঃ চ (এবং পান, ভোজন ও নানাপ্রকার বাক্যের দ্বারা) শুশ্রূষণার্চ্চিতঃ (শুশ্রূষাপূর্ব্বক সৎকৃত হইয়া) শশ্বৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া উষয়া (এবং নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রেমযুক্তা সেই উষাকর্তৃক) অপহৃতেন্দ্রিয়ঃ [চ সন্] (অপহৃত চিত্ত হইয়া) অহর্গণান্ ন বুবুধে (কতদিন যে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না)॥ ২৫-২৬ ॥

[অথ] (অনন্তর) ভটাঃ (অন্তঃপুররক্ষিগণ) যদুবীরেণ তথা ভুজ্যমানাম্ (যদুবীর অনিরুদ্ধ কর্তৃক ঐরূপে উপভুক্তা) আপ্রীতাং তাং (অতিহৃষ্টা সেই উষাকে) দুরবচ্ছদৈঃ হেতুভিঃ (গোপন করা যায় না, এইরূপে সম্ভোগচিহ্ন সমূহের দ্বারা) হতব্রতাং লক্ষয়াঞ্চক্রুঃ (ভ্রষ্টচরিত্রা বলিয়া লক্ষ্য করিল)। [ততঃ তে রাজানম্] আবেদয়াঞ্চক্রুঃ (তৎপরে তাহারা রাজা বাণের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল)—রাজন্! (হে রাজন্!) বয়ং (আমরা) তে কন্যায়াঃ দুহিতুঃ (আপনার অবিবাহিতা কন্যার) কুলদূষণং বিচেষ্টিতং (কুলদূষণ আচরণ) লক্ষয়ামঃ (লক্ষ্য করিতেছি)॥ ২৭-২৮ ॥

অনুবাদ—অনিরুদ্ধ উষার গৃহে গুপ্তভাবে থাকিয়া মহামূল্য বসন, মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ, আসনাদি এবং পান, ভোজন ও নানাপ্রকার (মধুর) বাক্যের দ্বারা শুশ্রূষাপূর্ব্বক সৎকৃত হইতে লাগিলেন। উষার প্রেম নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; উষাকর্তৃক অনিরুদ্ধের চিত্ত অপহৃত হওয়ায় তিনি কতদিন যে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না॥ ২৫-২৬ ॥ যদুবীর অনিরুদ্ধ উষাকে ঐরূপে উপভোগ করায় উষা অতিহৃষ্টা হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অন্তপুরবাসিগণ, গোপন করা যায় না এইরূপ চিহ্নের দ্বারা সেই উষাকে চরিত্রভ্রষ্টা বলিয়া লক্ষ্য করিল। তৎপরে তাহারা রাজা বাণের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল—হে রাজন্! আমরা আপনার অবিবাহিতা কন্যার কুলদূষণ আচরণ লক্ষ্য করিতেছি॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীধর—পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষ্যো প্রেক্ষিতুমশক্যো॥ ২৪ ॥ স চ অনিরুদ্ধঃ পরার্দ্ধ্যৈরমূল্যৈর্ব্বাসঃস্রগাদিভিঃ শুশ্রূষণপূর্ব্বকমর্চ্চিতঃ সন্॥ ২৫ ॥ তয়া উষয়া অপহৃতেন্দ্রিয়োঽহর্গণান্ দিনসমূহান্ ন বুবুধে॥ ২৬ ॥ আপ্রীতাম্ অতিহৃষ্টাম্ দুরবচ্ছদৈশ্চাদয়িতুমশক্যৈঃ॥ ২৭ ॥ বিচেষ্টিতং বিরুদ্ধাচরণম্॥ ২৮ ॥

অনপায়িভিরস্মাভিগু´প্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো।।
কন্যায়া দূষণং পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষায়া ন বিদ্মহে ॥ ২৯ ॥
ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ।
ত্বরিতঃ কন্যকাগারং প্রাপ্তোঽদ্রাক্ষীদ্‌যদূদ্বহম্‌ ॥ ৩০ ॥
কামাত্মজং তং ভুবনৈকসুন্দরং শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণম্‌।
বৃহদ্ভুজং কুণ্ডলকুন্তলত্বিষা স্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্‌ ॥ ৩১ ॥
দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়াভিনৃম্ণয়া তদঙ্গসঙ্গস্তনকুঙ্কুমস্রজম্‌।
বাহ্বোর্দ্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষ্য বিস্মিতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—প্রভো। (হে প্রভো।) অনপায়িভিঃ অস্মাভিঃ (নিরন্তর অবহিত আমাদের দ্বারা) গৃহে গুপ্তায়াঃ (গৃহে সুরক্ষিতা) পুংভিঃ দুষ্প্রেক্ষায়াঃ চ (ও পুরুষগণের দুর্দর্শনীয়া) [চেৎ] কন্যায়াঃ (আপনার কন্যার) দূষণং (চরিত্রদোষ কিরূপে হইল, তাহা) [বয়ং] ন বিদ্মহে (আমরা জানি না) ॥ ২৯ ॥

ততঃ (তৎপরে) দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ প্রব্যথিতঃ বাণঃ (কন্যার দোষ শ্রবণে অতিশয় ব্যথিত বাণ) ত্বরিতং (সত্বর) কন্যাকাগারং প্রাপ্তঃ [সন্‌] (কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া) যদূদ্বহম্‌ অদ্রাক্ষীৎ (যদুবংশধর অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩০ ॥

ভুবনৈকসুন্দরং (যিনি ভুবনে অদ্বিতীয় সুন্দর) শ্যামং (ও শ্যামবর্ণ) পিশঙ্গাম্বরম্‌ (যাঁহার পরিধানে পীতবসন), অম্বুজেক্ষণং (নয়নদ্বয় কমলদলসদৃশ) বৃহদ্‌ভুজং (ও বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ), কুণ্ডল-কুন্তলত্বিষা (কুণ্ডল ও কুন্তলের প্রভায়) স্মিতাবলোকেন চ (ও সহাস্য অবলোকনে) মণ্ডিতাননম্‌ (যাঁহার বদনমণ্ডল পরিশোভিত), অভিনৃম্ণয়া প্রিয়য়া (সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিণী প্রিয়া উষার সহিত) অক্ষৈঃ দীব্যন্তং (পাশাক্রীড়ারত), বাহ্বোঃ [মধ্যে] (যিনি বক্ষঃস্থলে) মধুমল্লিকাশ্রিতাং তদঙ্গসঙ্গস্তনকুঙ্কুমস্রজং দধানং (উষার অঙ্গসঙ্গহেতু স্তনকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত বসন্তকালীন মল্লিকাপুষ্পের মালা পরিয়াছেন) তস্যাঃ অগ্রে আসীনং (এবং উষার সম্মুখে উপবিষ্ট) তং কামাত্মজং (প্রদ্যুম্নপুত্র সেই অনিরুদ্ধকে) অবেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) [বাণঃ] বিস্মিতঃ [অভূৎ] (বাণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন) ॥ ৩১—৩২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! আমরা নিরন্তর সতর্ক থাকিয়া তাঁহাকে গৃহে রক্ষা করিতেছি, পুরুষগণ তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না, এই অবস্থায় আপনার কন্যার চরিত্রদোষ কিরূপে হইল তাহা আমরা জানি না ॥ ২৯ ॥ বাণ নিজকন্যার দোষ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; তৎপরে তিনি সত্বর কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া তথায় যদুবংশধর অনিরুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনিরুদ্ধ ভুবনে অদ্বিতীয় সুন্দর ও শ্যামবর্ণ ছিলেন, তাঁহার পরিধানে পীতবসন, নয়নদ্বয় কমলদলসদৃশ ও বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ ছিল, কুণ্ডল ও কুন্তলের প্রভায় এবং সহাস্য অবলোকনে তাঁহার বদনমণ্ডল পরিশোভিত ছিল, তৎকালে সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিণী প্রিয়া উষার সহিত তিনি পাশাক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি বক্ষঃস্থলে বসন্তকালীন মল্লিকাপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছিলেন, উষার অঙ্গসঙ্গহেতু তাঁহার স্তনকুঙ্কুমে সেই পুষ্পমাল্য অনুরঞ্জিত হইয়াছিল। তিনি উষার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। এতাদৃশ প্রদ্যুম্নপুত্র সেই অনিরুদ্ধকে দর্শন করিয়া বাণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

শ্রীধর—অনপায়িভিঃ অপায়োঽপসর্পণং প্রমাদো বা তদ্রহিতৈঃ। দুষ্প্রেক্ষ্যায়া ইতি পাঠান্তরে দুষ্টা প্রেষ্যা সখী যস্যাস্তস্যাঃ পুম্ভির্দূষণং কুতো বেত্তি ন জানীম ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ কামস্যাত্মনো দেহাজ্জাতম্‌ ॥ ৩১ ॥

স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভি-র্ভটৈরনেকৈরবলোক্য মাধবঃ।
উদ্যম্য মৌর্ব্বং পরিঘং ব্যবস্থিতো যথান্তকো দণ্ডধরো জিঘাংসয়া ॥ ৩৩ ॥
জিঘৃক্ষয়া তান্ পরিতঃ প্রসর্পতঃ শুনো যথা শূকরযূথপোঽহনৎ।
তে হন্যমানা ভবনাদ্বিনির্গতা নির্ভিন্নমূর্দ্ধোরুভুজাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩৪ ॥
তং নাগপাশৈর্ব্বলিনন্দনো বলী ঘ্নন্তং স্বসৈন্যং কুপিতো ববন্ধ হ।
উষা ভৃশং শোকবিষাদবিহ্বলা বদ্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষ্যরৌদিষীৎ। ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধেঽনিরুদ্ধবন্ধো নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) সঃ মাধবঃ (ক্রীড়ারত অনিরুদ্ধ) অনেকৈঃ আততায়িভিঃ ভটৈঃ বৃতং (বহু অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈন্যে পরিবেষ্টিত) তং (সেই বাণকে) প্রবিষ্টম্ অবলোক্য (গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া) জিঘাংসয়া বধ করিবার ইচ্ছায়) মৌর্ব্বং পরিঘম্ উদ্যম্য (লৌহ বিশেষ নির্ম্মিত পরিঘ উত্তোলন করিয়া) দণ্ডধরঃ অন্তকঃ যথা (দণ্ডধর অন্তকের ন্যায়) ব্যবস্থিতঃ (অবস্থান করিলেন) ॥ ৩৩ ॥

[অথ] (অনন্তর) শূকরযূথপঃ শুনঃ যথা (শূকরদলের অধিপতি যেমন কুক্কুর সমূহকে তাড়না করে, সেইরূপ) [সঃ] (অনিরুদ্ধ) জিঘৃক্ষয়া পরিতঃ প্রসর্পতঃ তান্ (যাহারা তাঁহাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে গমনাগমন করিতেছিল, সেই সৈন্যগণকে) [পরিঘেণ] অহনৎ (পরিঘাস্ত্রের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন), [তদা] হন্যমানাঃ তে (তখন আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিলে ঐ সকল সৈন্য) বিভিন্নমূর্দ্ধোরুভুজাঃ (ভগ্নশিরাঃ,ভগ্নোরু ও ভগ্নবাহু হইয়া) ভবনাৎ বিনির্গতাঃ [চ সন্তঃ] (গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া)। প্রদুদ্রুবুঃ (পলায়ন করিল) ॥ ৩৪ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) বলী বলিনন্দনঃ (মহাবলশালী বলি-পুত্র বাণ) কুপিতঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) স্বসৈন্যং ঘ্নন্তং তং (নিজসৈন্য প্রহারকারী সেই অনিরুদ্ধকে) নাগপাশৈঃ ববন্ধ হ (নাগপাশের দ্বারা বন্ধন করিলেন)। উষা [কান্তং] বদ্ধং নিশম্য (উষা প্রিয়তম নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া) শোকবিষাদ-বিহ্বলা অশ্রুকলাক্ষী [চ সতী] (শোক ও বিষাদে বিহ্বলা ও অশ্রুপূর্ণলোচনা হইয়া) ভৃশম্ অরৌদিষীৎ (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তখন ক্রীড়ারত অনিরুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রধারী বহু সৈন্যে পরিবেষ্টিত সেই বাণকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উত্থিত হইলেন এবং আঘাত করিবার ইচ্ছায় লৌহনির্ম্মিত পরিঘ উত্তোলন করিয়া দণ্ডধর অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর বাণের সৈন্যগণ অনিরুদ্ধকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে থাকিলে শূকরদলের অধিপতি যেমন আক্রমণকারী কুক্কুরসমূহকে তাড়না করে, সেইরূপ অনিরুদ্ধ পরিঘাস্ত্রের দ্বারা সেই সৈন্যগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন ঐরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিলে ঐ সকল সৈন্য ভগ্নমস্তক, ভগ্নোরু ও ভগ্নবাহু হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৪ ॥ তৎপরে মহাবলশালী বলিনন্দন বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্য প্রহারকারী সেই অনিরুদ্ধকে নাগপাশের দ্বারা বন্ধন করিলেন। প্রিয়তম নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া উষা শোক ও বিষাদে বিহ্বলা এবং অশ্রুপূর্ণলোচনা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

শ্রীধর—অভিনৃম্ণয়া সর্বমঙ্গলয়া। তস্যা অঙ্গসঙ্গেন স্তনকুঙ্কুমং যস্যাং স্রজি তাং বাল্বের্মাধ্যে বক্ষসি দধানম্। মধুমল্লিকা বসন্তভবা মল্লিকাস্তদাশ্রিতাম্। তস্যাগ্র ইত্যার্ষঃ সন্ধিঃ, তস্যা অগ্র ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ আততায়িভিঃকৃতশস্ত্রৈঃ, মাধবোঽনিরুদ্ধঃ, মৌর্বং মুরুলোহবিশেষস্তন্নির্ম্মিতম ॥ ৩৩ '৪ ॥ শোকবিষাদাভ্যাং বিহ্বলা অবশা, অশ্রূণাং কলা বিন্দবো যয়োস্তে অক্ষিণী যস্যাঃ সা ॥ ৩৫ ॥

কামাসক্তমর্ত্তেদুঃখং স্ত্রীসঙ্গেন ভবেদ্ধ্রুব। ইতি খ্যাপয়িতুং লোকে পৌত্রাহরণমুচ্যতে ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ফেলালব

দ্বিষষ্টিতম উষায়া অনিরুদ্ধেন সঙ্গমঃ।
চিত্রলেখাদ্ভুতেনৈতং বাণোঽবধ্নাদিতীর্য্যতে ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—বাণাসুরের কন্যা উষার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন, সংঘটন হয় উষার সখী চিত্রলেখার মায়াবলে। ফলে বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন।

অনিরুদ্ধবন্ধ নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

অপশ্যতাঞ্চানিরুদ্ধং তদ্বন্ধূনাঞ্চ ভারত ।
চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্ ॥ ১ ॥

নারদাৎ তদুপাকর্ণ্য বার্ত্তাং বদ্ধস্য কর্ম্ম চ ।
প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ ॥ ২ ॥

[এই অধ্যায়ে বাণ ও রুদ্রাদি বাণপক্ষীয়গণের সহিত কৃষ্ণরামাদি যাদবগণের যুদ্ধ, বিষ্ণুজ্বর কর্ত্তৃক রুদ্রজ্বরের পরাভব, রুদ্রজ্বরের ভগবৎ-স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বাণের বাহুচ্ছেদন, রুদ্রদেবের ভগবৎ-স্তুতি এবং বাণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সপত্নীক অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন, এই সকল কথা বর্ণনা করা হইতেছে ।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) ভারত ! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ !) [অনিরুদ্ধ বাণের নগরে অবরুদ্ধ রহিলেন । এদিকে] অনিরুদ্ধম্ অপশ্যতাং চ (অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া) অনুশোচতাং চ (শোক করিতে করিতে) তদ্বন্ধূনাং (তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের) বার্ষিকাঃ চত্বারঃ মাসাঃ (বর্ষার চারি মাস) ব্যতীয়ুঃ (অতিবাহিত হইয়া গেল) ॥ ১ ॥

[অথ] (অনন্তর) কৃষ্ণদেবতাঃ বৃষ্ণয়ঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের দেবতা, সেই যাদবগণ) নারদাৎ (নারদের নিকট হইতে) বদ্ধস্য তৎ (বাণভবনে অবরুদ্ধ সেই অনিরুদ্ধের) বার্ত্তাং (বাণকন্যার অন্তঃপুরে অবস্থানাদি সংবাদ) কর্ম্ম চ (ও যুদ্ধাদি কর্ম্ম) উপাকর্ণ্য (শ্রবণ করিয়া) প্রযযুঃ শোণিতপুরং (শোণিতপুরে গমন করিলেন) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ ! অনিরুদ্ধ বাণের নগরে অবরুদ্ধ রহিলেন । এদিকে অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া শোক করিতে করিতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের বর্ষার চারিমাস অতিবাহিত হইয়া গেল ॥ ১ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের দেবতা, সেই যাদবগণ নারদের নিকট হইতে বাণভবনে অবরুদ্ধ অনিরুদ্ধের সংবাদ ও যুদ্ধাদি কর্ম শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সকলে শোণিতপুরে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীধর—ত্রিযুক্ষষ্টিতমে চাথ বাণযাদবসঙ্গরে । স্তুতির্জ্বরেণ রুদ্রেণ বাণবাহুভিদো হরেঃ ॥ কর্ম্ম চ যুদ্ধাদিকম্ ॥ ১-২ ॥

প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোঽথ সারণঃ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রামকৃষ্ণানুবর্ত্তিনঃ ॥ ৩ ॥
অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভিঃ সমেতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
রুরুধুর্ব্বাণনগরং সমন্তাৎ সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৪ ॥
ভজ্যমানপুরোদ্যান-প্রাকারাট্টালগোপুরম্।
প্রেক্ষমাণো রুষাবিষ্টস্তুল্যসৈন্যোঽভিনির্যযৌ ॥ ৫ ॥
বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতঃ প্রমথৈর্বৃতঃ।
আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৬ ॥
আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
কৃষ্ণশঙ্করয়ো রাজন্! প্রদ্যুম্নগুহয়োরপি ॥ ৭ ॥

অন্বয়—রামকৃষ্ণানুবর্ত্তিনঃ (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী) প্রদ্যুম্নঃ যুযুধানঃ গদঃ সাম্বঃ চ অথ সারণঃ (প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ) নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ (নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি) সাত্বতর্ষভাঃ (যদুশ্রেষ্ঠগণ) দ্বাদশভিঃ অক্ষৌহিণীভিঃ (দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত) সমেতাঃ [সন্তঃ] (মিলিত হইয়া) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিক্ হইতে) বাণনগরং (বাণ রাজার নগর) রুরুধুঃ (অবরোধ করিলেন), [তদা বাণঃ] (তখন বাণ) সর্বতো দিশং (সকল দিকে) ভজ্যমানপুরোদ্যান- প্রাকারাট্টালগোপুরং (যাদবসৈন্যগণকর্ত্তৃক পুরীর উদ্যান, অট্টালিকা ও দ্বারসমূহ ভগ্ন হইতেছে) প্রেক্ষমাণঃ (দেখিয়া) রুষা আবিষ্টঃ (ক্রোধাবিষ্ট হইয়া) তুল্যসৈন্যঃ [চ সন্] (শত্রুপক্ষের সমান অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে লইয়া) অভিনির্যযৌ (পুরী হইতে বহির্গত হইলেন) ॥ ৩—৫ ॥

ভগবান্ রুদ্রঃ (ভগবান্ রুদ্রদেব) বাণার্থে (বাণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত) নন্দিবৃষভম্ আরুহ্য (স্বীয় বাহন নন্দিবৃষে আরোহণ করতঃ) সসুতঃ প্রমথৈঃ বৃতঃ [সন্] (পুত্র কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত ও প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া) রামকৃষ্ণয়োঃ যুযুধে (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন) ॥ ৬ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) কৃষ্ণশঙ্করয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্রের) প্রদ্যুম্নগুহয়োঃ অপি (এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্ত্তিকেয়ের) সুতুমুলং রোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং যুদ্ধম্ আসীৎ (অতি তুমুল রোমাঞ্চকর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তী প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বাণরাজার নগর অবরোধ করিলেন। তখন বাণ সকল দিকে যাদবসৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিজ পুরীর উদ্যান, প্রাচীর, অট্টালিকা ও দ্বারসমূহ ভগ্ন হইতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুপক্ষের সমান সেনা সঙ্গে লইয়া পুরী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৩-৫ ॥ তখন ভগবান্ রুদ্রদেব ভক্ত বাণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাহন নন্দীবৃষে আরোহণ করতঃ কার্ত্তিকেয়ের সহিত মিলিত ও প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্রের, এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্ত্তিকেয়ের পরস্পর অতি তুমুল রোমাঞ্চকর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—রামকৃষ্ণানুবর্ত্তিন ইতি। তৌ পুরতো নির্গতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ সর্বতো দিশমিত্যস্যোত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ ভজ্যমানানি পুরোদ্যানাদীনি যস্মিন্নেকবদ্ভাবঃ। অট্টালাঃ প্রাকারাদুপরিতনানি, উন্নতস্থানানি, অভিনির্যযৌ বাণঃ ॥ ৫ ॥

কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ।
সাম্বস্য বাণপুত্রেণ বাণেন সহ সাত্যকেঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা বিমানৈর্দ্রষ্টুমাগমন্ ॥ ৯ ॥
শঙ্করানুচরান্ শৌরির্ভূতপ্রমথগুহ্যকান্।
ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্ ॥ ১০ ॥
প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।
দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ ॥ ১১ ॥
পৃথগ্ দিব্যানি প্রাযুঙ্ক্ত পিনাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে।
প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ ॥ ১২ ।

অন্বয়—বলেন (আর বলরামের) কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণাভ্যাং সহ (কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত), সাম্বস্য বাণপুত্রেণ [সহ] (সাম্বের বাণপুত্রের সহিত) সাত্যকেঃ বাণেন সহ (এবং সাত্যকির বাণের সহিত) সংযুগঃ [আসীৎ] (যুদ্ধ আরম্ভ হইল) ॥ ৮ ॥

[তদা] (তখন) ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশাঃ (ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ) মুনয়ঃ (মুনিগণ), সিদ্ধচারণাঃ (সিদ্ধগণ, চারণগণ), গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ (গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ) যক্ষাঃ [চ] (ও যক্ষগণ) [তৎ] দ্রষ্টুং (সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত) বিমানৈঃ (বিমানযোগে [তত্র] আগমন্ (তথায় আগমন করিলেন) ॥ ৯ ॥

শৌরিঃ (শূরসেনপৌত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ (শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত) তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ (তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা) শঙ্করানুচরান্ (রুদ্রদেবের অনুচর) ভূতপ্রমথগুহ্যকান্ (ভূত, প্রমথ, গুহ্যক), ডাকিনীঃ (ডাকিনী) যাতুধানান্ (রাক্ষস), সবিনায়কান্ বেতালান্ (বিনায়ক, বেতাল), প্রেতমাতৃপিশাচান্ (প্রেত, মাতৃ, পিশাচ), কুষ্মাণ্ডান্ চ (কুষ্মাণ্ড) ব্রহ্মরাক্ষসান্ চ (ও ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে) দ্রাবয়ামাস (বিতাড়িত করিলেন) ॥ ১০-১১ ॥

পিনাকী (পিনাকধনুর্দ্ধারী রুদ্রদেব) শার্ঙ্গিণে (শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী শ্রীকৃষ্ণের উপরে) পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্) দিব্যানি অস্ত্রাণি (দিব্য অস্ত্রসমূহ) প্রাযুঙ্ক্ত (প্রয়োগ করিতে লাগিলেন); শার্ঙ্গপাণিঃ (শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অবিস্মিতঃ [সন্] (বিচলিত না হইয়া) প্রত্যস্ত্রৈঃ (প্রতিরোধক অস্ত্রসমূহের দ্বারা) [তানি] শময়ামাস (সেই সকল অস্ত্র প্রশমিত করিলেন) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আর বলরামের কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণের সহিত, সাম্বের বাণপুত্রের সহিত এবং সাত্যকির বাণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৮ ॥ তখন ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ ও যক্ষগণ সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত বিমানযোগে তথায় আগমন করিলেন ॥৯॥ শূরসেন পৌত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহের দ্বারা রুদ্রদেবের অনুচর ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, রাক্ষস, বিনায়ক, বেতাল, প্রেত, মাতৃ, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্মরাক্ষসদিগকে বিতাড়িত করিলেন ॥ ১০-১১ ॥ পিনাকধনুর্দ্ধারী রুদ্রদেব শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপরে পৃথক্ পৃথক্ দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিচলিত না হইয়া প্রতিরোধক অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই সকল অস্ত্র প্রশমিত করিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধর—সুতঃ স্কন্দঃ তৎসহিতঃ প্রমথৈর্গণৈঃ রামকৃষ্ণাভ্যাং যুযুধে ॥ ৬-১২ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্ব্বতম্।
আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ॥ ১৩॥

মোহয়িত্বাথ গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্।
বাণস্য পৃতনাং শৌরির্জ্জঘানাসিগদেষুভিঃ॥ ১৪॥

স্কন্দঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈরর্দ্দ্যমানঃ সমন্ততঃ।
অসৃগ্বিমুঞ্চন্ গাত্রেভ্যঃ শিখিনাপাক্রমদ্রণাৎ॥ ১৫॥

কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ পেততুর্ম্মুষলার্দ্দিতৌ।
দুদ্রুবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্ব্বতঃ॥ ১৬॥

অন্বয়—[ভগবান্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং (বাণ-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র), বায়ব্যস্য চ পার্বতম্ (বায়ব্যাস্ত্রের প্রতি পর্বতাস্ত্র), আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যং (আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি বরুণাস্ত্র) পাশুপতস্য চ নৈজং (এবং পাশুপতাস্ত্রের প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র) [প্রাযুঙ্ক্ত] (প্রয়োগ করিলেন) ॥ ১৩॥

অথ (অনন্তর) শৌরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) জৃম্ভিতং গিরিশং (জৃম্ভণকারী গিরিশকে) জৃম্ভণাস্ত্রেণ (জৃম্ভণাস্ত্রের দ্বারা) মোহয়িত্বা (বিমোহিত করিয়া) অসিগদেষুভিঃ (অসি, গদা ও বাণসমূহের দ্বারা) বাণস্য পৃতনাং জঘান (বাণের সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪॥

স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়) প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈঃ অর্দ্দ্যমানঃ (প্রদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া) গাত্রেভ্যঃ (শরীর হইতে) সমন্ততঃ (ইতস্ততঃ) অসৃক্ বিমুঞ্চন্ (রক্ত মোচন করিতে করিতে) শিখিনা (স্বীয় বাহন ময়ূরে আরোহণ করিয়া) রণাৎ অপাক্রমৎ (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন) ॥ ১৫॥

কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণঃ চ (কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ) মুষলার্দ্দিতৌ [সন্তৌ] (বলরামের মুষলাঘাতে পীড়িত হইয়া) [ভুবি] পেততুঃ (রণভূমিতে পতিত হইল)। [তদা] (তখন) হতনাথানি তদনীকানি (নায়ক নিহত হওয়ায় তাহাদের সৈন্যগণ) সর্বতঃ দুদ্রুবুঃ (চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল) ॥ ১৬॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিবনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রের প্রতি পর্ব্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতি বরুণাস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্রের প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ১৩॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিশকে জৃম্ভণাস্ত্রের দ্বারা বিমোহিত করিয়া অসি, গদা ও বাণসমূহের দ্বারা বাণের সৈন্যগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪॥ কার্ত্তিকেয় সকলদিক্ হইতে প্রদ্যুম্ন-নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া শরীর হইতে রক্তমোচন করিতে করিতে স্বীয় বাহন ময়ূরে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১৫॥ কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ বলরামের মুষলাঘাতে নিপীড়িত হইয়া রণভূমিতে নিপতিত হইল। তখন নায়ক নিহত হওয়ায় তাহাদের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১৬॥

শ্রীধর—প্রত্যস্ত্রাণ্যাহ--ব্রহ্মাস্ত্রস্যেতি, নৈজং নারায়ণাস্ত্রম্ ॥ ১৩-১৪॥ শিখিনা ময়ূরেণ বাহনেন ॥ ১৫॥

বিশীর্য্যমাণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বাণোঽত্যমর্ষিতঃ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ সংখ্যে রথী হিত্বৈব সাত্যকিম্॥ ১৭।

ধনূংষ্যাকৃষ্য যুগপদ্বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ।
একৈকস্মিন্ শরৌ দ্বৌ দ্বৌ সন্দধে রণদুর্ম্মদঃ। ১৮॥

তানি চিচ্ছেদ ভগবান্ ধনূংষি যুগপদ্ধরিঃ।
সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ॥ ১৯॥

তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরুহা।
পুরোঽবতস্থে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া॥ ২০॥

অন্বয়—রথী বাণঃ (রথারূঢ় বাণ) সংখ্যে (যুদ্ধে) স্ববলং বিশীর্য্যমাণং দৃষ্ট্বা (স্বীয় সৈন্য ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া) অত্যমর্ষিতঃ [সন্] (অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া) সাত্যকিং হিত্বা (সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া) কৃষ্ণম্ এব অভ্যদ্রবৎ (শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখেই ধাবিত হইলেন)॥ ১৭॥

রণদুর্ম্মদঃ বাণঃ (যুদ্ধবিষয়ে দুরভিমানী বাণ) যুগপৎ বৈ (একই সময়ে) [সহস্র হস্তের দ্বারা] পঞ্চশতানি ধনূংষি (পঞ্চশত ধনুক) আকৃষ্য (আকর্ষণ করতঃ) একৈকস্মিন্ (এক একটি ধনুকে) দ্বৌ দ্বৌ শরৌ (দুই দুইটি শর) সন্দধে (যোজনা করিলেন)॥ ১৮॥

[তদা] (তখন) ভগবান্ হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) যুগপৎ (এককালে) তানি ধনূংষি (বাণের সেই সকল ধনু) চিচ্ছেদ (ছেদন করিয়া ফেললেন) [তথা] সারথিং রথম্ অশ্বান্ চ (এবং বাণের সারথি, রথ ও অশ্বসমূহকে হত্বা (বিনাশ করিয়া) শঙ্খম্ অপূরয়ৎ (শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন)॥ ১৯॥

[অথ] (অনন্তর) কোটরা নাম তন্মাতা (কোটরা নাম্নী বাণের মাতা) পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া (পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায়) মুক্তশিরোরুহা নগ্না [চ সতী] (মুক্তকেশী ও উলঙ্গা হইয়া) কৃষ্ণস্য পুরঃ অবতস্থে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থান করিলেন।

অনুবাদ—রথারূঢ় বাণ যুদ্ধে স্বীয় সৈন্য ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগ করতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখেই ধাবিত হইলেন॥ ১৭॥ যুদ্ধবিজয়ে দুর্ধর্ষ বাণ একই সময়ে (সহস্র হস্তের দ্বারা) পাঁচশত ধনুক আকর্ষণ করতঃ এক একটি ধনুকে দুই দুইটি করিয়া শর যোজনা করিলেন॥ ১৮॥ তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে বাণের সেই সকল ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং বাণের সারথি, রথ ও অশ্বসমূহকে বিনাশ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥ অনন্তর কোটরা নাম্নী বাণের মাতা পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায় মুক্তকেশী ও উলঙ্গা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থান করিলেন॥ ২০॥

শ্রীধর—তয়োরনীকানি হতৌ নাথৌ যেষাং তানি॥ ১৬—২০॥

ততস্তির্য্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ গদাগ্রজঃ।
বাণশ্চ তাবদ্বিরথশ্ছিন্নধন্বাবিশৎ পুরম্ ॥ ২১ ॥
বিদ্রাবিতে ভূতগণে জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ।
অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ ॥ ২২ ॥
অথ নারায়ণো দেবস্তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরম্।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জ্বরাবুভৌ ॥ ২৩ ॥
মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দ্দিতঃ।
অলব্ধ্বাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ।
শরণার্থী হৃষীকেশং তুষ্টাব প্রণতাঞ্জলিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—ততঃ (তৎপরে) গদাগ্রজঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) নগ্নাম্ অনিরীক্ষন্ (উলঙ্গা স্ত্রীকে দর্শন করিবেন না বলিয়া) তির্য্যঙ্মুখঃ [অভূৎ] (মুখ ফিরাইয়া রহিলেন), ছিন্নধন্বা বিরথঃ বাণঃ চ (ছিন্নধন্বা ও রথবিহীন বাণও) তাবৎ (সেই অবসরে) পুরম্ অবিশৎ (স্বীয় পুরীতে প্রবেশ করিলেন)। ২১ ॥

ভূতগণে বিদ্রাবিতে [সতি] (এদিকে যাদবগণের পীড়নে ভূতাদি রুদ্রানুচরগণ পলায়ন করিলে পর) ত্রিশিরাঃ ত্রিপাৎ জ্বরঃ তু (তিনটি মস্তক ও তিনটি পাদবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান্ রুদ্রজ্বর) দশ দিশঃ দহন্ ইব (দশদিক্ দগ্ধ করিতে করিতেই যেন) দাশার্হম্ অভ্যধাবত (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল)। ২২ ॥

দেবঃ নারায়ণঃ (দেব নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ) তং দৃষ্ট্বা (সেই তপ্তজ্বরকে দর্শন করিয়া) জ্বরং ব্যসৃজৎ (বৈষ্ণব শীতজ্বর সৃষ্টি করিলেন।) অথ (অনন্তর) মাহেশ্বরঃ বৈষ্ণবঃ চ উভৌ জ্বরৌ (মাহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বর এই দুই জ্বর) যুযুধাতে (যুদ্ধ করিতে লাগিল)। ২৩ ॥

[অথ] মাহেশ্বরঃ [জ্বরঃ] (অনন্তর রুদ্রজ্বর) বৈষ্ণবেন বলার্দ্দিতঃ [সন্] (বিষ্ণুজ্বর কর্ত্তৃক বলপূর্বক নিপীড়িত হইয়া) সমাক্রন্দন্ [অভূৎ] (রোদন করিতে লাগিল)। [কিঞ্চ সঃ] মাহেশ্বরঃ জ্বরঃ (এবং সেই রুদ্রজ্বর) অন্যত্র অভয়ম্ অলব্ধ্বা (অন্য কোথাও অভয় না পাইয়া) ভীতঃ শরণার্থী প্রণতাঞ্জলিঃ চ সন্] (ভীত, আশ্রয়প্রার্থী ও কৃতাঞ্জলি হইয়া) হৃষীকেশং তুষ্টাব (হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল)। ২৪ ॥

অনুবাদ—তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উলঙ্গা স্ত্রীকে দর্শন করিবেন না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলেন; ছিন্নধন্বা ও রথবিহীন বাণও সেই অবসরে স্বীয় পুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে যাদবগণের পীড়নে ভূতাদি রুদ্রানুচরগণ পলায়ন করিলে পর তিনটি মস্তক ও তিনটি পাদবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান্ রুদ্রজ্বর দশদিক্ দগ্ধ করিতে করিতেই যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল। ২২ ॥ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই সুতপ্ত রুদ্রজ্বরকে দর্শন করিয়া শীতল বিষ্ণুজ্বর সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর সেই রুদ্রজ্বর ও বিষ্ণুজ্বর পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর রুদ্রজ্বর বিষ্ণুজ্বর কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিপীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং সেই রুদ্রজ্বর অন্য কোথাও অভয় না পাইয়া ভীত, আশ্রয়প্রার্থী ও কৃতাঞ্জলি হইয়া হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—অনিরীক্ষন অনিরীক্ষমাণস্তির্য্যঙ্মুখো বভূবেতি বাণস্তু পুরমবিশদিতি ॥ ২১ ॥ জ্বরস্তু যোদ্ধুমভ্যধাবদিতি ॥ ২২ ॥

জ্বর উবাচ

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্ব্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্॥ ২৫॥
কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহ-স্ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥ ২৬॥

অন্বয়—জ্বর উবাচ (রুদ্রজ্বর কহিল) [ভগবন্] (হে ভগবন্!) কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রং (শুদ্ধ চৈতন্যময়), সর্বাত্মানং (সকলের আত্মা অর্থাৎ চেতনাসম্পাদক) পরেশং (ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর), অনন্তশক্তিং (অনন্তশক্তিযুক্ত) বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং (এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহারের কারণ) ত্বা নমামি (আপনাকে নমস্কার করি)। ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তং (বেদবোধিত প্রশান্ত অর্থাৎ সর্ববিকাররহিত) যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম), তৎ [এব ত্বম্] (সেই ব্রহ্মই আপনি) [আপনাকে নমস্কার করি]॥ ২৫॥

[হে ভগবন্!] এষা ত্বন্মায়া (এই কার্য্যরূপে সংস্থিতা ভবদীয়া প্রকৃতি), কালঃ (কাল), দৈবং (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ), কর্ম্ম (জন্মকারণ কর্ম্ম), জীবঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ), স্বভাবঃ (পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্বাদিরূপ পদার্থধর্ম্ম), দ্রব্যং (সূক্ষ্ম ভূতসমূহ), ক্ষেত্রং (শরীরসমূহ), প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্তি প্রাণ), আত্মা (অহঙ্কার), বিকারঃ (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ বিকার), তৎসঙ্ঘাতঃ (ঐ সকলের সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড), [কিং বহুনা] (অধিক কি), বীজরোহপ্রবাহঃ (প্রকৃতিজাত সংসারপ্রবাহ) [ইতি এতে যস্মিন্ পরমকারণে বর্ত্তন্তে] (এই সকল যে পরমকারণে অবস্থান করিতেছে), [অহং] (আমি) তন্নিষেধং [তৎ ব্রহ্ম] (সংসারের নিবর্ত্তক সেই পরমব্রহ্ম) [ত্বাং] প্রপদ্যে (আপনার শরণাপন্ন হইলাম)॥ ২৬॥

অনুবাদ—রুদ্রজ্বর কহিল—হে ভগবন্! আপনি শুদ্ধ চৈতন্যময়, সকলের আত্মা অর্থাৎ চেতনাসম্পাদক, ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, অনন্তশক্তিযুক্ত এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ, আপনাকে নমস্কার করি। বেদবোধিত প্রশান্ত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই আপনি; আপনাকে নমস্কার করি॥ ২৫॥ হে ভগবন্! কার্য্যরূপে সংস্থিতা ভবদীয়া প্রকৃতি, কাল, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, কর্ম্ম, জীব, স্বভাব, সূক্ষ্ম ভূতসমূহ, শরীরসমূহ, পঞ্চবৃত্তি প্রাণ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ বিকার, ঐ সকলের সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড, অধিক কি, প্রকৃতিজাত সংসার-প্রবাহ, এই সকল যে পরমকারণে অবস্থান করিতেছে এবং যাঁহার শরণাগত হইলে তাদৃশ সংসার নিবৃত্ত হইয়া যায়, আমি সেই পরব্রহ্ম আপনার শরণাপন্ন হইলাম॥ ২৬॥

শ্রীধর—শ্রীনারায়ণশ্চ শীতজ্বরমসৃজৎ॥ ২৩। মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ যুযুধে॥ ২৪॥ আত্মানং পরমশক্তিমন্তং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণং তাপয়িতুং প্রবৃত্তঃ স্বয়মেব তপ্তঃ সন্ তং পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা স্তুবন্ নমস্করোতি—নমামীতি। ত্বা ত্বাম্ অনন্তশক্তিং নমামি। কুতঃ? পরেষাং ব্রহ্মাদীনামীশম্, তত্র হেতুঃ—সর্বাত্মানং সর্বস্য আত্মানং চেতয়িতারম্, তৎ কুতঃ? কেবলং শুদ্ধম্, জ্ঞপ্তিমাত্রম্ চৈতন্যঘনম্, তদেবং সর্বচেতয়িতৃত্বেন পরমেশ্বরত্বমুক্তম্। কিঞ্চ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিহেতুত্বাদপীত্যাহ—বিশ্বোৎপত্তীতি। নন্বেবম্ভূতং ব্রহ্ম প্রসিদ্ধং নাহমিতি তত্রাহ—যত্তদ্ ব্রহ্মেতি। যদ্ ব্রহ্ম তদেব ত্বমিত্যর্থঃ। কিং তদ্ ব্রহ্মেত্যত আহ—ব্রহ্মলিঙ্গং ব্রহ্মণা বেদেন লিঙ্গ্যতে দ্যোত্যত ইতি, তৎ কুতঃ? প্রশান্তম্ সর্ববিক্রিয়ারহিতত্বাৎ ন সাক্ষাদ্বাচ্যমিতি ভাবঃ॥ ২৫॥

নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈ-র্দ্দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ বিভর্ষি।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্ত্তমানান্ জন্মৈতৎ তে ভারহারায় ভূমেঃ ॥ ২৭ ॥
তপ্তোঽহং তে তেজসা দুঃসহেন শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ।
তাবৎ তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—[ভগবন্! ত্বং] (হে ভগবন্! আপনি) লীলয়া এব (লীলাহেতুই) উপপন্নৈঃ নানাভাবৈঃ (যথাযোগ্য নানাবিধ অবতাররূপে) দেবান্ সাধূন্ লোকসেতূন্ [চ] (দেবগণকে, সাধুগণকে এবং লোকের ধর্ম্মমর্য্যাদা সমূহকে) বিভর্ষি (পালন করিয়া থাকেন) হিংসয়া বর্ত্তমানান্ উন্মার্গান্ [চ] (এবং হিংসাপরায়ণ কুপথগামী জীবগণকে) হংসি (বিনাশ করিয়া থাকেন)। তে (আপনার) এতৎ জন্ম [অপি] (এই জন্মও) ভূমেঃ ভারহারায় (পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত হইয়াছে) ॥ ২৭ ॥

অহং (আমি) শান্তোগ্রেণ (শীতল অথচ উগ্র) অত্যুল্বণেন (অতিভীষণ) দুঃসহেন তে তেজসা (দুঃসহ ভবদীয় তেজ) জ্বরেণ (বিষ্ণুজ্বরে) তপ্তঃ [অস্মি] (সন্তপ্ত হইয়াছি), [দেহিনঃ] (দেহিগণ) আশানুবদ্ধাঃ [সন্তঃ] (আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তে অঙ্ঘ্রিমূলং (আপনার পাদমূল) নো সেবেরন্ (সেবা না করে), তাবৎ [এব] (সেই পর্য্যন্তই) দেহিনাং তাপঃ [বর্ত্ততে] (দেহিগণের সন্তাপ থাকে); [আমি আপনার চরণতল আশ্রয় করিলাম, আমার সন্তাপ দূরীভূত হউক।] ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আপনি লীলাহেতুই যথাযোগ্য বিবিধ অবতাররূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে, সাধুগণকে এবং লোকের ধর্ম্মমর্য্যাদাসমূহকে পালন করিয়া থাকেন এবং হিংসাপরায়ণ কুপথগামী জীবগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আপনার এই জন্মও পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্তই হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ হে ভগবন্! আমি শীতল অথচ উগ্র, অতি ভীষণ দুঃসহ ভবদীয় তেজ বিষ্ণুজ্বরে সন্তপ্ত হইয়াছি। দেহিগণ আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া যে পর্য্যন্ত আপনার পাদমূল সেবা না করে সেই পর্য্যন্তই দেহিগণের সন্তাপ বিদ্যমান থাকে। আমি আপনার চরণতল আশ্রয় করিলাম; আমার সন্তাপ দূরীভূত হউক ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ যৎ সবিশেষং বস্তু তত্র বয়ং প্রভবামঃ, ত্বয়ি তু সর্ববিশেষাতীতে ন কস্যাপি প্রভুত্বং কিন্তু ত্বমেব সর্বপ্রভুরিতি জ্বস্পিমাত্রত্বং বিবৃণ্বন্ স্তৌতি—কাল ইতি। কালঃ ক্ষোভকঃ, কর্ম নিমিত্তম্, তদেব ফলাভিমুখমভিব্যক্তং দৈবম্, স্বভাবস্তৎসংস্কারঃ, জীবস্তদ্বান্, দ্রব্যং ভূতসূক্ষ্মাণি, ক্ষেত্রং শরীরম্, প্রাণঃ সূত্রম্, আত্মা অহঙ্কারঃ, বিকার একাদশেন্দ্রিয়াণি মহাভূতানি চেতি ষোড়শকঃ, তৎসঙ্ঘাতো লিঙ্গদেহঃ, এতস্য চ বীজরোহবৎ প্রবাহঃ রোহোঽঙ্কুরঃ দেহাদ্বীজরূপং কর্ম ততোঽঙ্কুররূপো দেহস্ততঃ পুনরেবমিতি প্রবাহঃ, এষা ত্বন্মায়া, তস্যা নিষেধঃ অপোহো যস্মিংস্তং ত্বাং নিষেধাবধিভূতং প্রপদ্যে ভজে ইতি ॥ ২৬ ॥ নম্বু দেবকীতনয়স্য মে কথমেবম্ভূতত্বং তত্রাহ-নানাভাবৈরিতি। সর্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত এব। ত্বং যথা লীলয়া স্বীকৃতৈর্মৎস্যাদ্যবতারৈর্দ্দেবান্ বিভর্ষি পালয়সি, তদর্থং লোকসেতূন্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্, তদর্থং তদনুষ্ঠাতৃন্ সাধূন্। তদ্দঙ্ঘেনোন্মার্গান্ দৈত্যাদীন্ হংসি সংহরসি, এবমেতদপি তব জন্ম ভূমের্ভারহরণায়। লীলাবতারোঽয়ম্, ন কস্যাপি ত্বং তনয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽস্মি ব্যেতু তে মজ্জ্বরাদ্ভয়ম্।
যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য ত্বন্ন ভবেদ্ভয়ম্ ॥ ২৯ ॥
ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ।
বাণস্তু রথমারূঢ়ঃ প্রাগাদ্ যোৎস্যন্ জনার্দ্দনম ॥ ৩০ ॥
ততো বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরোঽসুরঃ।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধো বাণাংশ্চক্রায়ুধে নৃপ! ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) ত্রিশিরঃ! (হে ত্রিমস্তক রুদ্রজ্বর!) [অহং] (আমি) তে (তোমার প্রতি) প্রসন্নঃ অস্মি (প্রসন্ন হইলাম)। মজ্জ্বরাৎ (মৎসৃষ্ট জ্বর হইতে) তে (তোমার) ভয়ং ব্যেতু (ভয় দূরীভূত হউক)। যঃ (যে ব্যক্তি) নৌ সংবাদং (তোমার ও আমার এই আলাপ) স্মরতি (স্মরণ করিবে), তস্য (সেই ব্যক্তির) ত্বৎ (তোমা হইতে) ভয়ং ন ভবেৎ (ভয় উপস্থিত যেন না হয় অর্থাৎ তুমি তাহার ভয় উৎপাদন করিও না) ॥ ২৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] মাহেশ্বরঃ জ্বরঃ (রুদ্রজ্বর) ইতি উক্তঃ (এইরূপ অভিহিত হইয়া) অচ্যুতম আনম্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া) গতঃ (প্রস্থান করিলেন)। বাণঃ তু (কিন্তু বাণ) যোৎস্যন্ (যুদ্ধ করিবার অভিলাষে) রথম্ আরূঢ়ঃ (সন্) (রথে আরোহণ করিয়া) জনার্দ্দনং প্রাগাৎ (শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন)। ৩০ ॥

নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) ততঃ অসুরঃ (তৎপরে বাণ) বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরঃ পরমক্রুদ্ধঃ [চ সন্] (সহস্র বাহুর দ্বারা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) চক্রায়ুধে বাণান্ মুমোচ (চক্রধর শ্রীকৃষ্ণের উপরে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ত্রিমস্তক রুদ্রজ্বর! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। মৎসৃষ্ট জ্বর হইতে তোমার ভয় দূরীভূত হউক। যে ব্যক্তি আমাদের এই আলাপ স্মরণ করিবে, তুমি তাহার ভয় উৎপাদন করিও না ॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রুদ্রজ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বাণ পুনরায় যুদ্ধ করিবার অভিলাষে রথে আরোহণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তৎপরে সহস্র বাহুর দ্বারা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রধর শ্রীকৃষ্ণের উপরে বাণ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর—অতোঽজ্ঞানতত্ত্বদভিভবে প্রবৃত্তং মাং তপ্তং মাং রক্ষেত্যাশয়েনাহ তপ্তোঽহমিতি। তে তেজসা ত্বৎসৃষ্টেন জ্বরেণ শান্তোগ্রেণ শীতজ্বরেণ। পরসন্তাপকস্য যুক্ত এষ তাপ ইতি চেত্তত্রাহ-তাবদিতি। সেবায়াং প্রবৃত্তানামনুচিত ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ ॥ ৩২ ॥
বাহুষু ছিদ্যমানেষু বাণস্য ভগবান্ ভবঃ।
ভক্তানুকম্প্যুপব্রজ্য চক্রায়ুধমভাষত ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরুদ্র উবাচ
ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয় —। তদা। (তখন) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ক্ষুরনেমিনা চক্রেণ (ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা) অসকৃৎ অস্ত্রাণি অস্যতঃ তস্য (পুনঃ পুনঃ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপকারী সেই বাণের) বাহূন্ (বাহুসমূহ) বনস্পতেঃ শাখাঃ ইব (বিশাল বৃক্ষের শাখার ন্যায়) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) ॥ ৩২ ॥

বাণস্য (বাণ রাজার) বাহুষু ছিদ্যমানেষু [সৎসু] (বাহুসমূহ ছিন্ন হইতে থাকিলে) ভগবান্ ভবঃ (ভগবান্ মহাদেব) ভক্তানুকম্পী [সন্] (ভক্তের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া) উপব্রজ্য (নিকটে আগমন করিয়া) চক্রায়ুধম্ অভাষত (চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরুদ্রঃ উবাচ (মহাদেব বলিলেন) [হে ভগবন্!] ত্বং হি (আপনিই) বাঙ্ময়ে ব্রহ্মণি (বেদে) গূঢ়ং (অতি দুর্ব্বোধ বিবিধ শব্দের দ্বারা বর্ণিত) পরং জ্যোতিঃ (সর্ব্বচেতনাচেতন হইতে ভিন্ন সর্ব্বপ্রকাশস্বরূপ) আকাশম্ ইব কেবলম্ (আকাশের ন্যায় সর্বদোষাস্পৃষ্ট স্বাশ্রয়) ব্রহ্ম [অসি] (পরব্রহ্ম); অমলাত্মানঃ [সাধবঃ] (সত্ত্বগুণসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত সাধুগণ) যং [ত্বাং] পশ্যন্তি (আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন)। [আমি তমোগুণে মোহিত বলিয়া আপনাকে না জানিয়াই যুদ্ধ করিয়াছি] ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অস্ত্রশস্ত্র-নিক্ষেপকারী সেই বাণের বাহুসমূহ বৃক্ষশাখার ন্যায় ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ বাণরাজের বাহুসমূহ ছিন্ন হইতে থাকিলে ভগবান্ মহাদেব ভক্তের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া নিকটে আগমন করতঃ চক্রধর শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মহাদেব বলিলেন—হে ভগবন্! বেদে অতি দুর্ব্বোধ শব্দের দ্বারা যাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে, যিনি সর্ব্বচেতনাচেতন হইতে ভিন্ন ও সর্ব্বপ্রকাশস্বরূপ এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বদোষাস্পৃষ্ট ও স্বাশ্রয়, আপনিই সেই পরব্রহ্ম। সত্ত্বগুণসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত সাধুগণ আপনাকে দর্শন (উপলব্ধি) করিয়া থাকেন। আমি তমোগুণে মোহিত বলিয়া আপনাকে না জানিয়াই যুদ্ধ করিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—হে ত্রিশিরঃ! ব্যেতু অপযাতু, মদাজ্ঞাপালকঃ সন্ সুখং বিচর। কাসাবাজ্ঞা? তামাহ য ইতি। নৌ আবয়োরিমং সংবাদং য স্মরেৎ তস্য ত্বৎ ত্বত্তো ন ভয়ং ভবেৎ। ত্বয়া ভয়ং নোৎপাদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ ভক্তরক্ষণার্থং শ্রীরুদ্রো ভগবন্তং স্তৌতি-ত্বং হীতি। অয়মর্থঃ—ত্বামজ্ঞাত্বাহং যুধ্যত ইতি ন চিত্রম্, যতস্ত্বং বাঙ্ময়ে ব্রহ্মণ্যপি গূঢ়ং ব্রহ্ম অভিধায়া অবিষয়ত্বাৎ। কুতঃ পরং জ্যোতিঃ, জ্যোতিষামপি প্রকাশকত্বাৎ অবিষয় ইত্যর্থঃ। কথং তর্হি প্রতীতিরিত আহ—যমিতি। অমলাত্মনাং স্বতঃ প্রকাশসে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্ঘ্রিরুর্ব্বী।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥
রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্ম্মঃ স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ ॥ ৩৬ ॥
তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্ ! ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—[আমি আপনার বিভূতি, আপনি বিভূতিমান, তথাপি মোহবশতঃই আমি আপনার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি।] নভঃ যস্য নাভিঃ (আকাশ যাঁহার নাভি) অগ্নিঃ [যস্য] মুখম্ (অগ্নি যাঁহার মুখ) অম্বু [যস্য] রেতঃ (জল যাহার শুক্র), দ্যৌঃ [যস্য] শীর্ষম্ (স্বর্গ যাহার মস্তক), আশাঃ [যস্য] শ্রুতিঃ (দিক্ সকল যাঁহার কর্ণ), উর্ব্বী [যস্য] অঙ্ঘ্রিঃ (পৃথিবী যাহার চরণ) চন্দ্রঃ (যস্য) মনঃ (চন্দ্র যাহার মন) অর্কঃ [যস্য] দৃক্ (সূর্য্য যাহার চক্ষু), অহং [যস্য] আত্মা (আমি শিব যাঁহার অহঙ্কার), সমুদ্রঃ [যস্য] জঠরম্ (সমুদ্র যাহার জঠর), [যঃ] ইন্দ্রঃ ভুজা (ইন্দ্রাদি লোকপালসমূহ যাঁহার বাহু), ওষধয়ঃ যস্য রোমাণি (ওষধিসমূহ যাহার রোম), অম্বুবাহাঃ [যস্য] কেশাঃ (মেঘ সকল যাহার কেশপাশ), বিরিঞ্চঃ [যস্য] ধিষণা (ব্রহ্মা যাহার বুদ্ধি), প্রজাপতিঃ [যস্য] বিসর্গঃ (প্রজাপতি যাহার মেঢ্র) ধর্ম্মঃ যস্য হৃদয়ম্ (এবং ধর্ম্ম যাহার হৃদয়) সঃ ভবান্ বৈ (তাদৃশ আপনিই) লোককল্পঃ পুরুষঃ (লোকস্রষ্টা বিরাট্ পুরুষ) ॥ ৩৫ ৩৬ ॥

অকুণ্ঠধামন্ ! (হে নিরাবরণ স্বরূপ !) ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ (ধর্মপালনের নিমিত্ত) জগতঃ ভবায় [চ] (ও জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত) তব অয়ম্ অবতারঃ [জাতঃ] (আপনার এই অবতার হইয়াছে) বয়ং চ সর্ব্বে (আমরাও সকলে) ভবতা অনুভাবিতাঃ [সন্তঃ] (আপনাকর্ত্তৃক পালিত হইয়া) সপ্ত ভুবনানি বিভাবয়ামঃ (সপ্ত ভুবন পালন করিতেছি)। [আপনি পালক, আমি পাল্য হইয়া আপনার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি।] ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! আমি আপনার বিভূতি, আপনি বিভূতিমান্, তথাপি মোহবশতঃ আমি আপনার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি। আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ, জল আপনার শুক্র, স্বর্গ আপনার মস্তক, দিক্‌সকল আপনার শ্রোত্র, পৃথিবী আপনার চরণ, চন্দ্র আপনার মন, সূর্য্য আপনার চক্ষু, আমি (শিব) আপনার অহঙ্কার, সমুদ্র আপনার জঠর, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আপনার বাহু, ওষধিসমূহ আপনার রোম, মেঘসমূহ আপনার কেশকলাপ, ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার মেঢ্র এবং ধর্ম্ম আপনার হৃদয়, এতাদৃশ আপনিই লোকস্রষ্টা বিরাট্ পুরুষ ॥ ৩৫-৩৬ ॥ হে নিরাবরণস্বরূপ ! ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ও জগতের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত আপনার এই অবতার হইয়াছে। আমরাও সকলে আপনা-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া সপ্তভুবন পালন করিতেছি। আপনি পালক, আমি পাল্য হইয়াও আপনার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর—আস্তাং তাবন্নির্গুণস্য তব জ্ঞানম্, লীলয়াধিষ্ঠিতস্ত্বয়া যোঽয়ং বিরাড্‌বিগ্রহঃ, সোঽপি ন জ্ঞায়তে উডুম্বর-ফলান্তর্বর্ত্তিমশকৈরিবোডুম্বরফলমিত্যাশয়েন বিরাড্‌রূপেণ স্তৌতি—নাভিরিতি দ্বাভ্যাম্। যস্য নভ-আদয়ো নাভ্যাদ্য-বয়বাঃ, স ভবান্ লোককল্পঃ পুরুষ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। নভো যস্য নাভিঃ, অগ্নির্মুখম্, অম্বু রেতঃ, দ্যৌঃ শীর্ষম্, আশা দিশঃ শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ম্, উর্ব্বী অঙ্ঘ্রিঃ, চন্দ্রো মনঃ, অর্কো দৃক্, অহং শিব আত্মা অহঙ্কারঃ, সমুদ্রো জঠরম্, ইন্দ্রো ভুজা বাহুঃ, ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ওষধয়ো রোমাণি, যচ্ছব্দাবৃত্তিঃ স্পষ্টতার্থা, অম্বুবাহাঃ কেশাঃ, বিরিঞ্চো ধিষণা বুদ্ধিঃ, প্রজাপতিঃ বিসর্গো মেঢ্রম্। ধর্ম্মো হৃদয়ম্, লোকৈঃ কল্প্যতেঽবকল্প্যত ইতি লোককল্পঃ ॥ ৩৬ ॥

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয় স্তুর্য্যঃ স্বদৃগ্‌ হেতুরহেতুরীশঃ।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং স্বমায়য়া সর্ব্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ ॥ ৩৮ ॥
যথৈব সূর্য্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়া ছায়াঞ্চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্ব-মাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন।॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—[হে ভগবন্‌।] ত্বং (আপনি) একঃ (এক অর্থাৎ সজাতীয়ভেদরহিত), অদ্বিতীয়ঃ (অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদরহিত), আদ্যঃ (জগতের আদিকারণ), স্বদৃক্‌ (স্বপ্রকাশ), হেতুঃ (বিশ্বের উৎপাদক), অহেতুঃ (স্বয়ং কারণরহিত), পুরুষঃ (অনেক পুরুষ স্বরূপ), তুর্য্যঃ (বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহস্বরূপ), ঈশঃ (ও সর্বেশ্বর)। [যদ্যপি ত্বং নিরাবরণঃ], অথাপি (সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থান্তরের অভাবহেতু যদিও আপনি আবরণ শূন্য, তথাপি) সর্ব্বগুণ প্রসিদ্ধ্যৈ (কৃপালুত্ব, স্বভক্তরক্ষকত্ব, সর্বার্থপ্রদত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ প্রখ্যাপন করিবার নিমিত্ত) স্বমায়য়া (নিজ কৃপায়) যথাবিকারং (মায়াকার্য অনুসারে) প্রতীয়সে (ভক্তগণের হৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকেন)।। ৩৮ ।।

ভূমন! (হে সর্বব্যাপিন!) সূর্য্যঃ যথা (সূর্য্য যেমন) স্বয়া ছায়য়া পিহিতঃ অপি। (মেঘরূপ স্বকৃত ছায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াও) ছায়াং চ রূপাণি চ (মেঘকে এবং মেঘান্তরিত ঘটাদি বস্তুকেও) সঞ্চকাস্তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন), এবম্‌ এব (সেইরূপই) আত্মপ্রদীপঃ ত্বং (সর্বপ্রকাশক পরমাত্মপ্রদীপ আপনি) গুণেন অপিহিতঃ [অপি] (জীবগণের অন্তঃকরণের দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও) গুণান (অন্তঃকরণসমূহ) গুণিনঃ চ (ও অন্তঃকরণবান্‌ জীবসমূহকে) [প্রকাশয়সি] (প্রকাশ করিতেছেন)।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্‌! আপনি এক অর্থাৎ সজাতীয়ভেদরহিত, অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদরহিত, জগতের আদিকারণ, স্বপ্রকাশ, বিশ্বের উৎপাদক, স্বয়ং কারণরহিত, অনেক পুরুষস্বরূপ, বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহস্বরূপ ও সর্ব্বেশ্বর। সজাতীয় ও বিজাতীয় পদার্থান্তর নাই বলিয়া যদিও আপনি আবরণশূন্য, তাহা হইলেও কৃপালুত্ব, স্বভক্তরক্ষকত্ব, সর্ব্বার্থপ্রদত্ব, প্রভৃতি গুণসমূহ প্রখ্যাপন করিবার নিমিত্ত নিজকৃপায় মায়াকার্য্য অনুসারে ভক্তগণের হৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকেন। এই জন্যই পরিচ্ছিন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগোচর হইয়াও আপনি ভক্তগণের নিকটে পালকাদিরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥ হে সর্ব্বব্যাপিন্‌! সূর্য্য যেমন মেঘসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াও মেঘসমূহকে এবং মেঘান্তরিত ঘটাদি বস্তুকেও প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকাশক পরমাত্মপ্রদীপ আপনি জীবগণের অন্তঃকরণের দ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও অন্তঃকরণসমূহকে এবং অন্তঃকরণবান্‌ জীবসমূহকে প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—নন্বু তত্ত্বতঃ প্রাদেশিক-শরীরস্য কথং নভোনাভিত্বাদীত্যত আহ—তবেতি। হে অকুণ্ঠধামন্‌। অপ্রচ্যুতস্বরূপ। ভবায় অভ্যুদয়ায় ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু অস্মদনুগ্রহার্থমপীত্যাহ—বয়ঞ্চেতি। সদৈ লোকপালাস্ত্বয়া পালিতাঃ সপ্তাপি ভুবনানি পালয়াম ইতি ।। ৩৭ ।। নন্বু যদি বিভাবয়িতারো যূয়ং বিভাব্যানি চ ভুবনানি সন্তি, তর্হি কথমুক্তং ত্বং হি ব্রহ্মেতি, ন হি ব্রহ্মত্বে মম সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদঃ সম্ভবতীত্যত আহ—ত্বমিতি। একঃ সজাতীয়ভেদরহিতঃ, কুতঃ? আদ্যঃ পুরুষঃ পুরুষাণামবস্থাত্রয়বতামাদ্যঃ প্রকৃতিভূতঃ পুরুষঃ, কুতঃ? তুরীয়ঃ শুদ্ধ ইত্যর্থঃ, তদপি কুতঃ? স্বদৃক্‌ স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপঃ, শুদ্ধাদেব হ্যুপাধি-যোগাজ্জীবা জায়ন্তে, "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব এব আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, অতঃ সজাতীয়রহিতঃ, কিঞ্চ অদ্বিতীয়ো বিজাতীয়রহিতোঽপি, কুতঃ? হেতুঃ সর্বস্য, তথা স্বয়ং হেতুরহিতশ্চেতি, কথং তর্হি প্রতিশরীরং জীবভেদঃ প্রতীয়তে অত আহ—প্রতীয়স ইতি। সর্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ সর্ব্ববিষয়প্রকাশনায় ।। ৩৮ ।।

যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে ॥ ৪০ ॥
দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥ ৪১ ॥
যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্।
বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—[হে ভগবন্!] যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (আপনার মায়ায় মোহিতচিত্ত) [জীবাঃ] (জীবগণ) পুত্রদারগৃহাদিষু প্রসক্তাঃ [সন্তঃ] (পুত্র, কলত্র ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া) বৃজিনার্ণবে (দুঃখসাগরে) উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি (উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতেছে) ॥ ৪০ ॥

যঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ (যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) দেবদত্তম্ ইমং নৃলোকং (আপনাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই মনুষ্যজন্ম) লব্ধ্বা [অপি] (প্রাপ্ত হইয়াও) ত্বৎপাদৌ ন আদ্রিয়েত (আপনার চরণযুগল সমাদরে সেবা করে না) আত্মবঞ্চকঃ সঃ (আত্মবঞ্চক বলিয়া সেই ব্যক্তি) শোচ্যঃ হি ("আহা! ইহার কি দুর্ভাগ্য' ইত্যাদিরূপে সকলেরই শোকের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে) ॥ ৪১ ॥

যঃ মর্ত্ত্যঃ (যে ব্যক্তি) আত্মানং প্রিয়ম্ ঈশ্বরং ত্বাং (আত্মা, প্রিয় ও ঈশ্বর আপনাকে) বিপর্য্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং (অনাত্মা, অপ্রিয় ও অনীশ্বর গৃহ কলত্রাদির নিমিত্ত) বিসৃজতে (পরিত্যাগ করে), [সঃ] (সেই ব্যক্তি) অমৃতং ত্যজন্ (মোক্ষরূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া) বিষম্ অত্তি (সংসাররূপ বিষ ভক্ষণ করে) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আপনার মায়ায় মোহিতচিত্ত জীবগণ পুত্র, কলত্র ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া দুঃখসাগরে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতেছে অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহরূপ দুঃখময় সংসারে উচ্চ নীচ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৪০ ॥ যে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আপনাকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও আপনার চরণযুগল সমাদরে সেবা না করে, আত্মবঞ্চক বলিয়া সেই ব্যক্তি সকলেরই শোকের পাত্র হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ হে ভগবন্! আপনি আত্মা, প্রিয় ও ঈশ্বর; গৃহ-পুত্র-কলত্রাদি অনাত্মা, অপ্রিয় ও অনীশ্বর; যে ব্যক্তি গৃহ-পুত্র-কলত্রাদির নিমিত্ত আপনাকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি মোক্ষরূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া সংসাররূপ বিষ ভক্ষণ করে ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর—তর্হি কিমহমেবং সংসারীত্যুচ্যতে? ন হি ন হীতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথৈবেতি। হে ভূমন্! স্বয়া ছায়য়া মেঘলক্ষণয়া পরদৃষ্ট্যা পিহিতশ্ছাদিতোঽপি সূর্য্যশ্ছায়াং মেঘঞ্চ রূপাণি চ মেঘান্তরিতান্ ঘটাদীনপি সঞ্চকান্তি প্রকাশয়তি, এবং গুণেনাহঙ্কারেণ স্বকার্য্যেণ জীবাবরকেণ তদ্দৃষ্ট্যা পিহিতোঽপি গুণান্ সত্ত্বাদীনুপাধীন্ গুণিনশ্চোপহিতান্ জীবানপি চকাস্সি, আত্মপ্রদীপঃ স্বপ্রকাশঃ অতঃ সর্বসাক্ষিণস্তব ন সংসার ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ।
সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্ ॥ ৪৪ ॥
অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্ত্তী ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব।
সম্পাদ্যতাং তদ্ভবতঃ প্রসাদো যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—অহং (আমি), ব্রহ্মা (ব্রহ্মা), অথ বিবুধাঃ (দেবগণ) অমলাশয়াঃ মুনয়ঃ চ (এবং নির্ম্মলচিত্ত মুনিগণ) সর্বাত্মনা (সর্বতোভাবে) আত্মানং প্রেষ্ঠম ঈশ্বরং ত্বাং (আত্মা, প্রিয় ও ঈশ্বর আপনার) প্রপন্নাঃ (শরণাগত আছি) ॥ ৪৩ ॥

[বয়ং] (আমরা) ভবাপবর্গায় (সংসারনিবৃত্তির নিমিত্ত) জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং (জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ), জগদাত্মকেতং (জগতের ও আত্মার আধার,), অনন্যম্ একম্ (সমানাধিক শূন্য), সুহৃদাত্মদৈবম্ (হিতকারী, আশ্রয় ও ঈশ্বর), সমং প্রশান্তং (বৈষম্যরহিত, প্রশান্ত) তং দেবং ত্বা (তাদৃশ আরাধ্যদেব আপনাকে) ভজাম (ভজন করি) ॥ ৪৪ ॥

দেব ! (হে দেব !) অয়ং (এই বাণ) মম (আমার) ইষ্টঃ দয়িতঃ অনুবর্ত্তী [চ] (মনোমত, প্রিয় ও অনুবর্ত্তী), ময়া অমুষ্য অভয়ং দত্তম্ (আমি ইহাকে অভয় প্রদান করিয়াছি), তৎ সম্পাদ্যতাম্ (আপনি মৎপ্রদত্ত সেই অভয় সফল করুন)। হি (এই বাণ অনিরুদ্ধের শ্বশুর, সুতরাং) দৈত্যপতৌ যথা (ইহার প্রপিতামহ প্রহ্লাদের প্রতি যেমন) তে প্রসাদঃ [কৃতঃ] (আপনি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন), [তথা] (সেইরূপ) [বাণে] (এই বাণের প্রতি) ভবতঃ প্রসাদঃ [ভবতু] (আপনার অনুগ্রহ হউক) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—আমি, ব্রহ্মা, দেবগণ ও নির্ম্মলচিত্ত মুনিগণ সর্ব্বতোভাবে আত্মা, প্রিয় ও ঈশ্বর আপনার শরণাগত আছি ॥ ৪৩ ॥ আমরা সংসার নিবৃত্তির নিমিত্ত জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংসের কারণ, জগতের ও আত্মার আধার, সমান ও অধিকশূন্য, হিতকারী, আশ্রয়, বৈষম্যরহিত ও প্রশান্ত, আরাধ্যদেব আপনাকে ভজনা করি ॥ ৪৪ ॥ হে দেব ! এই বাণ আমার অনুগত প্রিয় ও অনুবর্ত্তী; আমি ইহাকে অভয় প্রদান করিয়াছি, আপনি মৎপ্রদত্ত সেই অভয় সফল করুন। এই বাণ অনিরুদ্ধের শ্বশুর হইল; সুতরাং আপনি যেমন এই বাণের প্রপিতামহ প্রহ্লাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই বাণের প্রতি ও অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ মায়াশ্রয়ত্বাত্তান্ মোহয়ত্তবৈব কৃতঃ সংসৃতিরিত্যাশয়েনাহ যন্মায়েতি। পুত্রাদিষু প্রসক্তাঃ বৃজিনার্ণবে দুঃখসাগরে উন্মজ্জন্তি দেবাদিযোনিষু নিমজ্জন্তি স্থাবরাদিষু। তদুক্তং বায়বীয়ে—"বিপর্য্যয়শ্চ ভবতি ব্রহ্মত্বস্থাবরত্বয়ো" রিতি ॥ ৪০ ॥ এবং জীবেশ্বরব্যবস্থাং নিরূপ্য ইদানীমভজন্তং নিন্দতি দ্বাভ্যাম্ দেবেতি। দেবেন ত্বয়া কর্ণাধ্যক্ষেণ দত্তং নৃদেহমিমং লব্ধ্বাপীতি ॥ ৪১ ॥ শোচ্যত্বে হেতুঃ—যস্ত্বামিতি বিপরীতা অনাত্মাপ্রিয়ানীশ্বরা যে ইন্দ্রিয়ার্থাঃ পুত্রাদয়স্তদর্থম্ ॥ ৪২ ॥ অহমন্যে চ তদ্ভজনসম্বন্ধেব প্রাপ্তা ইত্যাহ—অহমিতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যদাত্থ ভগবংস্ত্বং নঃ করবাম প্রিয়ং তব।
ভবতা যদ্ব্যবসিতং তন্মে সাধ্বনুমোদিতম্ ॥ ৪৬ ॥
অবধ্যোঽয়ং মমাপ্যেষ বৈরোচনিসুতোঽসুরঃ।
প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
দর্পোপশমনায়াস্য প্রবৃক্‌ণা বাহবো ময়া।
সূদিতঞ্চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভুবঃ ॥ ৪৮ ॥
চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ।
পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) ভগবন্! (হে ভগবন্ মহাদেব!) ত্বং (আপনি) নঃ (আমার প্রতি) যৎ আত্থ (যাহা বলিলেন), [বয়ং] (আমি) তব প্রিয়ং [তৎ] (আপনার সেই প্রিয় কার্য্য) করবাম (সম্পাদন করিব)। ভবতা (আপনা-কর্ত্তৃক) যৎ ব্যবসিতম্ (যাহা নিশ্চিত হইয়াছে), তৎ (এই বাণের অভয়বিধানরূপ সেই কার্য্য) মে সাধু অনুমোদিতম্ (আমা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অনুমোদিত) ॥ ৪৬ ॥

অয়ং (এই বাণ) অসুরঃ অপি (অসুর হইলেও) মম অবধ্যঃ (আমার অবধ্য), [যতঃ] (কারণ) এষঃ বৈরোচনিসুতঃ (এই বাণ বিরোচননন্দন বলির পুত্র); "তব অন্বয়ঃ (তোমার বংশ) মে ন বধ্যঃ (আমার বধ্য নহে)" [ইতি] বরঃ (এইরূপ বর) [ময়া] প্রহ্লাদায় দত্তঃ (আমি বিরোচন-পিতা প্রহ্লাদকে প্রদান করিয়াছিলাম) ॥ ৪৭ ॥

অস্য দর্পোপশমনায় (ইহার দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত) ময়া (আমি) [অস্য] বাহবঃ (ইহার বাহু সকল) প্রবৃক্‌ণাঃ (ছেদন করিয়াছি), যৎ চ (আর যে সমস্ত সৈন্য) ভুবঃ ভারায়িতম্ (পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়াছিল), [তৎ] ভূরি বলং চ (সেই সমস্ত সৈন্যকেও) সূদিতঃ (বিনাশ করিয়াছি) ॥ ৪৮ ॥

অস্য (ইহার) চত্বারঃ ভুজাঃ (চারিটি বাহু) শিষ্টাঃ (অবশিষ্ট রহিল), [অয়ম্] অসুরঃ (এই অসুর) অজরামরঃ ভবতঃ পার্ষদমুখ্যঃ (অজর, অমর, আপনার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ) ন কুতশ্চিদ্ভয়ঃ [চ] ভবিষ্যতি (এবং সর্ব্বপ্রকারে ভয়-রহিত হইবে) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ভগবন্ মহাদেব! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, আমি আপনার সেই প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব। আপনি যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, এই বাণের অভয়-বিধানরূপ সেই কার্য্য আমিও সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥ এই বাণ অসুর হইলেও আমার অবধ্য; কারণ এই বাণ বিরোচননন্দন বলির পুত্র। "তোমার বংশধর কেহই আমার বধ্য হইবে না" এইরূপ বর আমি বিরোচনপিতা প্রহ্লাদকে প্রদান করিয়াছিলাম ॥ ৪৭ ॥ ইহার দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমি ইহার বাহুসকল ছেদন করিয়াছি; আর যে সমস্ত সৈন্য পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়াছিল, সেই সমস্ত সৈন্যকেও বিনাশ করিয়াছি ॥ ৪৮ ॥ ইহার চারিটি বাহু অবশিষ্ট রহিল; এই বাণাসুর অজর, অমর ও আপনার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ হইবে এবং কোন ব্যক্তি হইতেই ইহার ভয় থাকিবে না ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধর—ভগবতো ভজনীয়ত্বে হেতুং বদন্ তদ্ভক্তিং প্রার্থয়তে—ত্বং হেতি। সমত্বে হেতুঃ—প্রশান্তমিতি। সুসেব্যত্বমাহ—সুহৃদাত্মৈবং সুহৃৎ বুদ্ধিপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, আত্মা চ সর্বাত্মকত্বাৎ এবম্ভূতং দৈবমীশ্বরং ত্বাম্। ন চান্যো ভজনীয়োঽস্তীত্যাহ—অনন্যমেকং সমানাসমানজাতীয়রহিতম্, তৎ কুতঃ? জগতামাত্মনাঞ্চ কেতমধিষ্ঠানম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি লব্ধ্বাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ।
প্রাদ্যুম্নিং রথমারোপ্য স বধ্বা সমুপানয়ৎ ॥ ৫০ ॥
অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং সুবাসসমলঙ্কৃতম্।
সপত্নীকং পুরস্কৃত্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ ॥ ৫১ ॥
স্বরাজধানীং সমলঙ্কৃতাং ধ্বজৈঃ সতোরণৈরুক্ষিতমার্গচত্বরাম্।
বিবেশ শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈরভ্যুদ্গতঃ পৌরসুহৃদ্দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] সঃ অসুরঃ (সেই অসুর বাণ) ইতি অভয়ং লব্ধ্বা (এইরূপে অভয় প্রাপ্ত হইয়া) শিরসা কৃষ্ণং প্রণম্য (অবনত মস্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া) [পুরীমধ্যে গমন করতঃ) বধ্বা [সহ] প্রাদ্যুম্নিং (উষার সহিত প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধকে) রথম্ আরোপ্য (রথে আরোহণ করাইয়া) সমুপানয়ৎ (শ্রীকৃষ্ণসমীপে লইয়া আসিলেন) ॥ ৫০ ॥

[অথ] (অনন্তর) [কৃষ্ণঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) রুদ্রানুমোদিতঃ [সন্] (রুদ্রদেবকর্তৃক অনুমোদিত হইয়া) অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং (এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত) সুবাসসম্ অলঙ্কৃতম্ (উত্তম বসন ও ভূষণে বিভূষিত) সপত্নীকম্ [অনিরুদ্ধং] (সপত্নীক অনিরুদ্ধকে) পুরস্কৃত্য (অগ্রে লইয়া) যযৌ (দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন) ॥ ৫১ ॥

[ততঃ সঃ] (তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈঃ (শঙ্খ, আনক ও দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে) পৌরসুহৃদ্দ্বিজাতিভিঃ (পুরবাসিগণ, সুহৃদ্গণ ও ব্রাহ্মণগণকর্তৃক) অভ্যুদ্গতঃ (প্রত্যুদ্গমনাদির দ্বারা সংকৃত হইয়া) সতোরণৈঃ ধ্বজৈঃ সমলঙ্কৃতাম্ (তোরণ ও ধ্বজসমূহের দ্বারা সমলঙ্কৃতা) উক্ষিতমার্গচত্বরাং (এবং সিক্ত পথ ও সিক্ত চত্বরবিশিষ্টা) স্বরাজধানীং (নিজরাজধানী দ্বারকায়) বিবেশ (প্রবেশ করিলেন) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই অসুর বাণ এইরূপে অভয় প্রাপ্ত হইয়া অবনতমস্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং পুরীমধ্যে গমন করিয়া নববধূ উষার সহিত প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে লইয়া আসিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রদেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত এবং উত্তম বসন ও ভূষণে বিভূষিত সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রে লইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তাঁহাদের আগমন-সংবাদে তোরণসমূহ ও ধ্বজসমূহের দ্বারা দ্বারকাপুরী অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল এবং দ্বারকাপুরীর পথ ও চত্বরসমূহ অভিষিক্ত করা হইয়াছিল; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, আনক ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে পুরবাসিগণ সুহৃদ্গণ ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রত্যুদ্গমনাদির দ্বারা সংকৃত হইয়া তাদৃশী নিজ রাজধানী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীধর—স্বয়ং ভক্তিমাশাস্য স্বভক্তস্যাভীষ্টমাশাস্তে—অয়মিতি। দৈত্যপতৌ প্রহ্লাদে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ বৈরোচনির্বলির্মদ্ভক্তস্তৎসুতত্বাদবধ্যস্তাবৎ। কিঞ্চ প্রহ্লাদায়েতি। অন্বয়ো বংশঃ ॥ ৪৭ ॥ তর্হি কিমিত্যেবং কৃতং তত্রাহ—দর্পোপশমনায়েতি ॥ ৪৮ ॥ অনুগৃহ্নাতি চত্বার ইতি ॥ ৪৯ ॥ সহ বধ্বা উষয়া ॥ ৫০ ॥ রুদ্রানুমোদিত ইতি। তদভিপ্রেতস্যৈব বাণভুজচ্ছেদস্য কৃতত্বাৎ ॥ ৫১ ॥

য এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্।
সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বাণাসুরসংগ্রামে
শ্রীকৃষ্ণবিজয়ো নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] যঃ (যে ব্যক্তি) প্রাতঃ উত্থায় (প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া) এবং [কৃষ্ণস্য] শঙ্করেণ সংযুগং (পূর্বোক্তরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের, শঙ্করের সহিত যুদ্ধ) কৃষ্ণবিজয়ং চ (ও শ্রীকৃষ্ণের বিজয়বৃত্তান্ত সংস্মরেৎ (স্মরণ করিবেন), তস্য পরাজয়ঃ ন স্যাৎ (তাঁহার কখনও পরাজয় হইবে না)॥ ৫৩॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্বোক্তরূপ শঙ্করের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের বিজয় বৃত্তান্ত স্মরণ করিবেন, তাঁহার কখনও পরাজয় হইবে না॥ ৫৩॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

শ্রীধর—পৌরাদিভিরভ্যুদ্গতঃ অভিমুখমাগত্য সংকৃতঃ॥ ৫২—৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩॥

ক্রোড়পত্র

জিতাভ্যাং জ্বররুদ্রাভ্যাং সংস্তুতো বাণবাহুভিৎ।
সনপ্তৃকঃ পুরীং প্রাগাৎ ত্রিযুক্-ষষ্টিতমে হরিঃ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—পূর্বধারায় কথিত অনিরুদ্ধের বন্দী হওয়ার ব্যাপার গড়াইয়া হরিহরের যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধে হর-প্রেরিত রুদ্রজ্বর পরাজিত হইয়া শ্রীহরিকে স্তব করেন। শ্রীহরি বাণাসুরের বাহুচ্ছেদন করেন এবং উষার সহিত অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকাপুরী চলিয়া আসেন।

বিবরণী

বাণাসুরতনয়া উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ ব্যাপার লইয়া হরিহরের মধ্যে মহান্ যুদ্ধ হইয়াছিল (যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরিহরয়োঃ)। পরীক্ষিৎ মহারাজ এই কাহিনী জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীশুক মুনি বর্ণনা করেন এই কাহিনী দুইটি অধ্যায় ধরিয়া।

বাণাসুর বলিরাজার পুত্র। শিবভক্ত। মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি নিজপুরীর পালকরূপে তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। শিববরে তাঁহার সহস্রবাহু ছিল। এইজন্য তাঁহার খুব গর্ব্ব হওয়ায় শিব বলিয়াছিলেন, তত্তুল্য কোন পুরুষের হাতে তাঁহার দর্পচূর্ণ হইবে।

বাণাসুরের কন্যা উষা। স্বপ্নে অনিরুদ্ধের দর্শন পাইয়া উষা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করে। বাণাসুরের মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা উষার সখী, যোগবলসম্পন্না ছিল। সে যোগবলে আকাশপথে অনিরুদ্ধকে দ্বারকা হইতে শোণিতপুরে আনে ও উষার সহিত মিলন ঘটাইয়া দেয়। অন্তঃপুর-রক্ষকদের নিকট গোপনসংবাদ জানিয়া বাণাসুর অতর্কিতে কন্যার গৃহে আসিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করে।

উষা শোকাকুলা হন। দ্বারকায় অনিরুদ্ধের সংবাদ না পাইয়া আত্মীয়স্বজনেরাও শোকাচ্ছন্ন হন। পরে নারদের মুখে বার্ত্তা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুর আক্রমণ করেন। পুরীরক্ষায় প্রতিশ্রুত আছেন বলিয়া শঙ্কর বাধ্য হন কৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিতে। দেবগণও বিমানপথে ঐ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভণাস্ত্রে শঙ্করকে জৃম্ভিত ও মোহিত করিয়া (মোহয়িত্বা তু গিরিশং) বাণাসুরের সৈন্য বিনাশ করিলেন। বাণাসুরের সারথি রথ ধনু সব শেষ করিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইলেন্। তখন অসুরের মাতা কোটরা পুত্ররক্ষার্থ নগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ মুখ ফিরাইলেন। এই অবসরে বাণাসুর পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তখন ত্রিমস্তক ও ত্রিপাদযুক্ত রৌদ্রজ্বর দশদিক্ দগ্ধ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবজ্বর সৃষ্টি করিলে উভয় জ্বরের সংগ্রাম চলিল। অবশেষে শরণাগত হইয়া রৌদ্রজ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিল। তখন আবার বাণাসুর আসিলে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন দ্বারা তাঁহার বাহুগুলি ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিলেন—হে দেব! বাণাসুর আমার সেবক। প্রহ্লাদের প্রতি আপনার যাদৃশ অনুগ্রহ, তাদৃশ অনুগ্রহ ইহার প্রতিও করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "প্রহ্লাদের বংশজাত বাণাসুর আমারও অবধ্য। শুধু দর্পনাশের জন্যই ইহার বাহু ছেদন করিলাম। এখন ভুজ-চতুষ্টয় আছে। বাণ জরামরণরহিত হইয়া আপনার (শিবের) পার্ষদগণ মধ্যে গণিত হউক।"

অভয় লাভ করিয়া বাণাসুর উষার সহিত অনিরুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আনিয়া দিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে লইয়া পরমানন্দে দ্বারকায় গমন করিলেন। এই লীলা বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব ফলশ্রুতি বলিলেন—এই হরিহর যুদ্ধ স্মরণ করিলে কোথাও তাঁহার পরাজয় নাই (ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ)।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। শিববরে বলীয়ান্ বাণাসুর অহংকারে প্রকারান্তরে শিবকেই যুদ্ধে আহ্বান করিলেন—বলিলেন আপনার তুল্য আমার প্রতিপক্ষ আর দেখিতেছি না। শিব ভাবিলেন, স্বহস্তেনৈব স্বসেবকবধোঽনুচিতঃ—

নিজহাতে নিজসেবককে বধ করা উচিত হয় না। এইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "ত্বদ্দর্পঘ্নং ভবেন্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে"-মৎসম কোন পুরুষের সহিত যুদ্ধে তোমার দর্পনাশ হইবে। মহাদেবের অন্তরের ভাব এই যে—"ভারাবতারণকর্ত্তা মৎপ্রভুরেব ত্বমিমমপি ভারমপনেষ্যতীতি"।

২। চিত্রলেখা কি করিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন এ সম্বন্ধে হরিবংশ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীনারদ চিত্রলেখাকে যোগবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে চিত্রলেখা নিজেই যোগমায়ার অংশভূতা ছিলেন। "চিত্রলেখাপি যোগমায়াংশভূতেতি কেচিদাহুঃ।"

৩। অনিরুদ্ধকে বাণাসুর বন্দী করিলেন ইহা এক আশ্চর্য্য কথা। অনিরুদ্ধ ব্যষ্টি-জীবান্তর্য্যামী। তিনি শ্বেতদ্বীপাধিপতির অংশ। তাঁহাকে কে বাঁধিতে পারে? তবু যে এরূপ ঘটিল—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তির ইচ্ছা ছাড়া আর কোন কারণ নাই।

ব্যষ্টীনামন্তরাত্মানং শ্বেতদ্বীপেশমংশতঃ।
বাণোঽবধ্নাৎ প্রভো র্লীলাশক্তিরেবাত্র কারণম্॥

অনিরুদ্ধবন্ধন-নামক বাষট্টি অধ্যায়ের ও শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়-নামক
তেষট্টি অধ্যায়ের ফেলালব সমাপ্ত

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

একদোপবনং রাজন্! জগ্মুর্যদুকুমারকাঃ।
বিহর্ত্তুং সাম্বপ্রদ্যুম্নচারু-ভানুগদাদয়ঃ ॥ ১ ॥
ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিন্বন্তঃ পিপাসিতাঃ।
জলং নিরুদকে কূপে দদৃশুঃ সত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥
কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ।
তস্য চোদ্ধরণে যত্নং চক্রুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে নৃগ নামক রাজার উপাখ্যান ও স্বজনগণের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) একদা (একদিন) সাম্ব-প্রদ্যুম্নচারু-ভানুগদাদয়ঃ যদুকুমারকাঃ (সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু ও গদ প্রভৃতি যদুবালকগণ) বিহর্ত্তুম্ (ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত) উপবনং জগ্মুঃ (উপবনে গমন করিলেন) ॥ ১ ॥

তত্র (তথায়) [তে] (তাঁহারা) সুচিরং ক্রীড়িত্বা (বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া) পিপাসিতাঃ [সন্তঃ] (পিপাসিত হইয়া) জলং বিচিন্বন্তঃ (জল অন্বেষণ করিতে করিতে) নিরুদকে কূপে (একটি জলশূন্য কূপে) অদ্ভুতং সত্ত্বং দদৃশুঃ (এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন) ॥ ২ ॥

(ঐ প্রাণী একটি কৃকলাস]; তে (যদুকুমারগণ) গিরিনিভং [তং] কৃকলাসং (পর্ব্বততুল্য সেই কৃকলাসকে) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) বিস্মিতমানসাঃ [বভূবুঃ] (বিস্মিতচিত্ত হইলেন)। [অথ তে] (অনন্তর তাঁহারা) কৃপয়া অন্বিতাঃ [সন্তঃ] (কৃপান্বিত হইয়া) তস্য উদ্ধরণে চ (উহার উদ্ধারের নিমিত্ত) যত্নং চক্রুঃ (চেষ্টা করিতে লাগিলেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু ও গদ প্রভৃতি যদুকুমারগণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত উপবনে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় তাঁহারা বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া পিপাসিত হইলেন এবং জলে অন্বেষণ করিতে করিতে একটি জলশূন্য কূপে এক অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ ঐ প্রাণী একটি কৃকলাস; যদুকুমারগণ পর্ব্বততুল্য সেই কৃকলাসটিকে দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা কৃপান্বিত হইয়া উহার উদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—চতুঃষষ্টিতমে কৃষ্ণো নৃগং পাপাদমোচয়ৎ। ব্রহ্মস্বহারিদোষোক্ত্যা রাজ্ঞো দৃপ্তানশিক্ষয়ৎ ॥ বিভূতি-ভাগ্যভোগাদি-মদোন্নদ্ধমনোরথান্। অবশাসদ্ যদূন্ কৃষ্ণো নৃগোদ্ধারপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১ ॥ পিপাসিতাস্তৃষিতাঃ জলং বিচিন্বন্তঃ সত্ত্বং জীবম্ ॥ ২ ॥

চর্ম্মভিস্তান্তবৈঃ পাশৈর্বদ্ধ্বা পতিতমর্ভকাঃ।
নাশক্নুবন্ সমুদ্ধর্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুৎসুকাঃ ॥ ৪ ॥
তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া ॥ ৫ ॥
স উত্তমশ্লোককরাভিমৃষ্টো বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্।
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ স্বর্গ্যদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ ॥ ৬ ॥
পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তন্নিদানং জনেষু বিখ্যাপয়িতুং মুকুন্দঃ।
কস্ত্বং মহাভাগ! বরেণ্যরূপো দেবোত্তমং ত্বাং গণয়ামি নূনম্ ॥ ৭ ॥
দশামিমাং বা কতমেন কর্ম্মণা সম্প্রাপিতোঽস্যতদর্হঃ সুভদ্র!।
আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো যন্মন্যসে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—অর্ভকাঃ (যদুকুমারগণ) পতিতং [তং] কূপপতিত সেই কৃকলাসকে) চর্ম্মভিঃ তান্তবৈঃ পাশৈঃ (চর্ম্মময় ও তন্তুময় পাশের দ্বারা) বদ্ধ্বা (বন্ধন করতঃ) [যত্নং কৃতবন্তঃ অপি] (চেষ্টা করিয়াও) [তং] সমুদ্ধর্তুং ন অশক্নুবন্ (উহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না)। [ততঃ তে] (তৎপরে তাঁহারা) উৎসুকাঃ [সন্তঃ] (উৎসুক হইয়া) [পুরীতে গিয়া] কৃষ্ণায় [তৎ] আচখ্যুঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তাহা বলিলেন) ॥ ৪ ॥

[অথ] (অনন্তর) বিশ্বভাবনঃ (বিশ্বপালক) অরবিন্দাক্ষঃ (কমললোচন) সঃ ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তত্র আগত্য (সেই কূপসমীপে আগমন করতঃ) তং বীক্ষ্য (কৃকলাসকে দর্শন করিয়া) বামেন করেণ (বাম হস্তের দ্বারা) লীলয়া (অনায়াসে) [তং কূপাৎ] (উহাকে কূপ হইতে) উজ্জহার (উত্তোলন করিলেন) ॥ ৫ ॥

সঃ (ঐ কৃকলাস) উত্তমশ্লোককরাভিমৃষ্টঃ [সন্] (পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-পৃষ্ট হইয়া) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) কৃকলাসরূপং বিহায় (কৃকলাসরূপ পরিত্যাগ করিয়া) সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ (তপ্ত কাঞ্চনসদৃশ মনোহর বর্ণবিশিষ্ট) অদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্ (অদ্ভুত অলঙ্কার, বস্ত্র ও মাল্যধারী) স্বর্গী [বভূব] (এক দেবমূর্ত্তি হইল) ॥ ৬ ॥

মুকুন্দঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তন্নিদানং (ঐ দেবমূর্ত্তির কৃকলাস জন্মের কারণ) বিদ্বান্ অপি (জানিয়াও) জনেষু বিখ্যাপয়িতুং (লোকসমূহের মধ্যে প্রচার করিবার নিমিত্ত) [তং] পপ্রচ্ছ (তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন)—মহাভাগ! (হে মহাভাগ!) বরেণ্যরূপঃ ত্বং (পরম সুন্দর আপনি) কঃ? (কে?) [অহং] (আমি) ত্বাং (আপনাকে) নূনং দেবোত্তমং গণয়ামি (দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছি)। সুভদ্র! (হে পরম মঙ্গল) অতদর্হঃ [ত্বং] (কৃকলাসযোনি প্রাপ্তির অযোগ্য আপনি) কতমেন কর্ম্মণা বা (কোন্ কর্ম্মের ফলেই বা) ইমাং দশাং (এইরূপ অবস্থায়) সংপ্রাপিতঃ অসি (উপনীত হইয়াছিলেন?) যৎ (যদি) অত্র (এই স্থানে) নঃ (আমাদিগের নিকটে) বক্তুং (বলিবার) ক্ষমং মন্যসে (যোগ্য মনে করেন), [তর্হি] (তাহা হইলে) বিবিৎসতাং নঃ (জানিতে ইচ্ছুক আমাদিগের নিকটে) আত্মানম্ আখ্যাহি (আত্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—যদুকুমারগণ কূপ-পতিত সেই কৃকলাসকে চর্ম্মময় ও তন্তুময় পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়া উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইলেন না। তৎপরে তাঁহারা পুরীতে ফিরিয়া গিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা বলিলেন ॥ ৪ ॥ অনন্তর বিশ্বপালক কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কূপসমীপে আগমন করিয়া সেই কৃকলাসকে দেখিতে পাইলেন এবং বামহস্তের দ্বারা অনায়াসে উহাকে কূপ

শ্রীধর—তক কৃকলাসং বীক্ষ্য ॥ ৩ ॥ চর্ম্মজৈশ্চর্ম্মময়ৈঃ পাশৈঃ তান্তবৈস্তন্তুময়ৈঃ সূত্রময়ৈশ্চ ॥ ৪—৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনানন্তমূর্ত্তিনা।
মাধবং প্রণিপত্যাহ কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥ ৯ ॥

নৃগ উবাচ

নৃগো নাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষ্বাকুতনয়ঃ প্রভো!।
দাতৃষ্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন), রাজা স্ম (ঐ দেবমূর্ত্তি নৃগনামক বিখ্যাত রাজা, তিনি) অনন্তমূর্ত্তিনা কৃষ্ণেন (অনন্তমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক) ইতি সংপৃষ্টঃ [সন্] (এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া) অর্কবর্চ্চসা কিরীটেন (সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী কিরীটের দ্বারা) মাধবং প্রণিপত্য (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ) আহ (বলিতে লাগিলেন)।

নৃগঃ উবাচ (নৃগ বলিলেন) প্রভো! (হে প্রভো!) অহম্ (আমি ইক্ষ্বাকুতনয়ঃ (ইক্ষাকুবংশীয়) নৃগঃ নাম নরেন্দ্রঃ (নৃগ নামক রাজা), দাতৃষু আখ্যায়মানেষু (দাতৃগণের নাম কীর্ত্তনের সময়ে) [অহং] যদি তে (আমি বোধ হয় আপনার) কর্ণম্ অস্পৃশম (কর্ণগোচর হইয়াছি অর্থাৎ আমার নাম হয়ত আপনি শুনিয়া থাকিবেন) ॥ ১০ ॥

হইতে উত্তোলন করিলেন ॥ ২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ঐ কৃকলাস পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃকলাসরূপ পরিত্যাগ করতঃ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ মনোহর বর্ণবিশিষ্ট এবং অদ্ভুত অলঙ্কার, বস্ত্র ও মাল্যধারী এক দেবমূর্ত্তি হইল ॥ ৫ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ দেবমূর্ত্তির কৃকলাস জন্মের কারণ অবগত ছিলেন; তথাপি তিনি লোকসমূহে উহা প্রচার করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাভাগ! পরমসুন্দর আপনি কে? আমি আপনাকে দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছি। হে পরমমঙ্গল! কৃকলাসযোনিতে জন্মগ্রহণ করা আপনার যোগ্য নহে; আপনি কোন্ কর্ম্মের ফলে এইরূপ দশায় উপনীত হইয়াছিলেন? আমরা ঐ বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছুক। যদি এই স্থানে আমাদিগের নিকট বলিবার যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে আমাদিগের নিকটে আত্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ঐ দেবমূর্ত্তি নৃগ নামক বিখ্যাত রাজা; তিনি অনন্তমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী মুকুটের দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ নৃগ বলিলেন—হে প্রভো! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃগ নামক রাজা। দাতৃগণের নামকীর্ত্তনের সময়ে আমার নাম বোধ হয় আপনার কর্ণগোচর হইয়াছে ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—সম্বপ্তং চামীকরং সুবর্ণং তদ্বদ্বর্ণো যস্য সঃ, অদ্ভুতালঙ্কারাম্বরস্রজো যস্য সঃ স্বর্গী দেবো বভূবেতি ॥ ৬-৭ ॥ যদ্যদি ক্ষমং যোগ্যম্ ॥ ৮-৯ ॥ যদি তে কর্ণমস্পৃশমিত্যসন্দেহে সন্দেহবচনং যদি বেদাঃ প্রমাণং স্যুরিতিবৎ। কর্ণপথং নূনং প্রাপ্তঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কিং নু তেঽবিদিতং নাথ। সর্ব্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ।
কালেনাব্যাহতদৃশো বক্ষ্যেঽথাপি তবাজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥
যাবত্যঃ সিকতা ভূমের্যাবত্যো দিবি তারকাঃ।
যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদং স্ম গাঃ॥ ১২ ॥
পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপ-গুণোপপন্নাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ।
ন্যায়ার্জ্জিতা রূপ্যখুরাঃ সবৎসা দুকূলমালাভরণা দদাবহম্ ॥ ১৩ ॥
স্বলঙ্কৃতেভ্যো গুণশীলবদ্ভ্যঃ সীদৎকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ।
তপঃশ্রুত-ব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ প্রাদাং যুবভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥
গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ কন্যাঃ সদাসীস্তিলরূপ্যশয্যাঃ।
বাসাংসি রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথানিষ্টঞ্চ যজ্ঞৈশ্চরিতঞ্চ পূর্ত্তম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—নাথ! (হে প্রভো।) সর্ব্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ (আপনি সর্বভূতের বুদ্ধির সাক্ষী), কালেন অব্যাহতদৃশঃ তে (কাল আপনার দৃষ্টি নাশ করিতে পারে না, এতাদৃশ আপনার) কিং নু অবিদিতম (কি অবিদিত আছে?) তথাপি (তাহা হইলেও) তব আজ্ঞয়া (আপনার আজ্ঞায়) [আমার কৃকলাস দেহ প্রাপ্তির কারণ] বক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১ ॥

ভূমেঃ যাবত্যঃ সিকতাঃ (পৃথিবীর যত ধূলিকণা), দিবি যাবত্যঃ তারকাঃ (আকাশে যত নক্ষত্র) যাবত্যঃ বর্ষধারাঃ চ (এবং বর্ষার যত ধারা) [অহং] (আমি) তাবতীঃ গাঃ (তত সংখ্যক গাভী) অদদং স্ম (দান করিয়াছিলাম)। ১২ ॥

ন্যায়ার্জ্জিতাঃ (ন্যায় পথে উপার্জ্জিতা), শীলরূপগুণোপপন্নাঃ (সুস্বভাব, রূপ ও গুণযুক্তা), হেমশৃঙ্গীঃ রূপ্যখুরাঃ (সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরবিশিষ্টা), দুকূলমালাভরণাঃ (বস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিত), তরুণীঃ (যুবতি), পয়স্বিনীঃ (দুগ্ধবতী), সবৎসাঃ কপিলাঃ (ও বৎসযুক্তা কপিলা ধেনু সকল) অহং দদৌ (আমি দান করিয়াছিলাম) ॥ ১৩ ॥

তপঃশ্রুতব্রহ্ম-বদান্যসদ্ভ্যঃ (যাঁহারা তপস্যায় বিখ্যাত, বেদ অধ্যাপনায় নিরত ও সাধু), সীদৎকুটুম্বেভ্যঃ (যাঁহাদের পরিজনগণ ক্লেশ পাইতেছিল), গুণশীলবদ্ভ্যঃ (যাঁহারা গুণবান্, চরিত্রবান্) ঋতব্রতেভ্যঃ (ও সদাচারসম্পন্ন, তাদৃশ) স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ (মৎপ্রদত্ত অলঙ্কারে বিভূষিত) যুবভ্যঃ দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ (যুবা দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে) [অহং] (আমি) গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ (গো, ভূমি, সুবর্ণ, বাসগৃহ, অশ্ব, হস্তী), সদাসীঃ কন্যাঃ (দাসীসহ কন্যাঃ), তিলরূপ্যশয্যাঃ (তিল, রৌপ্য, শয্যা), বাসাংসি (বস্ত্র), রত্নানি (রত্ন), পরিচ্ছদান্ (পরিচ্ছদ], রথান্ চ (ও রথসমূহ) প্রাদাম্ (প্রদান করিয়াছিলাম)। [ময়া] (আমি) যজ্ঞৈঃ ইষ্টং (যজ্ঞসমূহের সহিত অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট কর্ম্ম) পূর্ত্তং চ চরিতম্ (ও কূপখননাদি পূর্ত্ত কর্ম্ম করিয়াছিলাম) ॥ ১৪—১৫ ॥

অনুবাদ—হে নাথ! আপনি সর্ব্বভূতের বুদ্ধির সাক্ষী, কাল আপনার দৃষ্টি নাশ করিতে সমর্থ হয় না; এতাদৃশ আপনার অবিদিত কি আছে? তথাপি আপনার আজ্ঞায় (আমার কৃকলাসদেহ প্রাপ্তির কারণ) বলিতেছি ॥ ১১ ॥ (আমার রাজত্বকালে) পৃথিবীর যত ধূলিকণা, আকাশে যত নক্ষত্র এবং বর্ষার যত ধারা, আমি তত সংখ্যক গাভী দান করিয়াছিলাম ॥ ১২ ॥ ন্যায়পথে উপার্জ্জিতা, সুস্বভাবা, রূপ

শ্রীধর—কিঞ্চ কিং ন্বিতি। সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মনো বুদ্ধেঃ সাক্ষিণস্তে অবিদিতং কিং নু ন কিঞ্চিৎ ॥ ১১—১৩ ॥

কস্যচিদ্দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে।
সংপৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে॥ ১৬ ॥
তাং নীয়মানাং তৎস্বামী দৃষ্ট্বোবাচ মমেতি তম্।
মমেতি প্রতিগ্রাহ্যাহ নৃগো মে দত্তবানিতি॥ ১৭ ॥

অন্বয় [হে প্রভো। এইরূপ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমি কাল অতিবাহিত করিতেছিলাম, এই অবস্থায় আমার যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। একদিন] কস্যচিৎ দ্বিজমুখ্যস্য (কোনও এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের) ভ্রষ্টা গৌঃ (দলভ্রষ্টা একটি গাভী) মম গোধনে (আমার গাভীসমূহের মধ্যে) সংপৃক্তা (মিলিত হইয়াছিল)। [ততঃ] ময়া অবিদুষা (তৎপরে আমি না জানিয়া) সা চ (ঐ গাভী) দ্বিজাতয়ে দত্তা (অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করি) ॥ ১৪ ॥

[ততঃ] তৎস্বামী (তৎপরে গাভীটির স্বামী) তাং নীয়মানাং দৃষ্ট্বা (অন্য ব্রাহ্মণ গাভীটিকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া) তম্ (তাঁহাকে) "[ইয়ং] মম (এই গাভী আমার)" ইতি উবাচ (এইরূপ বলিলেন)। [তদা] প্রতিগ্রাহী আহ (তখন দানগ্রহণকারী ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন)—[ইয়ং] মম ইতি (ইহা আমার), নৃগঃ মে দত্তবান্ ইতি মহারাজ নৃগ আমাকে দান করিয়াছেন) ॥ ১৭ ॥

ও গুণযুক্তা, সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরবিশিষ্টা, বস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিতা, তরুণবয়স্কা দুগ্ধবতী ও বৎসযুক্তা কপিলা ধেনুসকল আমি দান করিয়াছিলাম॥ ১৩॥ যাঁহারা তপস্যায় বিখ্যাত, বেদ অধ্যাপনায় নিরত ও সাধু, যাঁহাদের পরিজনগণ ক্লেশ পাইতেছিল, যাঁহারা গুণবান্, চরিত্রবান্ ও সদাচারসম্পন্ন, মৎপ্রদত্ত অলঙ্কারে বিভূষিত তাদৃশ যুবক দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে আমি গো, ভূমি, সুবর্ণ, বাসগৃহ, অশ্ব, হস্তী, দাসীসহ কন্যা, তিল, রৌপ্য, শয্যা, বস্ত্র, রত্ন, পরিচ্ছদ ও রথসমূহ প্রদান করিয়াছিলাম। আমি প্রধান প্রধান যজ্ঞসমূহের সহিত অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট কর্ম্ম এবং কূপখননাদি পূর্ত্ত কর্ম্ম করিয়াছিলাম॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—[হে প্রভো! এইরূপ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমি কাল অতিবাহিত করিতেছিলাম; এই অবস্থায় আমার যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন।] একদিন কোনও এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের একটি গাভী দলভ্রষ্টা হইয়া আমার গাভীসমূহের মধ্যে মিলিত হইয়াছিল। তৎপরে আমি না জানিয়া ঐ গাভীটি অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করি॥ ১৬। তৎপরে গাভীটির প্রকৃত স্বামী, অন্য ব্রাহ্মণ গাভীটিকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—এই গাভী আমার। তখন দানগ্রহণকারী ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন—ইহা আমার, মহারাজ নৃগ আমাকে দান করিয়াছেন॥ ১৭ ॥

শ্রীধর—ঋতব্রতেভ্যঃ অদাত্তাচারেভ্যঃ তপসা শ্রুতাঃ প্রখ্যাতাশ্চ তে ব্রহ্মণি বদান্যা অত্যুদারা অধ্যাপনশীলাশ্চ তে সন্তশ্চ তেভ্যঃ॥ ১৪ ॥ পূর্ত্তং বাপীকূপাদি চরিতং কৃতম্॥ ১৫ ॥ এবং বর্ত্তমানস্য মম সঙ্কটং কিঞ্চিদাপন্নং শৃণ্বিত্যাহ কস্যচিদিতি। দ্বিজমুখ্যস্য প্রতিগ্রহনিবৃত্তস্য, সম্পৃক্তা মিলিতা, অবিদুষা ব্রাহ্মণস্যেয়মিত্য-জানতা॥ ১-১৭ ॥

বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ।
ভবান্ দাতাপহর্ত্তেতি তচ্ছ্রুত্বা মেঽভবদ্ভ্রমঃ ॥ ১৮ ॥
অনুনীতাবুভৌ বিপ্রৌ ধর্ম্মকৃচ্ছ্রগতেন বৈ।
গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যাম্যেষা প্রদীয়তাম্ ॥ ১৯ ॥
ভবন্তাবনুগৃহ্লীতাং কিঙ্করস্যাবিজানতঃ।
সমুদ্ধরত মাং কৃচ্ছ্রাৎ পতন্তং নিরয়েঽশুচৌ ॥ ২০ ॥
নাহং প্রতীচ্ছে বৈ রাজন্নিত্যুক্ত্বা স্বাম্যপাক্রমৎ।
নান্যদ্গবামপ্যযুতমিচ্ছামীত্যপরো যযৌ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—[অথ] (অনন্তর) স্বার্থ-সাধকৌ বিপ্রৌ (স্বার্থসিদ্ধি করিতে উদ্‌যুক্ত ঐ ব্রাহ্মণদ্বয়) বিবদমানৌ (বিবাদ করিতে করিতে) [মাম্ উপেত্য] (আমার নিকটে আসিয়া) মাং (আমাকে) ভবান্ দাতা অপহর্ত্তা ইতি ঊচতুঃ (প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ বলিলেন—আপনি দাতা, আর গাভীর প্রকৃত স্বামী বলিলেন—আপনি অপহর্ত্তা)। তৎ শ্রুত্বা (তাহা শ্রবণ করিয়া) মে ভ্রমঃ অভবৎ (আমার ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল) ॥ ১৮ ॥

[তদা] ধর্ম্মকৃচ্ছ্রগতেন [ময়া] (তখন ধর্ম্মসঙ্কট প্রাপ্ত হওয়ায় আমি) উভৌ বিপ্রৌ বৈ অনুনীতৌ (ঐ দুই ব্রাহ্মণের নিকটেই অনুনয় বিনয় করিলাম। আমি বলিলাম)—[অহম্ অন্যতরস্মৈ] (আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে) প্রকৃষ্টানাং গবাং লক্ষং (উৎকৃষ্ট একলক্ষ গাভী) দাস্যামি (প্রদান করিব), [অন্যতরেণ অন্যতরস্মৈ (যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি অপরকে) এষা (এই গাভীটি) প্রদীয়তাম্ (প্রদান করুন)। অবিজানতঃ কিঙ্করস্য (আমি না জানিয়া এই কার্য্য করিয়াছি, আপনাদের আজ্ঞাবহ আমাকে) ভবন্তৌ অনুগৃহ্লীতাম্ (আপনারা অনুগ্রহ করুন)। অশুচৌ নিরয়ে পতন্তং মাং (আমি অশুচি নরকে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছি, আমাকে) কৃচ্ছ্রাৎ (এই ধর্ম্ম সঙ্কট হইতে) [যুয়ং] সমুদ্ধরত (আপনারা উদ্ধার করুন) ॥ ১৯-২০ ॥

[তখন] "রাজন্! (হে রাজন্!) অহং ন বৈ প্রতীচ্ছে (আমি লক্ষ গাভী চাহি না)" ইতি উক্ত্বা (এই কথা বলিয়া) স্বামী অপাক্রমৎ (গাভীর প্রকৃত স্বামী চলিয়া গেলেন), অপরঃ [অপি] (প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণও) [ত্বদুক্তং লক্ষম্] অন্যদ্ গবাম্ অযুতম্ অপি (এই গাভী ব্যতীত আপনাকর্ত্তৃক উক্ত একলক্ষ এবং আরও অন্য দশ হাজার গাভীও) ন ইচ্ছামি (আমি পাইতে চাহিনা) ইতি [উক্ত্বা] (ইহা বলিয়া) [গাং ত্যক্ত্বা] যযৌ (গাভীটিকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর স্বার্থসাধনে উদ্‌যুক্ত ঐ ব্রাহ্মণদ্বয় গাভীটির জন্য বিবাদ করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন—আপনি দাতা; আর গাভীর প্রকৃত স্বামী আমাকে বলিলেন—আপনি অপহর্ত্তা। তাহা শুনিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম ॥ ১৮ ॥ তখন এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় আমি ঐ দুই ব্রাহ্মণের নিকটেই বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম। আমি বলিলাম—আপনাদের মধ্যে একজনকে আমি একলক্ষ উৎকৃষ্ট গাভী প্রদান করিব, যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি অপরকে এই গাভীটি প্রদান করুন। আমি না জানিয়া এই কার্য্য করিয়াছি; আপনারা

শ্রীধর—প্রতিগ্রাহিণোক্তং দাতেতি, স্বামিনোক্তমপহর্ত্তেতি। অভবদ্ ভ্রমঃ ব্যাকুলোঽভবমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

এতস্মিন্নন্তরে যাম্যৈর্দূতৈর্নীতো যমক্ষয়ম্।
যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব! জগৎপতে! ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষ উতাহো নৃপতে! শুভম্।
নান্তং দানস্য ধর্ম্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ ॥ ২৩ ॥
পূর্ব্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ।
তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো! ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—দেবদেব! জগৎপতে! (হে দেবদেব! হে জগৎপতে!) এতস্মিন্ অন্তরে (ইহার পর আমার আয়ুঃক্ষয় হইলে পরে) যাম্যৈঃ দূতৈঃ (যমদূতগণ) অহং যমক্ষয়ং নীতঃ (আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল)। তত্র (তথায়) যমেন (অহং) পৃষ্টঃ (যম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন)—নৃপতে! (হে রাজন্!) ত্বং (আপনি) পূর্বং (পূর্বে) অশুভং উতাহো শুভং ভুঙ্ক্ষে? (অশুভ কর্মফল ভোগ করিবেন? না শুভ কর্মফল ভোগ করিবেন?) [অহং] (আমি) [তব] (আপনার) দানস্য ধর্মস্য (দানধর্মের) [তদুপার্জ্জিতস্য] ভাস্বতঃ লোকস্য [চ] (ও তদুপার্জ্জিত দীপ্তিমান্ স্বর্গাদি লোকের) অন্তং ন পশ্যে (অন্ত দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ২২-২৩ ॥

দেব! (হে যমদেব!) [অহং] (আমি) পূর্ব্বং (পূর্বে) অশুভং ভুঞ্জে (অশুভ কর্মফল ভোগ করিব) ইতি [উক্তে সতি] (আমি এইরূপ বলিলে) সঃ (সেই যমরাজ) [মাং] (আমাকে) পত ইতি প্রাহ ("পতিত হউন" ইহা বলিলেন)। প্রভো! (হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ!) তাবৎ (তখনই) [অহং] পতন্ (আমি পতিত হইয়া) আত্মানং কৃকলাসম্ অদ্রাক্ষম্ (নিজেকে কৃকলাসরূপে পরিণত দেখিতে পাইলাম) ॥ ২৪ ॥

আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমি অশুচি নরকে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছি; আপনারা আমাকে এই ধর্ম্মসঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন" ॥ ১৯-২০ ॥ তখন "হে রাজন্! আমি লক্ষ গাভী চাহি না" এই কথা বলিয়া গাভীর প্রকৃত স্বামী চলিয়া গেলেন; আর প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণও "এই গাভীর পরিবর্ত্তে আমি আপনাকর্ত্তৃক উক্ত একলক্ষ এবং আরও দশ হাজার গাভী দিলেও আমি ঐ সকল লইতে ইচ্ছা করি না" এইরূপ বলিয়া মৎপ্রদত্ত গাভীটিকে পরিত্যাগ করতঃ প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেব! হে জগৎপতে! ইহার পর আমার আয়ুঃক্ষয় হইলে পরে যমদূতগণ আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল। তথায় যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রাজন্! আপনি পূর্ব্বে অশুভ কর্মফল ভোগ করিবেন? না শুভ কর্মফল ভোগ করিবেন? আমি আপনার দানধর্মের ও তদুপার্জ্জিত দীপ্তিমান্ স্বর্গাদি লোকের অন্ত দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২২-২৩ ॥ আমি বলিলাম—হে যমরাজ! আমি পূর্ব্বে অশুভ কর্মফল ভোগ করিব। তখন যমরাজ আমাকে বলিলেন—তাহা হইলে আপনি পতিত হউন। হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! আমি তখনই পতিত হইয়া নিজেকে কৃকলাসরূপে পরিণত দেখিতে পাইলাম ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—তদা উভাবপি প্রত্যেকমহনীতৌ প্রার্থিতৌ। কথম্? তদাহ—গবামিতি সার্দ্ধেন ॥ ১৯-২০ ॥ অপরঃ প্রতিগ্রাহী দুরাগ্রহো যল্লক্ষং ত্বয়োক্তমন্তদপি গবাময়ুতং যদি, তদপীমাং বিহায় নেচ্ছামীত্যুক্ত্বা গাং ত্যক্ত্বা যযাবিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব ! ।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ ॥ ২৫ ॥
স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পদাত্মা যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ স্যান্মে নু দৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ ২৬ ॥
দেবদেব ! জগন্নাথ ! গোবিন্দ ! পুরুষোত্তম !
নারায়ণ ! হৃষীকেশ ! পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ! ॥ ২৭ ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ ! যান্তং দেবগতিং প্রভো !
যত্র কাপি সতশ্চেতো ভূয়ান্মে ত্বৎপদাস্পদম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—কেশব ! (হে কেশব !) ব্রহ্মণ্যস্য (ব্রাহ্মণের হিতকারী), বদান্যস্য (দাতা), তব দাসস্য (আপনার দাস) ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ [মম] (ও আপনার দর্শনপ্রার্থী বলিয়া আমার) স্মৃতিঃ (স্মরণশক্তি) অদ্যাপি (আজ পর্য্যন্তও) ন বিধ্বস্তা (বিনষ্ট হয় নাই) ॥ ২৫ ॥

বিভো ! (হে সর্ব্বব্যাপিন্ !) যস্য (যাহার) ভবাপবর্গঃ [ভবেৎ] (মুক্তি হয়), [তস্য যঃ] (তাহার যিনি) দৃশ্যঃ স্যাৎ (দর্শনীয় হইয়া থাকেন), [যঃ চ] (আর যিনি) যোগেশ্বরৈঃ (যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক) শ্রুতিদৃশা (বেদান্ত শ্রবণজনিত জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা) অমলহৃদ্বিভাব্যঃ [স্যাৎ] (নির্ম্মল হৃদয়ে ধ্যেয় হইয়া থাকেন), সঃ অধোক্ষজঃ (সেই ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের অতীত) সাক্ষাৎ পরমাত্মা ত্বং (সাক্ষাৎ পরমাত্মা আপনি) কথং (কি প্রকারে) (ইহ এই স্থানে) উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ মম (পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ দুঃখে অন্ধবুদ্ধি আমার) অক্ষিপথঃ [অসি] (নয়নগোচর হইলেন ?) নু (অহো !) মে [ভাগ্যম্ !] (আমার কি সৌভাগ্য !) ॥ ২৬ ॥

দেবদেব ! জগন্নাথ ! গোবিন্দ ! পুরুষোত্তম ! নারায়ণ ! হৃষীকেশ ! পুণ্যশ্লোক ! অচ্যুত ! অব্যয় ! প্রভো ! কৃষ্ণ ! (হে দেবদেব ! হে জগন্নাথ ! হে গোবিন্দ ! হে পুরুষোত্তম ! হে নারায়ণ ! হে হৃষীকেশ ! হে পুণ্যশ্লোক ! হে অচ্যুত ! হে অব্যয় ! হে প্রভো ! হে শ্রীকৃষ্ণ !) দেবগতিং যান্তং মাং (আমি দেবলোকে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, আমাকে) অনুজানীহি (আজ্ঞা করুন) । যত্র কাপি সতঃ মে (আমি যে স্থানেই থাকি, আমার) চেতঃ (চিত্ত) ত্বৎপদাস্পদং ভূয়াৎ (যেন আপনার শ্রীচরণে নিবিষ্ট থাকে) ॥ ২৭ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে কেশব ! ব্রাহ্মণের হিতকারী, দাতা, আপনার দাস ও আপনার দর্শনপ্রার্থী বলিয়া আমার স্মরণশক্তি আজ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয় নাই ॥ ২৫ ॥ হে বিভো ! যাহার মুক্তি লাভ হয়, তাহার যিনি দর্শনীয় হইয়া থাকেন, আর যোগেশ্বরগণ বেদান্তশ্রবণজনিত জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা নির্ম্মলহৃদয়ে যাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের অতীত সেই সাক্ষাৎ পরমাত্মা আপনি কি প্রকারে এইস্থানে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ দুঃখে অন্ধবুদ্ধি আমার নয়নগোচর হইলেন ! অহো ! আমার কি সৌভাগ্য ! ॥ ২৬ ॥ হে দেবদেব ! হে জগন্নাথ ! হে গোবিন্দ ! হে পুরুষোত্তম ! হে নারায়ণ ! হে হৃষীকেশ ! হে পুণ্যশ্লোক ! হে অচ্যুত ! হে অব্যয় ! হে প্রভো ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি দেবলোকে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন । আমি যে স্থানেই থাকি, আমার চিত্ত যেন আপনার শ্রীচরণে নিবিষ্ট থাকে ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীধর—এতন্নিরন্তর ইতি। ইতঃ পূর্বং পাপাভাবাৎ নেতুমসমর্থা ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নমস্তে সর্ব্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা স্বমৌলিনা।
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্ম্মাত্মা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—সর্ব্বভাবায় (বিশ্বকারণ), ব্রহ্মণে (বৃহৎস্বরূপ), অনন্তশক্তয়ে (অনন্তশক্তিযুক্ত), বাসুদেবায় (সর্ব্বভূতের আশ্রয়), যোগানাং পতয়ে (ইষ্ট পূর্ত্তাদি কর্মের ফলদাতা) কৃষ্ণায় তে নমঃ নমঃ (শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ২৯ ॥

[রাজন্! নৃগঃ] (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নৃগ) ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) তং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণ করিয়া) স্বমৌলিনা পাদৌ স্পৃষ্ট্বা (এবং স্বীয় কিরীটের দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া) অনুজ্ঞাতঃ [সন্] (তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া) নৃণাং পশ্যতাং (জনগণের সমক্ষে) বিমানাগ্র্যম্ আরুহৎ (শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিলেন) ॥ ৩০ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) ব্রহ্মণ্যদেবঃ (ব্রাহ্মণের হিতকারী দেবতা) ধর্ম্মাত্মা দেবকীসুতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ধর্ম্মাত্মা দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) রাজন্যান্ অনুশিক্ষয়ন্ (ক্ষত্রিয়গণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত) পরিজনং প্রাহ (পরিজনগণকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! বিশ্বকারণ, বৃহৎ স্বরূপ, অনন্তশক্তিযুক্ত, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, এবং ইষ্ট-পূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলদাতা আপনি শ্রীকৃষ্ণ—আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! নৃগ এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং স্বীয় কিরীটের দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে জনগণের সমক্ষে শ্রেষ্ঠ দিব্য বিমানে আরোহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥ তৎপরে ব্রাহ্মণের হিতকারী দেবতা, ধর্ম্মাত্মা দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পরিজনগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর—উতাহো ইত্যেকং পদম্। অথবা পূর্ব্বং শুভমিতি, নাস্তমিতি যমস্য স্বস্য বা বাক্যম্। পশ্যে পশ্যামি ॥ হে দেব! যম! পূর্ব্বমশুভং ভুঙ্‌ক্ষে ইতি ময়োক্তে স যমঃ পতেতি প্রাহ ॥ ২৪-২৫ ॥ দুর্ঘটেন শ্রীকৃষ্ণদর্শনেন বিস্মিতঃ সন্ আত্মনো ভাগ্যমভিনন্দতি—স ত্বমিতি। হে বিভো! স ত্বং মমাক্ষিপথো লোচনগোচরঃ সন্ কথং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোঽসীত্যর্থঃ। ননু কিমত্রাশ্চর্য্যং তদাহ—পর আত্মা অতএব যোগেশ্বরৈরপি শ্রুতিদৃশা উপনিষচ্চক্ষুষা অমলে হৃদি বিভাব্যশ্চিন্ত্যঃ; যতোঽধোক্ষজঃ অক্ষজমৈন্দ্রিয়কজ্ঞানং তদধোঽর্বাগেব যস্মাৎ সঃ, যশ্চেহ ভবাপবর্গো ভবেৎ, তস্য ভবানদৃশ্যঃ স্যাৎ। উরুব্যসনেন কৃকলাসভবদুঃখেন অন্ধবুদ্ধেস্তু মমৈতচ্চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ উদ্রিক্তভক্তির্বহুধা সম্বোধয়ন্নাহ—দেবদেবেতি ॥ ২৭ ॥ অনুজ্ঞাপয়তি—অনুজানীহীতি। দেবলোকেঽপি সতো বর্ত্তমানস্যাত্মনো মনসঃ সন্নিধিং প্রার্থয়তে—যত্র ক্বাপীতি। ত্বৎপদমাস্পদং বিষয়ো যস্য তথাভূতং ভূয়াদিতি ॥ ২৮ ॥

দুর্জরং বত ! ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি।
তেজীয়সোঽপি কিমুত রাজ্ঞামীশ্বরমানিনাম্ ॥ ৩২ ॥
নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্য প্রতিক্রিয়া।
ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং, নাস্য প্রতিবিধির্ভুবি ॥ ৩৩ ॥
হিনস্তি বিষমত্তারং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।
কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—বত। (অহো।) ব্রহ্মস্বং মনাক্ অপি (ব্রাহ্মণের ধন অল্পমাত্রও) ভুক্তং [সৎ] (ভোগ করা হইলে উহা) অগ্নেঃ তেজীয়সঃ অপি (অগ্নির ন্যায় অতিতেজস্বী ব্যক্তিগণেরও) দুর্জরং [ভবতি] (জীর্ণ করা দুঃসাধ্য হয়), ঈশ্বরমানিনাং রাজ্ঞাং কিম্ উত? (যাহারা নিজেকে প্রভু বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ রাজগণের বিষয়ে আর বক্তব্য কি?)। ৩২ ॥

অহং (আমি) হালাহলং (হলাহল বিষকে) বিষং ন মন্যে (বিষ বলিয়া মনে করি না), যস্য প্রতিক্রিয়া [অস্তি] (ঐ হলাহল বিষের [মন্ত্রৌষধির দ্বারা] প্রতীকার আছে)। ব্রহ্মস্বং হি (ব্রহ্মস্বই) বিষং প্রোক্তম্ (প্রকৃত বিষ বলিয়া কথিত হইয়াছে); ভুবি (পৃথিবীতে) অস্য (ইহার) প্রতিবিধিঃ ন [অস্তি] (প্রতিকার নাই)।। ৩৩।

বিষম্ অত্তারম্ [এব] হিনস্তি (বিষ কেবল ভোক্তাকেই বিনাশ করে), বহ্নিঃ (আর অগ্নি) [সংসর্গী, বস্তুর দাহক হইলেও] অদ্ভিঃ প্রশাম্যতি (জলের দ্বারা প্রশমিত হয়) ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ [তু] (কিন্তু ব্রহ্মস্ব-রূপ কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন পাপরূপ অগ্নি) সমূলং কুলং দহতি (পিতৃপিতামহাদি মূলের সহিত বংশকে দগ্ধ করিয়া থাকে) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অহো! ব্রাহ্মণের ধন অল্পমাত্রও ভোগ করা হইলে উহা অগ্নির ন্যায় অতি তেজস্বী ব্যক্তিগণেরও জীর্ণ করা দুঃসাধ্য হয়; যাহারা নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ রাজগণের যে ব্রহ্মস্ব জীর্ণ করা দুসাধ্য, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৩২ ॥ আমি হলাহল বিষকে বিষ বলিয়া মনে করি না; কারণ মন্ত্রৌষধাদির দ্বারা ঐ হলাহল বিষের প্রতিকার করা যায়। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মস্বকেই প্রকৃত বিষ বলিয়াছেন, যেহেতু পৃথিবীতে ইহার প্রতিকার নাই ॥ ৩৩ ॥ বিষ কেবল ভোক্তাকেই বিনাশ করে, আর অগ্নি নিকটস্থ বস্তুরই দাহক এবং জলের দ্বারা প্রশমিতও হয়, কিন্তু বিপ্রধন-রূপ কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন পাপরূপ অগ্নি পিতৃপিতামহাদি মূলের সহিত বংশকে দগ্ধ করিয়া থাকে (কিছুতেই প্রশমিত হয় না)। [সুতরাং ব্রহ্মস্ব বিষ এবং অগ্নি হইতেও ভীষণ] ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—যান্যান্ নমস্যতি—নম ইতি। সর্ব্বভাবায় সর্ব্বেষাং ভাবো জন্ম যেন তস্মৈ ব্রহ্মণে কর্তৃত্বেঽপ্যবিকারায়? কুতঃ? অনন্তশক্তয়ে অনন্তা মায়াখ্যা শক্তির্যস্য তস্মৈ, বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাশ্রয়ায়েত্যুপাদানত্বমুক্তম্, কৃষ্ণায় সদানন্দরূপায়েতি পুরুষার্থত্বমুক্তম্, "কৃষিভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে" ইতি স্মৃতেঃ ॥ কিঞ্চ যোগানামিষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মণাং পতয়ে ফলদাত্রে; অয়ং ভাবঃ—এবম্ভূতং ত্বাং বিহায় গন্তুমনিচ্ছন্নপি গমিষ্যামি স্বদত্তকর্ম্মফলভোগায়েতি ॥ ২৯—৩১ ॥ মনাক্ ঈষদপি ভুক্তং সৎ অগ্নেঃ অগ্নিসদৃশস্য তেজীয়সঃ অতিতেজস্বিনোঽপি দুর্জরম্ ॥ ৩২-৩৩ ॥ কিঞ্চ বিষাদপি ঘোরমিত্যাহ—হিনস্তীতি। সংসর্গিসংসর্গেণ মারকত্বাদগ্নিতুল্যতা স্যাৎ, তদপি নেত্যাহ—বহ্নিরিতি। অপি চ কুলং সমূলমিতি। বহ্নির্মূলান্তবশেষয়তি, ব্রহ্মস্বলক্ষণারণিজঃ পাপপাবকস্তু কুলং তদপি সমূলমিতি ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপুরুষম্ ।
প্রসহ্য তু বলাদ্ভুক্তং দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ৩৫ ॥
রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে ।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ ॥ ৩৬ ॥
গৃহ্ণন্তি যাবতঃ পাংশূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ ।
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোঽব্দান্ নিরঙ্কুশাঃ ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—দুরনুজ্ঞাতং ব্রহ্মস্বং (অনন্থমোদিত ব্রহ্মস্ব) ভুক্তং [সৎ] (ভোগ করা হইলে উহা) ত্রিপুরুষং হন্তি (উপভোগকারী এবং তাহার পুত্র ও পৌত্র এই তিন পুরুষকে বিনাশ করে) । প্রসহ্য বলাৎ তু ভুক্তং [সৎ] (আর হঠাৎ বলপূর্ব্বক ভোগ করা হইলে উহা) দশ পূর্ব্বান্ [পুরুষান্] (পিতৃপিতামহাদি উর্ধ্বতন দশ পুরুষকে) দশ অপরান্ [পুরুষান্ চ] (এবং পুত্র পৌত্রাদি অধস্তন দশ পুরুষকে) [হন্তি] (বিনাশ করিয়া থাকে) ॥ ৩৫ ॥

রাজলক্ষ্ম্যা অন্ধাঃ যে রাজানঃ (রাজৈশ্বর্য্যের মত্ততায় অন্ধ যে সকল রাজা) নিরয়ং ব্রহ্মস্বং (অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিলে যাহা নরকপ্রদ হয়, তাদৃশ ব্রহ্মস্ব) সাধু অভিমন্যন্তে (গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করে, আকাঙ্ক্ষা করে), [তে] বালিশাঃ (সেই মূর্খগণ) আত্মপাতং ন বিচক্ষতে (নিজেদের বিনাশ দেখিতে পায় না) ॥ ৩৬ ॥

হৃতবৃত্তীনাং (রাজগণ কর্ত্তৃক যে সকল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহৃত হয়, সেই) ক্রন্দতাং (রোদনকারী) বদান্যানাং (দানশীল) কুটুম্বিনাং বিপ্রাণাং (পরিবার সমন্বিত ব্রাহ্মণগণের) অশ্রুবিন্দবঃ (অশ্রুবিন্দুসমূহ) যাবতঃ পাংশূন গৃহ্ণন্তি (যত ধূলিকণা অভিষিক্ত করে), নিরঙ্কুশাঃ (স্বেচ্ছাচারী) ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ (ব্রহ্মস্ব অপহরণকারী), রাজানঃ রাজকুল্যাঃ চ (রাজগণ ও রাজগণের পুত্র ভৃত্যাদি পরিজনগণ) তাবতঃ অব্দান্ (তত বৎসর) কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে (কুম্ভীপাক নামক নরকে পচ্যমান হয়) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—অনুমতি না লইয়া ব্রহ্মস্ব উপভোগ করিলে উহা উপভোগকারী এবং তাহার পুত্র ও পৌত্র এই তিন পুরুষকে বিনাশ করিয়া থাকে। আর হঠাৎ বলপূর্ব্বক রাজাদির সাহায্যে ব্রহ্মস্ব উপভোগ করিলে উহা পিতৃপিতামহাদি উর্ধ্বতন দশ পুরুষকে এবং পুত্র পৌত্রাদি অধস্তন দশ পুরুষকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মস্ব অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিলে উহা নরকপ্রদ হয়, রাজৈশ্বর্য্যের মত্ততায় অন্ধ হইয়া যে সকল রাজা তাদৃশ ব্রহ্মস্ব গ্রহণ সঙ্গত মনে করে, সেই সকল অজ্ঞ রাজা নিজেদের সর্বনাশ দেখিতে পায় না ॥ ৩৬ ॥ দানশীল সপরিবার ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি রাজগণকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তাঁহারা যে রোদন করেন, তাঁহাদের ঐ অশ্রুবিন্দু সমূহ যত ধূলিকণা অভিষিক্ত করে, ব্রহ্মস্ব অপহরণকারী রাজগণ ও রাজগণের পুত্র ভৃত্যাদি পরিজনগণ ততবৎসর কুম্ভীপাক নরকে পচ্যমান হয় ॥ ৩৭—৩৮ ॥

শ্রীধর—দুরনুজ্ঞাতং যথাবদননুজ্ঞাতম্। ত্রিপুরুষং কুলং স্বং পুত্রং পৌত্রঞ্চ। প্রসহ্য হঠাৎ বলাৎ রাজাদ্যাশ্রয়তঃ ॥ ৩৫ ॥ যে ব্রহ্মস্বমভিমন্যন্তে ইচ্ছন্তি, তে নিরয়মেবাভিমন্যন্তে। অতো বালিশা অজ্ঞা আত্মপাতং ন বিচক্ষত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩৯ ॥
ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্ যদ্‌গৃধ্ব্বাল্পায়ুষো নৃপাঃ।
পরাজিতাশ্চ্যুতা রাজ্যাদ্ভবন্ত্যুদ্বেজিনোঽহয়ঃ ॥ ৪০ ॥
বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥ ৪১ ॥
যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ।
তথা নমত যূয়ঞ্চ যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—যঃ চ (আর যে ব্যক্তি) স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং (নিজদত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব) হরেৎ (অপহরণ করে), [সঃ] (সেই ব্যক্তি) ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি (ষাট হাজার বৎসর) বিষ্ঠায়াং কৃমিঃ জায়তে (বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মিয়া থাকে) ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মধনং মে ন ভূয়াৎ (ব্রহ্মস্ব যেন আমার হস্তগত না হয় অর্থাৎ আমাকে যেন ব্রহ্মস্ব আকাঙ্ক্ষা বা অপহরণ করিতে না হয়)। যৎ (ঐ ব্রহ্মস্ব) গৃধ্ব্বা [অপি] (আকাঙ্ক্ষা করিয়াও) নৃপাঃ (রাজগণ) [এই জন্মে] অল্পায়ুষঃ (অল্পায়), পরাজিতাঃ (পরাজিত) রাজ্যাৎ চ্যুতাঃ (ও রাজ্যচ্যুত) [অন্যস্মিন্ চ] (এবং পরজন্মে) উদ্বেজিনঃ অহয়ঃ ভবন্তি (লোকের উদ্বেগকারী সর্প হইয়া থাকে)। [ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়া যে অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?] ॥ ৪০ ॥

মামকাঃ ! (হে স্বজনগণ !) কৃতাগসম্ অপি বিপ্রং (ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলেও তাঁহার) ন এব দ্রুহ্যত (অনিষ্টাচরণ করিবে না); ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা [তং] (ব্রাহ্মণ বধ কিম্বা বহু অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহাকে) নিত্যশঃ নমস্কুরুত (সতত নমস্কার করিবে) ॥ ৪১ ॥

অহং যথা (আমি যেমন) অনুকালং (সর্ব্বদা) সমাহিতঃ [সন্] (সাবধান হইয়া) বিপ্রান্ প্রণমে (ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করি), তথা (সেইরূপ) যূয়ং চ (তোমরাও) [বিপ্রান্] নমত (ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে)! যঃ অন্যথা [করোতি] (যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করিবে); সঃ মে দণ্ডভাক্ [ভবেৎ] (সে ব্যক্তি আমার নিকটে দণ্ড পাইবে) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নিজদত্ত অথবা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি ষাট হাজার বৎসর বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ আমাকে যেন ব্রহ্মস্ব আকাঙ্ক্ষা বা অপহরণ করিতে না হয়। রাজগণ ব্রহ্মস্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়া এই জন্মে অল্পায়ু, পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া পরজন্মে লোকের উদ্বেগজনক সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়া যে অশেষ দুর্গতি হইয়া থাকে, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৪০ ॥ হে স্বজনগণ ! ব্রাহ্মণ অপরাধ করিলেও তোমরা তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিবে না, ব্রাহ্মণ বধ করিতে কিংবা বহু অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইলেও তোমরা তাঁহাকে সতত নমস্কার করিবে ॥ ৪১ ॥ আমি যেরূপ সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করি, তোমরাও সেইরূপ সাবধান হইয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিবে, যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করিবে, সে ব্যক্তি আমার নিকট দণ্ড পাইবে ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর—অপি চ গৃহ্ণন্তীতি ॥ ৩৭-৩৯ ॥ গৃধ্ব্বা অভিকাঙ্ক্ষ্য ॥ ৪০-৪১ ॥

ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্ত্তারং পাতয়ত্যধঃ।
অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব ॥ ৪৩ ॥
এবং বিশ্রাব্য ভগবান্ মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ।
পাবনঃ সর্ব্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
নৃগোপাখ্যানং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়—ব্রাহ্মণগৌঃ হি এনং নৃগম্ ইব (ব্রাহ্মণের গাভী যেমন এই নৃগরাজাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, সেইরূপ) অপহৃতঃ ব্রাহ্মণার্থঃ (ব্রাহ্মণের অপহৃত ধন) অজানন্তম্ অপি হর্ত্তারং (না জানিয়া অপহরণ করিলেও হরণকারীকে) হি (নিশ্চয়ই) অধঃ পাতয়তি (অধঃপাতিত করিয়া থাকে) ॥ ৪৩ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ (সর্বলোকের পবিত্রতা সম্পাদক) ভগবান্ মুকুন্দঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) দ্বারকৌকসঃ (দ্বারকাবাসী জনগণকে) এবং বিশ্রাব্য (এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করাইয়া) নিজমন্দিরং বিবেশ (নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণের গাভী যেমন এই নৃগরাজাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, সেইরূপ ব্রাহ্মণের ধন না জানিয়া অপহরণ করিলেও উহা হরণকারীকে নিশ্চয়ই অধঃপাতিত করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! সর্ব্বলোকপাবন ভগবান্ মুকুন্দ দ্বারকাবাসী জনগণকে এইরূপ উপদেশ শুনাইয়া নিজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধর—প্রণমে নমামি ॥ ৪২ ॥ ন কেবলমর্থবাদবিভীষিকেয়ং কিন্তু প্রত্যক্ষমিত্যাহ—ব্রাহ্মণার্থ ইতি ॥ ৪৩—৪৪ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

বৈষ্ণবতোষণী

চতুঃষষ্টিতমে কূপোদ্ধৃতাচ্ শ্রুত্বা নৃগাদ্ধরিঃ।
দানং স্বান্ শিক্ষয়ামাস বিপ্রভক্তিং সুশঙ্কিতান্ ॥

বিবরণী

শাম্বপ্রমুখ যাদবকুমারগণ উপবনে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পিপাসার জলান্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা একটা জলহীন কূপে পর্ব্বততুল্য এক কৃকলাস দেখিতে পাইলেন। তাহাকে উদ্ধার করিতে সকলে চেষ্টা করিলেন। না পারিয়া সংবাদটা শ্রীকৃষ্ণের গোচরীভূত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া অনায়াসে বামহস্তে উহাকে তুলিলেন। শ্রীকর স্পর্শমাত্র কৃকলাস-তনু ত্যাগ করিয়া সে দেবতনু লাভ করিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় সে আত্মপরিচয় দিল।

আমি ইক্ষ্বাকুর পুত্র, নাম নৃগ। আমি রাজা ছিলাম, প্রভূত দান করিতাম। একদিন একজন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত এক ধেনু পলায়ন করিয়া আমার ধেনুর দলে মিলিত হয়; আমি না জানিয়া ঐ ধেনু অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করি। ধেনুর পূর্ব্বমালিক অপরকে ঐ ধেনু লইতে দেখিয়া নিজের বলিয়া দাবী করেন ও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হয়। আমি ক্ষমা চাই এবং এক ধেনুর বদলে যে কোন এক ব্রাহ্মণকে লক্ষ ধেনু দিতে চাই। কিন্তু উভয়েই তাহা লইতে অস্বীকার করিয়া চলিয়া যান।

আমার মৃত্যুর পর যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন– পাপ এবং পুণ্য কোন্‌টি আগে ভোগ করিবেন? আমি পাপ আগে ভোগ করিতে চাহিলে কৃকলাসরূপে অধঃপতিত হই। এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়া নৃগরাজ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বিমানে স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

নৃগরাজার এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজজনদের উপদেশ দিলেন—ব্রহ্মস্ব হরণ মহাপাপ। অতি তেজস্বী ব্যক্তিও এই পাপের ফল হইতে অব্যাহতি পায় না। বিষ যে খায় সে-ই মরে। কিন্তু ব্রহ্মস্ব যে গ্রহণ করে সে সবংশে ধ্বংস হয়। অগ্নি জলে নিভে—কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহরণের পাপ কিছুতেই নিভে না। অনুমতি ছাড়া ব্রহ্মস্ব ভোগ করিলে তিনপুরুষ নষ্ট হয়। বলপুর্ব্বক করিলে পুর্বে দশ এবং পরে দশ এই বিংশতিপুরুষ তাহার বিনষ্ট হয়। হৃতধন ব্রাহ্মণের অশ্রুবিন্দু যতসংখ্যক ধূলিকণা স্পর্শ করে, তত বৎসর কুম্ভীপাকে পচিবে অপহরণকারী। পরধন চুরি করাই মহাপাপ। তাতে আবার যার ধন সে যদি ব্রহ্মজ্ঞ ভক্ত সাধক হয়, তবে সহস্রগুণ অধিক পাপ হয়। ব্রাহ্মণ অর্থ ই হইল—যিনি ব্রহ্মকে জানেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত। ভক্তকে উৎপীড়ন করিলে সর্ব্বাধিক অপরাধ। তাঁহাদিগের সন্নিধানে সর্ব্বদা অবনত থাকিতে হইবে।

নৃগরাজার স্তুতি

প্রভো! আপনার দর্শনপ্রার্থী দাস বলিয়া আমার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। আমি যে আপনার দর্শনভাগ্য লাভ করিলাম ইহা অতীব আশ্চর্য্য! আপনি অধোক্ষজ। যোগেশ্বরেরা জ্ঞাননেত্রে আপনাকে হৃদয়ে ভাবনা করেন। সেই আপনি আমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। এই ঘটনা অতি বিস্ময়কর। আপনি জগন্নাথ—জগতের নাথ, আমারও নাথ, সুতরাং কৃপাদৃষ্টি করুন, আপনি পুণ্যশ্লোক—এই নৃগ-বিমোচন গৌরব আপনারই থাকুক। "তবৈষা নৃগমোচনা কীর্ত্তিরভূৎ"।

নৃগোপাখ্যান নামক চৌষট্টি অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ রথমাস্থিতঃ ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১ ॥
পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চ ।
রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ২ ॥
চিরং নঃ পাহি দাশার্হ ! সানুজো জগদীশ্বরঃ ।
ইত্যারোপ্যাঙ্কমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে বলরামের গোকুলে গমন, গোপ-গোপীগণের সৎকার লাভ এবং যমুনাকে আকর্ষণ করিবার কথা বর্ণনা হইতেছে ॥]

অন্বয়-- শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) কুরুশ্রেষ্ঠ ! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ !) ভগবান্ বলভদ্রঃ (ভগবান্ বলরাম) সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ উৎকণ্ঠঃ (সুহৃদ্গণকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় উৎকণ্ঠিত হইয়া) রথম্ আস্থিতঃ [সন্] (রথে আরোহণ করতঃ) নন্দগোকুলং প্রযযৌ (নন্দ গোকুলে গমন করিলেন) ॥ ১ ॥

[তত্র] (তথায় চিরোৎকণ্ঠৈঃ (বহুকাল যাবৎ উৎকণ্ঠিত) গোপৈঃ গোপীভিঃ এব চ (গোপগণ ও গোপীগণ কর্তৃক) পরিষ্বক্তঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) রামঃ (বলরাম) পিতরৌ অভিবাদ্য (পিতামাতা নন্দ ও যশোদাকে অভিবাদন করতঃ) [তাভ্যাম্] আশীর্ভিঃ অভিনন্দিতঃ [বভূব] (তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইলেন) ॥ ২ ॥

[তৌ] (নন্দ ও যশোদা) "দাশার্হ ! (হে যদুবংশধর বলরাম !) জগদীশ্বরঃ [ত্বং] (জগদীশ্বর তুমি) সানুজঃ [সন্] (তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া) নঃ (আমাদিগকে) চিরং পাহি (চিরকাল রক্ষা কর)" ইতি [উক্ত্বা] (এইরূপ বলিয়া) [তম্] অঙ্কম্ আরোপ্য আলিঙ্গ্য (তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করতঃ) নেত্রৈঃ জলৈঃ সিষিচতুঃ (নয়নজলে অভিষিক্ত করিলেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ বলরাম সুহৃদ্গণকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রথে আরোহণ করতঃ নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ তথায় চির-উৎকণ্ঠিত গোপগণ ও গোপীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বলরাম, পিতা নন্দ ও মাতা যশোদাকে অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইলেন ॥ ২ ॥ নন্দ ও যশোদা "হে যদুবংশধর বলরাম ! জগদীশ্বর তুমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া চিরকাল আমাদিগকে রক্ষা কর" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করতঃ আলিঙ্গন করিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—পঞ্চষষ্টিতমে রামচন্দ্রে গোকুলমাগতঃ । রমমাণশ্চ গোপীভিঃ কালিন্দ্যাঃ কর্ষণং রদাৎ ॥
রামস্য চরিতং চিত্রং কালিন্দ্যাকর্ষণাদি যৎ । পৌণ্ড্রকাত্তাদি কৃষ্ণস্য পৃথগুক্তমতঃ পরম্ ॥ ১ ॥

গোপবৃদ্ধাংশ্চ বিধিবদ্‌যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতঃ।
যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
সমুপেত্যাথ গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ।
বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্য্যুপাগতাঃ ॥ ৫ ॥
পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেষু প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ ॥ ৬ ॥
কচ্চিন্নো বান্ধবা রাম! সর্ব্বে কুশলমাসতে।
কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম! যূয়ং দারসুতান্বিতাঃ ॥ ৭ ॥
দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপো দিষ্ট্যা মুক্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ।
নিহত্য নির্জ্জিত্য রিপূন্ দিষ্ট্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—[ততঃ সঃ] (তৎপরে বলরাম) গোপবৃদ্ধান্ চ (গোপবৃদ্ধগণকেও) বিধিবৎ [অভিবাদ্য] (যথাবিধি অভিবাদন করিয়া) যবিষ্ঠৈঃ অভিবন্দিতঃ [বভূব] (বয়ঃকনিষ্ঠ গোপগণকর্ত্তৃক অভিবন্দিত হইলেন)। অথ [সঃ] (অনন্তর বলরাম) আত্মনঃ (নিজের) যথাবয়ঃ যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধং (বয়স, বন্ধুতা ও সম্বন্ধ অনুসারে) হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ (হাস্য ও হস্তধারণাদি সম্ভাষণ দ্বারা) গোপালান্ সমুপেত্য (গোপগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া) [আসীনঃ বভূব] (উপবেশন করিলেন)। [তৎপরে] কমলপত্রাক্ষে কৃষ্ণে (পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) সংন্যস্তাখিলরাধসঃ (যাহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ সমর্পণ করিয়াছিলেন), পর্য্যুপাগতাঃ [তে] (সমীপাগত সেই গোপগণ) [রামেণ] পৃষ্টাঃ চ [সন্তঃ] (বলরাম কর্ত্তৃক কুশলাদি জিজ্ঞাসিত হইয়া) প্রেমগদ্গদয়া গিরা (প্রেমগদ্গদ বাক্যে) সুখম্ আসীনং বিশ্রান্তং [রামং] (সুখে উপবিষ্ট ও বিশ্রামপ্রাপ্ত বলরামকে) স্বেষু অনাময়ং পপ্রচ্ছুঃ (বান্ধব যাদবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন) ॥ ৪-৬ ॥

[গোপগণ বলিলেন] রাম! রাম! (হে বলরাম! হে বলরাম!) নঃ (আমাদিগের) বান্ধবাঃ সর্ব্বে (বান্ধব যাদবগণ সকলে) কুশলম্ আসতে কচ্চিৎ? (কুশলে আছেন ত?) দারসুতান্বিতাঃ যূয়ং (তোমরা স্ত্রী-পুত্রসমন্বিত হইয়াছ, এক্ষণে তোমরা) নঃ (আমাদিগকে) স্মরথ কচ্চিৎ? (স্মরণ কর কি?) দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যের ফলেই) পাপঃ কংসঃ হতঃ (পাপিষ্ঠ কংস নিহত হইয়াছে), দিষ্ট্যা (সৌভাগ্যের ফলেই) সুহৃজ্জনাঃ মুক্তাঃ (বান্ধবগণ মুক্ত হইয়াছেন); দিষ্ট্যা (ভাগ্যবশে) [যূয়ং] (তোমরা) রিপূন্ (শত্রুগণকে) নিহত্য নির্জ্জিত্য (সংহার ও পরাজয় করিয়া) দুর্গং সমাশ্রিতাঃ (সমুদ্রমধ্যস্থ দুর্গ আশ্রয় করিয়াছ) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—তৎপরে বলরাম গোপবৃদ্ধগণকেও যথাবিধি অভিবাদন করিলেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠ গোপগণের অভিবাদন প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর বলরাম বয়স, বন্ধুতা ও সম্বন্ধ অনুসারে হাস্য ও হস্তধারণাদি সম্ভাষণের দ্বারা গোপগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কুশলবার্ত্তা

শ্রীধর—আশীর্ভিরভিনন্দিতো বভূব ॥ ২ ॥ তদাহ—চিরমিতি ॥ ৩ ॥ গোপবৃদ্ধাংশ্চ বিধিবদভিবন্দ্য যবিষ্ঠৈরভি-বন্দিতো বভূবেত্যর্থঃ। অপি চ—যথাবয় ইতি ॥ ৪—৫ ॥

গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ ॥ ৯ ॥
কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধূন্ পিতরং মাতরঞ্চ সঃ।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি।
অপি বা স্মরতেঽস্মাকমনুসেবাং মহাভুজঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। অনন্তর] রামসন্দর্শনাদৃতাঃ গোপ্যঃ (বলরামের সন্দর্শনে আগ্রহান্বিতা গোপীগণ) [তত্র আগত্য] (তথায় আগমন করিয়া) হসন্ত্যঃ (হাসিতে হাসিতে) [তং] পপ্রচ্ছুঃ (তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) [হে যদুনন্দন !] পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ কৃষ্ণঃ (নগরবাসিনী রমণীগণের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ) সুখম্ আস্তে কচ্চিৎ ? (সুখে আছেন ত ?) ॥ ৯ ॥

মহাভুজঃ সঃ (মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ) পিতরং মাতরং চ বন্ধূন্ বা (পিতা, মাতা বা বন্ধুগণকে) স্মরতি কচ্চিৎ ? (স্মরণ করেন কি ? অসৌ (তিনি) মাতরং দ্রষ্টুম (মা যশোদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত) সকৃৎ অপি (একবারও) আগমিষ্যতি অপি ? (গোকুলে আগমন করিবেন কি) ? [সঃ] অস্মাকম্ অনুসেবাং বা (আর তিনি কখনও আমাদিগের সেবা) স্মরতে অপি ? (স্মরণ করেন কি ?) ১০ ॥

জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন যাহারা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সমীপাগত গোপগণ প্রেমগদগদ বাক্যে সুখে উপবিষ্ট ও বিশ্রামপ্রাপ্ত বলরামকে বান্ধব যাদবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৬ ॥ গোপগণ বলিলেন—হে বলরাম ! হে বলরাম ! আমাদিগের বান্ধবগণ সকলে কুশলে আছেন ত ? তোমরা স্ত্রী-পুত্রসমন্বিত হইয়াছ, এক্ষণে তোমরা আমাদিগকে স্মরণ করিয়া থাক কি ? সৌভাগ্যের ফলেই পাপিষ্ঠ কংস নিহত হইয়াছে ; সৌভাগ্যের ফলেই বান্ধবগণ মুক্ত হইয়াছেন ; ভাগ্যবশেই তোমরা শত্রুগণকে সংহার ও পরাজয় করিয়া সমুদ্রমধ্যস্থিত দুর্গ আশ্রয় করিয়াছ ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিত ! অনন্তর বলরামের সন্দর্শনে আগ্রহান্বিতা গোপীগণ তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে যদুনন্দন ! শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে নগরবাসিনী রমণীগণের বল্লভ, তিনি সুখে আছেন ত ? ॥ ৯ ॥ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পিতা, মাতা বা বন্ধুগণকে স্মরণ করেন কি ? তিনি মাতা যশোদাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একবার গোকুলে আগমন করিবেন কি ? আর আমরা যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম, তিনি আমাদিগের সেই সেবা কখনও স্মরণ করেন কি ? ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—তে সর্ব্বে স্বেষু যাদবেষু তং রামম্ অনাময়মারোগ্যং পপ্রচ্ছুঃ। তে চ তেন পৃষ্টা ইতি। কৃষ্ণে কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থং সংত্যক্তাখিলরাধসন্ত্যক্তসর্ব্ববিষয়াঃ ॥ ৬-৮ ॥

মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄরপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ! দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো! ॥ ১১ ॥
তা নঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সংছিন্নসৌহৃদঃ।
কথং নু তাদৃশং স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিতম্ ॥ ১২ ॥
কথং নু গৃহ্ণন্ত্যনবস্থিতাত্মনো বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ।
গৃহ্ণন্তি বৈ চিত্রকথস্য সুন্দর-স্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—দাশার্হ! (হে যদুনন্দন!) প্রভো! (হে প্রভো!) যদর্থে (শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত) [বয়ং] (আমরা) দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ (দুস্ত্যজ স্বজন) পিতরং (পিতা), মাতরং (মাতা), ভ্রাতৄন্ (ভ্রাতা), পতীন্ (পতি) পুত্রান্ (পুত্র) স্বসৄঃ অপি (ও ভগিনীদিগকে) জহিম (পরিত্যাগ করিয়াছি) [সঃ তু] (কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ) সদ্যঃ সংছিন্ন-সৌহৃদঃ [সন্] (হঠাৎ প্রেমবন্ধন ছেদন করতঃ) তাঃ নঃ পরিত্যজ্য (তাদৃশী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া) গতঃ (চলিয়া গিয়াছেন)। [তিনি যাইবার সময়ে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন], স্ত্রীভিঃ (স্ত্রীগণ) [তস্য] তাদৃশং ভাষিতং (তাঁহার তাদৃশ বাক্য) কথং নু ন শ্রদ্ধীয়েত? (কেনই বা বিশ্বাস না করিবে?) [সুতরাং তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমরা তাঁহার গমনে বাধা দেই নাই] ॥ ১১-১২ ॥

[কাশ্চিৎ আহুঃ (কোন কোন গোপী কহিলেন)—[আস্তাং তাবদস্মাকং কথা] (আমরা গ্রামবাসিনী অজ্ঞা গোপরমণী, আমাদের কথা থাকুক), নু (বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়)—বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ (নগরবাসিনী বুদ্ধিমতী রমণীগণ) অনবস্থিতাত্মনঃ কৃতঘ্নস্য [তস্য] (সেই অস্থিরচিত্ত অকৃতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের) বচঃ (বাক্য) কথং গৃহ্ণন্তি? (কি প্রকারে বিশ্বাস করিতেছে?) [অন্যাঃ আহুঃ] (অপর গোপীগণ কহিলেন)—তাঃ] (ঐ সকল রমণী) চিত্রকথস্য [তস্য] (নানাপ্রকার বাগ্‌বিন্যাসে সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের) সুন্দরস্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ [সত্যঃ] (সুন্দর হাস্য সমন্বিত অবলোকনে উদ্দীপিত যে কাম, সেই কামে পীড়িতা হইয়া) [তদ্বচঃ] গৃহ্ণন্তি বৈ (তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করিতেছে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে যদুনন্দন! হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত আমরা দুস্ত্যজ স্বজন—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র ও ভগিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ আমাদের প্রেমবন্ধন ছেদন করতঃ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার সময়ে আমাদিগকে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এই জন্যই আমরা তাঁহার গমনে বাধা দেই নাই; রমণীগণ তাঁহার তাদৃশ বাক্য কেনই বা বিশ্বাস না করিবেন? ॥ ১১-১২ ॥ কোন কোন গোপী কহিলেন—"আমরা গ্রামবাসিনী অজ্ঞা গোপরমণী; আমাদের কথা থাকুক, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—নগরবাসিনী বুদ্ধিমতী রমণীগণ সেই অস্থিরচিত্ত অকৃতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কি প্রকারে বিশ্বাস করিতেছে?" অপর গোপীগণ কহিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার বাক্যবিন্যাসে সুপণ্ডিত, তাঁহার সুন্দর হাস্যসমন্বিত অবলোকনে উদ্দীপিত যে কাম, সেই কামে পীড়িতা হইয়াই ঐ সকল রমণী তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে" ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর—রামস্য সন্দর্শনেন আদৃতাঃ সাদরাঃ ॥ ৯-১১ ॥

কিং নস্তৎকথয়া গোপ্যঃ! কথাঃ কথয়তাপরাঃ।
যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ॥ ১৪॥
ইতি প্রহসিতং শৌরের্জল্পিতং চারু বীক্ষিতম্।
গতিং প্রেমপরিষ্বঙ্গং স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৫॥
সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ।
সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ॥ ১৬॥
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ ১৭॥

অন্বয়—[অন্যাঃ আহুঃ] (অপর গোপীগণ বলিলেন) গোপ্যঃ! (হে গোপীগণ!) তৎকথয়া (তাঁহার কথায়) নঃ কিম্? (আমাদের প্রয়োজন কি?) অপরাঃ কথাঃ কথয়ত (অন্য কথা বল)। অস্মাভিঃ বিনা (আমাদিগকে ব্যতীত) যদি তস্য (যদি তাঁহার) কালঃ যাতি (কাল অতিবাহিত হয়), [তর্হি] (তাহা হইলে) নঃ [অপি] (আমাদিগেরও) তথৈব [তং বিনা কালঃ যাতি] (সেইরূপই তাঁহাকে ব্যতীত কাল অতিবাহিত হইবে)॥ ১৪॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] স্ত্রিয়ঃ (গোপীগণ) ইতি [উক্বা] (এইরূপ বলিয়া) শৌরেঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) প্রহসিতং জল্পিতং (হাস্য, পরিহাস), চারু বীক্ষিতং (মনোহর অবলোকন), গতিং প্রেমপরিষ্বঙ্গং (গতিও প্রেমালিঙ্গন) স্মরন্ত্যঃ (স্মরণ করিয়া) রুরুদুঃ (রোদন করিতে লাগিলেন)॥ ১৫॥

[তদা] (তখন) নানানুনয়কোবিদঃ (নানাপ্রকার অনুনয়-বিনয় করিতে অভিজ্ঞ) ভগবান্ সঙ্কর্ষণঃ (ভগবান্ বলরাম) কৃষ্ণস্য হৃদয়ঙ্গমৈঃ সন্দেশৈঃ (শ্রীকৃষ্ণের মনোহর সংবাদ দিয়া) তাঃ (সেই সকল গোপীকে) সান্ত্বয়ামাস (সান্ত্বনা করিলেন)॥ ১৬॥

ভগবান্ রামঃ (ভগবান্ বলরাম) ক্ষপাসু (রাত্রিকালে) গোপীনাং রতিম্ আবহন্ (গোপীগণের অনুরাগ জন্মাইয়া) তত্র (সেই গোকুলে) মধুং চ মাধবম্ এব চ (চৈত্র ও বৈশাখ) [ইতি] দ্বৌ মাসৌ (এই দুই মাস) অবাৎসীৎ (বাস করিলেন)॥ ১৭॥

অনুবাদ—অপর গোপীগণ কহিলেন—হে গোপীগণ! তাঁহার কথায় আমাদিগের প্রয়োজন কি? অন্য কথা বল। আমাদিগকে ব্যতীত যদি তাঁহার কাল অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগেরও তাঁহাকে ব্যতীত কাল অতিবাহিত হইবে॥ ১৪॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গোপীগণ এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হাস্য, পরিহাস, মনোহর অবলোকন, গতি ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন॥ ১৫॥ তখন যিনি নানাপ্রকার অনুনয়-বিনয় করিতে অভিজ্ঞ, সেই ভগবান্ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের মনোহর সংবাদ দিয়া সেই সকল গোপীকে সান্ত্বনা করিলেন॥ ১৬॥ অনন্তর ভগবান্ বলরাম রাত্রিতে রাত্রিতে অপর গোপীগণের অনুরাগ জন্মাইয়া সেই গোকুলে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বাস করিলেন॥ ১৭॥

শ্রীধর—তর্হি তদাগমনে যুষ্মাভিঃ প্রতিবন্ধঃ কিং ন কৃতঃ? তদ্বাক্যবিশ্বাসাদিতি চেৎ, নন্থ বিশ্বাসঃ কিমিতি তত্র কৃতস্তত্রাহুঃ—কথং ত্বিতি। বক্তৃবল্লভত্বাৎ নানাবিধানি বাক্যানি॥ ১২॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥
বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ ১৯ ॥
তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপাগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ২০ ॥
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্ব্বনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেষু মাহেন্দ্রো বারণো যথা ॥ ২১ ॥

অন্বয়—[সঃ] (তিনি) স্ত্রীগণৈঃ বৃতঃ [সন্] (গোপীগণে পরিবৃত হইয়া) পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে (পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে সমুজ্জ্বল) কৌমুদীগন্ধবায়ুনা সেবিতে (এবং কুমুদের গন্ধ বহনকারী বায়ুকর্ত্তৃক পরিষেবিত) যমুনোপবনে (যমুনার উপবনে) রেমে (বিহার করিতে লাগিলেন) ॥ ১৮ ॥

[তদা] বরুণপ্রেষিতা (তখন বরুণদেব কর্ত্তৃক প্রেরিতা) বারুণীদেবী (তৎকন্যা মদিরাধিষ্ঠাত্রী বারুণীদেবী) বৃক্ষকোটরাৎ পতন্তী (মধুধারারূপে বৃক্ষকোটর হইতে নিপতিত হইয়া) স্বগন্ধেন (নিজগন্ধে) তৎ সর্ব্বং বনম্ (সেই সমুদয় বন) অধ্যবাসয়ৎ (আমোদিত করিলেন)। বলঃ (বলরাম) বায়ুনা উপহৃতং (বায়ুকর্ত্তৃক উপানীত) মধুধারায়াঃ তং গন্ধং (মধুধারার সেই গন্ধ) আঘ্রায় (আঘ্রাণ করিয়া) তত্র উপাগতঃ [সন্] তথায় সমুপস্থিত হইয়া) ললনাভিঃ সমং (ললনাগণের সহিত) [তাং] পপৌ (তাহা পান করিতে লাগিলেন) ॥ ১৯-২০ ॥

[অনন্তর] বনিতাশোভিমণ্ডলে [স্থিতঃ সঃ] (গোপীগণের সুশোভিত মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত ভগবান্ বলরাম) গন্ধর্বৈঃ উপগীয়মানঃ [সন্] (গন্ধর্বগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া) [উদ্‌গায়ন্] (স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে) করেণুযূথেষু (হস্তিনীসমূহের মধ্যে) মাহেন্দ্রঃ বারণঃ যথা (ইন্দ্রের ঐরাবত যেমন বিহার করে, সেইরূপ) রেমে (বিহার করিতে লাগিলেন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তথায় অবস্থান করিয়া তিনি গোপীগণে পরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের কিরণজালে সমুজ্জ্বল এবং কুমুদের গন্ধ বহনকারী বায়ুকর্ত্তৃক পরিষেবিত যমুনার উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ তখন বরুণদেবকর্ত্তৃক প্রেরিতা তৎকন্যা মদিরাধিষ্ঠাত্রী বারুণীদেবী মধুধারারূপে বৃক্ষকোটর হইতে নিপতিত হইয়া নিজগন্ধে সেই সমুদয় বন আমোদিত করিলেন। ভগবান্ বলরাম বায়ুকর্ত্তৃক সমীপানীত মধুধারার সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং ললনাগণের সহিত উহা পান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০ ॥ অনন্তর গোপীগণের সুশোভিত মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত ভগবান্ বলরাম গন্ধর্বগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে হস্তিনীসমূহের মধ্যে ইন্দ্রের ঐরাবত যেমন বিহার করে, সেইরূপ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীধর—তত্রান্যা উচুঃ—কথং নু গৃহ্নন্তীতি। অন্যা উচুঃ—গৃহ্নন্তি বা ইতি। চিত্রকথশ্চ চিত্রকথাকথন-কোবিদস্ত, স্নিগ্ধ সুন্দরং স্মিতং যস্মিংস্তেনাবলোকেন উচ্ছ্বসিতঃ স্ফূর্ত্তিতো যঃ স্মরস্তেন আতুরাঃ ॥ ১৩ ॥ অন্যা উচুঃ—কিং ন ইতি। কালস্তাবৎ তস্য চাস্মাকঞ্চ যাত্যেব, কিন্তু তস্য সুখেন অস্মাকন্তু দুঃখেন এতাবানেব বিশেষ ইতি ধ্বনিতম্ ॥ ১৪-১৫

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥ ২২ ॥
উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ।
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ ॥ ২৩ ॥
স্রগ্ব্যেককুণ্ডলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
বিভ্রৎ স্মিতমুখাম্ভোজং স্বেদপ্রালেয়ভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥
স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ।
নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ ॥
অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ ॥ ২৫ ॥
পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়াহুতা।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—তদা (তখন) ব্যোম্নি দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (স্বর্গে দুন্দুভিসমূহ বাজিয়া উঠিল), [দেবাঃ] মুদা কুসুমৈঃ ববৃষুঃ (দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন) গন্ধর্ব্বাঃ মুনয়ঃ [চ] (এবং গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ) [মুদা] (আনন্দে) রামং (বলরামকে) তদ্বীর্য্যৈঃ ঈড়িরে (তাঁহার পরাক্রমপ্রকাশক বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ২২ ॥

বনিতাভিঃ উপগীয়মানচরিতঃ (ললনাগণ বলরামের চরিত্রাবলী গান করিতে লাগিলেন, এই অবস্থায়) হলায়ুধঃ (হলধর বলরাম) মদবিহ্বললোচনঃ ক্ষীবঃ [চ সন্] (মদবিহ্বলনয়ন ও মত্ত হইয়া) বনেষু ব্যচরৎ (বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন) ॥ ২৩ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর] স্রগ্‌বী এককুণ্ডলঃ (যিনি গলদেশে বনমালা ও এক কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন), বৈজয়ন্ত্যা মালয়া [উপলক্ষিতঃ] (বৈজয়ন্তী মালায় পরিশোভিত হইয়াছিলেন), স্বেদপ্রালেয়ভূষিতং স্মিতমুখাম্ভোজং বিভ্রৎ চ (এবং যাঁহার সহাস্য মুখকমল ঘর্মরূপ হিমকণায় বিভূষিত হইয়াছিল, সেই) মত্তঃ ঈশ্বরঃ সঃ (মদোন্মত্ত প্রভু বলরাম) জলক্রীড়ার্থং (জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত) যমুনাম্ আজুহাব (যমুনাকে আহ্বান করিলেন)। [তদা] (তখন) "[অয়ং] মত্তঃ (ইনি মত্ত হইয়াছেন)" ইতি [মত্বা] (এইরূপ মনে করিয়া) নিজং বাক্যম্ অনাদৃত্য (তদীয় বাক্য অনাদর করতঃ) অনাগতাম্ আপগাং (যমুনা না আসিলে তাঁহাকে) বলঃ (বলরাম) কুপিতঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) হলাগ্রেণ বিচকর্ষ হ (লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা আকর্ষণ করিলেন) [আহ চ] (এবং বলিলেন)—পাপে। (হে পাপিনি!) ত্বং (তুমি) ময়া আহুতা (আমা কর্তৃক আহুতা হইয়া) মাম্ অবজ্ঞায় (আমাকে অবজ্ঞা করিয়া) যৎ (যেহেতু) ন আয়াসি (আগমন করিলে না), [তস্মাৎ] (সেই কারণে) কামচারিণীং ত্বাং (স্বেচ্ছাচারিণী তোমাকে) লাঙ্গলাগ্রেণ (লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা) শতধা নেষ্যে (শতভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিব) ॥ ২৪-২৬ ॥

অনুবাদ—তখন স্বর্গে দুন্দুভিসমূহ বাজিয়া উঠিল, দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ আনন্দে বলরামের পরাক্রমপ্রকাশক বাক্যের দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ ললনাগণ বলরামের চরিত্রাবলী গান করিতে লাগিলেন, এই অবস্থায় হলধর বলরাম

শ্রীধর—নানাবিধেষেবহুনয়েষু কোবিদঃ ॥ ১৬ ॥ মধুং চৈত্রম্, মাধবং বৈশাখম্। গোপীনাং রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়েহনুৎপন্নানামতিবালানামন্যাসামিত্যাভিযুক্ত-প্রসিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

এবং নির্ভৎর্সিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্।
উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ ! ॥ ২৭ ॥
রাম ! রাম ! মহাবাহো ! ন জানে তব বিক্রমম্।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে ! ॥ ২৮ ॥
পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ ! মামজানতীম্।
মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ ! প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ! ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—নৃপ ! (হে রাজন্ !) [রামেণ] এবং নির্ভৎর্সিতা যমুনা (বলরাম এইরূপে আকর্ষণ ও তিরস্কার করিলে যমুনা) ভীতা চকিতা (ভীতা, কম্পিতা) [এবং মূর্ত্তিমতীরূপে] পাদয়োঃ পতিতা [চ সতী] (পদতলে পতিতা হইয়া) যদুনন্দনং বাচম্ উবাচ (যদুনন্দন বলরামকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥

রাম ! রাম ! (হে বলরাম ! হে বলরাম !) মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) জগতঃ পতে ! (হে জগৎ পতে !) [অহং] (আমি) তব বিক্রমং (আপনার প্রভাব) ন জানে (অবগত নহি), যস্য [তব] (যে আপনার একাংশেন (এক অংশে) জগতী বিধৃতা (পৃথিবী ধৃতা হইয়াছে) ॥ ২৮ ॥

ভগবন্ ! (হে ভগবন্ !) বিশ্বাত্মন্ ! (হে সর্ব্বাত্মন্ !) ভক্তবৎসল ! (হে ভক্তবৎসল !) ভগবতঃ [তব] পরং ভাবম্ অজানতীং (ভগবন্ আপনার পরম মাহাত্ম্য পূর্বে জানিতে পারি নাই), প্রপন্নাং (এক্ষণে শরণাপন্না হইয়াছি, এতাদৃশী) মাং (আমাকে) মোক্তুম্ অর্হসি (আপনি ক্ষমা করুন) ॥ ২৯ ॥

মদবিহ্বললোচন ও মত্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ বলরাম গলদেশে বনমালা ও এক কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন, বৈজয়ন্তী মালার পরিশোভিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহাস্য মুখমণ্ডল ঘর্ম্মরূপ হিমকণায় বিভূষিত হইয়াছিল ; অনন্তর তাদৃশ মদোন্মত্ত প্রভু বলরাম জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যমুনাকে আহ্বান করিলেন। তখন "ইনি মত্ত হইয়াছেন" এইরূপ মনে করিয়া তদীয় বাক্য অগ্রাহ্য করতঃ যমুনা তাঁহার নিকটে না আসিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন—হে পাপিনি ! আমি তোমাকে আহ্বান করিলাম, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিলে না ; সুতরাং আমি স্বেচ্ছাচারিণী তোমাকে এক্ষণে লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা শতভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিব ॥ ২৪-২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ভগবান্ বলরাম এইরূপে আকর্ষণ ও তিরস্কার করিলে যমুনা ভীতা ও কম্পিতা হইলেন এবং মূর্ত্তিমতীরূপে বলরামের পদতলে পতিতা হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে বলরাম ! হে বলরাম ! হে মহাবাহো ! হে জগৎপতে ! আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি। আপনার এক অংশ এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ হে ভগবন্ ! হে সর্ব্বাত্মন্ ! হে ভক্তবৎসল ! ভগবান্ আপনার পরম মাহাত্ম্য পূর্বে জানিতে পারি নাই, এই জন্যই অপরাধ করিয়াছি ; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—পূর্ণচন্দ্রস্য কলাভির্মরীচিভির্মৃষ্টে উজ্জ্বলে, কৌমুদীগন্ধবায়ুনা কুমুদ্বতীনাং গন্ধবাতেন সেবিতে, যদ্বা কৌমুদীশব্দেন ভক্তিকাসিতানি কুমুদানি লক্ষ্যন্তে, কুমুদগন্ধবাতেন ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ততো ব্যমুঞ্চদ্ যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ।
বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্ ॥ ৩০ ॥
কামং বিহৃত্য সলিলাদুত্তীর্ণায়াসিতাম্বরে।
ভূষণানি মহার্হাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং স্রজম্ ॥ ৩১ ॥
বসিত্বা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্।
রেজে স্বলঙ্কৃতো লিপ্তো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ভগবান্ বলঃ (ভগবান্ বলরাম) [এবং] যাচিতঃ [সন্] (এইরূপ প্রার্থিত হইয়া) যমুনাং ব্যমুঞ্চৎ (যমুনাকে পরিত্যাগ করিলেন)। ততঃ [সঃ] (তৎপরে তিনি) ইভরাট্ করেণুভিঃ ইব (গজরাজ যেমন হস্তিনীসমূহের সহিত জলে অবগাহন করে, সেইরূপ) স্ত্রীভিঃ [সহ] (ললনাগণের সহিত) জলং বিজগাহ (যমুনার জলে অবগাহন করিলেন) ॥ ৩০ ॥

কামং বিহৃত্য (যথেচ্ছ বিহার করিয়া) সলিলাৎ উত্তীর্ণায় [তস্মৈ] (তিনি জল হইতে উত্থিত হইলে তাঁহাকে) কান্তিঃ (লক্ষ্মীদেবী) অসিতাম্বরে (নীলবর্ণ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র), মহার্হাণি ভূষণানি (মহামূল্য অলঙ্কার সমূহ) শুভাং স্রজং [চ] (ও সমুজ্জল কাঞ্চনমাল্য) দদৌ (প্রদান করিলেন) ॥ ৩১ ॥

[রামঃ] (তখন ভগবান্ বলরাম) নীলে বাসসী বসিত্বা (নীলবর্ণ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া) কাঞ্চনীং মালাম্ আমুচ্য (কাঞ্চনময়ী মালা ধারণ করতঃ) স্বলঙ্কৃতঃ লিপ্তঃ [চ সন্] (অলঙ্কার সমূহের দ্বারা বিভূষিত ও চন্দনাদির দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া) মাহেন্দ্রঃ বারণঃ ইব রেজে (ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যমুনা এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বলরাম তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তৎপরে গজরাজ যেমন হস্তিনীগণের সহিত জলে অবগাহন করে, সেইরূপ তিনি ললনাগণের সহিত যমুনার জলে অবগাহন করিলেন ॥ ৩০ ॥ যমুনার জলে যথেচ্ছ বিহার করিয়া তিনি জল হইতে উত্থিত হইলে লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে নীলবর্ণ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র, মহামূল্য অলঙ্কারসমূহ ও সমুজ্জল কাঞ্চনমাল্য প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥ তখন ভগবান্ বলরাম নীলবর্ণ পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া কাঞ্চনময়ী মালা ধারণ করতঃ অলঙ্কারসমূহের দ্বারা বিভূষিত ও চন্দনাদির দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—বারুণী সুধয়া সহোৎপন্না মদিরা ॥ ১৯—২২ ॥ ক্ষীবো মত্তঃ ॥ ২৩ ॥ স্বেদ এব প্রালেয়ং হিমং তেন ভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥ মত্তোঽয়মিত্যনাদৃত্য অনাগতাম্ আপগাং নদীম্ ॥ ২৫ ॥ আহূতা আহূতা যদবেমান্যাগচ্ছসি, তস্মাৎ নেষ্যে গময়িষ্যামি ॥ ২৬ ॥ চকিতা কম্পিতা ॥ ২৭ ॥ একাংশেন শেষাখ্যেণ ॥ ২৮-২৯ ॥ বিজগাহ অবগাহনং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥ উত্তীর্ণায় নির্গতায় অসিতাম্বরাদীনি কান্তির্দদৌ। কান্তির্লক্ষ্মীঃ। যথোক্তং বৈষ্ণবে—"বরুণপ্রহিতা চাস্মৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্॥ সমুদ্রাভে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত" ইতি, হরিবংশে চ বলং প্রতি লক্ষ্মীবাক্যম্—"জাতরূপময়ঞ্চৈকং কুণ্ডলং বজ্রভূষণম্। আদি পদ্মঞ্চ পদ্মাখ্যং দিব্যং শ্রবণভূষণম্। দেবেমাং প্রতিগৃহ্ণীষ পৌরাণীং ভূষণক্রিয়াম্" ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্। যমুনা কৃষ্টবর্ত্মনা।
বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি ॥ ৩৩ ॥
এবং সর্ব্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে।
রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্য্যৈর্ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বলদেববিজয়ে যমুনাকর্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) অদ্যাপি (এখনও) যমুনা (যমুনা) কৃষ্টবর্ত্মনা [স্যন্দমানা সতী] (লাঙ্গল-খাত পথে প্রবাহিত হইয়া) অনন্তবীর্য্যস্য বলস্য (অনন্ত পরাক্রমশালী বলরামের) বীর্য্যং সূচয়তী ইব (পরাক্রম সূচনা করিয়াই যেন) দৃশ্যতে হি (দৃষ্টিগোচর হইতেছেন) ॥ ৩৩ ॥

[হে রাজন্!] এবং (এইরূপে) ব্রজযোষিতাং মাধুর্য্যৈঃ (ব্রজবাসিনী গোপীগণের বিলাস সমূহের দ্বারা) আক্ষিপ্ত-চিত্তস্য (বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায়) ব্রজে [তৈঃ সহ] রমতঃ রামস্য (ব্রজমধ্যে সেই গোপীগণের সহিত বিহার করিতে করিতে বলরামের) [তাঃ] সর্ব্বাঃ নিশাঃ (সেই সমস্ত রাত্রি) একা ইব যাতাঃ (এক রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত হইয়া গেল) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বলরাম যে লাঙ্গলের দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এখনও যমুনা সেই লাঙ্গল-খাত পথে প্রবাহিতা হইয়া অনন্ত পরাক্রমশালী বলরামের পরাক্রম সূচনা করিয়াই যেন দৃষ্টিগোচর হইতেছেন ॥ ৩৩ ॥ হে রাজন্! ভগবান্ বলরাম এইরূপে ব্রজবাসিনী গোপীগণের বিলাসসমূহের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া ব্রজমধ্যে তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন; সুতরাং তখন তাঁহার সেই সমস্ত রাত্রি এক রাত্রির ন্যায় অতিবাহিত হইয়া গেল ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধর—বসিত্বা পরিধায়, আমুচ্য কণ্ঠে নিধায়, চন্দনাদিভিরালিপ্তঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥ একেব একৈব নিশা যথা তথা মাধুর্য্যৈর্বিলাসৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

কেলাবব

পঞ্চষষ্টিতমে রামো গোষ্ঠং গত্বা স্ববন্ধুভিঃ।
মিলিতঃ স্বীয়গোপীভী রেমে কৃষ্ণাং চকর্ষ চ ॥

এই অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়—বলদেব ব্রজে যান। বন্ধুগণের সঙ্গে ও গোপীগণের সঙ্গে মিলিত হন। যমুনা বলদেবের আহ্বান উপেক্ষা করায় তাঁহাকে লাঙ্গল দ্বারা আকর্ষণ করেন।

বলদেব আসিলেন গোকুলে—সুহৃদ্‌গণকে দেখিবেন এই অভিলাষে। গোপগোপীগণ ও নন্দযশোদা সকলের সঙ্গে মিলন ঘটিল। গোপীগণ কেবল জানিতে চাহেন—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের নিজজনের কথা স্মরণ করেন কি না। তাঁহাদিগকে একটিবার দেখা দিতে ব্রজে আর আসিবেন কি না। কৃষ্ণের জন্য তাঁহারা ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। যাইবার কালে শ্রীকৃষ্ণ 'আসিবেন' বলিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াই আমরা তাঁহাকে যাইতে দিয়াছি। কেহ কেহ বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ অকৃতজ্ঞ, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলে কষ্ট ভোগ করিতেই হইবে। কেহ বলিলেন—তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে চাই না, কিন্তু তাঁহার হাসি ও দৃষ্টি মন অভিভূত করিয়া ফেলে। কেহ বলিলেন—যদি তিনি পারেন আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে, আমরাই বা না পারিব কেন? অতএব শ্রীকৃষ্ণের কথায় আর কাজ নাই। এই কথা বলিয়া সকলে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুই মাস ছিলেন বলভদ্র ব্রজে। যমুনাপুলিনে অনেক বিহার করিয়াছিলেন। একদিন জলক্রীড়া করিবেন বলিয়া যমুনাকে নিকটে ডাকিলেন। বলরাম বারুণীমত্ত—মনে করিয়া যমুনা আসিলেন না। বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিলেন। ভীতা যমুনা ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বলদেবও প্রিয়াবর্গসহ যমুনায় অবগাহন করতঃ আনন্দ ক্রীড়ায় মাতিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। বলরাম দীর্ঘকাল পরে ব্রজে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না কেন? প্রেম মহোদধি শ্রীকৃষ্ণ কেন একটিবার ব্রজের কথা স্মরণ করিয়া সেদিকে আসেন না? ইহার কারণ যাদবগণ। তাঁহারা হরিকে ব্রজে আসিতে প্রবলভাবে বাধা দেন। হেতুটা এই যে, তাঁহারা জানেন যে ব্রজের প্রেয়সীদিগের মত প্রেমময়ী জগতে আর কেহ নাই। ব্রজের নন্দযশোদার মত বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ীও আর জগতে কেহ নাই। ওখানে শ্রীকৃষ্ণ গেলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না—এই দুশ্চিন্তা যাদবগণকে পাইয়া বসিয়াছিল। এই তীব্র বিরহ হেতু ব্রজজনের কৃষ্ণানুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছিল। এইরূপ হইলে শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া বলদেবই বা গেলেন কেন? ইহার কারণই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন "সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ"। সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করিবার জন্য অত্যুৎকণ্ঠাবশতঃ।

৪। গোপীগণ যখন বলদেবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন তখন শ্রীশুকদেব তাঁহাদের বিশেষণ দিয়াছেন "হসন্ত্যঃ" তাঁহারা হাস্যসহকারে কথা বলিলেন। বিরহিণীদের বদনে এই হাসি কেন?

এই হাসি আনন্দবোধক নহে। ইহা তাঁহাদের উন্মাদবোধক। তাঁহারা যে কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী ইহাই হাসিতে বুঝা গেল। মহাবিরহে তাঁহারা উন্মাদিনীবৎ হইয়াছেন বলিয়াই—তাঁহাদের মাতা লজ্জাবতীদের নির্লজ্জের মত বলরামের কাছে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানিতে চাওয়া সম্ভব হইয়াছে। আবার, মহাভাবময়ীদের মধ্যে যে মহাভাবের লক্ষণ পরিব্যক্ত, ইহা অনুভব করিয়া বলরামও তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়াছিলেন—অবহেলা করেন নাই। তাই শ্রীশুক বলিয়াছেন—"রামদর্শনাদৃতাঃ"।

৩। গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন তো? "কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণ?" যদি বলেন—আমাদের বিরহে তিনি কিরূপে সুখে থাকিবেন। সে বিষয় মনে হয় আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকিবার কথা নয়—কারণ তিনি গোপীবল্লভ ছিলেন এখন "পুরস্ত্রীজনবল্লভ" হইয়াছেন। পিতামাতা বন্ধুদের কথা স্মরণ করিলেও করিতে পারেন। মায়ের কথা মনে করিয়া একবারও আসিতেও পারেন—আসিবেন কি? আমাদের অপেক্ষা পুরস্ত্রীগণ সর্ব্বগুণেই গুণী—তবে কিনা আমাদের দুই একটা ক্ষুদ্র তুচ্ছ সেবার কথা—বনমালা গাথা, কুসুমপল্লবময় শয্যা রচনা তাঁর মনে জাগিলেও জাগিতে পারে।

"অপি বা স্মরতেঽস্মাকমনুষেবাং মহাভুজঃ"।

৪। বলদেব শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশ দ্বারা গোপীদের সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। "কৃষ্ণস্য সন্দেশৈঃ সান্ত্বয়ামাস"। উদ্ধবের ছিল দাস্যভাব, বলদেবের বাৎসল্যভাব। এই দুইজনের নিকটেই সন্দেশ পাঠাইলেন কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ? দাস্য বাৎসল্য কি মধুর রসেব বাহক হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উদ্ধবের দাস্যের সঙ্গেও সখ্য আছে। বলদেবের বাৎসল্যের সঙ্গেও সখ্য আছে। এই সখ্যরসের বিদ্যমানতা হেতু উভয়েই মধুরসের বার্ত্তাবহ হইতে পারেন। "উদ্ধবস্য দাস্যভাবঃ, সঙ্কর্ষণস্য বাৎসল্যভাবশ্চ কৃষ্ণেন ন গণিতঃ; কিন্তু ভয়োরনয়োঃ সখ্যভাব এব সন্দেশপ্রেষণহেতুরভবদিতি জ্ঞেয়ম্"।

৫। বলরামচন্দ্র রাসলীলা করিয়াছিলেন যমুনাতটে শ্রীরামঘাটে। শ্রীকৃষ্ণের রাসৌলীতে নহে। শ্রীধর বলেন, শ্রীকৃষ্ণের রাসে যাদের জন্ম হয় নাই বা যারা অতিবালিকা ছিলেন, তাঁদের নিয়া শ্রীবলরামের রাস—এইটি অভিযুক্তদের প্রসিদ্ধি (শ্লোক ১৭)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই রাস বর্ণিত আছে। বরুণপ্রেরিত বারুণী স্বকীয় গন্ধে বন আমোদিত করিয়াছিল। বলদেব জলকেলির জন্য যমুনাকে আহ্বান করেন। যমুনাদেবী ভাবিলেন, বলদেব মত্ত হইয়াছেন, নতুবা আমাকে ডাকিবেন কেন। নিজেই ত আসিতে পারেন—"মদীয়জলে বিজিহীর্ষা চেৎ স্বয়মায়াতু ইত্যনাদৃত্য নাগতম্।" এই যমুনা নদীরূপ সমুদ্রভার্য্যা কালিন্দীর বিভূতি বিশেষ।

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

নন্দব্রজং গতে রামে করূষাধিপতির্নৃপ ! ।
বাসুদেবোঽহমিত্যজ্ঞো দূতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ ॥ ১ ॥
ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ ।
ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতম্ ॥ ২ ॥
দূতঞ্চ প্রাহিণোন্মন্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্তবর্ত্মনে ।
দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপো বালকৃতোঽবুধঃ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে পৌণ্ড্রক, তৎসখা কাশিরাজ ও কাশিরাজ পুত্র সুদক্ষিণের বধবৃত্তান্তরূপ কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) রামে নন্দব্রজং গতে (বলরাম নন্দগোকুলে গমন করিলে) অজ্ঞঃ করূষাধিপতিঃ (করূষ দেশের অধিপতি মূর্খ পৌণ্ড্রক) "অহং বাসুদেবঃ (আমি বাসুদেব)" ইতি [মত্বা] (এইরূপ মনে করিয়া) কৃষ্ণায় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) দূতং প্রাহিণোৎ (এক দূত প্রেরণ করিল) ॥ ১ ॥

[সঃ] (ঐ পৌণ্ড্রক) বালৈঃ (অজ্ঞ জনগণকর্ত্তৃক) "ত্বং (আপনি) জগৎপতিঃ ভগবান্ বাসুদেবঃ (জগৎপতি ভগবান বাসুদেব), [ভুবি] অবতীর্ণঃ (পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন)" ইতি প্রস্তোভিতঃ [সন্] (এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া) আত্মানম্ অচ্যুতং মেনে (নিজেকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া মনে করিয়াছিল) ॥ ২ ॥

[ক্রীড়ায়াং] বালকৃতঃ বালঃ নৃপঃ যথা (ক্রীড়াকালে বালকগণকর্ত্তৃক কল্পিত বালক রাজার ন্যায় [অজ্ঞৈঃ বাসুদেবত্বেন কল্পিতঃ] (অজ্ঞ জনগণকর্ত্তৃক বাসুদেবরূপে কল্পিত) অবুধঃ মন্দঃ [সঃ] (মূঢ় মন্দবুদ্ধি ঐ পৌণ্ড্রক) দ্বারকায়াং (দ্বারকায়) অব্যক্তবর্ত্মনে কৃষ্ণায় (অব্যক্তগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) দূতং চ প্রাহিণোৎ (এক দূতও প্রেরণ করিয়াছিল) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বলরাম নন্দব্রজে গমন করিলে পর করূষ-দেশের অধিপতি মূঢ় পৌণ্ড্রক "আমিই বাসুদেব" এইরূপ মনে করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিল ॥ ১ ॥ হে রাজন্ ! ঐ পৌণ্ড্রক অজ্ঞ জনগণের "আপনি জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন" এইরূপ স্তুতিবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া নিজেকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া মনে করিয়াছিল ॥ ২ ॥ ক্রীড়াকালে বালকগণ যেমন এক বালককে রাজা বলিয়া কল্পনা করে, সেইরূপ অজ্ঞ জনগণ তাহাকে বাসুদেব বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল। সুতরাং অজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ঐ পৌণ্ড্রক কেবল যে নিজেকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু দ্বারকায় অব্যক্তগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এক দূতও প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—ষড়্‌যুক্‌ষষ্টিতমে কাশীং গত্বাহন্ পৌণ্ড্রকং হরিঃ। তন্মিত্রঞ্চ ততো কৃত্যং সুদক্ষিণবধাদিকম্ ॥ ১ ॥ প্রস্তোভিতঃ স্তুত্যা প্রোৎসাহিতঃ বালৈরজ্ঞৈঃ ॥ ২ ॥

দূতস্তু দ্বারকামেত্য সভায়ামাস্থিতং প্রভুম্।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ।
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥ ৫ ॥
যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্বিভর্ষি সাত্বত।
ত্যক্ত্বৈহি মাং ত্বং শরণং নো চেদ্দেহি মমাহবম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ

কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥ ৭ ॥

অন্বয়—[তদা] দূতঃ তু (তখন ঐ দূতও) দ্বারকাম্ এত্য (দ্বারকায় আসিয়া) সভায়াম্ আস্থিতং (সভায় অবস্থিত) কমলপত্রাক্ষং প্রভুং কৃষ্ণং (কমললোচন প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে) রাজসন্দেশম্ অব্রবীৎ (রাজা পৌণ্ড্রকের সংবাদ বলিতে লাগিল) ॥ ৪ ॥

[দূত কহিল—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার প্রভু আপনাকে যাহা জানাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা এই]—ভূতানাম্ অনুকম্পার্থং (প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত) অহম্ একঃ এব (আমিই একমাত্র) বাসুদেবঃ অবতীর্ণঃ (বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি), অপরঃ [বাসুদেবঃ] ন চ [অস্তি] (অপর কেহ বাসুদেব নহে)। ত্বং (তুমি) [বাসুদেবঃ ইতি] মিথ্যাভিধাং ("বাসুদেব" এই মিথ্যা নাম) ত্যজ (পরিত্যাগ কর)। সাত্বত। (হে যাদব!) ত্বং (তুমি) মৌঢ্যাৎ (মূঢ়তাবশতঃ) যানি অস্মচ্চিহ্নানি (আমার যে সকল চিহ্ন) বিভর্ষি (ধারণ করিতেছ), [তানি] ত্যক্ত্বা (সেই সকল চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া) মাং শরণম্ এহি (আমার শরণাগত হও), নোচেৎ (নতুবা) ত্বং (তুমি) মম আহবং দেহি (আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] তদা (তখন) উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যাঃ (উগ্রসেন প্রভৃতি সভ্যগণ) [দূতমুখে] অল্পমেধসঃ পৌণ্ড্রকস্য (অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের) তৎ কত্থনম্ (সেই আত্মশ্লাঘা) উপাকর্ণ্য (শ্রবণ করিয়া) উচ্চকৈঃ জহসুঃ (উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তখন ঐ দূতও দ্বারকায় আগমন করিয়া সভায় অবস্থিত কমললোচন প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে রাজা পৌণ্ড্রকের সন্দেশ বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ দূত কহিল—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার প্রভু আপনাকে যাহা জানাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা এই—প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমিই একমাত্র বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি; অপর কেহ বাসুদেব নহে। তুমি "বাসুদেব" এই মিথ্যা নাম পরিত্যাগ কর। হে যাদব! তুমি মূঢ়তাবশতঃ আমার যে সকল চিহ্ন ধারণ করিতেছ, সেই সকল চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, নতুবা তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৫-৬ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন উগ্রসেন প্রভৃতি সভ্যগণ দূতমুখে অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের সেই আত্মশ্লাঘা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—বালকৃতো নৃপঃ বালৈর্নৃপত্বেন ক্রীড়ায়াং পরিকল্পিতঃ ॥ ৩—৭ ॥

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাসকথামনু।
উৎস্রক্ষ্যে মূঢ়! চিহ্নানি যৈস্ত্বমেবং বিকত্থসে ॥ ৮ ॥
মুখং তদপিধায়াজ্ঞ কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ।
শয়িষ্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম্ ॥ ৯ ॥
ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্ব্বমাহরৎ।
কৃষ্ণোঽপি রথমাস্থায় কাশীমুপজগাম হ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পরিহাসকথাম্ অনু (পরিহাসোক্তি করিয়া পরে) দূতম্ উবাচ (পৌণ্ড্রককে বলিবার জন্য দূতকে বলিয়া দিলেন)—মূঢ়! (রে মূঢ় পৌণ্ড্রক!) যৈঃ (যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করায়) ত্বং (তুমি) এবং বিকত্থসে (এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ); [অহং] (আমি) [তানি] চিহ্নানি (তোমাকে সেই সকল কৃত্রিম চিহ্ন) উৎস্রক্ষ্যে (পরিত্যাগ করাইব) ॥ ৮ ॥

অজ্ঞ (রে মূঢ়!) [ত্বং যদা] (তুমি যখন) হতঃ [সন্] (নিহত হইয়া) তং মুখম্ অপিধায় (যে মুখে আত্মশ্লাঘা করিয়াছ, সেই মুখ বালুকাদির দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া) কঙ্কগৃধ্রবটৈঃ বৃতঃ [সন্] (কঙ্ক, গৃধ্র ও বট নামক পক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া) [রণভূমৌ] শয়িষ্যসে (রণভূমিতে শয়ন করিবে), তত্র (তখন) [ত্বমেব] (তুমিই) শুনাং শরণং ভবিতা (কুক্কুরগণের শরণ অর্থাৎ ভক্ষ্য হইবে) ॥ ৯ ॥

[হে রাজন্! অনন্তর] দূতঃ (দূত) ইতি তম্ আক্ষেপং (এইরূপ ভগবদুক্ত তিরস্কারবাক্য) সর্ব্বম্ [এব] (সমস্তই) স্বামিনে আহরৎ (তাহার প্রভু পৌণ্ড্রকের নিকট নিবেদন করিল)। কৃষ্ণঃ অপি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও) রথম্ আস্থায় (রথে আরোহণ করিয়া) কাশীম্ উপজগাম হ (পৌণ্ড্রক তাহার মিত্র কাশীরাজের পুরীতে অবস্থান করিতেছিল বলিয়া, কাশীতে গমন করিলেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ কিছু পরিহাসবাক্য বলিলেন,—পরে পৌণ্ড্রককে জানাইবার জন্য দূতকে বলিয়া দিলেন—রে মূঢ় পৌণ্ড্রক! যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করিয়া তুমি এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছ, আমি তোমাকে সেই সকল কৃত্রিম চিহ্ন পরিত্যাগ করাইব ॥ ৮ ॥ রে মূঢ়! তুমি আমাকে বলিয়াছ তোমার শরণাগত হইতে, কিন্তু তুমি যখন নিহত হইবে এবং যে মুখে আত্মশ্লাঘা করিয়াছ, যখন সেই মুখ বালুকাদির দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কঙ্ক, গৃধ্র ও বট নামক পক্ষিগণে পরিবৃত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিবে, তখন তুমিই কুক্কুরগণের শরণ (ভক্ষ্য) হইবে ॥ ৯ ॥ হে রাজন্! অনন্তর দূত ফিরিয়া গিয়া এইরূপ ভগবদুক্ত তিরস্কার সমস্তই তাহার প্রভু পৌণ্ড্রকের নিকটে নিবেদন করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তখন রথে আরোহণ করিয়া, পৌণ্ড্রক তাহার মিত্র কাশীরাজের পুরীতে অবস্থান করিতেছিল বলিয়া কাশীতে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—হে মূঢ়! উৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ি প্রক্ষেপ্স্যামি, যৈঃ সহ ত্বমেবং বিকত্থসে তেষপীত্যর্থঃ। যদ্বা যৈঃ কৃত্রিমৈঃ সুদর্শনাদিভিস্ত্বমেবং শ্লাঘসে, তান্যুৎস্রক্ষ্যে ত্যাজয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ মাং শরণমেহীত্যস্যোত্তরং—মুখমিতি। বটাঃ কঙ্কাদিবৎ পক্ষিবিশেষাঃ। তত্র তদা শুনাং শরণমাশ্রয়ো ভবিতাসি ॥ ৯ ॥

পৌণ্ড্রকোঽপি তদুদ্‌যোগমুপলভ্য মহারথঃ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্ দ্রুতম্ ॥ ১১ ॥
তস্য কাশিপতির্মিত্রং পার্ষ্ণিগ্রাহোঽন্বয়ান্নৃপ!।
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ ॥ ১২ ॥
শঙ্খার্য্যসিগদাশার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্।
বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৩ ॥
কৌষেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্।
অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বা তমাত্মনস্তুল্যং বেষং কৃত্রিমমাস্থিতম্।
যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভৃশং হরিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—মহারথঃ পৌণ্ড্রকঃ অপি (মহারথ পৌণ্ড্রকও) তদুদ্‌যোগম্ উপলভ্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধোদ্‌যোগের কথা জানিতে পারিয়া) অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তঃ [সন্] (দুই অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া) দ্রুতং পুরাৎ নিশ্চক্রাম (শীঘ্র নগর হইতে বহির্গত হইল) ॥ ১১ ॥

নৃপ! (হে রাজন্) [তদা] (তখন) তস্য মিত্রং কাশিপতিঃ (সেই পৌণ্ড্রকের মিত্র কাশিরাজ) তিসৃভিঃ অক্ষৌহিণীভিঃ [সহ] (তিন অক্ষৌহিণী সেনার সহিত) পার্ষ্ণিগ্রাহঃ [সন্] (পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া) অন্বয়াৎ (তাহার অনুগমন করিল)। [তদা] (তখন) হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) শঙ্খার্য্যসিগদাশার্ঙ্গ-শ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতং (শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, গদা, শার্ঙ্গধনু ও শ্রীবৎসচিহ্নাদি সমন্বিত), কৌস্তুভমণিং বিভ্রাণং (কৌস্তুভমণিধারী), বনমালাবিভূষিতং (বনমালায় বিভূষিত), পীতে কৌষেয়বাসসী বসানং (পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্রদ্বয় পরিধানকারী), গরুড়ধ্বজম্ (কৃত্রিম গরুড়ধ্বজ), অমূল্যমৌল্যাভরণং (অমূল্য মুকুটাভরণ) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ (ও দীপ্তিশালী মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয়-সমন্বিত) পৌণ্ড্রকম্ (পৌণ্ড্রককে) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ১২—১৪ ॥

হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) রঙ্গগতং নটং যথা (অভিনয়স্থানগত নটের ন্যায়) কৃত্রিমং বেষম্ আস্থিতং (কৃত্রিম বেশধারী) আত্মনঃ তুল্যং তং (আত্মতুল্য সেই পৌণ্ড্রককে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ভৃশং বিজহাস (উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহারথ পৌণ্ড্রকও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধোদ্‌যোগের কথা জানিতে পারিয়া দুই অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া শীঘ্র নগর হইতে বহির্গত হইল ॥ ১১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন পৌণ্ড্রকের মিত্র কাশিরাজ তিন অক্ষৌহিণী সেনার সহিত পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে দেখিতে পাইলেন; তিনি দেখিলেন—পৌণ্ড্রক শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, গদা, শার্ঙ্গধনু ও শ্রীবৎসচিহ্নাদিসমন্বিত হইয়াছে, কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়াছে, বনমালায় বিভূষিত হইয়াছে, পীতবর্ণ ও কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, তাহার ধ্বজে কৃত্রিম গরুড় রহিয়াছে এবং সে অমূল্য মুকুটাভরণ

শ্রীধর—কাশীমিতি পৌণ্ড্রকস্য তদা মিত্রপুরেঽবস্থানাৎ ॥ ১০-১১ ॥ পার্ষ্ণিগ্রাহঃ পৃষ্ঠতো রক্ষকঃ ॥ ১২-১৩ ॥

শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈর্ব্বাণৈঃ প্রাহরন্নরয়ো হরিম্ ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণস্তু তৎ পৌণ্ড্রককাশিরাজয়ো-র্ব্বলং গজস্যন্দনবাজিপত্তিমৎ।
গদাসিচক্রেষুভিরার্দ্দয়দ্ভৃশং যথা যুগান্তে হুতভুক্ পৃথক্ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥
আয়োধনং তদ্রথবাজিকুঞ্জর-দ্বিপৎ-খরোষ্ট্রৈররিণাবখণ্ডিতৈঃ।
বভৌ চিতং মোদবহং মনস্বিনামাক্রীড়নং ভূতপতেরিবোল্বণম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—[অথ] অরয়ঃ (অনন্তর শত্রুগণ) শূলৈঃ (শূল), গদাভিঃ (গদা), পরিঘৈঃ (লৌহাগ্র মুদগর), শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ (শক্তি, ঋষ্টি অর্থাৎ দ্বিধার খড়্গ, প্রাস, তোমর), অসিভিঃ (অসি), পট্টিশৈঃ (পট্টিশ) বাণৈঃ [চ] (ও বাণসমূহের দ্বারা) হরিং প্রাহরন্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে লাগিল) ॥ ১৬ ॥

[তদা] (তখন) যুগান্তে (যুগান্তকালে) হুতভুক্ (অগ্নি) যথা (যেমন) পৃথক্প্রজাঃ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূতগণকে) [অর্দ্দয়তি] (বিনাশ করিয়া থাকে), [তথা] (সেইরূপ) কৃষ্ণঃ তু (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও) গদাসিচক্রেষুভিঃ (গদা, অসি, চক্র ও বাণসমূহের দ্বারা) পৌণ্ড্রক-কাশিরাজয়োঃ (পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজের) গজস্যন্দনবাজিপত্তিমৎ তৎ বলং (হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতি এই চতুরঙ্গ বিশিষ্ট সেই সৈন্যগণকে) ভৃশম্ আর্দ্দয়ৎ (নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন) ॥ ১৭ ॥

[হে রাজন! তখন] তৎ আয়োধনং (সেই রণস্থল) অরিণা অবখণ্ডিতৈঃ (চক্রচ্ছিন্ন) রথবাজিকুঞ্জরদ্বিপৎ-খরোষ্ট্রৈঃ চিতং (রথ, অশ্ব, হস্তী, পদাতি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমূহে পরিব্যাপ্ত), মনস্বিনাং মোদবহং (বীরগণের হর্ষবর্দ্ধক), [অন্যেষাম্] উল্বণং [চ সৎ] (ও অন্যান্যের ভয়োৎপাদক হইয়া), ভূতপতেঃ আক্রীড়নম্ ইব (ভূতপতি রুদ্রদেবের ক্রীড়াস্থানের ন্যায়) বভৌ (শোভা পাইতে লাগিল) ॥ ১৮ ॥

ও দীপ্তিশালী মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়াছে ॥ ১২—১৪ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিনয়স্থানগত নটের ন্যায় কৃত্রিম বেশধারী আত্মতুল্য সেই পৌণ্ড্রককে দর্শন করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শত্রুগণ শূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, অসি, পট্টিশ ও বাণসমূহের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ যুগান্তকালে অগ্নি যেমন জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূতগণকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গদা, অসি, চক্র ও বাণসমূহের দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজের হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন সেই রণস্থল চক্রচ্ছিন্ন, রথ, অশ্ব, হস্তী, পদাতি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসমূহে পরিব্যাপ্ত, বীরগণের হর্ষবর্দ্ধক ও অন্যান্যের ভয়োৎপাদক হইয়া ভূতপতি রুদ্রদেবের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর—গরুড়ঃ কৃত্রিমো ধ্বজে যস্য তম্, অমূল্যোঽনর্ঘো মৌলিরাভরণং যস্য তম্ ॥ ১৪—১৬ ॥ গজস্যন্দনাদি চতুরঙ্গবলম্ অর্দ্দিতবান্। পৃথক্ প্রজাশ্চতুর্ব্বিধং ভূতগ্রামং যথা যুগান্তাগ্নিরিতি ॥ ১৭ ॥

অথাহ পৌণ্ড্রকং শৌরির্ভো ভোঃ পৌণ্ড্রক ! যদ্ভবান্।
দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসৃজামি তে ॥ ১৯ ॥
ত্যাজয়িষ্যেঽভিধানং মে যৎ ত্বয়াজ্ঞ ! মৃষা ধৃতম্।
ব্রজামি শরণং তেঽদ্য যদি নেচ্ছামি সংযুগম্ ॥ ২০ ॥
ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্ব্বাণৈর্ব্বিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকম্।
শিরোঽবৃশ্চদ্রথাঙ্গেন বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ ॥ ২১ ॥
তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ।
ন্যপাতয়ৎ কাশিপুর্য্যাং পদ্মকোষমিবানিলঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—অথ শৌরিঃ (অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পৌণ্ড্রকম্ আহ (পৌণ্ড্রককে বলিলেন)—ভোঃ ভোঃ পৌণ্ড্রক ! (ওহে পৌণ্ড্রক !) ভবান্ (তুমি) দূতবাক্যেন মাং (দূতবাক্যের দ্বারা আমাকে) যৎ আহ (যে চক্রাস্ত্রাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে,) [অহম্ অধুনা] (আমি এক্ষণে) তানি অস্ত্রাণি (সেই সকল অস্ত্র) তে (তোমার উদ্দেশ্যে) উৎসৃজামি (পরিত্যাগ করিতেছি)। অজ্ঞ ! (রে অজ্ঞ !) ত্বয়া যৎ (তুমি যে) মে (আমার) [বাসুদেবঃ ইতি] অভিধানং ("বাসুদেব" এই নাম) মৃষা ধৃতম্ (মিথ্যা ধারণ করিয়াছ), [তৎ] অদ্য (তাহা আজ) ত্যাজয়িষ্যে (পরিত্যাগ করাইব)। যদি [চ] (আর যদি) সংযুগং ন ইচ্ছামি (যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করি), [তর্হি] (তাহা হইলে) [দূতমুখে যাহা বলিয়াছ, তদনুসারে] তে শরণং ব্রজামি (তোমার শরণাপন্ন হইব) ॥ ১৯-২০ ॥

[ভগবান্] ইতি ক্ষিপ্ত্বা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ তিরস্কার করিয়া) শিতৈঃ বাণৈঃ (তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পৌণ্ড্রকং বিরথীকৃত্য (পৌণ্ড্রককে রথবিহীন করিয়া) ইন্দ্রঃ বজ্রেণ গিরেঃ [শৃঙ্গং] যথা (দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা যেমন পর্ব্বতের শৃঙ্গ ছেদন করেন, সেইরূপ) রথাঙ্গেন (চক্রাস্ত্রের দ্বারা) [তস্য] শিরঃ (তাহার মস্তক) অবৃশ্চৎ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন্ ॥ ২১ ॥

তথা [আর] অনিলঃ পদ্মকোষম্ ইব (বায়ু যেমন পদ্মকোষকে ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ) [সঃ] (তিনি) পত্রিভিঃ (বাণসমূহের দ্বারা) কাশিপতেঃ কায়াৎ (কাশিরাজের শরীর হইতে) শিরঃ উৎকৃত্য (মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া) কাশিপুর্য্যাং ন্যপাতয়ৎ (কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বলিলেন—ওহে পৌণ্ড্রক ! তুমি দূতবাক্যের দ্বারা আমাকে যে চক্রাস্ত্রাদি চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছ, আমি এক্ষণে সেই সকল অস্ত্র তোমার উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করিতেছি। রে অজ্ঞ ! তুমি যে আমার "বাসুদেব" এই নাম মিথ্যা ধারণ করিয়াছ, আমি আজ তাহা তোমাকে পরিত্যাগ করাইব। আর যদি আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করি, তাহা হইলে তুমি দূতমুখে যাহা বলিয়াছ, তদনুসারে তোমার শরণাপন্ন হইব ॥ ১৯-২০ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ তিরস্কার করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পৌণ্ড্রককে রথবিহীন করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতের শৃঙ্গ ছেদন করেন, সেইরূপ চক্রাস্ত্রের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১ ॥ আর বায়ু যেমন পদ্মকোষকে ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ তিনি বাণসমূহের দ্বারা কাশিরাজের শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—আয়োধনং রণস্থানম্, অরিণা চক্রেণ, চিতমাকীর্ণম্, আক্রীড়নমিব কল্পান্তরুদ্রস্য ক্রীড়াস্থানমিব ॥ ১৮—২০ ॥

এবং মৎসরিণং হত্বা পৌণ্ড্রকং সসখং হরিঃ।
দ্বারকামাবিশৎ সিদ্ধৈর্গীয়মানকথামৃতঃ ॥ ২৩ ॥
স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ।
বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্! স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ ॥ ২৪ ॥
শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুণ্ডলম্।
কিমিদং কস্য বা বক্ত্রমিতি সংশিশ্যিরে জনাঃ ॥ ২৫ ॥
রাজ্ঞঃ কাশিপতের্জ্ঞাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ।
পৌরাশ্চ হা হতা রাজন্! নাথ! নাথেতি প্রারুদন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এবং (এইরূপে) সসখং (সখা কাশিরাজের সহিত) মৎসরিণং পৌণ্ড্রকং (পরশ্রীকাতর পৌণ্ড্রককে) হত্বা (বধ করিয়া) সিদ্ধৈঃ গীয়মানকথামৃতঃ [সন্] (সিদ্ধগণ তাঁহার কথামৃত কীর্তন করিতেছিলেন এই অবস্থায়) দ্বারকাম্ আবিশৎ (দ্বারকায় আগমন করিলেন) ॥ ২৩ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) সঃ নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ (সতত ভগবচ্চিন্তায় পৌণ্ড্রকের সমস্ত কর্মবন্ধন ধ্বংস হইয়াছিল, সুতরাং সে) হরেঃ স্বরূপং বিভ্রাণঃ চ (শ্রীহরির স্বরূপ ধারণ করতঃ) তন্ময়ঃ অভবৎ (ভগবৎসাধর্ম্ম্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইল) ॥ ২৪ ॥

[অত্র চ] জনাঃ (এদিকে কাশীপুরবাসী জনগণ) রাজদ্বারে (রাজভবনের দ্বারদেশে) পতিতং (পতিত) সকুণ্ডলং শিরঃ (কুণ্ডলসমন্বিত মস্তক) আলোক্য (দর্শন করিয়া) "ইদং কিম্? (ইহা কি?) কস্য বা বক্ত্রম্? (কাহার মুখ?)" ইতি (এইরূপ) সংশিশ্যিরে (সংশয়াত্মক আলোচনা করিতে লাগিল) ॥ ২৫ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অথ] (অনন্তর) রাজ্ঞঃ মহিষ্যঃ (কাশিপতির মস্তক জানিতে পারিয়া মহিষীরা) "হা নাথ! নাথ! (হা নাথ! হা নাথ!) [বয়ং] হতাঃ (আমরা বিনষ্ট হইলাম)" ইতি [উক্ত্বা] (এইরূপ বলিয়া) প্রারুদন্ (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সখা কাশিরাজের সহিত পরশ্রীকাতর পৌণ্ড্রককে বধ করিয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহার কথামৃত কীর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সতত ভগবচ্চিন্তায় পৌণ্ড্রকের সমস্ত কর্ম্মবন্ধন ধ্বংস হইয়াছিল, সুতরাং তখন সে শ্রীহরির স্বরূপ ধারণ করতঃ ভগবৎসাধর্ম্ম্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইল ॥ ২৪ ॥ এদিকে কাশীপুরবাসী জনগণ রাজভবনের দ্বারদেশে নিপতিত কুণ্ডলসমন্বিত মস্তক দর্শন করিয়া "ইহা কি? কাহার মুখ?" এইরূপ সংশয়াত্মক আন্দোলন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর কাশীরাজের মহিষীগণ, পুত্রগণ, বান্ধবগণ ও পুরবাসী জনগণ উহা কাশীপতির মস্তক বলিয়া বুঝিতে পারিয়া "হা নাথ! হা নাথ! আমরা বিনষ্ট হইলাম" এইরূপ বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—গিরেঃ শৃঙ্গং যথেতি ॥ ২১—২৪ ॥ প্রথমং কিমিদমিতি পশ্চাদ্বক্ত্রমিতি বিভাব্য কস্য চেতি সংশিশ্যিরে সংশয়ং কৃতবন্ত ইতি ॥ ২৫-২৬ ॥

সুদক্ষিণস্তস্য সুতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পিতুঃ।
নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্।
সুদক্ষিণোঽর্চ্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা ॥ ২৮ ॥
প্রীতোঽবিমুক্তো ভগবাংস্তস্মৈ বরমদাদ্ভবঃ।
পিতৃহন্তুর্ব্বধোপায়ং স বব্রে বরমীপ্সিতম্ ॥ ২৯ ॥
দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মণৈঃ সমমৃত্বিজম্।
অভিচারবিধানেন স চাগ্নিঃ প্রমথৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥
সাধয়িষ্যতি সঙ্কল্পমব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিতঃ।
ইত্যাদিষ্টস্তথা চক্রে কৃষ্ণায়াভিচরন্ ব্রতী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়- [ততঃ] (তৎপরে) তস্য সুতঃ সুদক্ষিণঃ (সেই কাশিরাজের পুত্র সুদক্ষিণ) পিতুঃ সংস্থাবিধিং কৃত্বা (পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া) "পিতৃহন্তারং নিহত্য (পিতৃহন্তাকে বধ করিয়া) পিতুঃ অপিচিতিং যাস্যামি (পিতার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব)।" ইতি আত্মনা অভিসন্ধায় (বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) সোপাধ্যায়ঃ [সন্] (উপাধ্যায়ের অর্থাৎ অধ্যাপকের সহিত) পরমেণ সমাধিনা (পরম সমাধিযোগে) মহেশ্বরম্ অর্চ্চয়ামাস (মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল) ॥ ২৭-২৮ ॥

[অথ] অবিমুক্তঃ ভগবান্ ভবঃ (অনন্তর অবিমুক্ত নামক ভগবান্ মহাদেব) প্রীতঃ [সন্] (প্রসন্ন হইয়া) তস্মৈ বরম্ অদাৎ (সেই সুদক্ষিণকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন)। সঃ (তখন সুদক্ষিণ) পিতৃহন্তুঃ বধোপায়ং (পিতৃহন্তার বধোপায়রূপ) ঈপ্সিতং বরং বব্রে (অভিলষিত বর প্রার্থনা করিল ॥ ২৯ ॥

"[ত্বং] (তুমি) ব্রাহ্মণৈঃ (ব্রাহ্মণগণের সহিত) অভিচারবিধানেন (অভিচারবিধি অনুসারে) ঋত্বিজং দক্ষিণাগ্নিং (ঋত্বিকের ন্যায় নিজের আদেশ সম্পাদনকারী দক্ষিণাগ্নিকে) সম্যক্ পরিচর (সম্যক্‌রূপে সেবা অর্থাৎ অর্চ্চনা কর); সঃ চ অগ্নিঃ (ঐ অগ্নিঃ) অব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিতঃ (ব্রাহ্মণের অহিতকারী ব্যক্তিতে প্রযোজিত হইলে) প্রমথৈঃ বৃতঃ [সন্] (প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া) [তে] সঙ্কল্পং সাধয়িষ্যতি (তোমার মনোরথ সিদ্ধি করিবে)" ইতি আদিষ্টঃ (ভগবান্ মহাদেবকর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া) [সঃ] (সেই সুদক্ষিণ) ব্রতী [সন্] নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক) কৃষ্ণায় অভিচরন্ (শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিচার করিয়া) তথা চক্রে (মহাদেবের উপদেশ অনুসারে দক্ষিণাগ্নির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—তৎপরে সেই কাশিরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিল এবং "আমি পিতৃহন্তাকে বধ করিয়া পিতার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া উপাধ্যায়ের সহিত পরম সমাধিযোগে মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ২৭-২৮ ॥ অনন্তর অবিমুক্ত নামক ভগবান্ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সুদক্ষিণকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। তখন সুদক্ষিণ পিতৃহন্তার

শ্রীধর—সংস্থাবিধিম্ উত্তরক্রিয়াম্। অপিচিতিং নিষ্কৃতিম্ ॥ ২৭ ॥ আত্মনা অভিসন্ধায় বুদ্ধ্যা ব্যবস্য সুদক্ষিণোঽভ্যর্চ্চয়ামাস ॥ ২৮ ॥

তেতোঽগ্নিরুত্থিতঃ কুণ্ডান্মূর্ত্তিমানতিভীষণঃ।
তপ্ততাম্রশিখা-শ্মশ্রুরঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ ॥ ৩২ ॥
দংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীদণ্ড-কঠোরাস্যঃ স্বজিহ্বয়া।
আলিহন্ সৃক্কণী নগ্নো বিধুন্বংস্ত্রিশিখং জ্বলৎ ॥ ৩৩ ॥
পদ্ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্নবনীতলম্।
সোঽভ্যধাবদ্বৃতো ভূতৈর্দ্বারকাং প্রদহন্ দিশঃ ॥ ৩৪ ॥
তমাভিচারদহনমায়ান্তং দ্বারকৌকসঃ।
বিলোক্য তত্রসুঃ সর্ব্বে বনদাহে মৃগা যথা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—ততঃ (তৎপরে) তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুঃ (উত্তপ্ত তাম্রের ন্যায় শিখা ও শ্মশ্রুধারী), অঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ (উত্তপ্ত অঙ্গার উদ্‌গিরণ করিতেছে এইরূপ লোচনবিশিষ্ট) দংষ্ট্রোগ্রভ্রূকুটীদণ্ড-কঠোরাস্যঃ (দংষ্ট্রা ও উগ্র ভ্রুকুটীদণ্ডের দ্বারা করালবদন) নগ্নঃ (ও উলঙ্গ) অতিভীষণঃ মূর্ত্তিমান অগ্নিঃ (অতিভীষণ মূর্ত্তিমান্ অগ্নি) জ্বলৎ ত্রিশিখং বিধুন্বন্ (প্রজ্বলিত ত্রিশূল ইতস্ততঃ চালনা করিতে করিতে) স্বজিহ্বয়া সৃক্কণী আলিহন্ [চ] (এবং স্বীয় জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে) কুণ্ডাৎ উত্থিতঃ (কুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন) ॥ ৩২-৩৩ ॥

[ততঃ] সঃ (তৎপরে ঐ ভীষণ অগ্নি) ভূতৈঃ বৃতঃ [সন্] (প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া) তালপ্রমাণাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ (তালবৃক্ষপ্রমাণ পদদ্বয়ের দ্বারা) অবনীতলং কম্পয়ন্ (ভূতল কম্পিত করিতে করিতে) দিশঃ প্রদহন্ (এবং দিক্ সকল দগ্ধ করিতে করিতে) দ্বারকাম্ অভ্যধাবৎ (দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইলেন) ॥ ৩৪ ॥

দ্বারকৌকসঃ সর্বে (দ্বারকাবাসী সকলে) তম্ আভিচারদহনম্ (সেই অভিচারক্রিয়োৎপন্ন মারক অগ্নিকে) আয়ান্তং বিলোক্য (আসিতে দেখিয়া) বনদাহে মৃগাঃ যথা (বনদাহসময়ে পশুগণ যেমন ত্রাসান্বিত হয়, সেইরূপ) তত্রসুঃ (ত্রাসান্বিত হইল) ॥ ৩৫ ॥

বধোপায়রূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা করিল। ২৯ ॥ মহাদেব বলিলেন—তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত অভিচারবিধি অনুসারে ঋত্বিকের ন্যায় নিজের আদেশ সম্পাদনকারী দক্ষিণাগ্নির সম্যক্ অর্চ্চনা কর। ঐ অগ্নি যদি ব্রাহ্মণের অহিতকারী ব্যক্তিতে প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া তোমার মনোরথ সিদ্ধ করিবে। ভগবান্ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সুদক্ষিণ, নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিচার করিয়া মহাদেবের উপদেশ অনুসারে দক্ষিণাগ্নির অর্চ্চনা করিতে লাগিল ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—তৎপরে উত্তপ্ত তাম্রের ন্যায় শিখা ও শ্মশ্রুধারী, উত্তপ্ত অঙ্গার উদ্‌গিরণ করিতেছে এইরূপ লোচনবিশিষ্ট, দংষ্ট্রা ও উগ্র ভ্রুকুটীদ্বয়ের দ্বারা করালবদন ও উলঙ্গ-অতিভীষণ মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব প্রজ্বলিত ত্রিশূল ইতস্ততঃ চালনা করিতে করিতে এবং স্বীয় জিহ্বার দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে কুণ্ড হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৩২-৩৩ ॥ তৎপরে ঐ ভীষণ মারক অগ্নি প্রমথগণে পরিবৃত হইয়া তালবৃক্ষপ্রমাণ পদদ্বয়ের দ্বারা ভূতল কম্পিত করিতে করিতে এবং দশদিক্ দগ্ধ করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ দ্বারকাবাসী জনগণ সকলে সেই আভিচারিক অগ্নিকে আসিতে দেখিয়া বনদাহসময়ে পশুগণ যেরূপ ত্রাস প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ত্রাস প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—বরমদাৎ বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ ঋত্বিজং ঋত্বিজমিব স্বনিযোগকারিণম্ "যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩০ ॥

অক্ষৈঃ সভায়াঃ ক্রীড়ন্তং ভগবন্তং ভয়াতুরাঃ।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ! বহ্নেঃ প্রদহতঃ পুরম্ ॥ ৩৬ ॥
শ্রুত্বা তজ্জনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বা স্বানাঞ্চ সাধ্বসম্।
শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টেত্যবিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বস্যান্তর্ব্বহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভুঃ।
বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বস্থং চক্রমাদিশৎ ॥ ৩৮ ॥
তৎ সূর্য্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং জাজ্বল্যমানং প্রলয়ানলপ্রভম্।
স্বতেজসা খং ককুভোঽথ রোদসী চক্রং মুকুন্দাস্ত্রমথাগ্নিমার্দ্দয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—[তে] (তাহারা) ভয়াতুরাঃ [সন্তঃ] (ভয়ে কাতর হইয়া) সভায়াম্ অক্ষৈঃ ক্রীড়ন্তং (সভামধ্যে পাশা-ক্রীড়ায় নিরত) ভগবন্তম্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) "ত্রিলোকেশ! (হে ত্রিলোকনাথ!) পুরং প্রদহতঃ বহ্নেঃ (নগর দহনকারী অগ্নি হইতে) [অস্মান্] (আমাদিগকে) ত্রাহি ত্রাহি (রক্ষা করুন, রক্ষা করুন)" [ইতি আহুঃ] (ইহা বলিল) ॥ ৩৬ ॥

শরণ্যঃ [কৃষ্ণঃ] (শরণাগতপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তৎ জনবৈক্লব্যং শ্রুত্বা (জনগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া স্বানাং সাধ্বসং দৃষ্ট্বা চ (এবং জ্ঞাতিগণের ভয় দর্শন করিয়া) সংপ্রহস্য (উচ্চ হাস্য করতঃ) "মা ভৈষ্ট (ভয় করিও না), অহম্ অবিতাস্মি (আমি রক্ষা করিব)," ইতি আহ (ইহা বলিলেন) ॥ ৩৭ ॥

সর্বস্য অন্তর্বহিঃসাক্ষী বিভুঃ (সকলের অভ্যন্তর ও বাহিরের সাক্ষী সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ) [তম্] (ঐ অগ্নিকে) মাহেশ্বরীং কৃত্যাং বিজ্ঞায় (মহেশ্বর সম্বন্ধীয় মারক দেবতা বিশেষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) তদ্বিঘাতার্থং (উহাকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত) পার্শ্বস্থং চক্রম্ আদিশৎ (পার্শ্বস্থ চক্রকে আদেশ করিলেন) ॥ ৩৮ ॥

অথ (অনন্তর) সূর্য্যকোটিপ্রতিমং (কোটিসূর্য্যতুল্য) প্রলয়ানলপ্রভং (ও প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী) তৎ মুকুন্দাস্ত্রং সুদর্শনং চক্রং (সেই কৃষ্ণাস্ত্র সুদর্শনচক্র) স্বতেজসা (স্বীয় তেজে) খং রোদসী অথ ককুভঃ (আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী ও দিক্ সকল) [ব্যাপ্য] (ব্যাপিয়া) জাজ্বল্যমানং [সৎ] (প্রকাশিত হইয়া) অগ্নিম্ আর্দ্দয়ৎ (ঐ মারকাগ্নিকে নিপীড়িত করিলেন) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে পাশাক্রীড়া করিতেছিলেন; দ্বারকাবাসী জনগণ ভয়ে কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিল—হে ত্রিলোকনাথ! অগ্নি নগর দগ্ধ করিতেছে; আপনি এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥ ৩৬ ॥ শরণাগতপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জনগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া এবং জ্ঞাতিগণের ভয় দর্শন করিয়া উচ্চহাস্য করতঃ বলিলেন—তোমরা ভয় করিও না; আমি রক্ষা করিব ॥ ৩৭ ॥ সকলের অন্তর ও বাহিরের সাক্ষী সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অগ্নিকে মাহেশ্বরী কৃত্যা অর্থাৎ মহেশ্বরসম্বন্ধীয় মারক দেবতাবিশেষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া উহাকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত পার্শ্বস্থ সুদর্শনচক্রকে আদেশ করিলেন ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর কোটি সূর্যতুল্য ও প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী সেই কৃষ্ণাস্ত্র সুদর্শনচক্র স্বীয় তেজে আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী ও দিক্ সকল ব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশিত হইয়া ঐ মারকাগ্নিকে নিপীড়িত করিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—অব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিত ইতি কৃষ্ণে প্রয়োজিতো বিপরীতো ভবিষ্যতীতি সূচিতম্। অভিচরন্ অভিচারং কুর্ব্বন্, ব্রতী গৃহীতনিয়মঃ ॥ ৩৫ ॥ তপ্তং তাম্রমিব শিখাঃ শ্মশ্রূণি চ যস্য সঃ. অঙ্গারোদ্গারীণি লোচনানি যস্য সঃ ॥ ৩২ ॥

কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাঙ্গপাণে-রস্ত্রৌজসা নৃপ ! বিভগ্নমুখো নিবৃত্তঃ।
বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং সর্ত্বিগ্‌জনং সমদহৎ স্বকৃতোঽভিচারঃ॥ ৪০ ॥
চক্রঞ্চ বিষ্ণোস্তদনু প্রবিষ্টং বারাণসীং সাট্টসভালয়াপণাম্।
সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং সকোষহস্ত্যশ্বরথান্নশালিনীম্॥ ৪১ ॥
দগ্ধ্বা বারাণসীং সর্ব্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং সুদর্শনম্।
ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) স্বকৃতঃ সঃ অভিচারঃ কৃত্যানলঃ (সুদক্ষিণকর্তৃক উৎপাদিত ঐ মারকাগ্নি) রথাঙ্গপাণেঃ অস্ত্রৌজসা (চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্রের তেজে) প্রতিহতঃ বিভগ্নমুখঃ নিবৃত্তঃ [চ সন্] (প্রতিহত, পরাঙ্মুখ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) বারাণসীং পরিসমেত্য (কাশীপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া) সর্ত্বিগ্‌জনং তং সুদক্ষিণং (ঋত্বিগ্‌গণ ও জনগণের সহিত বর্তমান সেই সুদক্ষিণকেই) সমদহৎ (দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন)॥ ৪০ ॥

বিষ্ণোঃ চক্রং চ (বিষ্ণুচক্র সুদর্শনও) তদনু (ঐ মারকাগ্নির পশ্চাৎ পশ্চাৎ) [বারাণসীং] প্রবিষ্টং [সৎ] (কাশীপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া) সাট্টসভালয়াপণাং (মঞ্চ, সভাগৃহ ও পণ্যবিক্রয়শালাসমন্বিতা), সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং (নগরদ্বার, অট্টালিকা ও কোষ্ঠসমূহে পরিব্যাপ্তা) সকোষহস্ত্যশ্বরথান্নশালিনীং (এবং ধনাগার, হস্তিশালা, অশ্বশালা, রথশালা ও অন্নশালাবিশিষ্টা) বারাণসীং [সমদহৎ] (কাশীপুরীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন)॥ ৪১ ॥

বিষ্ণোঃ সুদর্শনং চক্রং (বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র) সর্বাং বারাণসীং (সমস্ত কাশীপুরী) দগ্ধ্বা (দগ্ধ করিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) অক্লিষ্টকর্ম্মণঃ কৃষ্ণস্য পার্শ্বম্ (যিনি অনায়াসেই কার্য্য সম্পাদন করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে) উপাতিষ্ঠৎ (উপস্থিত হইলেন)॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সুদক্ষিণ কর্তৃক উৎপাদিত ঐ মারকাগ্নি, চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্রের তেজে প্রতিহত, পরাঙ্মুখ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কাশীপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ঋত্বিগ্‌গণ ও জনগণের সহিত অবস্থিত সেই সুদক্ষিণকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন॥ ৪০ ॥ বিষ্ণুচক্র সুদর্শনও তখন ঐ মারকাগ্নির পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাশীপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া মঞ্চ, সভাগৃহ ও পণ্যবিক্রয়শালা-সমন্বিতা, নগরদ্বার, অট্টালিকা ও কোষ্ঠসমূহে পরিব্যাপ্তা এবং ধনাগার, হস্তিশালা, অশ্বশালা, রথশালা ও অন্নশালাবিশিষ্টা কাশীপুরীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন॥ ৪১ ॥ বিষ্ণুচক্র সুদর্শন সমস্ত কাশীপুরী দগ্ধ করিয়া যিনি অনায়াসেই কার্য্য সম্পাদন করেন, পুনরায় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৪২ ॥

শ্রীধর—দংষ্ট্রাভিশ্চোগ্রৈর্ভ্রূকুটীদণ্ডৈশ্চ কঠোরং ক্রূরমাস্যং যস্য সঃ, ত্রিশিখং ত্রিশূলম্॥ ৩৩ ॥ দিশঃ প্রদহন্॥ ৩৪-৩৫ ॥ ত্রাহি ত্রাহীত্যাহুরিতি শেষঃ॥ ৩৬ ॥ অহমবিতাস্মি রক্ষিষ্যামীতি॥ ৩৭-৩৮ ॥ রোদসী চ প্রকাশয়দিতি শেষঃ। যদ্বা স্বতেজসা খাদীন্ প্রতি জাজ্বল্যমানমত্যর্থং প্রকাশমানমিত্যর্থঃ। আর্দ্দয়ৎ অপীড়য়ৎ॥ ৩৯ ॥ অর্দ্দিতোঽগ্নির্যৎ কৃতবাংস্তদাহ—কৃত্যানল ইতি। সহ ঋত্বিগ্‌ভির্জনৈশ্চ বর্ত্তমানম্, অভিচর্য্যতে মার্য্যতেঽনেনেত্যভিচারঃ কৃত্যানলঃ॥ ৪০ ॥

য এনং শ্রাবয়েন্মর্ত্ত্য উত্তমশ্লোকবিক্রমম্।
সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
পৌণ্ড্রকাদিবধো নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] যঃ মর্ত্ত্যঃ (যে মনুষ্য) সমাহিতঃ [সন্] (মনোযোগী হইয়া এনম্ উত্তমশ্লোকবিক্রমং (পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পরাক্রম) শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েৎ বা (শ্রবণ করিবেন, কিংবা অপরকে শ্রবণ করাইবেন), [সঃ] (তিনি) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ— হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যে মনুষ্য মনোযোগী হইয়া পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পরাক্রম গাথা শ্রবণ করিবেন, কিংবা অপরকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন ॥ ৪৩ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধর—অট্টাদিসহিতাম্, অট্টা মঞ্চাঃ ॥ ৪১-৪৩ ॥

লীলয়া বাধমৎ কৃত্যানলং চক্রেণ কেশবঃ। রক্ষয়িত্বা জনং তস্মাৎ সুদক্ষিণমথাদহৎ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৬ ॥

ফেলালব

ষট্‌ষষ্টিতমে ঐশ্বর্য্যং পৌণ্ড্রকঃ স্যাদ্ যদাশ্বরঃ।
ততস্মিত্রঞ্চ তৎপুত্রং কাশ্যদহ্যত চাবিণা ॥

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রক বধ ও তাহার সহায় কাশীরাজ ও তৎপুত্রের ও কাশীধামের নাশের কথা বর্ণিত আছে। পৌণ্ড্রক নিজেই বাসুদেব হইতে চাহিয়াছিল—সেইজন্য।

বিবরণী

করূষ দেশের অধিপতি ছিল পৌণ্ড্রক। সে অজ্ঞতাবশতঃ নিজেকে বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। দূত পাঠাইল, শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই কথা বলিয়া যে—তুমি বাসুদেব নও, আমি বাসুদেব। তুমি বাসুদেবের চিহ্নাদি ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও। নতুবা যুদ্ধ কর। দূতের কথায় সকলেই হাসিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি শীঘ্রই আসিয়া তাহার সকল বাসুদেব-গর্ব ঘুচাইয়া দিবেন। তাহার দেহ শীঘ্রই কুকুরের ভক্ষ্য হইবে। শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন রথারোহণে কাশীর নিকটে। পৌণ্ড্রকও প্রস্তুত হইয়া দুই অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিল। তাহার পৃষ্ঠরক্ষক থাকিল কাশীরাজ। নিজের অনুরূপ কৃত্রিমবেশধারী পৌণ্ড্রককে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলেন এবং সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। কাশীরাজের মাথাটাও কাটিয়া কাশীপুরীর মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

রাজপুত্র সুদক্ষিণ পিতৃঘাতীর বিনাশ সংকল্পে মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহাকে বলেন যে, তুমি অভিচার বিধান অনুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্য্যা কর। রাজপুত্র সেইরূপ করিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে অগ্নি ভীষণ মূর্ত্তিতে মাহেশ্বরী কৃত্যারূপে উত্থিত হইয়া দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও কৃত্যা বিনাশের জন্য সুদর্শনকে আদেশ দিলেন। সুদর্শন কর্তৃক প্রতিহত হইয়া কৃত্যাগ্নি কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পুরোহিতগণ সহিত সুদক্ষিণকে ও সমগ্র পুরাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। পৌণ্ড্রকের উক্তির দুই অর্থ। এক অর্থ তার, এক অর্থ সরস্বতীর।

বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ।
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বন্তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ ॥ ৫ ॥
যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্বিভর্ষি সাত্বত।
ত্যক্ত্বেহি মাং শরণং নো চেদ্দেহি মমাহবম্ ॥ ৬ ॥

পৌণ্ড্রকের অর্থ—হে কৃষ্ণ, প্রাণিগণের হিতার্থ এক আমিই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ। অপর কেহ নহে। তুমি মিথ্যা বাসুদেব নাম ছাড়। তুমি মূঢ়তানিবন্ধন যে বাসুদেবের চিহ্নসকল ধারণ কর, তাহা ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও—অন্যথা আমাকে যুদ্ধ দেও ॥ ৫ ॥

সরস্বতীর অর্থ—আমি নামে বাসুদেব; বস্তুতঃ আমি অবতীর্ণ হই নাই। ভূতগণের কল্যাণের জন্য তুমিই অবতীর্ণ। তুমি আমার মিথ্যাভিমান ত্যাগ করাও। (অবতীর্ণ ইতি ভাগুরিমতেঽকারলোপে সতি পুনর্নঞোঽকারঃ। ময়ি যা মিথ্যাভিধা তাং ত্যজ ত্যজয়) মূর্খতাবশতঃ আমি যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করিয়াছি, সেইগুলি ত্যাগ করাইয়া মোক্ষদানার্থ এস।···আমাকে যুদ্ধ দিয়া যুদ্ধে বধ করিয়া মোক্ষ লাভ করাইয়া দেও—"মহ্য' আহবং দেহি যুদ্ধে মাং হত্বা মোক্ষং প্রাপয়।"

২। এই অধ্যায়ের সর্ব্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময় কথা পৌণ্ড্রকের মুক্তির প্রসঙ্গ।

স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ।
বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ ॥

সর্ব্বদা শ্রীহরির অনুরূপ বেশধারণ ও তচ্চিন্তন হেতু সকল কর্ম্মবন্ধন বিনষ্ট হওয়ায় পৌণ্ড্রক মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ করিল। শুধু মুক্তি নয়-সারূপ্য মুক্তি। হরেঃ স্বরূপং চতুর্ভুজত্বম্—প্রাপ্ত হইল। বস্তুর এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, মাৎসর্য্যসম্পন্ন একজনের মূঢ়ভাবশতঃ যে কৃত্রিম অনুকরণ, তাহারও ফল হইল মুক্তিলাভ।

পৌণ্ড্রকাদিবধ নামক ছেষট্টি অধ্যায়ের কেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।

অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদন্যৎ কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নরকস্য সখা কশ্চিদ্দ্বিবিদো নাম বানরঃ।

সুগ্রীবসচিবঃ সোঽথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্য্যবান্ ॥ ২ ॥

সখ্যুঃ সোঽপচিতিং কুর্ব্বন্ বানরো রাষ্ট্রবিপ্লবম্।

পুরগ্রামাকরান্ ঘোষানদহদ্বহ্নিমুৎসৃজন্ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে বলরামের দ্বিবিদবধরূপ কার্য্য বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন) [হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ বলরামের যমুনা আকর্ষণের কথা আপনার মুখে শুনিয়াছি]। প্রভুঃ [সঃ] (ক্ষমতাশালী তিনি) অন্যৎ যৎ কৃতবান্ (অপর যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন), অহং (আমি) ভূয়ঃ (পুনরায়) অদ্ভুতকর্ম্মণঃ অনন্তস্য অপ্রমেয়স্য রামস্য (অদ্ভুতকর্ম্মা, অনন্ত ও অপ্রমেয় বলরামের) [তৎ সর্বং কর্ম্ম] (সেই সকল কর্ম) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি (শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে রাজন্!] দ্বিবিদঃ নাম কশ্চিৎ বীর্য্যবান্ বানরঃ (দ্বিবিদ নামক কোনও এক পরাক্রমশালী বানর) নরকস্য সখা [আসীৎ] (নরকাসুরের সখা ছিল), (অথ সঃ), (ঐ দ্বিবিদ) সুগ্রীব-সচিবঃ (সুগ্রীবের মন্ত্রী) মৈন্দস্য ভ্রাতা (ও মৈন্দের ভ্রাতা ছিল) ॥ ২ ॥

[নরকাসুর বধের পরে] সঃ বানরঃ (ঐ বানরঃ) সখ্যুঃ অপচিতিং কুর্ব্বন্ (সখা নরকাসুরের ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত) রাষ্ট্রবিপ্লবং [যথা স্যাৎ তথা] (রাষ্ট্রবিপ্লব যাহাতে উপস্থিত হয়, সেইরূপভাবে) বহ্নিম্ উৎসৃজন্ (অগ্নি প্রয়োগ করিয়া) পুর-গ্রামাকরান্ (পুর, গ্রাম, খনিস্থান) ঘোষান্ (ও ঘোষপল্লীসমূহ) অদহৎ (দগ্ধ করিতে লাগিল) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ বলরামের যমুনা আকর্ষণের কথা আপনার মুখে শুনিয়াছি। ক্ষমতাশালী তিনি অপব যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমি পুনরায় অদ্ভুতকর্ম্মা অনন্ত অপ্রমেয় বলরামেব সেই সকল কর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! দ্বিবিদ নামক কোনও এক পরাক্রমশালী বানর নরকাসুরের সখা ছিল। ঐ দ্বিবিদ সুগ্রীবের মন্ত্রী ও মৈন্দের ভ্রাতা ॥ ২ ॥ নরকাসুর বধের পরে ঐ বানর, সখা নরকাসুরের ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রবিপ্লব যাহাতে উপস্থিত হয়, সেইরূপভাবে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া দ্বারকার পুর, গ্রাম, খনিস্থান ও ঘোষপল্লীসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—সপ্তষষ্টিতমে রামো গিরৌ রৈবতকে মদাৎ। স্বৈরং যুবতিভিঃ ক্রীড়ন্নবধীদ্দ্বিবিদং খলম্ ॥ কালিন্দীবিদারণান্তরং রামচরিতং দ্বিবিদবধাদি সঙ্কতমপ্যনুক্ত্বা তৎপূর্ব্বভাবিত্বেন পৌণ্ড্রকবধাদি নিরূপ্য ইদানীং তদেব প্রস্তৌতি ভূয়োঽহমিত্যাদিনা। রামচরিতশ্রবণেচ্ছায়া অদ্ভুতকর্ম্মত্বং হেতুঃ তত্র চানন্তত্বং তত্রাপ্যপ্রমেয়ত্বমিতি ॥ ১ ॥

কচিৎ স শৈলানুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ।
আনর্ত্তান্ সুতরামেব যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ ॥ ৪ ॥
কচিৎ সমুদ্রমধ্যস্থো দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তজ্জলম্।
দেশান্ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকূলে ন্যমজ্জয়ৎ ॥ ৫ ॥
আশ্রমানৃষিমুখ্যানাং কৃত্বা ভগ্নবনস্পতীন্।
অদূষয়চ্ছকৃন্মূত্রৈরগ্নীন্ বৈতানিকান খলঃ ॥ ৬ ॥
পুরুষান্ যোষিতো দৃপ্তঃ ক্ষ্মাভৃদ্দ্রোণীগুহাসু সঃ।
নিক্ষিপ্য চাপ্যধাচ্ছৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—সঃ কচিৎ (ঐ বানর কখনও) শৈলান্ উৎপাট্য (পর্বত সমূহ উৎপাটন করিয়া) তৈঃ (তদ্দ্বারা) দেশান সমচূর্ণয়ৎ (দেশসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল)। মিত্রহা হরিঃ নরকাসুরের বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ) যত্র আস্তে (যে দেশে বাস করিতেছিলেন), [তান্] আনর্ত্তান্ (সেই আনর্ত্ত দেশ) সুতরাম্ এব [সমচূর্ণয়ং] (বিশেষ করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল) ॥ ৪ ॥

নাগাযুতপ্রাণঃ [সঃ] (দশ হাজার হস্তীর ন্যায় বলশালী ঐ দ্বিবিদ) কচিৎ (কখনও) সমুদ্রমধ্যস্থঃ [সন্] (সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করতঃ) দোর্ভ্যাম্ তজ্জলম্ উৎক্ষিপ্য (বাহুদ্বয়ের দ্বারা সমুদ্রের জল উপরে তুলিয়া) বেলাকূলে [বর্ত্তমানান্] দেশান্ (বেলাভূমির তীরে অবস্থিত দেশসমূহ) ন্যমজ্জয়ৎ (প্লাবিত করিতে লাগিল) ॥ ৫ ॥

খলঃ [সঃ] (দুষ্ট দ্বিবিদ) ঋষিমুখ্যানাং (ঋষিশ্রেষ্ঠগণের) আশ্রমান ভগ্নবনস্পতীন্ কৃত্বা (আশ্রম-সমূহের বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া) শকৃন্মূত্রৈঃ (মল-মূত্রের দ্বারা) বৈতানিকান্ অগ্নীন্ অদূষয়ৎ (যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহ দূষিত করিতে লাগিল) ॥ ৬ ॥

পেশস্কারী কীটকম্ ইব (ভ্রমর যেমন অন্য কীটকে ধরিয়া নিয়া স্বীয় গর্ত্তে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, সেইরূপ) দৃপ্তঃ সঃ (বলদৃপ্ত ঐ দ্বিবিদ) পুরুষান্ যোষিতঃ চ (পুরুষ ও স্ত্রীগণকে) [ধরিয়া নিয়া] ক্ষ্মাভৃদ্দ্রোণীগুহাসু (পর্ব্বতের সন্ধিস্থলে ও গুহায়) নিক্ষিপ্য (নিক্ষেপ করতঃ) শৈলৈঃ অপ্যধাৎ (বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে লাগিল) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ঐ বানর কখনও পর্ব্বতসমূহ উৎপাটন করিয়া দেশ সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল। আর তাহার মিত্র নরকাসুরের বিনাশকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে বাস করিতেছিলেন, সেই আনর্ত্ত নামক দেশ বিশেষ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ দশহাজার হস্তীর মতো বলশালী ঐ দ্বিবিদ কখনও সমুদ্রমধ্যে অবস্থান করতঃ বাহুদ্বয়ের দ্বারা সমুদ্রের জল আলোড়ন পূর্ব্বক উপরে তুলিয়া বেলাভূমির তীরে অবস্থিত দেশসমূহ প্লাবিত করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥ দুষ্ট দ্বিবিদ ঋষিশ্রেষ্ঠগণের আশ্রমসমূহের বৃক্ষসকল ভাঙ্গিয়া মলমূত্রের দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহ দূষিত করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ভ্রমর যেমন অন্য কীটকে ধরিয়া নিয়া স্বীয় গর্ত্তে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, সেইরূপ বলদৃপ্ত ঐ দ্বিবিদ, পুরুষ ও স্ত্রীগণকে ধরিয়া নিয়া পর্ব্বতের সন্ধিস্থলে গুহায় নিক্ষেপ করতঃ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—নরকস্য সখেতি হরিণা বৈরে কারণম্। সুগ্রীবসচিব ইতি তস্য মন্ত্রবলম্। মৈন্দস্য ভ্রাতেতি রামায়ণেঽতি প্রসিদ্ধত্বেন বীর্য্যাধিক্যমুক্তমিতি ॥ ২ ॥

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্ব্বন্ দূষয়ংশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ।
শ্রুত্বা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ ॥ ৮ ॥
তত্রাপশ্যদ্ যদুপতিং রামং পুষ্করমালিনম্।
সুদর্শনীয়সর্ব্বাঙ্গং ললনাযূথমধ্যগম্ ॥ ৯ ॥
গায়ন্তং বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনম্।
বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব বারণম্ ॥ ১০ ॥
দুষ্টঃ শাখামৃগঃ শাখামারূঢ়ঃ কম্পয়ন্ দ্রুমান্।
চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[অসৌ] (ঐ বানর) এবং এইরূপে) দেশান বিপ্রকুর্বন (দেশ সমূহকে উৎপীড়ন) কুলস্ত্রিয়ঃ দূষয়ঃ চ (এবং কুলস্ত্রীদিগকে দূষিত করিতে করিতে) সুললিতং গীতং শ্রুত্বা সুললিত গীত শ্রবণ করিয়া) রৈবতকং গিরিং যযৌ (রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিল) ॥ ৮ ॥

[সঃ] তত্র (সে তথায়) পুষ্করমালিনং (পদ্মমালাধারী) সুদর্শনীয়-সর্বাঙ্গং (সর্বাঙ্গসুন্দর), ললনাযূথমধ্যগং (রমণীগণের মধ্যস্থলে অবস্থিত) বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনং (বারুণী মদিরা পানে মদবিহ্বললোচন), বপুষা বিভ্রাজমানং (দেহকান্তিতে বিরাজিত) প্রভিন্নং বারণম্ ইব [বর্ত্তমানং] (ও মত্ত হস্তীর ন্যায় অবস্থিত) গায়ন্তং যদুপতিং রামম্ (গানকারী যদুপতি বলরামকে , অপশ্যৎ (দেখিতে পাইল) ॥ ৯-১০ ॥

[অথ সঃ] দুষ্টঃ শাখামৃগঃ (অনন্তর ঐ দুষ্ট বানর) শাখাম্ আরূঢ়ঃ [সন্] (বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া) দ্রুমান্ কম্পয়ন্ (বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করতঃ) আত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্ (নিজ শরীর প্রদর্শন করাইয়া) কিলকিলাশব্দং চক্রে (কিলকিল শব্দ করিয়া উঠিল) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঐ বানর এইরূপে দেশসমূহকে উৎপীড়ন ও কুলস্ত্রীদিগকে দূষিত করিতে করিতে সুললিত গীত শ্রবণ করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিল ॥ ৮ ॥ দ্বিবিদ তথায় যদুপতি বলরামকে দেখিতে পাইল। সে দেখিল—বলরাম পদ্মমালা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সকল অঙ্গই দেখিতে অতি সুন্দর, তিনি ললনাগণের মধ্যে অবস্থিত আছেন, বারুণী মদিরা পান করায় তাঁহার লোচনদ্বয় বিহ্বল, তিনি দেহকান্তিতে বিরাজিত ও মত্ত হস্তীর ন্যায় অবস্থিত আছেন ও গান করিতেছেন ॥ ৯-১০ ॥ অনন্তর ঐ দুষ্ট বানর বৃক্ষশাখায় আরোহণপূর্ব্বক বৃক্ষসমূহকে কম্পিত করিতে করিতে নিজ শরীর প্রদর্শন করাইয়া কিলকিল শব্দ করিয়া উঠিল ॥ ১১ ॥

শ্রীধর—সখ্যুর্নরকস্য অপিচিতিমানৃণ্যম্ রাষ্ট্রস্য বিপ্লবো নাশো যথা ভবতি তথা পুরাদীনদহদিতি ॥ ৩ ॥ কিঞ্চ ক্বচিদিতি। কদাচিৎ স দ্বিবিদঃ। মিত্রহা সখিহন্তা ॥ ৪ ॥ তস্য সমুদ্রস্য জলং বাহুভ্যামুৎক্ষিপ্য বেলায়াঃ কূলে বর্ত্তমানান্ দেশান্ প্লাবয়ামাসেতি ॥ ৫ ॥ আশ্রমস্থান্ বনস্পতীন্ ভঙ্ক্ত্বা আহবনীয়াগ্নিষু মূত্রাদি কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অপাধাৎ পিদধে, পেশস্কারী ভ্রমরঃ ॥ ৭—৯ ॥ গায়ন্তং কিমপ্যনির্বচনীয়ম্। প্রভিন্নং মত্তম্ ॥ ১০ ॥ শাখামৃগো বানরঃ ॥ ১১ ॥

তস্য ধার্ষ্ট্যং কপের্বীক্ষ্য তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ।
হাস্যপ্রিয়া বিজহসুর্ব্বলদেবপরিগ্রহাঃ ॥ ১২ ॥
তা হেলয়ামাস কপির্ভ্রূক্ষেপৈঃ সম্মুখাদিভিঃ।
দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষতঃ ॥ ১৩ ॥
তং গ্রাব্ণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ।
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলশং কপিঃ ॥ ১৪ ॥
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্ত্তস্তং কোপয়ন্ হসন্।
নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংস্যাস্ফালয়দ্বলম্।
কদর্থীকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—[তখন] জাতিচাপলাঃ (স্বভাবতঃই যাহাদের চপলতা অর্থাৎ প্রগল্‌ভতা বিদ্যমান থাকে) হাস্যপ্রিয়াঃ (সুতরাং হাস্যই যাহাদের প্রিয়, সেই) তরুণ্যঃ বলদেব-পরিগ্রহাঃ (যুবতি বলরাম-প্রিয়াগণ) তস্য কপেঃ (সেই বানরের) ধার্ষ্ট্যং (ধৃষ্টতা) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) বিজহসুঃ (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।) ॥ ১২ ॥

[ততঃ] কপিঃ (তৎপরে বানর) রামস্য নিরীক্ষতঃ (বলরামের সমক্ষে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া) ভ্রূক্ষেপৈঃ সম্মুখাদিভিঃ (ভ্রূভঙ্গী, সম্মুখাগমন ও দন্ত প্রদর্শনাদি করিয়া) তাসাং স্বগুদং দর্শয়ন্ চ (এবং ললনাগণকে স্বীয় গুহ্যদেশ দেখাইয়া) তাঃ হেলয়ামাস (তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল)। ॥ ১৩ ॥

[তদা] (তখন) প্রহরতাং বরঃ বলঃ (বীরশ্রেষ্ঠ বলরাম) ক্রুদ্ধঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) গ্রাব্ণা তং প্রাহরৎ (প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা সেই বানরকে প্রহার করিলেন অর্থাৎ তাহার প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন); সঃ ধূর্ত্তঃ কপিঃ [তু] (কিন্তু সেই ধূর্ত্ত বানর) গ্রাবাণং বঞ্চয়িত্বা (সেই প্রস্তরখণ্ড বঞ্চনা করিয়া অর্থাৎ এড়াইয়া গিয়া) মদিরাকলশং গৃহীত্বা (মদিরার কলস লইয়া) হসন্ (হাসিতে হাসিতে) তং কোপয়ন্ (বলরামের কোপ জন্মাইয়া) হেলয়ামাস (তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল)। [অথ] মদোদ্ধতঃ (অনন্তর মদমত্ত) বলবান্ দুষ্টঃ [সঃ] (বলশালী দুষ্ট ঐ বানর) কলশং নির্ভিদ্য (মদিরার কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া) বাসাংসি আস্ফালয়ৎ (ললনাগণের বস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল)। [এবং সঃ] (এইরূপ সে) বলং কদর্থীকৃত্য (বলরামকে অগ্রাহ্য করিয়া) বিপ্রচক্রে (অপকার করিতে লাগিল) ॥ ১৪—১৫ ॥

অনুবাদ—তখন স্বভাবচপলা হাস্যপ্রিয়া যুবতি বলরামপ্রিয়াগণ সেই বানরের ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর বানর বলরামের সমক্ষে তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া ভ্রূভঙ্গী, সম্মুখাগমন ও দন্ত প্রদর্শনাদি করিয়া এবং বলরামপ্রিয়াগণকে নানাভাবে অবজ্ঞা করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ তখন বীরশ্রেষ্ঠ বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বানরের প্রতি এক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সেই ধূর্ত্ত বানর তাহা এড়াইয়া গিয়া মদিরার কলস লইয়া হাসিতে হাসিতে বলরামের কোপ জন্মাইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। অনন্তর মদমত্ত ঐ দুষ্ট বানর মদিরার কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং রমণীগণের বস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। এইরূপে ঐ শক্তিমান্ বানর বলরামকে অগ্রাহ্য করিয়া অপকার করিতে লাগিল ॥ ১৪-১৫ ॥

শ্রীধর—জাত্যা স্বভাবেনৈব চাপলং যাসাং তাঃ ॥ ১২ ॥

তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্ট্বা দেশাংশ্চ তদুপদ্রুতান্।
ক্রুদ্ধো মুষলমাদত্ত হলঞ্চারিজিঘাংসয়া॥ ১৬॥
দ্বিবিদোঽপি মহাবীর্য্যঃ শালমুদ্যম্য পাণিনা।
অভ্যেত্য তরসা তেন বলং মূর্দ্ধন্যতাড়য়ৎ॥ ১৭॥
তন্তু সঙ্কর্ষণো মূর্দ্ধ্নি পতন্তমচলো যথা।
প্রতিজগ্রাহ বলবান্ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্॥ ১৮॥
মুষলাহতমস্তিষ্কো বিরেজে রক্তধারয়া।
গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্॥ ১৯॥
পুনরন্যং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা নিষ্পত্রমোজসা।
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধস্তং বলঃ শতধাচ্ছিনৎ॥ ২০॥
ততোঽন্যেন রুষা জঘ্নে তঞ্চাপি শতধাচ্ছিনৎ॥ ২১॥

অন্বয়—[রামঃ] (বলরাম) তস্য (সেই বানরের) তম্ অবিনয়ং (তাদৃশ ধৃষ্টতা) দেশান্ তদুপদ্রুতান্ চ (এবং দেশসমূহ তৎকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ক্রুদ্ধঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) অরিজিঘাংসয়া (শত্রু বধ করিবার ইচ্ছায়) মুষলং হলং চ (মুষল ও লাঙ্গল) আদত্ত (গ্রহণ করিলেন।) ॥ ১৬॥

[তদা] (তখন) মহাবীর্য্যঃ দ্বিবিদঃ অপি (মহাবলশালী দ্বিবিদও) পাণিনা শালম্ উদ্যম্য (এক হস্তের দ্বারা শালবৃক্ষ উৎপাটন করতঃ) তরসা অভ্যেত্য (বেগে নিকটে আগমন করিয়া) তেন (সেই শালবৃক্ষের দ্বারা) বলং মূর্দ্ধনি অতাড়য়ৎ (বলরামের মস্তকে আঘাত করিল)। বলবান্ সঙ্কর্ষণঃ তু (কিন্তু বলবান্ বলরাম) অচলঃ যথা [স্থিতঃ সন্] (পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থাকিয়া) মূর্দ্ধ্নি পতন্তং তং (স্বীয় মস্তকের উপরে পতিতপ্রায় সেই শালবৃক্ষটিকে) প্রতিজগ্রাহ (ধরিয়া ফেলিলেন) সুনন্দেন তম্ অহনৎ চ (এবং সুনন্দ নামক স্বীয় মুষলের দ্বারা বানরকে আঘাত করিলেন) ॥১৭-১৮॥

মুষলাহতমস্তিষ্কঃ [সঃ] (বলরামের মুষলের দ্বারা মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐ দ্বিবিদ) গিরিঃ গৈরিকয়া যথা (পর্বত লোহিতবর্ণ গৈরিকধাতুর দ্বারা যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ) রক্তধারয়া বিরেজে (রক্তধারায় শোভা পাইতে লাগিল)। [ততঃ সঃ] (তৎপরে সেই বানর) প্রহারং ন অনুচিন্তয়ন্ (মুষল প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া) সুসংক্রুদ্ধঃ (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) অন্যং (অন্য একটি বৃক্ষ) ওজসা সমুৎক্ষিপ্য নিষ্পত্রং কৃত্বা (সবলে উৎপাটন করিয়া ও পত্রশূন্য করিয়া) তেন [বলম্] অহনৎ (তদ্দ্বারা বলরামকে আঘাত করিল)। বলঃ [তু] (কিন্তু বলরাম) তং (সেই বৃক্ষ) শতধা অচ্ছিনৎ (শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন)। ততঃ [সঃ] (তৎপরে সে) রুষা (ক্রোধবশে) অন্যেন (আর একটি শালবৃক্ষের দ্বারা) [রামং] জঘ্নে (বলরামকে আঘাত করিল)। [রামঃ] (বলরাম) তং চ অপি (সেই বৃক্ষটিও) শতধা অচ্ছিনৎ (শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ১৯—২১॥

অনুবাদ—ভগবান্ বলরাম সেই বানরের তাদৃশ ধৃষ্টতা ও নানাস্থান তৎকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু বধ করিবার ইচ্ছায় মুষল ও লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন॥ ১৬॥ তখন বলশালী

শ্রীধর—হেলয়ামাস অবজজ্ঞে। নিরীক্ষতো নিরীক্ষমাণস্য তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩-১৪॥ আস্ফালয়ৎ যোষিতাং বাসাংস্যাকৃষ্য পাটিতবান্॥ ১৫॥ বিপ্রচক্রে এবমপকৃতবান্॥ ১৬॥ শালং বৃক্ষম্॥ ১৭॥ সুনন্দেন মুষলেন অহনৎ অহন্নিত্যর্থঃ। তং বানরম্॥ ১৮॥

এবং যুধান্ ভগবতা ভগ্নে ভগ্নে পুনঃ পুনঃ।
আকৃষ্য সর্ব্বতো বৃক্ষান্ নির্ব্বৃক্ষমকরোদ্বনম্ ॥ ২২ ॥
ততোঽমুঞ্চচ্ছিলাবর্ষং বলস্যোপর্য্যমর্ষিতঃ।
তৎ সর্ব্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুষলায়ুধঃ ॥ ২৩ ॥
স বাহূ তালসঙ্কাশৌ মুষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ।
আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্যরূরুজৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] এবং (এইরূপে) ভগবতা (ভগবান্ বলরামকর্ত্তৃক) পুনঃ পুনঃ ভগ্নে ভগ্নে (বারংবার বৃক্ষ ছিন্ন হইতে থাকিলে) [সঃ] যুধ্যন্ (সেই বানর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত) সর্ব্বতঃ বৃক্ষান্ আকৃষ্য (সকল দিক্ হইতে বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করিয়া) বনং নির্ব্বৃক্ষম্ অকরোৎ (বনকে বৃক্ষশূন্য করিয়া ফেলিল) ॥ ২৩ ॥

ততঃ [সঃ] (তৎপরে ঐ দ্বিবিদ) অমর্ষিতঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) বলস্য উপরি (বলরামের উপরে) শিলাবর্ষম্ অমুঞ্চৎ (শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল)। মুষলায়ুধঃ [রামঃ] মুষলধারী বলরাম লীলয়া (অনায়াসে) তৎ সর্ব্বম্ (সেই শিলাসমূহ) চূর্ণয়ামাস (চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন) ॥ ২৩ ॥

[অথ] সঃ কপীশ্বরঃ (অনন্তর ঐ বানররাজ দ্বিবিদ) তালসঙ্কাশৌ বাহূ (তালবৃক্ষসদৃশ বাহুদ্বয়) মুষ্টীকৃত্য (মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) রোহিণীপুত্রং [তরসা] আসাদ্য (রোহিণীনন্দন বলরামের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া) তাভ্যাং (সেই মুষ্টিবদ্ধ বাহুদ্বয়ের দ্বারা) [তস্য] বক্ষসি (তাঁহার বক্ষস্থলে) অরূরুজৎ (আঘাত করিল) ॥ ২৪ ॥

দ্বিবিদও এক হস্তের দ্বারা শালবৃক্ষ উৎপাটন করতঃ অতি বেগে নিকটে গমন করিয়া সেই শালবৃক্ষের দ্বারা বলরামের মস্তকে আঘাত করিল ; কিন্তু বলবান্ বলরাম পর্ব্বতের ন্যায় থাকিয়া শালবৃক্ষটি স্বীয় মস্তকের উপরে পতিত হইতেছে এই অবস্থায় উহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং সুনন্দ নামক স্বীয় মুষলের দ্বারা বানরকে আঘাত করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥ পর্বত লোহিতবর্ণ গৈরিকধাতুর দ্বারা যেরূপ শোভা পায়, দ্বিবিদ বলরামের মুষলের দ্বারা মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রক্তধারায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে সেই বানর মুষল-প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় অন্য একটি বৃক্ষ সবলে উৎপাটন করতঃ পত্রশূন্য করিয়া উহার দ্বারা বলরামকে আঘাত করিল। কিন্তু বলরাম সেই বৃক্ষ নিজ শরীরে পতিত হওয়ার পুর্ব্বেই শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে বানর ক্রোধে আর একটি শালবৃক্ষের দ্বারা বলরামকে আঘাত করিল। বলরাম সেই বৃক্ষটিও শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯-২১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইরূপে ভগবান্ বলরাম বারংবার বৃক্ষ ছেদন করিতে থাকিলে সেই বানর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সকল দিক্ হইতে বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করিয়া বনকে বৃক্ষশূন্য করিয়া ফেলিল ॥ ২২ ॥ তৎপরে ঐ দ্বিবিদ ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামের উপরে শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল। মুষলধারী বলরাম অনায়াসে সেই সকল শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩। অনন্তর ঐ বানররাজ দ্বিবিদ তালবৃক্ষসদৃশ বাহুদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রোহিণীনন্দন বলরামের নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া সেই মুষ্টিবদ্ধ বাহুদ্বয়ের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—মস্তিকো মস্তকাবয়ববিশেষঃ। গৈরিকয়া লোহিতধাতুনা। নাদৃতিরয়ন্ ন গণয়ন্ ॥ ১৯—২৩ ॥

যাদবেন্দ্রোঽপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্ত্বা মুষললাঙ্গলে।
জত্রাবভ্যর্দ্দয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্রুধিরং বমন্ ॥ ২৫ ॥
চকম্পে তেন পততা সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ।
পর্ব্বতঃ কুরুশার্দ্দূল। বায়ুনা নৌরিবাম্ভসি ॥ ২৬ ॥
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চাম্বরে।
সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্ ॥ ২৭ ॥
এবং নিহত্য দ্বিবিদং জগদ্ব্যতিকরাবহম্।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ জনৈঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বিবিদবধো নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়—যাদবেন্দ্রঃ অপি (যাদবশ্রেষ্ঠ বলরামও) ক্রুদ্ধঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) মুষললাঙ্গলে ত্যক্ত্বা (মুষল ও লাঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া) দোর্ভ্যাং (বাহুদ্বয়ের দ্বারা) তং জত্রৌ অভ্যর্দ্দয়ৎ (তাহার কণ্ঠ ও বাহুর মূলদেশে আঘাত করিলেন)। [তদা] (তখন) সঃ (ঐ বানর) রুধিরং বমন্ (রক্ত বমন করিতে করিতে) অপতৎ (ভূতলে নিপতিত হইল) ॥ ২৫ ॥

কুরুশার্দ্দূল! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ!) অম্ভসি বায়ুনা নৌঃ ইব (জলে বায়ুপ্রবাহে নৌকা যেমন কম্পিত হয়, সেইরূপ) পততা তেন (ঐ বানর পতিত হওয়ায়) সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ পর্বতঃ (জলগর্ত্ত ও বৃক্ষ সমন্বিত রৈবতক পর্বত) চকম্পে (কম্পিত হইল] ॥ ২৬ ॥

[তদা] (তখন) অম্বরে (আকাশ) কুসুমবর্ষিণাং সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণাং (পুষ্পবর্ষণকারী শ্রেষ্ঠ দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মুনিগণের) জয়শব্দঃ নমঃশব্দঃ সাধু সাধু ইতি চ (জয় শব্দ, নমঃ শব্দ ও সাধুবাদ) আসীৎ (উত্থিত হইল) ॥ ২৭ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ভগবান্ (ভগবান্ বলরাম) এবং (এইরূপে) জগদ্ব্যতিকরাবহং দ্বিবিদং (জগতের ধ্বংসসাধনকারী দ্বিবিদকে) নিহত্য (বধ করিয়া) জনৈঃ সংস্তূয়মানঃ [সন্] (জনগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল এই অবস্থায়) স্বপুরম্ আবিশৎ (নিজপুরীতে প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যাদবশ্রেষ্ঠ বলরামও ক্রুদ্ধ হইয়া মুষল ও লাঙ্গল পরিত্যাগ করতঃ বাহুদ্বয়ের দ্বারা তাহার কণ্ঠ ও বাহুর মূলদেশে আঘাত করিলেন। তখন ঐ বানর রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ২৫ ॥ হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ! জলে বায়ুপ্রবাহে নৌকা যেমন কম্পিত হয়, সেইরূপ ঐ বানর দ্বিবিদ পতিত হওয়ায় জলগর্ত্ত ও বৃক্ষ সমন্বিত রৈবতক পর্ব্বত কম্পিত হইল ॥ ২৬ ॥ তখন আকাশে পুষ্পবর্ষণকারী শ্রেষ্ঠ দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মুনিগণের জয় শব্দ, নমঃ শব্দ ও সাধুবাদ উত্থিত হইল ॥ ২৭ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ বলরাম এইরূপে জগতের ধ্বংসসাধনকারী দ্বিবিদকে বধ করিয়া নিজপুরী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। জনগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধর—অরক্তং তাড়য়ামাস ।। ২৪ ।। যাদবেন্দ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ ক্রুদ্ধঃ সন্, জত্রৌ কণ্ঠবাহুমূলে ।। ২৫ ।। টঙ্কাঃ সতোয়বিবরাণি তৎসহিতঃ ।।২৬।। সুরাদীনাং জয়শব্দাদি বভূব ।। ২৭ ।। জগতো ব্যতিকরং নাশমাবহতীতি তথা তম্ ।।২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৬৭ ।।

কেলালব

গিরৌ রৈবতকে ক্রীড়ন্ প্রেয়সীভির্হন্ কপিম্ ।
কদর্থয়ন্তং দ্বিবিদং সপ্তষষ্টতমে বলঃ ।।

এই সাতষট্টি অধ্যায়ে বলদেবের প্রেয়সীগণসঙ্গে ক্রীড়ার সময় রৈবতক পর্ব্বতে দ্বিবিদ নামক বানরের উৎপাত ও তাহার বধ বর্ণিত হইয়াছে।

বিবরণী

নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন—সে কথা বলা হইয়াছে। অসুরের সখা ছিল দ্বিবিদ নামে এক বানর। সে তাহার মিত্রবধের প্রতিশোধ নিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন ছিল, সেই সব স্থানে অত্যাচার চালাইতে লাগিল। গোপদের বাড়ীঘর পোড়ান, কোন দেশকে চূর্ণবিচূর্ণ করা, কোন স্থানকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া, আশ্রমাদির বৃক্ষ ভঙ্গ করা, যজ্ঞাগ্নিতে মলমূত্র নিক্ষেপ করা, নরনারী চুরি করিয়া পর্ব্বতের গুহায় লুকাইয়া রাখা—এই সব অপকর্ম্ম করিতে করিতে সে রৈবতক পর্ব্বতে আসিল। দেখিল, বলরাম বারুণী পান করিয়া রমণীগণসহ ক্রীড়ায় মগ্ন আছেন। বানর রমণীদের প্রতি কুৎসিতভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিল ও তাঁহাদের বস্ত্রাকর্ষণ করিল। বলরামের মাথায় শালবৃক্ষ দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিল। বানর রামভক্ত বলিয়া বলদেব কিছুক্ষণ তাহার অত্যাচার সহ্য করিলেন—তারপর সহ্যের সীমা ছাড়াইলে মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা এবং অতি নগণ্য মনে করিয়া তাহার বধসাধন করিলেন। মৃত বানরের পতনে রৈবতক পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। বলদেব দ্বারকায় ফিরিলে পুষ্পবৃষ্টি, জয়ধ্বনি ও বহু প্রশংসাবাক্য দ্বারা তিনি সম্বর্দ্ধিত হইলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

দ্বিবিদ বানর সুগ্রীবের সচিব। শ্রীরামপূজায় আবরণ দেবতার মধ্যে মৈন্দ দ্বিবিদের উল্লেখ আছে। সেই দ্বিবিদের দুর্গতি হইল কেন? লক্ষ্মণের প্রতি দ্বিবিদ অনাদর প্রকাশ করিয়াছিল। সেই মহতের অমর্য্যাদার ফলে ও দুঃসঙ্গদোষে তাহার পতন ঘটে। বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয়ের যেরূপ পতন, দ্বিবিদ বানরেরও সেইরূপ পতন ঘটিয়াছিল। বলরামের হস্তে মৃত্যুবরণে এই অপরাধের ক্ষালন ঘটে।

মহাভক্ত-সুগ্রীবসচিবত্বেঽপি দুঃসঙ্গদোষস্যানর্থকারিত্ব-জ্ঞাপনার্থমুক্তং দুঃসঙ্গস্যাপি কারণং শ্রীমল্লক্ষ্মণে তস্য পূর্ব্বমনাদর আসীদিতি জ্ঞেয়ং। যত্তপি মৈন্দদ্বিবিদাদীনাং শ্রীরামপূজায়ামাবরণদেবত্বাৎ নিত্যসিদ্ধত্বমেব তদপি মহদপরাধ-দুঃসঙ্গাদিদোষজ্ঞাপনার্থং জয়বিজয়বদেকেন প্রকাশেনৈব দ্বিবিদস্য অংশোঽয়ং দর্শিতঃ।

দ্বিবিদবধ নামক সাতষট্টি অধ্যায়ের কেলালব ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

দুর্যোধনসুতাং রাজন্! লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ।
স্বয়ম্বরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥ ১ ॥
কৌরবাঃ কুপিতা ঊচুর্দুর্বিনীতোঽয়মর্ভকঃ।
কদর্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্বলাৎ ॥ ৩।
বধ্নীতেমং দুর্বিনীতং কিং করিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতাং দত্তাং নো ভুঞ্জতে মহীম্ ॥

[জাম্ববতীনন্দন সাম্ব দুর্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বরকালে হরণ করিলে কৌরবগণ যুদ্ধে তাঁহাকে বন্দী করেন, তাহাতে যাদবগণ ক্রুদ্ধ হইলে বলরাম শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত হস্তিনাপুরে আগমন করেন, পরে শান্তিস্থাপনে অসমর্থ হইয়া বলরাম ক্রুদ্ধ হন ও লাঙ্গলের দ্বারা হস্তিনাপুর আকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হন, তখন কৌরবগণ ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন ও লক্ষ্মণার সহিত সাম্বকে অর্পণ করেন, এই সকল কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) সমিতিঞ্জয়ঃ (যুদ্ধজয়ী) জাম্ববতীসুতঃ সাম্বঃ (জাম্ববতীনন্দন সাম্ব) স্বয়ম্বরস্থাং দুর্যোধনসুতাং লক্ষ্মণাম (স্বয়ম্বরকালে দুর্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে) অহরৎ (হরণ করেন) ॥ ১ ॥

[তদা] (তখন) কৌরবাঃ (কৌরবগণ) কুপিতাঃ ঊচুঃ (কুপিত হইয়া কহিলেন)—অয়ম্ অর্ভকঃ (এই বালক) দুর্বিনীতঃ (দুর্বিনীত)। [অয়ং] (এই বালক) নঃ কদর্থীকৃত্য (আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া) বলাৎ (বলপূর্বক) অকামাং কন্যাম্ (কন্যার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে) অহরৎ (হরণ করিয়াছে) ॥ ২ ॥

[অতঃ] (অতএব) ইমং দুর্বিনীতং [বালকং] (এই দুর্বিনীত বালককে) বধ্নীত (বন্ধন কর); যে (যাহারা) অস্মৎপ্রসাদোপচিতাং (আমাদের পরাক্রমে সমৃদ্ধা) নঃ দত্তাং (ও আমাদিগকর্তৃক প্রদত্তা) মহীং ভুঞ্জতে (ভূমি ভোগ করিতেছে) [অর্থাৎ যাহারা নিজ পরাক্রমে রাজা নহে] [তে] বৃষ্ণয়ঃ (তাদৃশ বৃষ্ণিগণ) কিং করিষ্যন্তি? (কি করিবে?) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যুদ্ধজয়ী জাম্ববতীনন্দন সাম্ব স্বয়ম্বরকালে দুর্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করেন ॥ ১ ॥ তখন কৌরবগণ কুপিত হইয়া কহিলেন—ঐ বালক দুর্বিনীত। কন্যার ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি এই বালক আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বলপূর্বক কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে ॥ ২ ॥ অতএব এই দুর্বিনীত বালককে বন্ধন কর; যাহারা আমাদিগের পরাক্রমে সমৃদ্ধা ও আমাদের প্রদত্তা ভূমি ভোগ করিতেছে অর্থাৎ যাহারা নিজ পরাক্রমে রাজা নহে, তাদৃশ বৃষ্ণিগণ কি করিবে?

শ্রীধর—অষ্টষষ্টিতমে সাম্বে নিরুদ্ধে কৌরবৈর্যুধি। তদ্বিমোক্ষায় রামেণ গজাহ্বয়বিকর্ষণম্ ॥
রামচরিত্রান্তরং নিরূপয়িতুমাহ—দুর্যোধনসুতামিতি। সমিতিঞ্জয়ঃ সংগ্রামজিৎ ॥ ১—২ ॥

নিগৃহীতং সুতং শ্রুত্বা যত্তেষ্যন্তীহ বৃষ্ণয়ঃ।
ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ॥ ৪॥
ইতি কর্ণঃ শলো ভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ।
সাম্বমারেভিরে বদ্ধুং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ॥ ৫॥
দৃষ্ট্বানুধাবতঃ সাম্বো ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারথঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ। ৬॥
তে তং জিঘৃক্ষবঃ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণঃ।
আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ সমাকিরন্॥ ৭॥

অন্বয়—সুতং নিগৃহীতং শ্রুত্বা (পুত্র নিগৃহীত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া) যদি বৃষ্ণয়ঃ (যদি বৃষ্ণিগণ) ইহ এষ্যন্তি (এখানে আগমন করে) [তর্হি তে] (তাহা হইলে তাহারা) সুসংযতাঃ প্রাণাঃ ইব (প্রাণায়ামাদির দ্বারা দমিত ইন্দ্রিয়ের ন্যায়) ভগ্নদর্পাঃ [সন্তঃ] (নষ্টগর্ব্ব হইয়া) শমং যান্তি (প্রশমিত হইবে)॥ ৪॥

ইতি [নিশ্চিত্য] (এইরূপ স্থির করিয়া) কর্ণঃ শলঃ ভূরিঃ যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ [চ] (কর্ণ, সোমদত্তপুত্র শল, ভূরি ও ভূরিশ্রবা এবং দুর্য্যোধন) [ইতি এতে] (ইহারা) কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ [তৎসহিতাঃ সন্তঃ] (কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকর্তৃক অনুমোদিত হইয়া তাঁহার সহিত) সাম্বং বদ্ধুম্ আরেভিরে (সাম্বকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন)॥ ৫॥

মহারথঃ সাম্বঃ (মহারথ অর্থাৎ বীরপ্রবর সাম্ব) ধার্তরাষ্ট্রান্ অনুধাবতঃ দৃষ্ট্বা (ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় বীরগণকে নিজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া) রুচিরং চাপং প্রগৃহ্য (মনোহর ধনুক গ্রহণ করিয়া) সিংহঃ ইব একলঃ তস্থৌ (সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে একাকী অবস্থান করিলেন)॥ ৬॥

ক্রুদ্ধাঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ (ক্রুদ্ধ কর্ণ প্রমুখ) তে ধন্বিনঃ (সেই ধনুর্দ্ধারী বীরগণ) তং জিঘৃক্ষবঃ (তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছায়) তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি ভাষিণঃ [সন্তঃ] ("দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিতে বলিতে) আসাদ্য (নিকটে আগমন করিয়া) বাণৈঃ [তং] সমাকিরন্ (বাণবর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন)॥ ৭॥

অনুবাদ—পুত্র নিগৃহীত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া যদি বৃষ্ণিগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করে, তাহা হইলে প্রাণায়ামাদির দ্বারা দমিত ইন্দ্রিয়বর্গের ন্যায় তাহারা আমাদিগের পরাক্রমে নষ্টগর্ব্ব হইয়া প্রশমিত হইবে॥ ৪॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কর্ণ, শল, ভূরি, ভূরিশ্রবা ও দুর্য্যোধন এইরূপ স্থির করিয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণনন্দন সাম্বকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৫॥ অনন্তর বীরপ্রবর সাম্ব ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণকে নিজের পশ্চাৎ পশ্চাৎধাবিত হইতে দেখিয়া মনোহর ধনুক গ্রহণ করিয়া সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে একাকী অবস্থান করিলেন॥ ৬॥ তখন ক্রুদ্ধ কর্ণ প্রমুখ সেই ধনুর্দ্ধারী বীরগণ তাঁহাকে ধরিবার ইচ্ছায় "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিতে বলিতে নিকটে আগমন করিয়া বাণবর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ৭॥

শ্রীধর—নোঽস্মাকং মহীম্ অস্মাভির্দত্তাম্, ন তে ভূপতয় ইতি ভাবঃ॥ ৩॥ যান্তি যাস্যন্তি; প্রাণা ইন্দ্রিয়াণীব সুসংযতাঃ প্রাণায়ামাদিভির্দমিতাঃ॥ ৪॥ কুরুবৃদ্ধো ভীষ্মস্তেনানুমোদিতাস্তৎসহিতাঃ যত্তেতে ইত্যর্থঃ॥ ৫-৬॥ কর্ণোঽগ্রণীর্যেষাং তে॥ ৭॥

সোঽপবিদ্ধঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ! কুরুভির্যদুনন্দনঃ ।
নামৃষ্যৎ তদচিন্ত্যার্ভঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব ॥ ৮ ॥
বিস্ফূর্জ্জ্য রুচিরং চাপং সর্ব্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ ।
কর্ণাদীন্ ষড্ রথান্ বীরস্তাবদ্ভির্যুগপৎ পৃথক্ ॥ ৯ ॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্ ।
রথিনশ্চ মহেষাসাস্তস্য তৎ তেঽভ্যপূজয়ন্ ॥ ১০ ॥
তস্য তে বিরথং চক্রুশ্চত্বারশ্চতুরো হয়ান্ ।
একস্তু সারথিং জঘ্নে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—কুরুশ্রেষ্ঠ ! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ !) সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগৈঃ ইব (সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঐ আক্রমণ সহ্য করে না, সেইরূপ) যদুনন্দনঃ সঃ অচিন্ত্যার্ভঃ (যদুবংশধর সেই শ্রীকৃষ্ণনন্দন সাম্ব) কুরুভিঃ অপবিদ্ধঃ [সন] (কুরুপক্ষীয়গণকর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে বাণবর্ষণে বিদ্ধ হইয়া) তৎ ন অমৃষ্যৎ (তাহা সহ্য করিলেন না) ॥ ৮ ॥

[তদা] বীরঃ [সাম্ব] (তখন বীর সাম্ব) রুচিরং চাপং বিস্ফূর্জ্জ্য (মনোহর ধনুক সবলে আকর্ষণ করিয়া) কর্ণাদীন ষড্রথান্ সর্বান্ (কর্ণ প্রভৃতি ছয় রথীকে) তাবদ্ভিঃ সায়কৈঃ (তত সংখ্যক অর্থাৎ ছয়টি বাণের দ্বারা) যুগপৎ (এককালে) পৃথক্ বিব্যাধ (পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ করিলেন) চতুর্ভিঃ [বাণৈঃ] (এবং চারি চারিটি বাণের দ্বারা) চতুরঃ বাহান্ (তাহাদের চারি চারিটি অশ্ব) একৈকেন [বাণেন] (ও এক একটি বাণের দ্বারা) সারথীন্ চ (সারথিগণকেও) [বিব্যাধ] (বিদ্ধ করিলেন) । মহেষাসাঃ তে রথিনঃ চ (মহাধনুর্দ্ধারী সেই কর্ণ প্রভৃতি রথিগণও) তস্য (তাঁহার) তৎ [কর্ম] (তাদৃশ কর্ম্মের) অভ্যপূজয়ন্ (প্রশংসা করিলেন) ॥ ৯-১০ ॥

তে তু চত্বারঃ (কিন্তু শত্রুগণের মধ্যে চারিজন) [তস্য] চতুরঃ হয়ান্ [হত্বা] (সাম্বের চারিটি রথাশ্ব বধ করিয়া) তং বিরথং চক্রুঃ (তাঁহাকে রথবিহীন করিয়া ফেলিলেন ; একঃ (একজন) [তস্য] সারথিং জঘ্নে (তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন) । অন্যঃ তু (এবং আর একজন) [তস্য] শরাসনং চিচ্ছেদ (তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঐ আক্রমণ সহ্য করে না, সেইরূপ যদুবংশধর শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন সাম্ব, কুরুপক্ষীয়গণকর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে বাণ বর্ষণে বিদ্ধ হইয়া উহা সহ্য করিলেন না ॥ ৮ ॥ তখন বীর সাম্ব মনোহর ধনুক সবলে আকর্ষণ করিয়া কর্ণ প্রভৃতি ছয় রথীকে ছয়টি বাণের দ্বারা যুগপৎ পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ করিলেন এবং চারি চারিটি বাণের দ্বারা তাহাদিগের চারি চারিটি অশ্ব ও এক একটি বাণের দ্বারা সারথিগণকেও বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী সেই কর্ণ প্রভৃতি রথিগণও তাঁহার তাদৃশ কর্ম্মের প্রশংসা করিলেন ॥ ৯-১০ ॥ কিন্তু কর্ণ প্রভৃতি ছয়জন রথীর মধ্যে চারিজনে সাম্বের রথের চারিটি অশ্ব বধ করিয়া তাঁহাকে রথবিহীন করিয়া দিলেন ; একজন তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন এবং আর একজন তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীধর—নামৃষ্যৎ নাসহত। অচিন্ত্যস্য ভগবতোঽর্ভোঽর্ভকঃ, অচিন্ত্যশ্চাসাবর্ভশ্চেতি বা ॥ ৮-৯ ॥ তৎ প্রপঞ্চয়তি—চতুর্ভিরিতি। চতুর্ভিশ্চতুর ইত্যত্র বীপ্সানুসন্ধেয়া। তৎ কর্ম তে সম্মানিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১০-১১ ॥

তং বদ্ধ্বা বিরথীকৃত্য কৃচ্ছ্রেণ কুরবো যুধি।
কুমারং স্বস্য কন্যাঞ্চ স্বপুরং জয়িনোঽবিশন্॥ ১২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা নারদোক্তেন রাজন্! সঞ্জাতমন্যবঃ।
কুরূন্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুরুগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ॥ ১৩ ॥
সান্ত্বয়িত্বা তু তান্ রামঃ সন্নদ্ধান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্।
নৈচ্ছৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলিং কলিমলাপহঃ॥ ১৪ ॥
জগাম হাস্তিনপুরং রথেনাদিত্যবর্চ্চসা।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—কুরবঃ (কুরুগণ) [এবং] কৃচ্ছ্রেণ (এইরূপে অতিকষ্টে) তং বিরথীকৃত্য বদ্ধ্বা (সাম্বকে রথবিহীন করিয়া ও বন্দী করিয়া) যুধি জয়িনঃ [সন্তঃ] (যুদ্ধে জয়ী হইয়া) কুমারং স্বস্য কন্যাং চ (কুমারকে ও দুর্য্যোধনের কন্যাকে) [নীত্বা] (লইয়া) স্বপুরম্ অবিশন্ (নিজপুরীতে প্রবেশ করিলেন) ॥ ১২ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অথ] (অনন্তর) [যাদবাঃ] (যাদবগণ) নারদোক্তেন (নারদের মুখে) তৎ শ্রুত্বা (উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া) সঞ্জাতমন্যবঃ উগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ [চ সন্তঃ] (ক্রুদ্ধ হইয়া ও রাজা উগ্রসেন-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া) কুরূন্ প্রতি [যুদ্ধস্য] উদ্যমং চক্রুঃ (কুরুদিগের প্রতি যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন) ॥ ১৩ ॥

কলিমলাপহঃ রামঃ (কলহদোষ-নিবারণকারী বলরাম) কুরূণাং বৃষ্ণীনাং (কুরুগণের ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে) কলিং ন ঐচ্ছৎ (কলহ উপস্থিত হয়, ইহা ইচ্ছা করেন না)। [অতঃ সঃ] (সুতরাং তিনি) সন্নদ্ধান্ তান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্ (যুদ্ধার্থ সমুদ্যত সেই যদুশ্রেষ্ঠদিগকে) সান্ত্বয়িত্বা তু (সান্ত্বনা করিয়া) গ্রহৈঃ চন্দ্রঃ ইব (গ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায়) কুলবৃদ্ধৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ চ বৃতঃ [সন্] (কুলবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া) আদিত্যবর্চ্চসা রথেন (সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী রথযোগে) হাস্তিনপুরং জগাম (হস্তিনাপুরে গমন করিলেন) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ—কুরুগণ এইরূপে অতি কষ্টে কুমার সাম্বকে রথবিহীন করিয়া ও বন্ধন করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং তাঁহাকে ও দুর্যোধনের কন্যাকে লইয়া নিজপুরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর যাদবগণ ভগবান্ নারদের মুখে উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজা উগ্রসেনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুরুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ কলহ-নিবারণকারী বলরাম কুরুগণের ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে কলহ হয়, ইহা ইচ্ছা করেন না ; সুতরাং তখন তিনি যুদ্ধার্থ সমুদ্যত সেই বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠদিগকে শান্ত করিয়া গ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় কুলবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী রথযোগে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

শ্রীধর—স্বস্য দুর্য্যোধনস্য কন্যাঞ্চ নীত্বেতি শেষঃ ॥ ১২-১৩ ॥ যতঃ কলিং নৈচ্ছৎ, অতঃ সান্ত্বয়িত্বা জগামেতি ॥ ১৪-১৫ ॥

গত্বা গজাহ্বয়ং রামো বাহ্যোপবনমাস্থিতঃ।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং বুভুৎসয়া ॥ ১৬ ॥
সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রং ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ বাহ্লিকম্।
দুর্য্যোধনঞ্চ বিধিবদ্রামমাগতমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥
তেঽতিপ্রীতাস্তমাকর্ণ্য প্রাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্।
তমর্চ্চয়িত্বাভিযযুঃ সর্ব্বে মঙ্গলপাণয়ঃ ॥ ১৮ ॥
তং সঙ্গম্য যথান্যায়ং গামর্ঘ্যঞ্চ ন্যবেদয়ন্।
তেষাং যে-তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণেমুঃ শিরসা বলম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—রামঃ গজাহ্বয়ং গত্বা (বলরাম হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া) বাহ্যোপবনম্ আস্থিতঃ [সন্] (বহির্ভাগস্থ উপবনে অবস্থান করতঃ) ধৃতরাষ্ট্রং [প্রতি] (ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে) বুভুৎসয়া (তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছায়) উদ্ধবং প্রেষয়ামাস (উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন) ॥ ১৬ ॥

সঃ (বলরামপ্রেরিত উদ্ধব) [পুরীমধ্যে গমন করিয়া] অম্বিকাপুত্রং (ধৃতরাষ্ট্র) ভীষ্মং (ভীষ্ম) দ্রোণং (দ্রোণ) বাহ্লিকং চ (বাহ্লিক) দুর্য্যোধনং চ (ও দুর্য্যোধনকে) বিধিবৎ অভিবন্দ্য (যথাবিধি বন্দনা করতঃ) রামম্ আগতম্ অব্রবীৎ (বলরাম আসিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন) ॥ ১৭ ॥

তে সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে) সুহৃত্তমং রামং (শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ বলরাম) প্রাপ্তম্ আকর্ণ্য (আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) অতিপ্রীতাঃ [সন্তঃ] (পরম প্রীত হইয়া) তম্ অর্চ্চয়িত্বা (উদ্ধবের সৎকার করতঃ) মঙ্গলপাণয়ঃ [সন্তঃ] (মাঙ্গলিক উপঢৌকনদ্রব্য হস্তে লইয়া) তম্ অভিযযুঃ (বলরামের অভিমুখে গমন করিলেন) ॥ ১৮ ॥

[তে] (তাঁহারা) তং সঙ্গম্য (বলরামের নিকটে উপস্থিত হইয়া) যথান্যায়ং (যথাবিধানে) [তস্মৈ] (তাঁহাকে) গাম্ অর্ঘ্যং চ (গো ও অর্ঘ্য) ন্যবেদয়ন্ (সমর্পণ করিলেন)। তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) যে [যাহারা] তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ [আসন্] (বলরামের প্রভাব অবগত ছিলেন) [তে] (তাঁহারা) শিরসা (অবনত মস্তকে) বলং প্রণেমুঃ (বলরামকে প্রণাম করিলেন) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বলরাম হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া বহির্ভাগস্থ উপবনে অবস্থান করতঃ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৬ ॥ উদ্ধব পুরীমধ্যে গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধনকে যথাবিধি বন্দনা করতঃ, বলরাম হস্তিনায় আগমন করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন তাঁহারা সকলে শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ বলরাম আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া উদ্ধবের সৎকার করতঃ মাঙ্গলিক উপঢৌকনদ্রব্য হস্তে লইয়া বলরামের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥ তাঁহারা বলরামের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহাকে গো ও অর্ঘ্য সমর্পণ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাহারা বলরামের প্রভাব অবগত ছিলেন, তাঁহারা অবনতমস্তকে বলরামকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর—ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বুভুৎসয়া অভিপ্রায়জিজ্ঞাসয়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ বিধিবদভিবন্দ্য ॥ ১৭ ॥ তমুদ্ধবমর্চ্চয়িত্বা সৎকৃত্য, মঙ্গলপাণয় উপায়নহস্তাঃ ॥ ১৮ ॥

বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা শিবমনাময়ম্ ।
পরস্পরমথো রামো বভাষেঽবিক্লবং বচঃ ॥ ২০ ॥
উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেশো যদ্ব আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ ।
তদব্যগ্রধিয়ঃ শ্রুত্বা কুরুধ্বমবিলম্বিতম্ ॥ ২১ ॥
যদ্‌যূয়ং বহবস্ত্বেকং জিত্বাধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকম্ ।
অবধ্নীতাথ তন্মৃষ্যে বন্ধূনামৈক্যকাম্যয়া ॥ ২২ ॥
বীর্য্যশৌর্য্যবলোন্নদ্ধমাত্মশক্তিসমং বচঃ ।
কুরবো বলদেবস্য নিশম্যোচুঃ প্রকোপিতাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—[ততঃ]* (তৎপরে) পরস্পরং শিবম্ অনাময়ং [চ] পৃষ্ট্বা (পরস্পর মঙ্গল ও নিরাময় জিজ্ঞাসা করিয়া) বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা [চ] (এবং বন্ধুগণ কুশলে আছেন শ্রবণ করিয়া) [সর্বে সুখিনঃ জাতাঃ] (সকলে সুখী হইলেন)। অথো (অনন্তর) রামঃ (বলরাম) অবিক্লবং বচঃ বভাষে (স্পষ্টভাবে বলিলেন) ॥ ২০ ॥

[হে কৌরবগণ।] ক্ষিতীশেশঃ প্রভুঃ উগ্রসেনঃ (রাজাধিরাজ প্রভু উগ্রসেন) বঃ (তোমাদিগকে) যৎ আজ্ঞাপয়ৎ (যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন) [যূয়ং] (তোমরা) অব্যগ্রধিয়ঃ [সন্তঃ] (সাবধান হইয়া) তৎ শ্রুত্বা (তাহা শ্রবণ করিয়া) অবিলম্বিতং [তথা] কুরুধ্বম্ (অবিলম্বে সেইরূপ কার্য্য কর) ॥ ২১ ॥

[রাজাধিরাজ উগ্রসেন বলিয়াছেন] যূয়ং বহবঃ তু (তোমরা অনেকে) অধর্ম্মেণ (অধর্মভাবে) একং ধার্ম্মিকং জিত্বা (একজন ধার্ম্মিককে জয় করিয়া) যৎ অবধ্নীত (যে বন্ধন করিয়াছ) বন্ধূনাম্ ঐক্যকাম্যয়া (বান্ধবগণের পরস্পর একতা রক্ষা করিবার ইচ্ছায়) তৎ [অহং] মৃষ্যে (তাহা আমি সহ্য করিলাম), অথ (অতএব) [অধুনা এব সুতম্ আনীয় সমর্পয়ত] (এখনই সাম্বকে আনিয়া সমর্পণ কর) ॥ ২২ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] কুরবঃ (কৌরবগণ) বলদেবস্য (বলরামের) বীর্য্যশৌর্য্যবলোন্নদ্ধং আত্মশক্তিসমং বচঃ নিশম্য (প্রভাব, উৎসাহ ও বলহেতু যাহা অসংযত হইয়াছিল, তাদৃশ শক্তির অনুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া) প্রকোপিতাঃ [সন্তঃ] (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) উচুঃ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তৎপরে পরস্পর মঙ্গল ও নিরাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং বন্ধুগণ কুশলে আছেন শ্রবণ করিয়া সকলে সুখী হইলেন। অনন্তর বলরাম স্পষ্টভাবে বলিলেন ॥ ২০ ॥ হে কৌরবগণ! রাজাধিরাজ প্রভু উগ্রসেন তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে সেইরূপ কার্য্য কর ॥ ২১ ॥ রাজাধিরাজ উগ্রসেন বলিয়াছেন—তোমরা অনেকে অন্যায়ভাবে একজন ধার্ম্মিককে জয় করিয়া যে বন্ধন করিয়াছ, বান্ধবগণের পরস্পর একতা রক্ষা করিবার কামনায় তাহা আমি সহ্য করিলাম। তোমরা এখনই সাম্বকে আনিয়া সমর্পণ কর ॥ ২২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বলরামের বাক্য তাঁহার প্রভাব, উৎসাহ ও বলহেতু উদ্ধত ও শক্তির অনুরূপ হইয়াছিল; কৌরবগণ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—বৃদ্ধা অপি প্রণেমুঃ ॥ ১৯—২১ ॥ যদ্‌যূয়মিত্যুগ্রসেনবাক্যম্। মৃষ্যে সহে। অথাশু তমানীয় সমর্পয়তেতি শেষঃ ॥ ২২ ॥

অহো! মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া।
আরুরুক্ষত্যুপানদ্বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্॥ ২৪ ॥
এতে যৌনেন সম্বদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ॥ ২৫ ॥
চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্।
কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জত্যস্মদুপেক্ষয়া॥ ২৬ ॥
অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈর্দ্দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা আজ্ঞাপযন্ত্যদ্য গতত্রপা বত!॥ ২৭ ।

অন্বয়—অহো! ইদং মহৎ চিত্রম্। (অহো! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।) কালগত্যা দুরত্যয়া (কালের গতি দুরতিক্রমণীয়), উপানৎ বৈ (পাদুকাই) মুকুটসেবিতং শিরঃ (মুকুট সেবিত মস্তকে) আরুরুক্ষতি (আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে) [অর্থাৎ নিকৃষ্ট যাদবগণ শ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে আদেশ করিতেছে]॥ ২৪ ॥

এতে বৃষ্ণয়ঃ (এই যাদবগণ) যৌনেন সম্বদ্ধাঃ (কুন্তীর বিবাহে আমাদের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে), [অতঃ এতে] সহশয্যাসনাশনাঃ (এইজন্যই ইহারা আমাদের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন করিতে পায়), [কিঞ্চ এতে] অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ (আর ইহাদিগকে আমরাই রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াছি), [এবম্ অস্মাভিঃ এতে] (এইরূপে আমরা ইহাদিগকে) তুল্যতাং নীতাঃ (সমান করিয়া লইয়াছি)॥ ২৫ ॥

অস্মদুপেক্ষয়া [এব] (আমাদিগের উপেক্ষা হেতুই) [এতে] (অযোগ্য হইয়াও ইহারা) চামর ব্যজনে (চামর, ব্যজন) শঙ্খম্ (শঙ্খ) পাণ্ডুরম্ আতপত্রং (শ্বেতচ্ছত্র) কিরীটম্ (কিরীট) আসনং (রাজসিংহাসন) শয্যাং চ (ও শয্যা) ভুঞ্জন্তি (ভোগ করিতেছে)॥ ২৬ ॥

ফণিনাম্ অমৃতম ইব (সর্পগণের পোষণের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে ঐ দুগ্ধ বিষ বৃদ্ধি করিয়া যেমন দুগ্ধপ্রদানকারীরই প্রতিকূল হয়, সেইরূপ) দাতুঃ প্রতীপৈঃ (দাতার প্রতিকূল) যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈঃ অলম্ (যদুগণের রাজচিহ্নসমূহে আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণেই কাড়িয়া লওয়া কর্ত্তব্য।)। যে (যাহারা) অস্মৎপ্রসাদোপচিতাঃ (আমাদিগের অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হইয়াছে) বত। (কী আশ্চর্য) [তে] যাদবাঃ হি (সেই যাদবগণই) অদ্য (এক্ষণে) গতত্রপাঃ [সন্তঃ] (নির্লজ্জ হইয়া) [অস্মান্] আজ্ঞাপয়ন্তি (আমাদিগকে আদেশ করিতেছে)॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অহো! বড়ই আশ্চর্য্য। কালের গতি দুরতিক্রমণীয়; পাদুকাই মুকুটসেবিত মস্তকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে অর্থাৎ নিকৃষ্ট যাদবগণ শ্রেষ্ঠ আমাদিগকে আদেশ করিতেছে॥ ২৪ ॥ এই যাদবগণ কুন্তীর বিবাহে আমাদের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে; এই জন্যই ইহারা আমাদিগের সহিত একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন করিতে পায়; আর আমরাই ইহাদিগকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াছি; এইরূপে আমরা ইহাদিগকে সমান করিয়া লইয়াছি। ২৫ ॥ আমাদিগের উপেক্ষাহেতু অর্থাৎ আমরা কাড়িয়া লই না বলিয়াই অযোগ্য হইয়াও ইহারা রাজভোগ্য চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতচ্ছত্র, কিরীট, সিংহাসন, ও শয্যা উপভোগ করিতেছে॥ ২৬॥ সর্পসমূহেব পোষণের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রদান করিলে ঐ দুগ্ধ বিষ-বৃদ্ধি

শ্রীধর—বীর্য্যং প্রভাবঃ শৌর্য্যমুৎসাহঃ বলং সত্ত্বম্ তৈরুন্নদ্ধমুচ্ছৃঙ্খলম্। কথম্? আত্মনঃ শক্তেঃ সমম্ অনুরূপম্॥ ২৩ ॥ উপানৎ পাদরক্ষা শির আরোঢ়ুমিচ্ছতীতি হীনা অস্মানাজ্ঞাপয়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২৪ ॥

কথমিন্দ্রোঽপি কুরুভির্ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুনাদিভিঃ।
অদত্তমবরুন্ধীত সিংহগ্রস্তমিবোরণঃ॥ ২৮॥

শ্রীশুক উবাচ

জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাস্তে ভরতর্ষভ।
আশ্রাব্য রামং দুর্ব্বাচ্যমসভ্যাঃ পুরমাবিশন্॥ ২৯॥
দৃষ্ট্বা কুরূণাং দৌঃশীল্যং শ্রুত্বাবাচ্যানি চাচ্যুতঃ।
অবোচৎ কোপসংরব্ধো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ॥ ৩০॥

অন্বয়—সিংহগ্রস্তং [বস্তু] উরণঃ ইব (সিংহকর্ত্তৃক অধিকৃত বস্তু মেষ যেমন উপভোগ করিতে পারে না, সেইরূপ) ভীষ্মদ্রোণার্জ্জুনাদিভিঃ কুরুভিঃ (ভীষ্ম, দ্রোণ ও অর্জ্জুন প্রভৃতি কুরুগণকর্ত্তৃক) অদত্তং [বস্তু] (অপ্রদত্ত বস্তু) ইন্দ্রঃ অপি (দেবরাজ ইন্দ্রও) কথম্ অবরুন্ধীত ? (কি প্রকারে ভোগ করিবেন ? অর্থাৎ কোন প্রকারে ভোগ করিতে পাবেন না) ॥ ২৮॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন। ভরতর্ষভ ! (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ !) জন্মবন্ধুশ্রিয়া উন্নদ্ধমদাঃ (সৎকুলে জন্ম, ভীষ্মাদি স্বজন ও ঐশ্বর্য্যহেতু যাহাদিগের গর্ব্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল), তে অসভ্যাঃ [কৌরবাঃ] (সেই অভদ্র কৌরবগণ) রামং (বলরামকে) [এবং] দুর্বাচ্যম্ আশ্রাব্য (সেইরূপ দুর্বাক্য শ্রবণ করাইয়া) পুরম্ আবিশন্ (পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৯॥

অচ্যুতঃ (সর্ব্বশক্তিপূর্ণ ভগবান্ বলরাম) কুরূণাং দৌঃশীল্যং (কৌরবগণের দুরাচার) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) অবাচ্যানি শ্রুত্বা চ (এবং দুর্বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কোপসংরব্ধঃ দুষ্প্রেক্ষ্যঃ [চ সন্] (কোপাবিষ্ট ও দুর্দর্শনীয় হইয়া) মুহুঃ প্রহসন্ (পুনঃ পুনঃ উচ্চ হাস্য করিতে করিতে) অবোচৎ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩০॥

করে বলিয়া যেমন দুগ্ধপ্রদানকারীরই প্রতিকূল হয়, সেইরূপ যদুগণের রাজচিহ্নসমূহ, দাতা আমাদিগেরই প্রতিকূল হইয়াছে ; সুতরাং যদুগণের রাজচিহ্নসমূহে আর প্রয়োজন নাই ; এক্ষণেই ঐ সকল কাড়িয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদিগের অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হইয়াছে, কি আশ্চর্য ! সেই যাদবগণই এক্ষণে নির্লজ্জ হইয়া আমাদিগকে আদেশ করিতেছে ॥ ২৭॥

অনুবাদ—সিংহকর্ত্তৃক অধিকৃত বস্তু যেমন মেষ উপভোগ করিতে পাবে না, সেইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ ও অর্জ্জুন প্রভৃতি কুরুগণকর্ত্তৃক অপ্রদত্ত বস্তু দেবরাজ ইন্দ্রও কোন প্রকারেই উপভোগ করিতে পারেন না ; যাদবগণ ত অতি তুচ্ছ ॥ ২৮॥ শুকদেব বলিলেন—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! সৎকুলে জন্ম, ভীষ্মাদি স্বজন ও ঐশ্বর্য্যহেতু যাহাদিগের গর্ব্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই অভদ্র কৌরবগণ ভগবান্ বলরামকে এইরূপ দুর্বাক্য শ্রবণ করাইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৯॥ সর্ব্বশক্তিপূর্ণ ভগবান্ বলরাম কৌরবগণের দুরাচার দর্শন করিয়া এবং দুর্ব্বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কোপাবিষ্ট এবং দুর্দ্দর্শনীয় হইয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চ হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন॥ ৩০॥

শ্রীধর—অস্যৈব প্রপঞ্চঃ—এত ইতি চতুর্ভিঃ। যৌনেন পৃথায়া বিবাহেন॥ ২০॥ কিঞ্চ চামরব্যজনে ইতি। ভুজস্যাপভুক্ত ইত্যর্থঃ। অস্মদুপেক্ষয়া অস্মাকমনাগ্রহেণ॥ ২৬॥

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥ ৩১ ॥
অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণঞ্চ কুপিতং শনৈঃ।
সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ ॥ ৩২ ॥
ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ।
তং মামবজ্ঞায় মুহুর্দ্দুর্ভাষান্ মানিনোঽব্রুবন্ ॥ ৩৩ ॥
নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।
শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্ত্তিনঃ। ৩৪ ॥

অন্বয়—নূনং (নিশ্চয়ই) নানামদোন্নদ্ধাঃ অসাধবঃ (যাহারা নানাপ্রকার গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, তাদৃশ অসাধু ব্যক্তিরা) শান্তিং ন ইচ্ছন্তি (শান্তি ইচ্ছা করে না), পশূনা লগুড়ঃ যথা (পশুদিগের পক্ষে যষ্টিপ্রহারই যেমন শান্তি-বিধায়ক হয়, সেইরূপ) তেষাং দণ্ডঃ হি প্রশমঃ (তাদৃশ অসাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে দণ্ডবিধানই শান্তিকর) ॥ ৩১ ॥

অহো! অহং (অহো! আমি) সুসংরব্ধান্ যদূন্ (যুদ্ধোদ্যত যাদবগণকে) কুপিতং কৃষ্ণং চ (ও কুপিত শ্রীকৃষ্ণকে) শনৈঃ সান্ত্বয়িত্বা (ধীরে ধীরে সান্ত্বনা করিয়া) এতেষাং শমম্ ইচ্ছন্ (ইহাদিগের শান্তিকামনায়) ইহ আগতঃ (এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম), তে ইমে (যাহাদিগের শান্তি বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেই কৌরবগণই) মন্দমতয়ঃ (মন্দবুদ্ধি), মানিনঃ (দুরহঙ্কারী), কলহাভিরতাঃ (কলহে নিরত) খলাঃ (ও দুষ্ট), [তে] (তাহারা) তং মাম্ অবজ্ঞায় (হিতকারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া) মুহুঃ দুর্ভাষান্ অব্রুবন্ (পুনঃ পুনঃ দুর্বাক্য বলিল) ॥ ৩২-৩৩ ॥

শক্রাদয়ঃ লোকপালাঃ (ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবগণ) যস্য আদেশানুবর্ত্তিনঃ (যাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন) [সঃ] ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ (সেই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর) উগ্রসেনঃ (উগ্রসেন) [নরান্ কৌরবান্ প্রতি] (মনুষ্য কৌরবদিগের প্রতি) ন বিভুঃ কিল। (আদেশ করিতে সমর্থ নহেন।) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যাহারা নানাপ্রকার গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, নিশ্চয়ই তাদৃশ অসাধু ব্যক্তিরা শান্তি ইচ্ছা করে না; পশুদিগের পক্ষে যষ্টিপ্রহারই যেমন শান্তিকর হয়, সেইরূপ অসাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে দণ্ডবিধানই শান্তিকর ॥ ৩১ ॥ অহো! আমি যুদ্ধ করিতে উদ্যত যাদবগণকে ও কুপিত শ্রীকৃষ্ণকে ধীরে ধীরে সান্ত্বনা করিয়া ইহাদিগের শান্তিকামনায় এইস্থানে আগমন করিয়াছিলাম, যাহাদিগের শান্তি বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেই কৌরবগণ মন্দবুদ্ধি, দুরহঙ্কারী, কলহনিরত ও খল; তাহারা তাদৃশ হিতকারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বাক্য বলিল ॥ ৩২-৩৩ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবগণ যাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের অধীশ্বর উগ্রসেন মনুষ্য কৌরবদিগের প্রতি আদেশ করিতে সমর্থ নহেন। ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—অলমিতি অতঃ পরং তাম্রূপহরিষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ অবরুন্ধীত স্বীকুর্য্যাৎ, উরগো মেষঃ ॥ ২৮ ॥ জন্মনা বন্ধুভিশ্চোপলক্ষিতয়া শ্রিয়া উন্নদ্ধ উৎকটো মদো যেষাং তে, দুর্বাচ্যং পরুষং বাক্যম্, অসভ্যা দুর্জ্জনাঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

সুধর্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোঽমরাঙ্ঘ্রিপঃ।
আনীয় ভুজ্যতে সোঽসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ॥ ৩৫॥
যস্য পাদযুগং সাক্ষাচ্ছ্রীরুপাস্তেঽখিলেশ্বরী।
স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদান্॥ ৩৬॥
যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক॥ ৩৭॥
ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল।
উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ন্তু কুরবঃ শিরঃ॥ ৩৮॥

অন্বয় যেন সুধর্ম্মা আক্রম্যতে (যিনি সুধর্মা নামক দেবসভায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন), পারিজাতঃ অমরাঙ্ঘ্রিপঃ আনীয় (যিনি পারিজাত নামক দেবতরু আনিয়া) [গৃহোদ্যানে স্থাপন করতঃ] ভুজ্যতে (উপভোগ করিতেছেন) সঃ অসৌ (তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ) অধ্যাসনার্হণঃ ন কিল! (রাজসিংহাসনে বসিবার যোগ্য নহেন!) ॥ ৩৫ ॥

অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ শ্রীঃ (অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী) যস্য পাদযুগং (যাঁহার পদদ্বয়) উপাস্তে (সেবা করেন), সঃ শ্রীশঃ (সেই শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ) নরদেবপরিচ্ছদান্ ন অর্হতি কিল! (রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিবার যোগ্য নহেন!) ॥ ৩৬ ॥

যস্য অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ (যাঁহার চরণকমলের রজ) অখিললোকপালৈঃ (ইন্দ্রাদি সমস্ত লোকপাল) মৌল্যুত্তমৈঃ ধৃতম্ (কিরীটযুক্ত মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন), [কিং বহুনা] (অধিক কি) যস্য কলায়াঃ কলাঃ (যাঁহার অংশের অংশ) ব্রহ্মা ভবঃ অহং শ্রীঃ চ অপি (ব্রহ্মা, মহাদেব, আমি এবং লক্ষ্মীদেবীও) উপাসিততীর্থতীর্থং [যস্য অঙ্ঘ্রিরজং] (সকলের উপাসিত তীর্থসমূহের ও তীর্থস্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধির কারণ যদীয় চরণরজ) চিরম্ উদ্বহেম (সতত ধারণ করিয়া থাকি), অস্য (তাদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) নৃপাসনং ক ? (রাজসিংহাসন কোথায় ?) ॥ ৩৭ ॥

বৃষ্ণয়ঃ (যাদবগণ) কুরুভিঃ দত্তং (কৌরবগণ প্রদত্ত) ভূখণ্ডং ভুঞ্জতে কিল! (ভূখণ্ড ভোগ করিতেছে বটে!) বয়ং (আমরা) উপানহঃ (পাদুকাস্থানীয়) কুরবঃ তু (আর কৌরবগণ) স্বয়ং (নিজেরা) শিরঃ কিল! (মস্তকস্থানীয় বটে!) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যিনি সুধর্ম্মা নামক দেবসভায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং পারিজাত নামক দেবতরু আনিয়া নিজ গৃহোদ্যানে স্থাপন করত উপভোগ করিতেছেন, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসনে বসিবার যোগ্য নহেন! ॥ ৩৫ ॥ অখিলেশ্বরী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদদ্বয় সেবা করেন, সেই শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিবার যোগ্য নহেন! ॥ ৩৬ ॥ যাঁহার শ্রীচরণকমলের রজ সকলের উপাসিত তীর্থ-সমূহেরও শুদ্ধির কারণ, যাঁহার শ্রীচরণকমলের রজ ইন্দ্রাদি সমস্ত লোকপাল কিরীটযুক্ত মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, অধিক কি, যাঁহার অংশের অংশ ব্রহ্মা, মহাদেব, আমি এবং লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার চরণরজ সতত মস্তকে ধারণ করিয়া থাকি, তাদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজসিংহাসন কোথায় (অতি তুচ্ছ) ? ॥ ৩৭ ॥ যাদবগণ কৌরবগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূখণ্ড ভোগ করিতেছে বটে! আমরা পাদুকাস্থানীয়, আর কৌরবগণ নিজেরা মস্তকস্থানীয়ই বটে! ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর—নানাধনাভিজনাদিমদৈরুদ্ধতাঃ, তেষাং দণ্ড এব প্রশমঃ প্রকর্ষেণ শময়তীতি তথা; যথা লগুড়ো দণ্ডঃ ॥ ৩১-৩২ ॥ দুর্ভাষান্ অবাচ্যান্ শব্দান্ ॥ ৩৩ ॥

অহো ঐশ্বর্য্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্।
অসম্বদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা ॥ ৩৯ ॥
অদ্য নিষ্কৌরবাং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ।
গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥
লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য্য গজাহ্বয়ম্।
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ ॥ ৪১ ॥
জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ।
আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরবা জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—অহো। (আহা।) মত্তানাম্ ইব (মদিরামদে মত্ত ব্যক্তিগণের ন্যায়) ঐশ্বর্য্যমত্তানাং (যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, তাদৃশ) মানিনাং [জনানাম্] (দুরভিমানী ব্যক্তিগণের) অসম্বদ্ধাঃ রুক্ষাঃ গিরঃ (অসম্বদ্ধ ও কর্কশ বাক্য সকল) অনুশাসিতা কঃ (স্বয়ং দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ কোন্ ব্যক্তি) সহেত? (সহ্য করিতে পারেন?)। ৩৯ ॥

[অতঃ] অদ্য (অতএব আজ) পৃথ্বীং (পৃথিবীকে) নিষ্কৌরবাং করিষ্যামি (কৌরবশূন্য করিব)। [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] ইতি [উক্ত্বা] (এইরূপ বলিয়া) [বলঃ] অমর্ষিতঃ [সন্] (বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া) জগত্ত্রয়ং দহন্ ইব (ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াই যেন) হলং গৃহীত্বা উত্তস্থৌ (লাঙ্গল গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন)॥ ৪০ ॥

অমর্ষিতঃ সঃ (ক্রুদ্ধ বলরাম) লাঙ্গলাগ্রেণ (লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা) গজাহ্বয়ং নগরম্ (হস্তিনাপুরকে) উদ্বিদার্য্য (উৎপাটন করিয়া) গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্ (গঙ্গায় নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত) [লাঙ্গলের দ্বারা উহাকে] বিচকর্ষ (আকর্ষণ করিতে লাগিলেন)॥ ৪১ ॥

[তদা] (তখন) আকৃষ্যমাণং নগরং (বলরামকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ নগরকে) জলযানম্ ইব (জলযানের ন্যায়) আঘূর্ণং (ঘূর্ণিত) গঙ্গায়াং পতৎ (ও গঙ্গায় পতনোন্মুখ হইতে) আলোক্য (দেখিয়া) কৌরবাঃ (কৌরবগণ) জাতসম্ভ্রমাঃ [আসন্] (ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন)॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অহো! মদিরামদে মত্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় যাহারা ঐশ্বর্যমদে মত্ত, তাদৃশ দুরভিমানী ব্যক্তিগণের অসম্বদ্ধ ও কঠোর বাক্যসকল, স্বয়ং দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারেন?॥ ৩৯ ॥ অতএব আজ পৃথিবীকে কৌরবশূন্য করিব। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বলরাম এইরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াই যেন লাঙ্গল গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইলেন॥ ৪০ ॥ অনন্তর ক্রুদ্ধ বলরাম হস্তিনাপুরকে উৎপাটন করিয়া গঙ্গায় নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত উহাকে লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৪১। তখন বলরামকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ নগরকে জলযানের ন্যায় ঘূর্ণিত ও গঙ্গায় পতনোন্মুখ হইতে দেখিয়া কৌরবগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন॥ ৪২ ॥

শ্রীধর—দুর্ভাষণমনুস্মরতি ষড়্ভিঃ—নোগ্রসেন ইতি। বিভুরাজ্ঞাপয়িতুং সমর্থঃ॥ ৩৪ ॥ অহো ধৃষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণমপ্যধিক্ষিপন্তীতি কুপিত আহ—সুধর্মেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ॥ ৩৫-৩৬ ॥ মৌল্যুত্তমৈর্মৌলিযুক্তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ উত্তমৈর্মৌলিভিরিতি বা; উপাসিতানি তীর্থানি যৈর্যোগিভিস্তেষামপি তীর্থম্, যদ্বা উপাসিতং সর্বৈঃ সেবিতং তীর্থং গঙ্গা তস্যাঃ তীর্থং তীর্থত্বনিমিত্তম্, কিঞ্চ ব্রহ্মা ভবঃ শ্রীশ্চাহমপি উদ্বহেম, কথম্ভূতা বয়ম্? যস্য কলায়া অংশস্য কলা অংশাঃ॥ ৩৭-৩৮ ॥

তমেব শরণং জগ্মুঃ সকুটুম্বা জিজীবিষবঃ।
সলক্ষ্মণং পুরস্কৃত্য সাম্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্॥ ৪৩॥
রাম! রামাখিলাধার! প্রভাবং ন বিদাম তে।
মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যধীশ্বর!॥ ৪৪॥
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ।
লোকান্ ক্রীড়নকানীশ! ক্রীড়ংস্তে বদন্তি হি॥ ৪৫॥
ত্বমেব মূর্ধ্নেদমনন্ত! লীলয়া ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্দ্ধন্!
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনি রুদ্ধবিশ্বঃ শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ॥ ৪৬॥

অন্বয়—[ততঃ তে] (তৎপরে তাঁহারা) জিজীবিষবঃ (প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায়) সকুটুম্বাঃ (স্বজনগণসমভিব্যাহারে) সলক্ষ্মণং সাম্বং পুরস্কৃত্য (লক্ষ্মণার সহিত সাম্বকে অগ্রে লইয়া আসিয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ [সন্তঃ] (কৃতাঞ্জলি হইয়া) তং প্রভুম্ এব (সেই বলরামেরই) শরণং জগ্মুঃ (শরণাগত হইলেন)॥ ৪৩॥

[তাঁহারা কহিলেন] রাম! রাম! (হে বলরাম! হে বলরাম!) অখিলাধার! (হে সর্ব্বাশ্রয়!) [বয়ং] (আমরা) তে প্রভাবং (আপনার প্রভাব) ন বিদাম (অবগত নহি), অধীশ্বর! (হে অধীশ্বর!) মূঢ়ানাং কুবুদ্ধীনাং নঃ (মূঢ় ও কুবুদ্ধিসম্পন্ন আমাদিগের) [অপরাধং] ক্ষন্তুম্ অর্হসি (অপরাধ ক্ষমা করুন)॥ ৪৪॥

ঈশ! (হে সর্ব্বেশ্বর!) নিরাশ্রয়ঃ ত্বম্ [এব] একঃ (আপনিই একমাত্র) [জগতঃ] স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং হেতুঃ (জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ)। বুধাঃ (বিবেকিগণ) লোকান্ (লোকসমূহকে) ক্রীড়তঃ তে (ক্রীড়াকারী আপনার) ক্রীড়নকান্ (ক্রীড়ার সামগ্রী) বদন্তি হি (বলিয়া থাকেন)॥ ৪৫॥

অনন্ত (হে অনন্তদেব!) সহস্রমূর্দ্ধন্! (হে সহস্রমস্তক) ত্বম্ এব (আপনিই) লীলয়া (অনায়াসে) মূর্দ্ধন্ (স্বীয় মস্তকে) ইদং ভূমণ্ডলং বিভর্ষি (এই ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছেন)। অন্তে চ (আর প্রলয়কালেও) যঃ [ত্বম্ এব] (আপনিই) স্বাত্মনি রুদ্ধবিশ্বঃ (নিজের মধ্যে এই ভূমণ্ডল লয় করিয়া) পরিশিষ্যমাণঃ অদ্বিতীয়ঃ [সন্] (পরিশিষ্ট অদ্বিতীয় অর্থাৎ সমানাধিক শূন্য হইয়া) [অনন্ত শয্যায়] শেষে (শয়ন করেন)॥ ৪৬॥

অনুবাদ—তৎপরে তাঁহারা প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায় স্বজনগণসমভিব্যাহারে লক্ষ্মণার সহিত সাম্বকে অগ্রে লইয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই প্রভু বলরামেরই শরণাগত হইলেন॥ ৪২॥ তাঁহারা শরণাগত হইয়া কহিলেন—হে বলরাম! হে বলরাম! হে সর্ব্বাশ্রয়! আমরা আপনার প্রভাব অবগত নহি। আপনার আশ্রয় নাই; আপনিই একমাত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; জগতের সৃজনাদি কার্য্য আপনার ক্রীড়া; বিবেকিগণ লোকসমূহকে আপনার ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া থাকেন॥ ৪৫॥ হে অনন্তদেব! হে সহস্রমস্তক! আপনিই অনায়াসে স্বীয় মস্তকে এই ভূমণ্ডল ধারণ করিতেছেন; আর প্রলয়কালেও আপনিই নিজের মধ্যে এই ভূমণ্ডল লয় করিয়া, অবশিষ্ট অদ্বিতীয় হইয়া অনন্তশয্যায় শয়ন করেন॥ ৪৬॥

শ্রীধর—মত্তানামিব মত্তাদিনা, রুক্ষাঃ পরুষাঃ, অনুশাসিতা স্বয়ং দণ্ডধরঃ সন্॥ ৩৯-৪০॥

কোপস্তেঽখিলশিক্ষার্থং ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ।
বিভ্রতো ভগবন্! সত্ত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ ॥ ৪৭ ॥
নমস্তে সর্ব্বভূতাত্মন্! সর্ব্বশক্তিধরাব্যয়!।
বিশ্বকর্ম্মন্! নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রপন্নৈঃ সংবিগ্নৈর্ব্বেপমানায়নৈর্ব্বলঃ।
প্রসাদিতঃ প্রসন্নোঽভূন্মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—ভগবন্ (হে ভগবন্!) সত্ত্বং বিভ্রতঃ তে (সত্ত্বগুণাবলম্বী আপনার) স্থিতিপালনতৎপরঃ কোপঃ (জগৎ স্থিতির নিমিত্ত পালন বিষয়ে যে কোপ জন্মে, ঐ কোপ) অখিলশিক্ষার্থং [ভবতি] (জগতের শিক্ষার নিমিত্তই জন্মিয়া থাকে), ন দ্বেষাৎ ন চ মৎসরাৎ (দ্বেষবশতঃ কিম্বা অসূয়াবশতঃ জন্মে না)।। ৪৭ ।।

সর্বভূতাত্মন্। (হে সর্ব্বভূতাত্মন্! সর্ব্বশক্তিধর!) অব্যয়! (হে অচ্যুত!) তে নমঃ আপনাকে নমস্কার), বিশ্বকর্ম্মন্। (হে সর্ব্বকর্ম্মস্বরূপ) তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার), বয়ং (আমরা) ত্বাং শরণং গতাঃ (আপনার শরণাগত হইলাম) ।।৪৮।।

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] বেপমানায়নৈঃ (যাহাদিগের নগর লাঙ্গলের আকর্ষণে কম্পিত হইতেছিল, সেই) সংবিগ্নৈঃ প্রপন্নৈঃ [কুরুভিঃ] (অতিভীত ও শরণাপন্ন কৌরবগণকর্ত্তৃক) এবং প্রসাদিতঃ বলঃ (এইরূপে প্রসন্নতা সম্পাদন করা হইলে বলরাম) প্রসন্নঃ অভূৎ (প্রসন্ন হইলেন) মা ভৈষ্ট ইতি [উক্ত্বা চ] (এবং "তোমরা ভয় করিও না" ইহা বলিয়া) [তেভ্যঃ] অভয়ং দদৌ (তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন)।। ৪৯ ।।

অনুবাদ—হে ভগবন্! সত্ত্বগুণাবলম্বী আপনার জগৎস্থিতির ও পালন নিমিত্ত যে কোপ উৎপন্ন হয়, সেই কোপ জগতের শিক্ষার নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে; দ্বেষবশতঃ কিম্বা অসূয়াবশতঃ হয় না ॥ ৪৭ ॥ হে সর্ব্বভূতাত্মন্! হে সর্ব্বশক্তিধর! হে অব্যয়! আপনাকে নমস্কার; হে সর্ব্বকর্ম্মস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার; আমরা আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ৪৮ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যাহাদিগের নগর বলরামের লাঙ্গলের আকর্ষণে কম্পিত হইতেছিল, সেই অতিভীত ও শরণাপন্ন কৌরবগণ এইরূপে বলরামের প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে তিনি প্রসন্ন হইলেন এবং "তোমরা ভয় করিও না" এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধর—লাঙ্গলাগ্রেণ দক্ষিণতঃ প্রাকারমূলে নিখাতেন উদ্দিদার্য্য উৎপাট্য ।। ৪১-৪২ ।। জিজীবিষব ইত্যক্ষরাধিক্যং সোঢ়ব্যম্ ।। ৪৩ ।। মূঢানাং প্রভাবানভিজ্ঞানাম্ অতিক্রমমপরাধম্ ।। ৪৪-৪৫ ।। শেষে শয়নং করোষি। শেষপর্য্যঙ্কে পরিশিষ্যমাণো যঃ, সঃ চ ত্বমেবেতি বা ।। ৪৬ ।। অস্মাসু কোপশ্চ তবায়মুচিত এবেত্যাহঃ—কোপস্ত ইতি। স্থিতিপালনে তৎপরস্তাৎপর্য্যবান্ কোপঃ। তৎপরেতি পাঠান্তরে সম্বোধনম্ ।। ৪৭ ।। বিশ্বং কর্ম্ম কৃত্যং যস্য স ত্বমিতি সম্বোধনম্ ।। ৪৮ ।।

দুর্য্যোধনঃ পারিবর্হং কুঞ্জরান্ ষষ্টিহায়নান্।
দদৌ চ দ্বাদশশতান্যযুতানি তুরঙ্গমান্॥ ৫০ ॥
রথানাং ষট্সহস্রাণি রৌক্মাণাং সূর্য্যবর্চ্চসাম্।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ॥ ৫১ ॥
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্ব্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
সসুতঃ সস্নুষঃ প্রায়াৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ॥ ৫২ ॥
ততঃ প্রবিষ্টঃ স্বপুরীং হলায়ুধঃ সমেত্য বন্ধূননুরক্তচেতসঃ।
শশংস সর্ব্বং যদুপুঙ্গবানাং মধ্যেসভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—[অথ] (অনন্তর) দুহিতৃবৎসলঃ দুর্য্যোধনঃ (কন্যাবৎসল দুর্য্যোধন) ষষ্টিহায়নান (ষাট বৎসর বয়স্ক) দ্বাদশশতানি কুঞ্জরান্ (বারশত হস্তী) [দ্বাদশ] অযুতানি তুরঙ্গমান্ (এক লক্ষ বিশ হাজার অশ্ব), রৌক্মাণাং সূর্য্যবর্চ্চসাং রথানাং ষট্সহস্রাণি (স্বর্ণমণ্ডিত ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ছয় হাজার রথ) নিষ্ককণ্ঠীনাং দাসীনাং সহস্রং চ (এবং পদকালঙ্কারে কণ্ঠদেশ সুশোভিত এইরূপ এক হাজার দাসী) পারিবর্হং দদৌ (যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥

সাত্বতর্ষভঃ ভগবান্ [রামঃ (যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বলরাম) তৎ সর্ব্বং তু (দুর্য্যোধনপ্রদত্ত সেই সমস্ত যৌতুক) প্রতিগৃহ্য (গ্রহণ করিয়া) সুহৃদ্ভিঃ অভিনন্দিতঃ (সুহৃদ্‌গণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া) সসুতঃ সস্নুষঃ [সন] (ভ্রাতুষ্পুত্র সাম্ব ও নববধূ লক্ষ্মণার সহিত) [দ্বারকাং] প্রায়াৎ (দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন) ॥ ৫২ ॥

ততঃ (তৎপরে) হলায়ুধঃ (হলধর বলরাম) স্বপুরীং প্রবিষ্টঃ [সন্] (নিজপুরী দ্বারকায় প্রবেশ করতঃ) অনুরক্তচেতসঃ বন্ধূন্ সমেত্য (অনুরক্তচিত্ত স্বজনগণের সহিত মিলিত হইয়া) মধ্যেসভায়াং যদুপুঙ্গবানাং (সভামধ্যে যদুশ্রেষ্ঠগণের নিকটে) কুরুষু স্বচেষ্টিতং সর্ব্বং শশংস (কৌরবগণের প্রতি তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত বর্ণনা করিলেন) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কন্যাবৎসল দুর্য্যোধন ষাট বৎসর বয়স্ক বারশত হস্তী, এক লক্ষ বিশ হাজার অশ্ব, স্বর্ণমণ্ডিত ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ছয় হাজার রথ এবং পদকালঙ্কারে কণ্ঠদেশ সুশোভিত এইরূপ এক হাজার দাসী যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥ যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বলরাম দুর্য্যোধনপ্রদত্ত সেই সমস্ত যৌতুক গ্রহণ করিয়া সুহৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র সাম্ব ও নববধূ লক্ষ্মণার সহিত দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তৎপরে হলধর বলরাম নিজপুরী দ্বারকায় প্রবেশ করতঃ অনুরক্তচিত্ত স্বজনগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সভামধ্যে যদুশ্রেষ্ঠগণের নিকটে কৌরবগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন,' সেই সমস্ত বর্ণনা করিলেন ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধর—বেপমানময়নং পুরং যেষাং তৈঃ ॥ ৪৭ ॥ তুরঙ্গমাংশ্চ দ্বাদশাযুতানি ॥ ৫০-৫১ ॥ সুহৃদ্ভিঃ কৌরবৈঃ ॥ ৫২ ॥

অদ্যাপি বঃ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্রামবিক্রমম্।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে হস্তিনাপুরকর্ষণরূপ-
সঙ্কর্ষণবিজয়ো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] এতৎ বঃ পুরং (আপনাদের এই হস্তিনাপুর) দক্ষিণতঃ গঙ্গায়াং (দক্ষিণভাগে গঙ্গাভিমুখে) সমুন্নতং [সৎ] (সমুন্নত হইয়া) অদ্যাপি (আজ পর্যন্তও) রামবিক্রমং সূচয়ৎ হি (ভগবান্ বলরামের বিক্রম সূচনা করিয়াই) অনুদৃশ্যতে (দৃষ্টিগোচর হইতেছে) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনাদের এই হস্তিনাপুর আজ পর্য্যন্তও দক্ষিণভাগে গঙ্গাভিমুখে সমুন্নত থাকিয়া ভগবান্ বলরামের বিক্রম সূচনা করিয়াই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ৫৪ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

শ্রীধর—মধ্যেসভায়াং সভামধ্যে ॥ ৫৩ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

ফেলালব

অষ্টষষ্টিতমে সাম্বে নিরুদ্ধে কুরুভি র্হলী।
দুরুক্ত্যা কোপিতশ্চক্রে গজাহ্বয়বিকর্ষণম্ ॥

এই আটষট্টি অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়—কুরুগণকর্ত্তৃক সাম্ব বন্দী হইলে হলধর সন্ধি করিবার জন্য হস্তিনায় আসেন। কিন্তু কুরুগণের কঠোর বাক্যে কুপিত হইয়া লাঙ্গল দ্বারা হস্তিনাপুরকে আকর্ষণপূর্বক নদীতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করেন।

বিবরণী

দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বরসভা। শ্রীকৃষ্ণতনয় সাম্ব সেই সভা হইতে লক্ষ্মণাকে হরণ করেন। কৌরবগণ সকলে মিলিয়া সাম্বকে বন্দী করেন। নারদের মুখে ঘটনা জানিয়া, যাহাতে বিবাদ না বাড়ে এই জন্য বলদেব হস্তিনাপুরে আগমন করেন। তিনি কৌরবদের নিকট নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও বধুকে চাহিলেন। কৌরবগণ এই প্রস্তাবে কুপিত হইয়া—তোমরা পায়ের জুতা হইয়া মাথায় উঠিতে চাও!—এই অভদ্র বাক্য শুনাইলেন।

দুর্বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত বলদেব —"পশূনাং লগুড়ো যথা"—লাঠি ছাড়া তোমাদের মত পশুদের আর কোন ঔষধ নাই বলিয়া ত্রিলোকদাহনের জন্যই যেনলাঙ্গল লইয়া উঠিলেন। লাঙ্গলাগ্রভাগ দ্বারা

হস্তিনা-নগরকে বিদারিত করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলেন। সামান্য জলযানের মত নগর-খানি ঘূর্ণিত হইতেছে দেখিয়া সকলে ভয়ার্তচিত্তে বলদেবের শরণাগত হইলেন ও সাম্ব ও লক্ষ্মণাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিলেন। তিনি তুষ্ট হইয়া 'মা ভৈষ্ট' বলিয়া অভয় দেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায়ে বলরামের মহামাহাত্ম্যের কথার উল্লেখ আছে। তদপেক্ষাও মধুর বলদেবের মুখে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা। বলদেব শ্রীকৃষ্ণকে ছোটভাই বলিয়াই বাৎসল্যস্নেহে দেখেন। কখনও শাসনবাক্যও বলেন। মাঝে মাঝে কৃষ্ণের ভগবত্ত্বও তাঁহার স্ফূর্তি হয়। প্রথমতঃ বিবাহকালে ঐ ঈশ্বরত্বের স্ফূর্তি দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ কোন কারণে ক্রোধোদয় হইলেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়।

কৌরবের কুবাক্যে বলদেব অতীব ক্রোধযুক্ত হইয়াছেন (কোপসংরব্ধঃ)। যদুরা রাজচিহ্ন ধারণ করে (অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈঃ) বলিয়া শ্লেষ করা হইয়াছে। এই শ্লেষ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে এইরূপ বুঝিয়া অধিকতর কুপিত হইয়াছেন বলদেব—অহো ধৃষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণমপ্যধিক্ষিপন্তীতি কুপিত আহ—

যে শ্রীকৃষ্ণ সুধর্মা দেবসভায় অধিষ্ঠিত, যিনি পারিজাত দেবতরু আনিয়া নিজ উদ্যানে স্থাপন করিয়াছেন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী যে-শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল সেবা করেন, আর তীর্থসকল তীর্থ হয় যে শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি পাইয়া, যে শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি ইন্দ্রাদি লোকপালেরা কিরীটযুক্ত মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হন, যে কৃষ্ণের অংশের অংশ (কলাঃ কলায়াঃ) ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী ও আমি যাঁহার পায়ের ধূলি শিরে লইয়া কৃতার্থ হই—সেই শ্রীকৃষ্ণ কিনা রাজপরিচ্ছদ ধারণের যোগ্য নহেন !—এত বড় কথা কুরুদের মুখে। সুধর্মা সভায় অধিষ্ঠিত, এই পদে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, পারিজাত হরণে বীর্য্য ও যশ। শ্রীদেবী পদসেবা করেন এই পদে 'শ্রী' ও সকলে শিরে ধরে' এই কথায় শ্রীকৃষ্ণ-পদরজের মহামহিমা কহিয়াছেন। 'তীর্থের তীর্থত্ব' পদে ঐ ধূলির পরম পবিত্রতা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কোপান্বিত বলরামের মুখে শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমময় উক্তি উপাদেয়।

বলরামের মধ্যে বাৎসল্য সখ্য ত আছেই, দাস্যরসও আছে। তাই বলিয়াছেন—আমরা কৃষ্ণের অংশ, পদধূলির কণা মাথায় লইয়া ধন্য হই।

সংকর্ষণ-বিজয় নামক আটষট্টি অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহঞ্চ যোষিতাম্ ।
কৃষ্ণেনৈকেন বহ্বীনাং তদ্দিদৃক্ষুঃ স্ম নারদঃ ॥ ১ ॥
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ২ ॥
ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ ।
পুষ্পিতোপবনারাম-দ্বিজালিকুলনাদিতাম্ ॥ ৩ ॥
উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজ-কহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ ।
ছুরিতেষু সরঃসূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ ॥ ৪ ॥
প্রাসাদলক্ষৈর্নবভির্জুষ্টাং স্ফটিকরাজতৈঃ ।
মহামরকতপ্রখ্যৈঃ স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৫ ॥
বিভক্তরথ্যাপথ-চত্বরাপণৈঃ শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ ।
সংসিক্তমার্গাপণ-বীথিদেহলীং পতৎপতাকধ্বজবারিতাতপাম্ ॥ ৬ ॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ নারদের দ্বারকায় আগমন ও শ্রীকৃষ্ণবৈভব-দর্শন বর্ণনা করা হইয়াছে ।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) নরকং নিহতং (নরকাসুর নিহত হইয়াছে) তথা একেন কৃষ্ণেন (এবং এক শ্রীকৃষ্ণ) বহ্বীনাং যোষিতাম্ উদ্বাহং চ (বহু রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) তৎ দিদৃক্ষুঃ স্ম (তাহা দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন) ॥ ১ ॥

একঃ [কৃষ্ণঃ] (এক শ্রীকৃষ্ণ) একেন বপুষা (এক শরীরে) যুগপৎ (এক কালে) পৃথক্ গৃহেষু (পৃথক্ পৃথক্ গৃহে) দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয়ঃ (ষোল হাজার রাজকন্যাকে) উদাবহৎ (বিবাহ করিয়াছেন), বত ! এতৎ চিত্রম্ ! (অহো ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !) ইতি দ্রষ্টুম্ উৎসুকঃ (এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণবৈভব দর্শন করিতে সমুৎসুক হইয়া) দেবর্ষিঃ (দেবর্ষি নারদ) দ্বারবতীম্ আগমৎ (দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন)। [কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্না দ্বারকাপুরীতে আগমন

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ, নরকাসুর নিহত হইয়াছে এবং এক শ্রীকৃষ্ণ বহু রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১ ॥ এক শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোল হাজার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, অহো ! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় । এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৈভব দর্শন করিতে সমুৎসুক হইয়া দেবর্ষি নারদ দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন । (তখন দ্বারকাপুরী কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্না ছিল, তাহাই

শ্রীধর—একোনসপ্ততিতমে গার্হস্থ্যং প্রতিমন্দিরম্ । কৃষ্ণস্য নারদো দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽগাৎ ততস্তবন্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

তস্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চ্চিতং সর্ব্বধিষ্ণ্যপৈঃ।
হরেঃ স্বকৌশলং যত্র ত্বষ্ট্রা কার্ৎস্ন্যেন দর্শিতম্ ॥ ৭ ॥
তত্র ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ ॥ ৮ ॥

করিলেন, তাহাই কতকগুলি বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন]—পুষ্পিতোপবনারাম-দ্বিজালিকুলনাদিতাম্ (পুষ্পিত উপবন ও বিহারোদ্যানসমূহে অবস্থিত বিহঙ্গমকুলের কূজন ও ভ্রমরকুলের গুঞ্জনধ্বনিতে ঐ দ্বারকাপুরী মুখরিত হইতেছিল), উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজ-কহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ (প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম, সাধারণ পদ্ম, শ্বেত পদ্ম, কুমুদ ও উৎপল নামক অন্য জাতীয় পদ্মসমূহে) ছুরিতেষু সরঃসু (পরিব্যাপ্ত সরোবর সমূহে) হংসসারসৈঃ উচ্চৈঃ কূজিতাম্ (অবস্থিত হংস ও সারসসমূহের উচ্চ কূজনধ্বনিতে ঐ দ্বারকাপুরী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল), স্ফটিকরাজতৈঃ (স্ফটিক ও রজতনির্ম্মিত), মহামরকতপ্রখ্যৈঃ (মহামরকতমণির প্রভায় সমুদ্ভাসিত) স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ (এবং স্বর্ণময় ও রত্নময় পরিচ্ছদ সমন্বিত) নবভিঃ প্রাসাদলক্ষৈঃ জুষ্টাম (নয় লক্ষ প্রাসাদ দ্বারা ঐ দ্বারকাপুরী পরিশোভিত ছিল), বিভক্তরথ্যাপথচত্বরাপণৈঃ (স্থানে স্থানে রচিত রাজপথ, সাধারণ পথসমূহ, চত্বর, দোকান), শালাসভাভিঃ (অশ্বাদির গৃহ, সভামণ্ডপ) সুরালয়ৈঃ (এবং দেববিগ্রহের মন্দির সমূহের দ্বারা) রুচিরাম (ঐ দ্বারকাপুরী মনোহর হইয়াছিল), সংসিক্তমার্গাঙ্গণবীথিদেহলীং (সেই দ্বারকাপুরীর সাধারণ পথসমূহ, ক্রয়বিক্রয়স্থানের পথসমূহ ও গৃহসংলগ্ন বেদিকাসমূহ অভিষিক্ত ছিল) পতৎপতাক ধ্বজবারিতাতপাম্ (এবং বায়ুসঞ্চালিত পতাকাযুক্ত ধ্বজসমূহের দ্বারা ঐ দ্বারকাপুরীর রৌদ্র নিবারিত হইয়াছিল) ॥ ২—৬ ॥

অন্বয়—[নারদঃ] (দেবর্ষি নারদ) তস্যাং (সেই দ্বারকাপুরীতে) যত্র (যে স্থানে) ত্বষ্ট্রা (বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক) কার্ৎস্ন্যেন (সম্পূর্ণরূপে) স্বকৌশলং দর্শিতম্ (স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল), সর্ব্বধিষ্ণ্যপৈঃ অর্চ্চিতং

কতকগুলি বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন)—পুষ্পিত উপবন ও বিহারোদ্যানসমূহে অবস্থিত বিহঙ্গকুলের কূজন ও ভ্রমরকুলের গুঞ্জনধ্বনিতে দ্বারকাপুরী মুখরিত হইতেছিল, প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম, সাধারণ পদ্ম, শ্বেতপদ্ম, কুমুদ ও অন্যজাতীয় পদ্মসমূহে পরিব্যাপ্ত সরোবরসমূহে অবস্থিত হংস ও সারসসমূহের উচ্চ কূজনধ্বনিতে দ্বারকাপুরী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, স্ফটিক ও রজতনির্ম্মিত, মহামরকতমণির প্রভায় সমুদ্ভাসিত এবং স্বর্ণময় ও রত্নময় পরিচ্ছদসমন্বিত নয় লক্ষ প্রাসাদের দ্বারা দ্বারকাপুরী পরিশোভিত হইয়াছিল ; স্থানে স্থানে রচিত রাজপথ, সাধারণ পথ, চত্বর, দোকান, আস্তাবল, সভামণ্ডপ ও দেববিগ্রহের মন্দিরসমূহের দ্বারা দ্বারকাপুরী মনোহর হইয়াছিল ; দ্বারকাপুরীর সাধারণ পথ, ক্রয়-বিক্রয়স্থানের পথ ও গৃহসংলগ্ন বেদিকাসমূহ অভিষিক্ত হইয়াছিল এবং বায়ুসঞ্চালিত পতাকাযুক্ত ধ্বজসমূহের দ্বারা দ্বারকাপুরীর রৌদ্র নিবারিত হইয়াছিল ॥ ২-৬ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ সেই দ্বারকাপুরীতে যাহা সর্ব্বলোকাধিপতিগণকর্ত্তৃক পূজিত, শ্রীসম্পন্ন ও ষোড়শসহস্র ভবনের দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; বিশ্বকর্ম্মা ঐ

শ্রীধর—দিদৃক্ষামভিনয়েনাহ-চিত্রমিতি। দ্ব্যষ্টসহস্রস্ত্রীরুদাবহৎ পরিণীতবান্ ॥ ২ ॥ তাং দ্বারবতীমস্বর্ণয়তি—পুষ্পিতেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। পুষ্পিতেষু উপবনেষু আরামেষু উদ্যানেষু চ দ্বিজানামলীনাঞ্চ কুলানি তৈর্নাদিতাম্ ॥ ৩ ॥

বিষ্টব্ধং বিদ্রুমস্তম্ভৈর্বৈদূর্য্যফলকোত্তমৈঃ।
ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈর্জগত্যা চাহতত্বিষা ॥ ৯ ॥
বিতানৈর্নির্ম্মিতৈস্ত্বষ্ট্রা মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ।
দান্তৈরাসনপর্য্যঙ্কৈর্ম্মণ্যুত্তমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১০ ॥
দাসীভির্নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিরলঙ্কৃতম্।
পুম্ভিঃ সকঞ্চুকোষ্ণীষ-সুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ ॥ ১১ ॥

(সর্ব্বলোকাধিপতিগণকর্ত্তৃক পূজিত) শ্রীমৎ (শ্রীসম্পন্ন) ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতং (ও ষোড়শ সহস্র গৃহে সমলঙ্কৃত) [তৎ] হরেঃ অন্তপুরং বিবেশ (তাদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন)। [অথ সঃ] (অনন্তর তিনি) তত্র (সেই অন্তঃপুরে) [যত্র ত্বষ্টা কার্ৎস্ন্যেন স্বকৌশলং দর্শিতম্] (যে গৃহে বিশ্বকর্ম্মা সম্পূর্ণরূপে স্বীয় শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন), [তৎ] শৌরেঃ পত্নীনাং (তাদৃশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের) [ভবনেষু একতমং (গৃহসমূহের মধ্যে এক) মহৎ ভবনং বিবেশ (শ্রেষ্ঠ গৃহে প্রবেশ করিলেন)॥ ৭-৮॥

অন্বয় [তিনি কিরূপ ভবনে প্রবেশ করিলেন, তাহাই চারিটি শ্লোকে কতকগুলি বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন]—বিদ্রুমস্তম্ভৈঃ (বিদ্রুমমণিময় স্তম্ভসমূহ), বৈদূর্য্যফলকোত্তমৈঃ (বৈদূর্য্যমণিময় শ্রেষ্ঠ ফলকসমূহ), ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈঃ (ইন্দ্রনীলমণিময় কুড্য অর্থাৎ দেওয়ালসমূহ) অহতত্বিষা [ইন্দ্রনীলময্যা] জগত্যা চ (ও অম্লানকান্তি ইন্দ্রনীলমণিময়ী ভিত্তি দ্বারা) বিষ্টব্ধম্ (ঐ ভবন সুসম্বদ্ধ ছিল)॥ ৯॥

ত্বষ্টা নির্ম্মিতৈঃ (বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত) মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ বিতানৈঃ (মুক্তামালাবিলম্বিত চন্দ্রাতপসমূহ) মণ্যুত্তমপরিষ্কৃতৈঃ (ও উত্তম উত্তম মণিসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত) দান্তৈঃ আসনপর্য্যঙ্কৈঃ (হস্তিদন্তনির্ম্মিত আসন ও পর্য্যঙ্কসমূহ), নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিঃ দাসীভিঃ (কণ্ঠে পদকালঙ্কারধারিণী ও সুন্দর বস্ত্রপরিহিতা দাসীগণ) সকঞ্চুকোষ্ণীষ-সুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ পুম্ভিঃ (এবং কঞ্চুক, উষ্ণীষ, উত্তম বস্ত্র ও মণিময় কুণ্ডলধারী পুরুষগণের দ্বারা) অলঙ্কৃতম্ (ঐ ভবন সমলঙ্কৃত ছিল)॥ ১০-১১॥

অন্তঃপুরে নিজের শিল্পনৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সেই অন্তঃপুরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের গৃহসমূহের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ ভবনে প্রবেশ করিলেন, বিশ্বকর্ম্মা ঐ ভবনে নিজের শিল্প-নৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—[তিনি কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভবনে প্রবেশ করিলেন, তাহাই চারিটি শ্লোকে কতকগুলি বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন]—বিদ্রুমমণিময় স্তম্ভসমূহ, বৈদূর্য্যমণিময় শ্রেষ্ঠ ফলকসমূহ, ইন্দ্রনীলমণিময় কুড্য অর্থাৎ দেওয়ালসমূহ এবং অম্লানকান্তি ইন্দ্রনীলমণিময় ভিত্তি দ্বারা ঐ ভবন সুসম্বদ্ধ ছিল॥ ৯॥ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত মুক্তামালাবিলম্বিত চন্দ্রাতপসমূহ, উত্তম উত্তম মণিসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত হস্তিদন্তনির্ম্মিত আসন ও পর্য্যঙ্কসমূহ, পদককণ্ঠী ও উত্তম বস্ত্র পরিহিতা দাসীসমূহ এবং কঞ্চুক, উষ্ণীষ, উত্তম বস্ত্র ও মণিময় কুণ্ডলধারী পুরুষগণের দ্বারা ঐ ভবন সমলঙ্কৃত ছিল॥ ১০-১১ ॥

শ্রীধর—ছুরিতেষু ব্যাপ্তেষু ॥ ৪ ॥ মহামরকতৈঃ প্রখ্যায়ন্তে প্রকাশন্ত ইতি তথা তৈঃ, স্বর্ণরত্নময়াঃ পরিচ্ছদাঃ পরিকরা যেষু তৈ ॥ ৫ ॥ পতন্ত্যাঃ প্রচলন্ত্যাঃ পতাকা যেষু তৈর্দ্ধ্বজৈর্ব্বারিত আতপো যস্মাং তাম্ ॥ ৬ ॥

রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভির্নিরস্ত-ধ্বান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনোঽঙ্গ।
নৃত্যন্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈ-র্নির্যান্তমীক্ষ্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ ॥ ১২ ॥
তস্মিন্ সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষ-দাসীসহস্রযুতয়ানুসবং গৃহিণ্যা।
বিপ্রো দদর্শ চমরব্যজনেন রুক্মদণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা ॥ ১৩ ॥
তং সংনিরীক্ষ্য ভগবান্ সহসোত্থিতঃ শ্রীপর্যঙ্কতঃ সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীট-জুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—অঙ্গ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) যত্র (ঐ ভবনে) রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভিঃ (রত্নপ্রদীপসমূহের আলোকে) নিরস্তধ্বান্তং বিহিতাগুরুধূপং (অন্ধকার দূরীভূত হইলে প্রজ্বলিত অগুরুধূপের ধূমকে) অক্ষৈঃ নির্যান্তম্ ঈক্ষ্য (গবাক্ষপথে বিনির্গত হইতে দেখিয়া) শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরগণ) ঘনবুদ্ধয়ঃ [সন্তঃ] (উহাকে মেঘ মনে করিয়া) উন্নদন্তঃ (উচ্চ কেকারব করিতে করিতে) বিচিত্রবলভীষু নৃত্যন্তি (বিচিত্র বলভীসমূহে অর্থাৎ ছাদের উপরস্থ গৃহ প্রভৃতি স্থানে নৃত্য করিতে থাকে)। ১২ ॥

বিপ্রঃ (দেবর্ষি নারদ) তস্মিন্ (সেই ভবনে) সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষ-দাসীসহস্রযুতয়া (সমগুণা, সমরূপা, সমবয়স্কা ও সমবেশা সহস্র দাসীর সহিত মিলিত হইয়া) রুক্মদণ্ডেন চমরব্যজনেন (সুবর্ণময় দণ্ডবিশিষ্ট চামরব্যজনের দ্বারা) অনুসবং পরিবীজয়ন্ত্যা (যিনি সর্বক্ষণ বীজন করিতেছিলেন, সেই) গৃহিণ্যা [সহ] (গৃহিণী রুক্মিণীদেবীর সহিত, সাত্বতপতিং দদর্শ (যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন) ॥ ১৩ ॥

[তখন] সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ভগবান্ (ধার্মিকদিগের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তং সংনিরীক্ষ্য (দেবর্ষি নারদকে নিরীক্ষণ করিয়া) সহসা (তৎক্ষণাৎ) শ্রীপর্যঙ্কতঃ উত্থিতঃ সাঞ্জলিঃ [চ সন্] (রুক্মিণীদেবীর পর্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া) [লোকশিক্ষার নিমিত্ত] কিরীটজুষ্টেন শিরসা (কিরীটভূষিত মস্তকের দ্বারা) পাদযুগলম্ আনম্য (তাঁহার পদযুগলে প্রণাম করিয়া) স্বে আসনে (নিজের আসনে) [তম্] অবীবিশৎ (তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ঐ ভবনে রত্নপ্রদীপসমূহের আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। তখন প্রজ্বলিত অগুরু ধূপের ধূমকে গবাক্ষপথে বিনির্গত হইতে দেখিয়া ময়ূরসমূহ ঐ ধূমকে মেঘ বলিয়া মনে করে এবং উচ্চৈঃস্বরে কেকারব করিতে করিতে বিচিত্র বলভীসমূহে (চিলে কোঠায়) অবস্থান করিয়া নৃত্য করিতে থাকে ॥ ১২ ॥ দেবর্ষি নারদ সেই ভবনে যিনি সমগুণা, সমরূপা, সমবয়স্কা ও সমবেশা সহস্র দাসীর সহিত মিলিত হইয়া সুবর্ণময় দণ্ডবিশিষ্ট চামরব্যজনের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ বীজন করিতেছিলেন, সেই রুক্মিণীদেবীর সহিত যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৩ ॥ তখন ধার্মিকদিগের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ রুক্মিণীদেবীর পর্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইলেন এবং (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) কৃতাঞ্জলি হইয়া কিরীটভূষিত মস্তকের দ্বারা তাঁহার পাদযুগলে প্রণাম করিয়া নিজের আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—তস্যাং দ্বারকায়াম্ সর্বৈর্ধিষ্ণ্যৈর্লোকপালৈরর্চিতম্, ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতং হরেরন্তঃপুরং বিবেশ। তত্র চ তস্য শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনেষু একতমং বিবেশেত্যন্বয়ঃ। যত্র চ স্বকৌশলং ত্বষ্ট্রা দর্শিতমিত্যন্তঃপুর-ভবনয়োঃ বিশেষণম্ ॥ ৭-৮ ॥

তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্দ্ধন্ বিভ্রজ্জগদ্‌গুরুতমোঽপি সতাং পতির্হি।
ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্ গুণনাম যুক্তং তস্যৈব যচ্চরণশৌচমশেষতীর্থম্ ॥ ১৫ ॥
সম্পূজ্য দেবঋষিবর্য্যমৃষিঃ পুরাণো নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
বাণ্যাভিভাষ্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং প্রাহ প্রভো! ভগবতে করবামহে কিম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—যচ্চরণশৌচং (যাঁহার চরণপ্রক্ষালনজল গঙ্গা) অশেষতীর্থম্ (সর্বতীর্থস্বরূপ), সতাং পতিঃ (সাধুগণের পতি) [সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) জগদ্‌গুরুতমঃ অপি (জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু হইয়াও) তস্য (দেবর্ষি নারদের) চরণৌ অবনিজ্য (চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া) তদপঃ (সেই পাদপ্রক্ষালিত জল) স্বমূর্দ্ধন্ বিভ্রৎ (নিজমস্তকে ধারণ করিলেন)। হি (এইরূপ আচরণ করিবার কারণ)—ব্রহ্মণ্যদেবঃ ইতি যৎ ("ব্রহ্মণ্যদেব" এই যে) গুণনাম (গুণকৃত নাম), [তৎ] তস্যৈব যুক্তম্ (তাহা তাঁহারই উপযুক্ত অর্থাৎ তিনি লোকসমূহকে ব্রহ্মণ্যধর্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঐরূপ আচরণ করিলেন) ॥ ১৫ ॥

[অথ] (অনন্তর) পুরাণঃ ঋষিঃ নরসখঃ নারায়ণঃ [কৃষ্ণঃ] (পুরাণ-ঋষি নরসখা নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ) উদিতেন বিধিনা (শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে) দেব-ঋষিবর্য্যং (দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদকে) সম্পূজ্য (সম্যক্ পূজা করিয়া) অমৃতমিষ্টয়া মিতয়া বাণ্যা অভিভাষ্য) [চ] (এবং অমৃততুল্য মধুর ও পরিমিত স্বাগতবাক্যের দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া) তং প্রাহ (তাঁহাকে বলিলেন)—প্রভো! (হে প্রভো!) [বয়ং] (আমরা) ভগবতে [তুভ্যং] (সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ আপনার) কিং করবামহে (কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব ?) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ— যাঁহার চরণপ্রক্ষালনজল গঙ্গা সর্ব্বতীর্থস্বরূপ, সাধুগণের পতি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু হইয়াও দেবর্ষি নারদের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই পাদপ্রক্ষালিত জল নিজ-মস্তকে ধারণ করিলেন। "ব্রহ্মণ্যদেব" এই যে গুণকৃত নাম, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত ; তিনি লোকসমূহকে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঐরূপ আচরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনন্তর পুরাণ ঋষি নরসখা নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদকে সম্যক্ পূজা করিয়া এবং অমৃততুল্য মধুর ও পরিমিত স্বাগতবাক্যের দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে প্রভো! আপনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, আমি আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর—তদগৃহবর্ণয়তি চতুর্ভিঃ—বিষ্টব্ধমিতি। বিদ্রুমস্তম্ভৈর্বিষ্টব্ধং বিধৃতম্, বৈদূর্য্যময়াণি ফলকোত্তমানি স্তম্ভাশ্রয়ণানি ছাদনানি তৈঃ ইন্দ্রনীলমণিময়ৈঃ কুড্যাদিভিশ্চোপলক্ষিতম্, জগত্যা ভূমিকয়া চ ইন্দ্রনীলমণিময্যা ন হতা শ্রীঃ যস্যাস্তয়া ॥ ৯ ॥ মুক্তাদামাং স্রিলম্বা বিবিধানি লম্বনানি বিতানে যেষু তৈঃ, মণ্যুত্তমৈঃ পরিষ্কৃতৈর্ভূষিতৈঃ ॥ ১০-১১ ॥ ঈক্ষ্য সমীক্ষ্য ঘনো মেঘোঽয়মিতি বুদ্ধির্যেষাং তে ॥ ১২ ॥ অদ্ভুলবং সর্বকালম্ আত্মনা সমানানি গুণরূপবয়াংসি সুবেষোজ্জলম্বরশ্চ যস্য তেন দাসীসহস্রেণ যুক্তয়া গৃহিণ্যা সহ ॥ ১৩ ॥ প্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ পর্য্যঙ্কতঃ, অবীবিশৎ উপবেশয়ামাস ॥ ১৪ ॥ অবিভ্রৎ অবিভঃ দধারেত্যর্থঃ। বিভ্রদিতি শত্রন্তং বা, তদা সম্পূজ্য অভিভাষ্য চ প্রাহেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ? যস্য চরণশৌচং গঙ্গা অশেষতীর্থং সঃ, অতএব জগদ্‌গুরুতমোঽপি সতাং ধর্মকৃতাং পতিত্বাদেবমকরোদিত্যর্থঃ। সতাং পতিত্বে হেতুঃ—ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্ গুণকৃতং নাম তস্যৈব যতো যুক্তং সমঞ্জসম্, অতস্তদ্ধর্মপ্রবর্তনায় এবমাচরণমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নৈবাদ্ভুতং ত্বয়ি বিভোঽখিললোকনাথে মৈত্রী জনেষু সকলেষু দমঃ খলানাম্।
নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎস্থিতিরক্ষণাভ্যাং স্বৈরাবতার উরুগায়। বিদাম সম্যক্ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং ধ্যায়ংশ্চরামানুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—শ্রীনারদঃ উবাচ (দেবর্ষি নারদ বলিলেন) বিভো! (হে বিভো!) সকলেষু জনেষু মৈত্রী (সকল লোকের প্রতি মিত্রতাস্থাপন) অখিললোকনাথে ত্বয়ি (অখিললোকনাথ আপনাতে) ন এব অদ্ভুতম্ (কিছুই বিচিত্র নহে) [আপনি নিজস্বভাবানুসারেই আমার সৎকার করিলেন]। খলানাং দমঃ (আর যে আপনি খলগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, তাহাও) [তেষাং] নিঃশ্রেয়সায় হি (তাহাদের কল্যাণের নিমিত্তই বিহিত হইয়া থাকে)। উরুগায়! (হে বিপুলকীর্ত্তে!) জগৎস্থিতি-রক্ষণাভ্যাং (জগতের ধারণ ও পালনের নিমিত্ত) [তব] স্বৈরাবতারঃ [ভবতি] (আপনার স্বেচ্ছাবতার হইয়া থাকে) [ইতি বয়ং] (ইহা আমরা) সম্যক্ বিদাম (উত্তমরূপে অবগত আছি) ॥ ১৭ ॥

[হে ভগবন্!] জনতাপবর্গং (যাহা জনগণের মুক্তিপ্রদ), অগাধবোধৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ (অসীম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ) হৃদি (হৃদয়ে) বিচিন্ত্যং (যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন) সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং (এবং যাহা সংসার কূপে পতিত ব্যক্তিদিগের উত্তরণের অবলম্বন), তব অঙ্ঘ্রিযুগলং (আপনার সেই শ্রীচরণযুগল) [ময়া] দৃষ্টম্ (আমি দর্শন করিলাম)। [অতএব আমি কৃতার্থ হইলাম]; [তথাপি] (তাহা হইলেও) যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ (যাহাতে ঐ স্মৃতি সতত বর্ত্তমান থাকে) [ত্বং তথা] অনুগৃহাণ (আপনি আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ করুন) [অহং তদেব] ধ্যায়ন্ চরামি (আমি উহা ধ্যান করিতে করিতে বিচরণ করিব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ বলিলেন- হে বিভো! আপনি সর্ব্বলোকের নাথ; সকল লোকের প্রতি মিত্রতা স্থাপন করা আপনাতে কিছুই বিচিত্র নহে; আপনি নিজস্বভাব অনুসারেই আমার সৎকার করিলেন। আর যে আপনি দুষ্টগণের দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, তাহাও তাহাদের কল্যাণের নিমিত্তই বিহিত হইয়া থাকে। হে বিপুলকীর্ত্তে! জগতের ধারণ ও পালনের নিমিত্ত আপনি যে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা আমরা সম্যক্ অবগত আছি ॥ ১৭ ॥ হে ভগবন্! যাহা জনগণের মুক্তিপ্রদ, অসীম জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ হৃদয়ে যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যাহা সংসারকূপে পতিত জনগণের উত্তরণের অবলম্বন, আপনার তাদৃশ শ্রীচরণযুগল আমি দর্শন করিলাম; অতএব আমি কৃতার্থ হইলাম। তাহা হইলেও যাহাতে আমার ঐ স্মৃতি সতত বর্ত্তমান থাকে, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার শ্রীচরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে বিচরণ করিব ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর—অভিভাষ্য দিষ্ট্যাত্র ত্বদাগমনমিত্যাদি প্রিয়মুক্ত্বা ॥ ১৬ ॥ ভগবতা স্বস্যার্হণমনর্হং মন্যমানস্তৎসদ্ভাবয়ন্নাহ —নৈবেতি। সর্ব্বমিত্রত্বাদেবমর্হণং ন তু মম গৌরবাৎ। তর্হি কথং কংসাদিষ্বমৈত্রী তত্রাহ—খলানাং দমশ্চ নৈবাদ্ভুতমিতি কুতঃ? জগতঃ স্থিতির্ধারণং রক্ষণং পালনং তাভ্যাং সহ তস্য নিঃশ্রেয়সায় তবায়ং স্বেচ্ছাবতার ইতি বয়ং সুষ্ঠু সম্যক্ বিদ্মঃ। অতঃ খলদমনং সাধুপালনঞ্চ যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

ততোঽন্যদাবিশদ্গেহং কৃষ্ণপত্ন্যাঃ স নারদঃ।
যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ! যোগমায়াবিবিৎসয়া ॥ ১৯ ॥
দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
পৃষ্টশ্চাবিদুষেবাসৌ কদায়াতো ভবানিতি।
ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণৈরস্মদাদিভিঃ ॥ ২১ ॥
অথাপি ব্রূহি নো ব্রহ্মন্! জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু।
স তু বিস্মিত উত্থায় তূষ্ণীমন্যদগাদ্ গৃহম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—অঙ্গ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) ততঃ (তৎপরে) সঃ নারদঃ (শ্রীকৃষ্ণবৈভব সন্দর্শনে সমুৎসুক নারদ) যোগেশ্বরেশ্বরস্য (যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) যোগমায়াবিবিৎসয়া (যোগমায়া জানিবার ইচ্ছায়) অন্যৎ কৃষ্ণপত্ন্যাঃ গেহম্ (শ্রীকৃষ্ণের আর এক পত্নীর গৃহে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ॥ ১৯ ॥

অসৌ (দেবর্ষি নারদ) তত্র অপি (সেই গৃহেও) প্রিয়য়া চ উদ্ধবেন চ (প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত) অক্ষৈঃ দীব্যন্তং [যদুপতিং কৃষ্ণং] পাশক্রীড়ায় নিরত যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে) [দদর্শ] দেখিতে পাইলেন)। [ততঃ] (তৎপরে) [সঃ] (তিনি) অবিদুষা ইব [তেন] (নিজের আগমন পূর্বে যেন জানেন না এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ (প্রত্যুত্থান ও আসন-প্রদানাদির দ্বারা) পরয়া ভক্ত্যা (পরমভক্তি সহকারে) পূজিতঃ (সৎকৃত হইলেন)। "[হে ব্রহ্মন্!] ভবান্ (আপনি) কদা আয়াতঃ? (কখন আগমন করিলেন?) অপূর্ণৈঃ অস্মদাদিভিঃ (অপূর্ণ মনোরথ আমরা) পূর্ণানাং [ভবতাং] (পূর্ণমনোরথ আপনার) কিং নু ক্রিয়তে (কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি?) তথাপি (তাহা হইলেও) ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) নঃ ব্রূহি (আমাদিগকে আজ্ঞা করুন), [অস্মাকম্] এতৎ জন্ম (আমাদিগের এই জন্ম) শোভনং কুরু (সফল করুন)" ইতি পৃষ্টঃ চ [বভূব] (এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলেন)। সঃ তু (দেবর্ষি নারদ কিন্তু) বিস্মিতঃ [সন্] (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) উত্থায় (গাত্রোত্থান করতঃ) তূষ্ণীম্ (কিছু না বলিয়া) অন্যৎ গৃহম্ অগাৎ (আর এক গৃহে গমন করিলেন) ॥ ২০-২২ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণবৈভব সন্দর্শনে সমুৎসুক দেবর্ষি নারদ তৎপরে যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া জানিবার ইচ্ছায় তাঁহার আর এক পত্নীর গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দেবর্ষি নারদ সেই গৃহেও দেখিতে পাইলেন—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিত পাশাক্রীড়া করিতেছেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন পূর্ব্বে তাঁহার আগমন জানেন না এইরূপভাবে প্রত্যুত্থান ও আসনপ্রদানাদির দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে পূর্ববৎ তাঁহার সৎকার করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি কখন আগমন করিলেন? আমরা অপূর্ণকাম, আপনি পূর্ণকাম, আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি? তাহা হইলেও হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগকে আজ্ঞা করুন, আমাদিগের এই জন্ম সফল করুন। তখন দেবর্ষি নারদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গাত্রোত্থান করতঃ কিছু না বলিয়া আর এক গৃহে গমন করিলেন ॥ ২০-২২ ॥

শ্রীধর—যদুক্তং প্রভো! কিং করবামেতি, তত্রাহ-দৃষ্টমিতি। ভক্তজনতায়া অপবর্গরূপম্, কিঞ্চ অতিদুর্লভতয়া ব্রহ্মাদিভির্যোগেশ্বরৈরপি হৃদি বিচিন্ত্যম্, কিঞ্চ সংসারকূপে পতিতানাম্ উত্তরণায় অবলম্বম্ আশ্রয়ম্, এবম্ভূতং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং ময়া দৃষ্টম্, অতঃ কৃতকৃত্যোঽস্মি। তথাপি তৎস্মৃতির্যথা স্যাৎ তথানুগৃহাণ। ততস্তদ্ধ্যায়ন্নেব নিত্যং চরামীতি ॥ ১৮-১৯ ॥

তত্রাপ্যচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতান্ শিশূন্ ।
ততোঽন্যস্মিন্ গৃহেঽপশ্যন্মজ্জনায় কৃতোদ্যমম্ ॥ ২৩ ॥
জুহ্বন্তঞ্চ বিতানাগ্নীন্ যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ ।
ভোজয়ন্তং দ্বিজান্ ক্বাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্ ॥ ২৪ ।
ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতম্ ।
একত্র চাসিচর্ম্মভ্যাং চরন্তমসিবর্ত্মসু ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—[সঃ] তত্র অপি (তিনি সেই গৃহেও) গোবিন্দং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) শিশূন্ সুতান্ লালয়ন্তম্ (শিশুপুত্রগণের লালন-পালনে নিরত) অচষ্ট (দেখিতে পাইলেন)। ততঃ [সঃ] (তৎপরে তিনি) অন্যস্মিন্ গৃহে [গত্বা] (অপর এক গৃহে গমন করিয়া) [তত্রাপি] (তথায়ও) । ভগবন্তং] মজ্জনায় কৃতোদ্যমং অপশ্যৎ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যাহ্নস্নান করিতে উদ্যত দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৩ ॥

[রাজন্ ! নারদঃ এবং] (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ এইরূপে) ক্বাপি (কোনও গৃহে) [তম্] বিতানাগ্নীন্ জুহ্বন্তং (তাঁহাকে আহবনীয়াদি অগ্নিতে হোম করিতে), [ক্বাপি] (কোনও গৃহে) [তং পঞ্চভিঃ মখৈঃ যজন্তং (তাঁহাকে বেদপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও বলিপ্রদান এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে), ক্বাপি (কোনও গৃহে) [তং] দ্বিজান্ ভোজয়ন্তং (তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে) [তম্] অবশেষিতং ভুঞ্জানম্ চ (এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৪ ॥

[তথা সঃ] (সেইরূপ তিনি ক্বাপি (কোনও গৃহে) [কৃষ্ণং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) সন্ধ্যাম উপাসীনং (সন্ধ্যায় বসিয়া) বাগ্যতং ব্রহ্ম জপন্তম্ (মৌনী হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে) একত্র চ (এবং একস্থানে) [তম্] (তাঁহাকে) অসিচর্ম্মভ্যাং [সহ] (অসি ও চর্ম্ম লইয়া) অসিবর্ত্মসু চরন্তম্ (অসিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তিনি সেই গৃহেও দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রগণের লালন-পালন করিতেছেন। তৎপরে তিনি অপর এক গৃহে গমন করিয়া তথায়ও দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধ্যাহ্নস্নানের উদ্যোগ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ এইরূপে গৃহে গৃহে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন—কোনও গৃহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আহবনীয়াদি অগ্নিতে হোম করিতেছেন, কোনও গৃহে তিনি বেদপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, তর্পণ ও বলিপ্রদান এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কোনও গৃহে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেছেন এবং পরে ব্রাহ্মণদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ তিনি কোনও গৃহে দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যায় বসিয়া মৌনী হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেছেন এবং এক স্থানে দেখিলেন—তিনি অসি ও চর্ম্ম লইয়া অসি চালনার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর—অক্ষৈর্দীব্যন্তমিত্যাদৌ দদর্শেতি জ্ঞাতব্যম্ ॥ ২০-২৩ ॥

অশ্বৈর্গজৈ রথৈঃ ক্বাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্।
কচিচ্ছয়ানং পর্য্যঙ্কে স্তূয়মানঞ্চ বন্দিভিঃ ॥ ২৬ ॥
মন্ত্রয়ন্তঞ্চ কস্মিংশ্চিন্মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ।
জলক্রীড়ারতং ক্বাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্ ॥ ২৭ ॥
কুত্রচিদ্দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণানি শৃণ্বন্তং মঙ্গলানি চ ॥ ২৮ ॥
হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে।
ক্বাপি ধর্ম্মং সেবমানমর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—[সঃ] (তিনি) ক্বাপি (কোথাও) গদাগ্রজং (গদজ্যেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) অশ্বৈঃ গজৈঃ রথৈঃ বিচরন্তং (অশ্ব, গজ ও রথযোগে বিচরণ করিতে) কচিৎ [চ] (এবং কোথাও) [তম্] তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে শয়ানং (পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান থাকিতে) বন্দিভিঃ স্তূয়মানং চ (ও বন্দিগণকর্ত্তৃক স্তুত হইতে) [অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৬ ॥

[সঃ] (তিনি) কস্মিংশ্চিৎ (কোনও স্থানে) [কৃষ্ণং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) উদ্ধবাদিভিঃ মন্ত্রিভিঃ চ [সহ] (উদ্ধব প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত) মন্ত্রয়ন্তম্ (মন্ত্রণা করিতে) ক্বাপি চ (এবং কোথাও) [তম্] (তাঁহাকে) বারমুখ্যাবলাবৃতং জলক্রীড়ারতম্ (উৎকৃষ্ট বারবনিতা ও মহিষীগণে পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়ায় নিরত থাকিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৭ ॥

[সঃ] (তিনি) কুত্রচিৎ (কোনও স্থানে) [কৃষ্ণং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) দ্বিজমুখ্যেভ্যঃ (ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠদিগকে স্বলঙ্কৃতাঃ গাঃ দদতং (সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গোসমূহ দান করিতে) [কস্মিংশ্চিৎ চ] (এবং কোনও গৃহে) [তম্] (তাঁহাকে) মঙ্গলানি ইতিহাসপুরাণানি চ শৃণ্বন্তম্ (মঙ্গলগীত, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ শ্রবণ করিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৮ ॥

[সঃ] (তিনি) [ক্বাপি] গৃহে (কোনও গৃহে) কদাচিৎ (কখনও) [কৃষ্ণং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) প্রিয়য়া [সহ] (প্রিয়ার সহিত) হাস্যকথয়া হসন্তং (রহস্যালাপে হাস্য করিতে) কুত্রচিৎ চ (এবং কোথাও) [তম্] (তাঁহাকে) ধর্ম্মম্ অর্থকামৌ [চ] সেবমানং (ধর্ম বা অর্থ ও কামের সেবা করিতে) [অপশ্যৎ] ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তিনি কোনও স্থানে দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব, গজ ও রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন এবং কোথাও দেখিলেন—তিনি পর্য্যঙ্কের উপরে শয়ন করিয়া আছেন ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতেছে ॥ ২৬ ॥ তিনি কোনও স্থানে দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন এবং কোথাও দেখিলেন—তিনি শ্রেষ্ঠা বারবনিতা ও মহিষীগণে পরিবৃত হইয়া জলক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২৭ তিনি কোনও স্থানে দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠদিগকে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত গোসমূহ দান করিতেছেন এবং কোনও গৃহে দেখিলেন—তিনি মঙ্গলগীত, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ শ্রবণ করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ তিনি কোনও গৃহে দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সহিত রহস্যালাপ ও হাস্য করিতেছেন এবং কোনও গৃহে দেখিলেন—তিনি ধর্ম অথবা অর্থ ও কামের সেবা করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্।
শুশ্রূষন্তং গুরূন্ কাপি কামৈর্ভোগৈঃ সপর্য্যয়া ॥ ৩০ ॥
কুর্ব্বন্তং বিগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিঞ্চান্যত্র কেশবম্।
কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবম্ ॥ ৩১ ॥
পুত্রাণাং দুহিতৄণাঞ্চ কালে বিধ্যুপযাপনম্।
দারৈর্ব্বরৈস্তৎসদৃশৈঃ কল্পয়ন্তং বিভূতিভিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—[সঃ] (তিনি) [কাপি] (কোনও গৃহে) [কৃষ্ণম্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) একম্ আসীনং (একাকী উপবিষ্ট হইয়া) প্রকৃতেঃ পরং পুরুষং ধ্যায়ন্তং (প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষকে ধ্যান করিতে) কাপি [চ] (এবং কোনও গৃহে) [তং] (তাঁহাকে) কামৈঃ ভোগৈঃ সপর্য্যয়া [চ] নৃত্যগীতাদি কাম্য বিষয়, উপভোগ্য দ্রব্য ও পরিচর্য্যার দ্বারা) গুরূন্ শুশ্রূষন্তম্ (গুরু সেবায় নিরত থাকিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩০ ॥

[সঃ] (তিনি) [কাপি] (কোথাও) কেশবং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) কৈশ্চিৎ [সহ] বিগ্রহং কুর্ব্বন্তম্ (কতকগুলি লোকের সহিত কলহ করিতে), অন্যত্র (অন্য এক স্থানে) [তং] (তাঁহাকে) সন্ধিং [কুর্ব্বন্তং] (সন্ধিস্থাপন করিতে) কুত্রাপি চ (এবং অপর একস্থানে) [তং] তাঁহাকে রামেণ সহ (বলরামের সহিত) সতাং শিবং চিন্তয়ন্তম্ (সজ্জনগণের মঙ্গলচিন্তায় নিরত থাকিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩১ ॥

[সঃ] (তিনি) [কাপি] (কোথাও) [কৃষ্ণং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) কালে (যথাযোগ্য সময়ে) বিভূতিভিঃ (নিজ বিভবসমূহের দ্বারা) পুত্রাণাং দুহিতৄণাং চ (পুত্রগণের ও কন্যাগণের) তৎসদৃশৈঃ দারৈঃ বরৈঃ [সহ] (তাহাদের যোগ্য পাত্রী ও পাত্রের সহিত) বিধ্যুপযাপনং কল্পয়ন্তম্ (বিধি অনুসারে বিবাহকার্য্য স্থির করিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তিনি কোনও গৃহে দেখিতে পাইলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রকৃতির অতীত পরমপুরুষকে ধ্যান করিতেছেন। কোনও গৃহে দেখিলেন—তিনি নৃত্যগীতাদি কাম্য বিষয়, উপভোগ্য দ্রব্য ও পরিচর্য্যার দ্বারা গুরুজনের সেবা করিতেছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি কোথাও দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কতকগুলি লোকের সহিত বিবাদ করিতেছেন, অন্য এক স্থানে দেখিলেন—তিনি সন্ধি স্থাপন করিতেছেন। আর এক স্থানে দেখিলেন—তিনি বলরামের সহিত সজ্জনগণের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন ॥ ৩১ ॥ তিনি কোথাও দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথাযোগ্যকালে নিজ বিভবসমূহের দ্বারা পুত্রগণের যোগ্যা পাত্রীর সহিত এবং কন্যাগণের যোগ্য পাত্রের সহিত বিধি অনুসারে বিবাহ স্থির করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—বিতানাগ্নীন্ আহবনীয়াদীন্ অগ্নিহোত্রেণ পঞ্চভির্মহৈর্মহাযজ্ঞৈর্যজন্তম্ ॥ ২৪—৩১ ॥ কালে তত্তৎসময়ে বিধিনা উপযাপনং প্রাপণং বিবাহমিত্যর্থঃ, কল্পয়ন্তং ঘটয়ন্তম্, বিভূতিভির্বিভবৈঃ ॥ ৩২ ॥

প্রস্থাপনোপানয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্ ।
বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিস্মিয়ে ॥ ৩৩ ॥
যজন্তং সকলান্ দেবান্ কাপি ক্রতুভিরূর্জ্জিতৈঃ ।
পূর্ত্তয়ন্তং কচিদ্ধর্ম্মং কূপারামালয়াদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥
চরন্তং মৃগয়াং কাপি হয়মারুহ্য সৈন্ধবম্ ।
ঘ্নন্তং ততঃ পশূন মেধ্যান্ পরীতং যদুপুঙ্গবৈঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—[সঃ] (তিনি) [কাপি] (কোথাও) [কৃষ্ণং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) অপত্যানাং প্রস্থাপনোপানয়নৈঃ (পুত্রবধূ আনয়ন করিবার জন্য পুত্রগণের প্রেরণ, কন্যা জামাতার স্বগৃহ হইতে বিদায়, কন্যাগণের ও পুত্র-পুত্রবধূদিগের আনয়ন উপলক্ষ্যে) মহোৎসবান্ [কল্পয়ন্তম] (মহোৎসবে প্রবৃত্ত থাকিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] যোগেশ্বরেশস্য যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) যেষাম্ [অপত্যানাং] (ঐ সকল পুত্র কন্যার) [মহোৎসবান] বীক্ষ্য (বিবাহ মহোৎসবসমূহ দর্শন করিয়া) লোকাঃ বিসিস্মিয়ে (জনগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল) ॥ ৩৩ ॥

[দেবর্ষিঃ] (দেবর্ষি নারদ) কাপি (কোথাও) [কৃষ্ণম্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) উর্জিতৈঃ ক্রতুভিঃ (সমৃদ্ধি সম্পন্ন যজ্ঞসমূহের দ্বারা) সকলান্ দেবান্ যজন্তং (সকল দেবতার যজন করিতে) কচিৎ [চ] (এবং কোথাও) [তং] (তাঁহাকে) কূপারামালয়াদিভিঃ (কূপখনন, উপবন নির্ম্মাণ ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির দ্বারা) ধর্ম্মং পূর্ত্তয়ন্তম্ (পূর্ত্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩৪ ॥

[সঃ] (তিনি) কাপি (কোথাও) [কৃষ্ণং] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) সৈন্ধবং হয়ম্ আরুহ্য (সিন্ধুদেশীয় ঘোটকে আরোহণ করিয়া) যদুপুঙ্গবৈ পরীতং (যদুশ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত হইয়া) মৃগয়াং চরন্তং (মৃগয়া করিতে) ততঃ [চ] (এবং) তৎপরে) মেধ্যান্ পশূন্ ঘ্নন্তম্ [যজ্ঞীয় পশুসকল বধ করিতে) [অপশ্যৎ] (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তিনি কোথাও দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুত্রবধূ আনয়নার্থ পুত্রগণের প্রেরণ, কন্যা-জামাতাদিগের বিদায় এবং কন্যাগণের ও পুত্র-পুত্রবধূদিগের আনয়ন উপলক্ষে মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-কন্যাগণের এইরূপ উৎসব দর্শন করিয়া জনগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥ দেবর্ষি নারদ কোনও গৃহে দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞসমূহের দ্বারা সকল দেবতার যজন করিতেছেন এবং কোথাও দেখিলেন—তিনি কূপখনন, উপবন নির্ম্মাণ ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়া পূর্ত্তধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি কোনও স্থানে দেখিতে পাইলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুদেশীয় ঘোটকে আরোহণ করিয়া যদুশ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত হইয়া মৃগয়া করিতেছেন এবং তৎপরে যজ্ঞীয় পশুসকল বধ করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—প্রস্থাপনং দুহিতৃজামাত্রাদীনাং স্বগৃহাৎ তত্তদ্গৃহং প্রতি নয়নম্, উপানয়নং তত্তদ্গৃহাৎ পুনরানয়নম্, তৈর্মহোৎসবান্ কল্পয়ন্তম্। 'যোগেশ্বরেশস্য তেষামপত্যানাং মহোৎসবান্ বীক্ষ্য লোকাঃ সর্বে বিসিস্মিয়ে বিস্ময়ং চক্রুঃ, তথাভূতান্ কল্পয়ন্তম্ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিষন্তঃপুরগৃহাদিষু।
কচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া ॥ ৩৬ ॥
অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব।
যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্ ॥ ৩৭ ॥
বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দ্দর্শা অপি যোগিনাম্॥
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া ॥ ৩৮ ॥
অনুজানীহি মাং দেব! লোকাংস্তে যশসাপ্লুতান্।
পর্য্যটামি তবোদ্গায়ন্ লীলা ভুবনপাবনীঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয় —[সঃ] কচিৎ (তিনি কোথাও) যোগেশং (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে) অব্যক্তলিঙ্গং (গুপ্তবেশে) প্রকৃতিষু অন্তঃপুরগৃহাদিষু [চ] (অমাত্যগণের মধ্যে ও অন্তঃপুরের গৃহাদিতে) তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া (অমাত্যগণের ও অন্তঃপুরবাসী জনগণের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছায়) চরন্তম্ (বিচরণ করিতে) [অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩৬ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) [এইরূপে] মানুষীং গতিম্ ঈয়ুষঃ [কৃষ্ণস্য] (লোকশিক্ষার্থ মনুষ্যাচরণের অনুকরণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য (যোগমায়ার বৈভব দর্শন করিয়া) অথ (পরে) প্রহসন্ ইব (হাসিতে হাসিতে) হৃষীকেশম্ উবাচ (হৃষীকেশকে বলিলেন) ॥ ৩৭ ॥

যোগেশ্বর! (হে যোগেশ্বর!) ভবৎপাদনিষেবয়া (আপনার পাদপদ্ম সতত সেবা করি বলিয়া) [যাঃ] (যে সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণেরও) দুর্দ্দর্শাঃ (দুর্জ্ঞেয়াঃ), আত্মন্ নির্ভাতাঃ (আমার মনোমধ্যে সতত প্রকাশিতা) তে [তাঃ] যোগমায়াঃ (আপনার সেই সকল যোগমায়া) বিদাম (আমি জানিতে পারিয়াছি) ॥ ৩৮ ॥

দেব! (হে প্রভো!) মাম্ অনুজানীহি (আমাকে আজ্ঞা করুন), [অহং] (আমি) তব ভুবনপাবনীঃ লীলাঃ (আপনার জগৎপাবনী লীলাগাথা) উদ্গায়ন্ (উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে) তে যশসা আপ্লুতান্ লোকান্ (আপনার যশে পরিব্যাপ্ত লোকসমূহ) পর্য্যটামি (পরিভ্রমণ করিব) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ —তিনি কোথাও দেখিতে পাইলেন—যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তবেশে অমাত্যগণের মধ্যে ও অন্তঃপুরের গৃহাদিতে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছায় বিচরণ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবর্ষি নারদ এইরূপে লোকশিক্ষার্থ মনুষ্যাচরণের অনুকরণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার বৈভব দর্শন করিলেন এবং পরে হাসিতে হাসিতে সেই হৃষীকেশকে বলিলেন। ৩৭ ॥ হে যোগেশ্বর! আপনার যোগমায়া সকল যোগিগণেরও দুর্জ্ঞেয়; তাহা হইলেও আপনার পাদপদ্ম সতত সেবা করি বলিয়া আমার মনোমধ্যে সতত প্রকাশিত আপনার সেই সকল যোগমায়া আমি জানিতে পারিয়াছি ॥ ৩৮ ॥ হে প্রভো! আমাকে আজ্ঞা করুন—আমি আপনার জগৎপাবনী লীলাগাথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে আপনার যশে পরিব্যাপ্ত লোকসমূহ পরিভ্রমণ করিব ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—অব্যক্তলিঙ্গং বেশান্তরেণাচ্ছন্নম্ ॥ ৩৬ ৩৭ ॥ হে যোগেশ্বর! আত্মন্ আত্মনি মম মনসি তব স্বরূপে বা নির্ভাতাঃ প্রতীতাস্তব যোগমায়াঃ কেবলং বিদাম বিদ্মঃ ন তু ত্বৎপরমার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্! ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র! মা খিদঃ॥ ৪০॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্ম্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্।
তমেব সর্ব্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ॥ ৪১॥
কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ॥ ৪২॥

অন্বয় -শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) ব্রহ্মন! (হে ব্রহ্মন্, অহং (আমি) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) বক্তা কর্ত্তা তদনুমোদিতা (বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমোদিতা), তৎ (সেই কারণে) [অহং] (আমি) লোকং শিক্ষয়ন (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) ইমং [ধর্ম্মং] আস্থিত (এইরূপ প্রবৃত্তিধর্ম্মে অবস্থান করিতেছি)। [অতঃ] (অতএব) পুত্র! (হে বৎস!) মা খিদঃ (পূর্ণকাম আমার এইরূপ আচরণে মুহ্যমান হইও না)॥ ৪০॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ইতি (এইরূপে) [নারদঃ] (দেবর্ষি নারদ) একং তম্ এব (এক শ্রীকৃষ্ণকেই) সর্ব্বগেহেষু সন্তং (সকল গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়া) গৃহমেধিনাং (গৃহস্থদিগের) পাবনান্ (পবিত্রতাসম্পাদক) সদ্ধর্ম্মান্ (উত্তম ধর্ম্মসমূহ) আচরন্তং (আচরণ করিতে) দদর্শ হ (দেখিলেন)॥ ৪১॥

জাতকৌতুকঃ ঋষিঃ (কৌতুহলাক্রান্ত দেবর্ষি নারদ) অনন্তবীর্য্যস্য কৃষ্ণস্য (অনন্তশক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) যোগমায়ামহোদয়ং (যোগমায়ার মহাপ্রভাব) মুহুঃ দৃষ্ট্বা (পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া) বিস্মিতঃ অভূৎ (আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন)॥ ৪২॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমোদিতা; এই কারণে আমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত এইরূপ প্রবৃত্তিধর্মে অবস্থান করিতেছি। অতএব হে পুত্র! পূর্ণকাম আমার এইরূপ আচরণ দেখিয়া মুহ্যমান হইও না॥ ৪০॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইরূপে দেবর্ষি নারদ দেখিতে পাইলেন—এক কৃষ্ণই সকল গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহস্থদিগের পবিত্রতাসম্পাদক উত্তম ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন॥ ৪১॥ দেবর্ষি নারদ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনন্তশক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার মহাপ্রভাব পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন॥ ৪২॥

শ্রীধর—অস্মাদনুষ্ঠানাদ্যৈন মুঞ্চামি, অতো মাং প্রস্থাপয়েত্যাহ অনুজানীহীতি॥ ৩৯॥ তৎ তস্মাল্লোকং শিক্ষয়ন্ ইমং ধর্ম্মমাস্থিতো ন তু তত্ত্বতঃ। হে পুত্র। মা খিদঃ মোহং মা প্রাপ্নুহীতি॥ ৪০॥ ইতি এবমননুগৃহীতন্তমেকমেব সন্তং দদর্শেতি॥ ৪১॥ মুহুর্মুহুর্দৃষ্ট্বা জাতকৌতুকো মুনির্বিস্মিতোঽভূদিতি॥ ৪২॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যর্থকামধর্ম্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনা।
সম্যক্ সভাজিতঃ প্রীতস্তমেবানুস্মরন্ যযৌ ॥ ৪৩ ॥

এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্ত্তমানো নারায়ণোঽখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ।
রেমেঽঙ্গ! ষোড়সহস্র-বরাঙ্গনানাং সব্রীড়সৌহৃদ-নিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ! গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণগার্হস্থ্যদর্শনং নাম একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়—[সঃ] (দেবর্ষি নারদ) ইতি (এইরূপে) শ্রদ্ধিতাত্মনা কৃষ্ণেন (শ্রদ্ধান্বিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) অর্থকাম-ধর্ম্মেষু (অর্থ, কাম ও ধর্ম্ম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থবিষয়ে) সম্যক্ সভাজিতঃ (সম্যক্ সৎকৃত) প্রীতঃ [চ সন্] (ও প্রীত হইয়া) তম্ এব অনুস্মরন্ (তাহাকেই ধ্যান করিতে করিতে) যযৌ (প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

অঙ্গ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) গৃহীতশক্তিঃ নারায়ণঃ (যিনি নানাবিধ অবতারবিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ) এবং (এইরূপে) অখিলভবায় (সর্ব্বলোকের কল্যাণের নিমিত্ত) মনুষ্যপদবীম্ অনুবর্ত্তমানঃ (মনুষ্যাচরণের অনুকরণ করিয়া) ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং (ষোড়শ সহস্র উত্তমা পত্নীর) সব্রীড়সৌহৃদ-নিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ [সন্] (সলজ্জ প্রেমে যে নিরীক্ষণ ও হাস্য, তদ্দ্বারা সেবিত হইয়া) রেমে (বিহার করিয়াছিলেন) ॥ ৪৪ ॥

অঙ্গ! (হে রাজন্!) বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ (জগতের সংহার, উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ) হরিঃ (ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ইহ (এই পৃথিবীতে) যানি অনন্যবিষয়াণি কর্ম্মাণি (যে সকল অসাধারণ কর্ম্ম) চকার (করিয়াছিলেন), যঃ তু (যিনি) [তানি] (সেই সকল কর্ম্ম) গায়তি (গান করিবেন), শৃণোতি (শ্রবণ করিবেন), অনুমোদতে বা (কিংবা অনুমোদন করিবেন), [তস্য] হি (তাহার নিশ্চয়ই) অপবর্গমার্গে ভগবতি (মুক্তিপ্রদ ভগবানের প্রতি) ভক্তিঃ ভবেৎ (ভক্তি জন্মিবে) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ এইরূপে শ্রদ্ধাযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ বিষয়ে সম্যক্ সৎকৃত ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যিনি নানাবিধ অবতারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে সর্ব্বলোকের কল্যাণের নিমিত্ত মনুষ্যাচরণের অনুকরণ করিয়া ষোড়শ সহস্র উত্তমা পত্নীর সলজ্জ প্রেমবশে যে নিরীক্ষণ ও হাস্য, তদ্দ্বারা সেবিত হইয়া বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥ হে রাজন্! জগতের সংহার, উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ, ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে যে সকল অসাধারণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যিনি সেই সকল কর্ম গান করিবেন, শ্রবণ করিবেন, কিংবা অনুমোদন করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিপ্রদ ভগবানে ভক্তি জন্মিবে ॥ ৪৫ ॥

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধর—প্রহ্বিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্ত আত্মা যস্য তেন ॥ ৪১। নারদদৃষ্টাং শ্রীকৃষ্ণলীলাং নিগময়তি—এবমিতি। অখিলস্য ভবায় উদ্ভবায় গৃহীতাঃ শক্তয়ো নানামূর্ত্তয়ো যেন সঃ। সব্রীডঞ্চ তৎ সৌহৃদঞ্চ তেন নিরীক্ষণং হাসশ্চ তাভ্যাং জুষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥ অনন্যবিষয়াণি অসাধারণানি, অপবর্গমার্গে মোক্ষপ্রদে ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

কেলালব

একোনসপ্ততিতমে কৃষ্ণো মুনিমদীদৃশৎ।
স্বস্যৈকস্যাপি বপুষঃ প্রকাশান্ প্রতিমন্দিরম্ ॥

উনসপ্ততিতম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদের দ্বারকায় আগমন। একই দেহে ষোড়শসহস্র গৃহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা যুগপৎ সন্দর্শনে দেবর্ষির বিস্ময়।

বিবরণী

একই শরীরে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যোল হাজার আটটি রাজকন্যা বিবাহ করিয়া কিভাবে বাস করিতেছেন—কৌতুকবশে নারদ তাহা দর্শন করিলেন মহাবিস্ময়ে। দেখিলেন—বিভিন্ন গৃহে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিভিন্ন কার্য্যে রত। কয়েকটি দৃশ্য প্রপঞ্চিত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ তিন শ্লোক হইতে বার শ্লোক পর্য্যন্ত দ্বারকাধামের অপূর্ব্ব বর্ণনা। তের শ্লোক হইতে বিভিন্ন গৃহে ও বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব দর্শনের বর্ণনা। ভিন্ন ভিন্ন গৃহে নারদ দেখিলেন—

১। শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কে শয়নে আছেন। সখীগণসহ রুক্মিণীদেবী শ্রীঅঙ্গে চামর-ব্যজন করিতেছেন। (গৃহিণ্যা সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা) ৬৯।১৩

২। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহিষী ও উদ্ধবের সহিত পাশাখেলা করিতেছেন। (দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ) ৬৯।২০

২। শ্রীকৃষ্ণ নিজ শিশুপুত্রগণকে লালন-পালন ও আদর সোহাগ করিতেছেন। (লালয়ন্তঃ সুতান্ শিশূন্)' ৬৯।২৩

৪। শ্রীকৃষ্ণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন (মজ্জনায় কৃতোদ্যমং) ৬০।২৩

৫। শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিতে হোম করিতেছেন (জুহ্বন্তং বিতানাগ্নীন্) ৬৯।২৪

৬। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতেছেন। (যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ) ৬৯।২৪

৭। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছেন (ভোজয়ন্তং দ্বিজান্) ৬৯।২৪

৮। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ স্বয়ং ভোজন করিতেছেন। (ভুঞ্জানমবশেষিতম্) ৬৯।২৪

৯। শ্রীকৃষ্ণ মৌনী হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেছেন। (জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্‌যতম্) ৬০।২৫

১০। শ্রীকৃষ্ণ অসিচর্ম লইয়া অসিচালনা বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। (চরন্ত মসিবর্ম্মভ্যাং) ৬৯।২৫

১১। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বারোহণে চলিয়াছেন (অশ্বৈঃ বিচরন্তং) ৬৯।২৬

১২। শ্রীকৃষ্ণ হস্তীতে চলিয়াছেন (গজৈঃ বিচরন্তং) ৬৯।২৬

১৩। শ্রীকৃষ্ণ রথে চলিয়াছেন (রথৈঃ বিচরন্তং) ৬৯।২৬

১৪। শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্কে শয়নে আছেন, বন্দিগণ স্তুতি করিতেছেন (শয়ানং পর্য্যঙ্কে স্তূয়মানঞ্চ বন্দিভিঃ) ৬৯।২৬।

১৫। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবাদি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন (মন্ত্রয়ন্তঞ্চ মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ) ২৯।২৭

১৬। শ্রীকৃষ্ণ অবলাগণসঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছেন (জলক্রীড়ারত মবলাবৃতম্ ৬৯।২৭)

১৭। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগকে গাভী দান করিতেছেন (দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ ৬৯।২৮)

১৮। শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাসপুরাণ শ্রবণ করিতেছেন (ইতিহাসপুরাণানি শৃণ্বন্তং ৬৯।২৮)

১৯। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সহিত রহস্যালাপ করিয়া হাসিতেছেন (হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে ৬৯।২৯)

২০। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। (৬৯।২৯)

২১। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মোপার্জ্জন করিতেছেন।

২২। শ্রীকৃষ্ণ বিষয় ভোগ করিতেছেন (ক্বাপি ধর্ম্মং সেবমানং অর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ) ৬৯।২৯

২৩। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পরপারে পরমপুরুষকে ধ্যান করিতেছেন (ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ৬৯।৩০)

২৪। শ্রীকৃষ্ণ পরিচর্য্যা দ্বারা গুরুসেবা করিতেছেন। (শুশ্রূষন্তং গুরূন্ ৬৯।৩০)

২৫। শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় লোকের সঙ্গে কলহ করিতেছেন। (কুর্ব্বন্তং বিগ্রহং) ৬৯।৩

২৬। শ্রীকৃষ্ণ কাহারও সহিত সন্ধি করিতেছেন (সন্ধিঞ্চান্যত্র ৬৯।৩১)

২৭। শ্রীকৃষ্ণ বলরামসঙ্গে সাধুগণের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন (সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবং) ৬৯।৩১।

২৮। শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকন্যাগণের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। (পুত্রাণাং দুহিতৄণাঞ্চ কালে বিধ্যুপযাপনম্) ৬৯।৩২

২৯। শ্রীকৃষ্ণ কন্যাজামাতাদিগকে গৃহে বিদায় দান করিতেছেন।

৩০। শ্রীকৃষ্ণ কন্যাজামাতাদিগকে নিজগৃহে আনয়ন করিতেছেন (প্রস্থাপনোপানয়নৈরপত্যানাং) ৬৯।৩৩

৩১। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ দ্বারা দেবতার যজন করিতেছেন (যজন্তং সকলান্ দেবান্ ক্রতুভিঃ ৬৯।৩৪)

৩২। শ্রীকৃষ্ণ কূপখনন দেবালয়প্রতিষ্ঠাদি পূর্ত্তকার্য্য করিতেছেন (পূর্ত্তয়ন্তং কূপারামালয়াদিভিঃ ৬৯।৩৪)

৩৩। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বারোহণে মৃগয়াং করিতেছেন। (চরন্তং মৃগয়া হয়মারুহ্য সৈন্ধবং ৬৯।৩৫)

৩৪। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞীয় পশুসকল বধ করিতেছেন। (ঘ্নন্তং তত্র পশূন্ মেধ্যান্ ৬৯।৩৫)

৩৫। শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তবেশে বিচরণ করিতেছেন (চরন্ত মব্যক্তলিঙ্গং ৬৯।৩৬)

ষোল হাজার গৃহের বর্ণনা ত দেওয়া সম্ভব নয়। শুকদেব পঁয়ত্রিশটি কার্য্যের বর্ণনা দিলেন। ইহা হইতেই অনুভূত হয়—কি অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া-বৈভব।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

এই লীলায় আর একটি অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য এই যে গৃহে গৃহে পর্য্যটন কালে যখনই নারদ শ্রীকৃষ্ণের চক্ষের গোচর হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পদ প্রক্ষালন করিয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দিয়াছেন। প্রত্যেকবার দেখাই নূতন দেখার মত। এক গৃহে এক মূর্ত্তির সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে সাক্ষাৎ হইয়াছে আর এক গৃহের আর এক মূর্ত্তি যেন তাহা বিন্দুমাত্রও জানেন না।

মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাসে।
ইহাকে জানিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশে ॥ চৈ. চ.

ইহা কিন্তু যোগদর্শনের কায়ব্যূহ নয়, ইহার শাস্ত্রীয় নাম মুখ্যপ্রকাশ।

২। কেন শ্রীকৃষ্ণ এই সকল লীলা করিয়াছেন তাহার কারণ নিজ শ্রীমুখে কহিয়াছেন—

"তৎ শিক্ষয়ন্‌ লোকমিমমাস্থিতঃ"

লোকগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রবৃত্তি ধর্মে অবস্থান করিতেছি।

৩। শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ম্মসমূহ "সদ্ধর্ম্মান্‌ পাবনান্‌ গৃহমেধিনাং" গৃহস্থের পবিত্রতা সম্পাদক উত্তম কার্য্য। গৃহাশ্রমী ব্যক্তি কি প্রকারে সংসারাশ্রমের যাবতীয় কার্য্য ধর্মানুমোদিতভাবে সম্পাদন করিবে, তাহা শিক্ষা দিতেছেন নিজেকে পূর্ণভাবে আবরণ করিয়া। এই শিক্ষাদান তাঁহার দায়িত্ব, কারণ তিনি (নিজ ভাষায়)

ধর্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা

৪। এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদ বর প্রার্থনা করিলেন—প্রভো, আপনার জগৎপাবনী লীলাকথা উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে গাহিতে যেন নিরন্তর লোকে লোকে বিচরণ করিতে পারি।

"পর্য্যটামি তবোদগায়ন্‌ লীলা ভুবনপাবনীঃ"

ঘরে ঘরে নরে নরে যেন এই পুণ্য কথা বলিয়া বেড়াই। কী অপূর্ব্ব প্রার্থনা। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের ভাষায়—

অবিরত অবিকল তুয়াগুণ কলকল
গাই যেন সতের সমাজে।

৫। লীলার তিনটি উদ্দেশ্য : (ক) সর্ব্বলোকের কল্যাণ (অখিললোকভবায়) (গ) আত্মারামের আত্মাস্বাদন (রেমে) (গ) জীবের চিত্তে ভক্তি জাগান (ভক্তির্ভবেত্তগবতি)।

আদর্শ প্রকটন দ্বারা হয় সর্ব্বলোক কল্যাণ যোল হাজার উত্তমা পত্নীর লজ্জাযুক্ত প্রেমপূর্ণ হাসি ও চাহনি গ্রহণের মধ্যে একটি রমণসুখ আছে। এই রমণের মধ্যে আছে স্বানুভাবানন্দে স্বমাধুর্য্যাস্বাদন। আর তৃতীয় উদ্দেশ্য ভক্তিভাবের জাগরণ হয় জীবের চিত্তে—যখন জীব এই লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুমোদন করে (গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তির্ভবেত্তগবতি হ্যপবর্গমার্গে)। এই তিন উদ্দেশ্য সাধনার্থ লীলাময়ের এই অপূর্ব্ব লীলা।

শ্রীকৃষ্ণগার্হস্থ্য-দর্শন নামক উনসত্তর অধ্যায়ের ফেলালব সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুক্কুটান্ কূজতোঽশপন্।
গৃহীতকণ্ঠ্যঃ পতিভির্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ ॥ ॥
বয়াংস্যরুরুবন্ কৃষ্ণং বোধয়ন্তীব বন্দিনঃ।
গায়ৎস্বলিষ্বনিদ্রাণি মন্দারবনবায়ুভিঃ ॥ ২ ॥

[একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আহ্নিককৃত্য সমাপন করিয়া সভায় আগমন করিলে জরাসন্ধ যে সকল রাজাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই রাজগণকর্তৃক প্রেরিত এক দূত শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আগমন করিয়া বন্দী রাজগণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, অতঃপর দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে গমন করিতে বলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত উভয় কার্য্য বিষয়ে উদ্ধবের নিকটে পরামর্শ চাহেন, এই সকল কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] অথ [একদা] (অনন্তর একদা) উষসি উপবৃত্তায়াং (প্রাতঃকাল আসন্ন হইলে) পতিভিঃ গৃহীতকণ্ঠ্যঃ মাধব্যঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহু হইয়া যাঁহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয়াগণ) বিরহাতুরাঃ [সত্যঃ] (বিরহের ভয়ে কাতর হইয়া) কূজতঃ কুক্কুটান্ অশপন্ (কূজনকারী কুক্কুটগণকে "ওরে কুক্কুটগণ! তোরা রাত্রির অবসানের কথা জানাইয়া প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়া থাকিস্, তোরা শীঘ্র মর্, তোদের কূজনশক্তি বিনষ্ট হউক" ইত্যাদি বলিয়া, অভিশাপ দিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

[তখন] মন্দারবনবায়ুভিঃ (মন্দারবনের পরিমলবাহী সমীরণ প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) অলিষু গায়ৎসু [সৎসু] (অলিকুল গুঞ্জন করিতে থাকিলে) [তেন] অনিদ্রাণি বয়াংসি (তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া পক্ষিগণ) বন্দিনঃ ইব (বন্দিগণের ন্যায়) কৃষ্ণং বোধয়ন্তি [সন্তি] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া) অরুরুবন্ (পুনঃ পুনঃ রব করিতে লাগিল) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর একদা প্রাতঃকাল আসন্ন হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহু হইয়া যাঁহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয়াগণ বিরহের ভয়ে কাতর হইয়া কূজনকারী কুক্কুটদিগকে "ওরে কুক্কুটগণ! তোরা রাত্রির অবসানের কথা জানাইয়া দিয়া প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়া থাকিস্, তোরা শীঘ্র মর্, তোদের কূজনশক্তি বিনষ্ট হউক" ইত্যাদি বলিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ তখন মন্দারবনের পরিমলবাহী সমীরণ প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলিকুল গুঞ্জন করিতে থাকিলে পক্ষিগণ প্রবুদ্ধ হইয়া বন্দিগণের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া পুনঃ পুনঃ রব করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

শ্রীধর—ততস্তু সপ্ততিতমে কৃষ্ণস্যাহ্নিককর্ম্মণি। দূতনারদয়োঃ কার্য্যে কার্য্যমন্ত্রবিচারণম্ ॥

জগন্মঙ্গলচারিত্রমাহ্নিকং জগদীশিতুঃ। নারদেন কচিৎ কিঞ্চিদ্দৃষ্টমাহ যথাক্রমম্ ॥

অথেতি। ইত্যর্থকামধর্ম্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনেতি প্রস্তুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাহ্নিকস্যাধিকারে অথশব্দঃ। উপবৃত্তায়াম্ আসন্নায়াম্, পতিভিঃ শ্রীকৃষ্ণৈঃ, মাধব্যো মাধবস্য ভার্য্যাঃ ॥ ১ ॥

মুহূর্ত্তং তং তু বৈদর্ভী নামৃষ্যদপি শোভনম্।
পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থায় বার্য্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ।
দধ্যৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্ ॥ ৪ ॥
একং স্বয়ংজ্যোতিরনন্যমব্যয়ং স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্।
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ স্বশক্তিভির্লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা বৈদর্ভী তু (প্রিয়তমের বাহুমধ্যগতা রুক্মিণীদেবী) পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ (আলিঙ্গনের বিচ্ছেদ ঘটিবে বলিয়া) শোভনম্ অপি তং মুহূর্ত্তং (সেই মুহূর্ত্ত অতি রমণীয় হইলেও উহা) ন অমৃষ্যৎ (সহ্য করিতে পারিলেন না)। [অন্যান্য কৃষ্ণপ্রিয়াগণের বিষয়ে আর বক্তব্য কি ?] ॥ ৩ ॥

মাধবঃ [শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ) ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় (ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া) বা'র উপস্পৃশ্য (আচমন করতঃ) প্রসন্নকরণঃ [সন্] (প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ স্থির চিত্ত হইয়া) তমসঃ পরম (যিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন স্বরূপ), একং (সমানাধিকশূন্য), স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) অনন্যম্ (নিজেই নিজের আশ্রয়), অব্যয়ং (নির্ব্বিকারস্বরূপ) স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষং (ও স্বভাবতঃ সমস্ত দোষরহিত), অস্য উদ্ভবনাশহেতুভিঃ স্বশক্তিভিঃ (এই বিশ্বের উৎপত্তি ও নাশের কারণ প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি স্বীয় শক্তিসমূহের দ্বারা) লক্ষিতভাব-নির্বৃতিং (যাঁহার সত্তা ও আনন্দ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সদানন্দ) ব্রহ্মাখ্যম্ আত্মানং (ব্রহ্ম নামক পরমাত্মার) দধ্যৌ (ধ্যান করিতে লাগিলেন) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—প্রিয়তমের বাহুমধ্যে অবস্থিতা রুক্মিণীদেবী আলিঙ্গনের বিচ্ছেদ ঘটিবে বলিয়া সেই মুহূর্ত্ত অতি রমণীয় হইলেও উহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩ ॥ শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আচমন করতঃ স্থিরচিত্ত হইয়া—যিনি প্রকৃতি হইতে ভিন্নস্বরূপ, সমান ও অধিকশূন্য, স্বপ্রকাশ, নিজেই নিজের আশ্রয়, নির্ব্বিকারস্বরূপ ও স্বভাবতঃ সমস্ত দোষরহিত এবং এই বিশ্বের উৎপত্তি ও নাশের কারণ প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি স্বীয় শক্তি সমূহের দ্বারা যাঁহার সত্তা ও আনন্দ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সদানন্দ ব্রহ্ম নামক পরমাত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৫ ॥

শ্রীধর—বন্দিন ইব শ্রীকৃষ্ণং বোধয়ন্তি সন্তি বয়াংসি পক্ষিণোঽরুরুবন্ অতিশয়েনাকূজন্। মন্দারবনবায়ুভি গীয়ৎসু অলিষু অনিদ্রাণি নিদ্রারহিতানি বয়াংসি ॥ ২ ॥ বৈদর্ভীত্যুপলক্ষণম্। পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ তং পর্য্যালোচ্য ॥ ৩-৪ । একমখণ্ডম্, তত্র হেতুঃ—অনন্যং নিরূপাধিম্, অতএবাব্যয়ং নিত্যম্, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বে হেতুঃ—নিত্যনিরস্তং নিত্যং নিবৃত্তং কল্মষম্ অবিদ্যা যস্মাৎ তম্। উপলক্ষণমাহ—অস্যেতি। অস্য বিশ্বস্য লক্ষিতঃ ভাবশ্চাসৌ নির্বৃতিশ্চ; ভাবঃ সত্তা নির্বৃতিরানন্দঃ; তথাহি—গুণক্ষোভাৎ পূর্ব্বং সত্তামাত্রং যঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, স এবানন্দশ্চ "বিজ্ঞানমানন্দম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, তং সদানন্দমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথাবিধি ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী।
চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্‌যতঃ ॥ ৬ ॥
উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাত্মনঃ কলাঃ।
দেবানৃষীন্ পিতৄন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রানভ্যর্চ্চ্য চাত্মবান্ ॥ ৭ ॥
ধেনূনাং রুক্মশৃঙ্গাণাং সাধ্বীনাং মৌক্তিকস্রজাম্।
পয়স্বিনীনাং গৃষ্টীনাং সবৎসানাং সুবাসসাম্ ॥ ৮ ॥
দদৌ রূপ্যখুরাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ।
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো বদ্ধং বদ্ধং দিনে দিনে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—অথ (অনন্তর) সত্তমঃ (সাধুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অমলে অম্ভসি (নির্ম্মল জলে) আপ্লুতঃ [সন্] (স্নান করিয়া) বাসসী পরিধায় (পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করতঃ) যথাবিধি (বিধি অনুসারে) সন্ধ্যোপগমাদি ক্রিয়াকলাপং চকার (সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন) [ততঃ চ] (এবং তৎপরে) হুতানলঃ বাগ্‌যতঃ [চ সন্] (অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বাক্‌সংযমী হইয়া) ব্রহ্ম জজাপ (গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন) ॥ ৬ ॥

[অথ] আত্মবান্ (অনন্তর ধৈর্য্যশীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) উদ্যন্তম্ অর্কম্ উপস্থায় (সমুদিত সূর্য্যের উপাসনা করিয়া) আত্মনঃ কলাঃ (নিজের অংশ) দেবান্ ঋষীন্ পিতৄন্ তর্পয়িত্বা (দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করতঃ) বৃদ্ধান্ বিপ্রান্ চ অভ্যর্চ্চ্য (কুলবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলেন এবং) দিনে দিনে [প্রতিগৃহং চ] (প্রতিদিন প্রতিগৃহে) [যেমন দান করিতেন, সেইরূপ সেই দিনও প্রতিগৃহে] রুক্মশৃঙ্গাণাং রূপ্যখুরাগ্রাণাং (স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরবিশিষ্টা), মৌক্তিকস্রজাং (মুক্তামালায় বিভূষিতা), সুবাসসাং (সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিতা), গৃষ্টীনাং (প্রথম প্রসূতা), সবৎসানাং (বৎসসমন্বিতা), পয়স্বিনীনাং (দুগ্ধবতী) সাধ্বীনাং (ও উত্তমা) ধেনূনাং বদ্ধং বদ্ধং (তের হাজার চৌরাশী সংখ্যক ধেনু) ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ (পট্টবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও তিলের সহিত) অলঙ্কৃতেভ্যঃ বিপ্রেভ্যঃ (নিজ প্রদত্ত অলঙ্কারে বিভূষিত ব্রাহ্মণগণকে) দদৌ (প্রদান করিলেন) ॥ ৭-৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সাধুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করতঃ বিধি অনুসারে সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন এবং তৎপরে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বাক্‌সংযমী হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর ধৈর্য্যশীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া নিজের অংশ দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করতঃ কুলবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রতিদিন গৃহে গৃহে যেমন দান করিতেন সেইরূপ সেই দিনও প্রতি গৃহে স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরবিশিষ্টা মুক্তামালায় বিভূষিতা, সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিতা, প্রথম-প্রসূতা, বৎসসমন্বিতা, দুগ্ধবতী ও উত্তমা তের হাজার চৌরাশী সংখ্যক গাভী এবং পট্টবস্ত্র, মৃগচর্ম ও তিল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছিলেন ॥ ৭-৯ ॥

শ্রীধর—আপ্লুতঃ স্নাতঃ সন্ধ্যায়া উপগম উপাসনম্ আদির্যথা ভবতি তথা ক্রিয়াকলাপং চকার। কালস্যাভ্যুদয়াৎ পূর্ব্বমেব হুতানলঃ ব্রহ্ম গায়ত্রীং জজাপ ॥ ৬ ॥ কলাঃ অংশান্ দেবান্ ঋষীন্ পিতৄংশ্চ তর্পয়িত্বা ॥ ৭ ॥ গৃষ্টীনাং প্রথমপ্রসূতানাম্ ॥ ৮ ॥

গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধ গুরূন্ ভূতানি সর্ব্বশঃ।
নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতীর্মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ ॥ ১০ ॥

আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্।
বাসোভির্ভূষণৈঃ স্বীয়ৈর্দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ ॥ ১১ ॥

অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ।
কামাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং পৌরান্তঃপুরচারিণাম্।
প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষ্য প্রত্যনন্দত ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—[ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) আত্মসম্ভূতীঃ (স্বীয় বিভূতিভূত) গোবিপ্রদেবতা-বৃদ্ধগুরূন্ (গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৃদ্ধ ও গুরুজনগণকে) সর্বশঃ ভূতানি [চ] (এবং সমস্ত প্রাণীকে) নমস্কৃত্য (নমস্কার করিয়া) মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ (কপিলা ধেনু প্রভৃতি মাঙ্গলিক বস্তু সকল স্পর্শ করিলেন) ॥ ১০ ॥

[ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) স্বীয়ৈঃ বাসোভিঃ ভূষণৈঃ (স্বীয় পীতবসন কৌস্তভাদি অলঙ্কার), দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ (দিব্য মাল্য ও চন্দনাদি অনুলেপনের দ্বারা) নরলোকবিভূষণম্ আত্মানং (সর্বলোকের ভূষণস্বরূপ নিজেকে) ভূষয়ামাস (বিভূষিত করিলেন) ॥ ১১ ॥

[অথ সঃ] (অনন্তর তিনি) আজ্যং (ঘৃত), আদর্শং (দর্পণ) তথা গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ (এবং গো, বৃষ, দ্বিজ ও দেববিগ্রহ সকল) অবেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) পৌরান্তঃপুরচারিণাং সর্ববর্ণানাং (পুরবাসী ও অন্তঃপুরবাসী জনগণের) কামান্ প্রদাপ্য (অভিলষিত বস্তু সকল প্রদান করাইয়া) কামৈঃ প্রকৃতীঃ প্রতোষ্য চ (এবং অভিলষিত বস্তু-প্রদানে অমাত্যাদি জনগণকে সন্তুষ্ট করিয়া) প্রত্যনন্দত (আনন্দিত হইলেন) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তৎপরে তিনি স্বীয় বিভূতি গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৃদ্ধ ও গুরুজনগণকে এবং সমস্ত প্রাণীকে নমস্কার করিয়া কপিলা ধেনু প্রভৃতি মাঙ্গলিক বস্তু সকল স্পর্শ করিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর তিনি স্বীয় পীতবসন, কৌস্তভাদি অলঙ্কার দিব্যমাল্য ও চন্দনাদি অনুলেপনের দ্বারা সর্ব্বলোকের ভূষণস্বরূপ নিজেকে বিভূষিত করিলেন ॥ ১১ ॥ তৎপরে তিনি ঘৃত, দর্পণ, গো, বৃষ, দ্বিজ ও দেববিগ্রহ সকল দর্শন, নগরবাসী ও অন্তঃপুরবাসী জনগণের অভিলষিত বস্তু সকল তাহাদিগকে প্রদান এবং অভিলষিত বস্তু সকল প্রদান করতঃ অমাত্যাদি জনগণকে সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধর—বদ্ধমিতি "হিরণ্যেন পরীবৃতান্ কৃষ্ণান্ শুক্লদতো মৃগান্। মষ্ণারে ভরতোঽদদাচ্ছতং বদ্ধানি সপ্ত চে"তি শ্রুত্যুক্তানি সপ্তোত্তরশতং বদ্ধান্যেকীকৃত্য পুরাণে চতুর্দশলক্ষত্বেন গণিতানি। যথোক্তং ভরতমেবাধিকৃত্য নবমস্কন্ধে—"মৃগান্ শুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ সুবর্ণেন পরিষ্কৃতান্। অদাৎ কর্ম্মণি মষ্ণারে নিযুতানি চতুর্দ্দশে"তি। ততশ্চেয়ং বদ্ধসঙ্খ্যা শ্লোকেন সংগৃহ্যতে—চতুর্দ্দশানাং লক্ষাণাং সপ্তাধিকশতাংশকঃ। বদ্ধং চতুরশীত্যগ্রসহস্রাণি ত্রয়োদশে"তি। দিনে দিনে চ প্রতিগৃহ্যেতি ॥ ৯ ॥ আত্মসম্ভূতীঃ স্ববিভূতীঃ, মঙ্গলানি কপিলাদীনি ॥ ১০ ॥ নরলোকস্য বিভূষণরূপমাত্মানম স্বীয়ৈঃ পীতাম্বরকৌস্তভাদিভিঃ ॥ ১১ ॥ কামান্ অভিলষিতানর্থান্ ॥ ১২ ॥

সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্ স্রক্‌তাম্বূলানুলেপনৈঃ।
সুহৃদঃ প্রকৃতীর্দারানুপাযুঙ্‌ক্ত ততঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥
তাবৎ সূত উপানীয় স্যন্দনং পরমাদ্ভুতম্‌।
সুগ্রীবাদ্যৈর্হয়ৈর্যুক্তং প্রণম্যাবস্থিতোঽগ্রতঃ ॥ ১৪ ॥
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেস্তমথারুহৎ।
সাত্যক্যুদ্ধবসংযুক্তঃ পূর্ব্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ ॥ ১৫ ॥
ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ।
কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্ মনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—[অথঃ সঃ] (অনন্তর তিনি) অগ্রতঃ বিপ্রান্ (সমীপস্থ ব্রাহ্মণগণ), সুহৃদঃ (সুহৃদ্‌গণ), প্রকৃতীঃ (অমাত্যগণ) দারান্ [চ] (ও পত্নীগণকে) [যথাযোগ্যং] স্রক্‌তাম্বূলানুলেপনৈঃ সংবিভজ্য (যথাযোগ্যভাবে মাল্য, তাম্বূল ও অনুলেপন প্রদান করিয়া) ততঃ (তৎপরে) স্বয়ম্ উপাযুঙ্‌ক্ত (স্বয়ং উপভোগের নিমিত্ত ঐ সকল গ্রহণ করিলেন) ॥ ১৩ ॥

তাবৎ (সেই সময়ে) সূতঃ (সারথি) সুগ্রীবাদ্যৈঃ হয়ৈঃ যুক্তং (সুগ্রীব, শৈব্য, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারিটি অশ্বযুক্ত) পরমাদ্ভুতং স্যন্দনম্ (অত্যাশ্চর্য্য রথ) উপানীয় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়ন করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম করতঃ) অগ্রতঃ অবস্থিতঃ [অভূৎ] (তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিল ॥ ১৪ ॥

অথ (অনন্তর) [কৃষ্ণঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) পাণিনা (স্বীয় হস্তের দ্বারা) সারথেঃ পাণী (সারথির অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত) গৃহীত্বা (ধারণ করিয়া) ভাস্করঃ পূর্ব্বাদ্রিম্ ইব (সূর্য্যদেবের উদয়াচলে আরোহণের ন্যায়) সাত্যক্যুদ্ধব-সংযুক্তঃ [সন্] (সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত) তম্ আরুহৎ (সেই রথে আরোহণ করিলেন) ॥ ১৫ ॥

[ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) অন্তঃপুরস্ত্রীণাং (অন্তঃপুরবাসিনী রুক্মিণী প্রভৃতি পত্নীগণের) সব্রীড়প্রেম-বীক্ষিতৈঃ ঈক্ষিতঃ (সলজ্জ প্রেমাবলোকনে দৃষ্ট হইয়া) [ক্ষণং স্থিতঃ] (ক্ষণকাল অবস্থান করতঃ) [পুনঃ তাভিঃ এব বীক্ষিতৈঃ] (পুনরায় তাঁহাদিগেরই অবলোকনে) কৃচ্ছ্রাৎ বিসৃষ্টঃ (অতি কষ্টে প্রস্থানে অনুমোদিত হইয়া) জাতহাসঃ [সন্] (হাসিতে হাসিতে) [তাসাং] মনঃ হরন্ (তাঁহাদিগের মন হরণ করতঃ) নিরগাৎ (তথা হইতে নির্গত হইলেন) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি সমীপস্থ ব্রাহ্মণগণ, সুহৃদ্‌গণ, অমাত্যগণ ও পত্নীগণকে যথাযোগ্যভাবে মালা, তাম্বূল ও অনুলেপন প্রদান করিয়া তৎপরে স্বয়ং উপভোগের নিমিত্ত ঐ সকল গ্রহণ করিলেন ॥১৩॥ সেই সময়ে সারথি সুগ্রীব, শৈব্য, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারিটি অশ্বযোজিত অত্যাশ্চর্য্য রথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ সম্মুখে অবস্থান করিল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্তের দ্বারা সারথির অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ধারণ করতঃ সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত সূর্য্যদেবের উদয়াচলে আরোহণের ন্যায় সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন অন্তঃপুরবাসিনী রুক্মিণী প্রভৃতি পত্নীগণ সলজ্জ প্রেমাবলোকনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এই অবস্থায় তিনি তথায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন, পরে তাঁহাদিগেরই অবলোকনে অতি কষ্টে প্রস্থানের অনুমোদন পাইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগের মন হরণ করতঃ তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর—বিপ্রাদীন্ স্রগাদিভিঃ সংবিভজ্য তেভ্যস্তানি দত্ত্বেত্যর্থঃ উপাযুঙ্‌ক্ত ভোগার্থমগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং সর্ব্বৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ।
প্রাবিশদ্ যন্নিবিষ্টানাং ন সন্ত্যঙ্গ! ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥ ১৭ ॥
তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভু-র্ব্বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ ॥ ১৮ ॥
তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্! নানাহাস্যরসৈর্ব্বিভুম্।
উপতস্থুর্নটাচার্য্যা নর্ত্তক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্ ॥ ১৯ ॥
মৃদঙ্গ-বীণা-মুরজ-বেণু-তাল-দরস্বনৈঃ।
ননৃতুর্জ্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—[এবং বহুভ্যঃ গৃহেভ্যঃ] (এইরূপে বহুগৃহ হইতে) [বহুভিঃ রূপৈঃ] (বহু রূপে) [নির্গত্য অথ সঃ একঃ সন্। (নির্গত হইয়া পরে তিনি এক হইলেন এবং) সর্বৈঃ বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ [সন্] (যাদবগণে পরিবৃত হইয়া) সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং প্রাবিশৎ (সুধর্ম্মা নাম্নী সভায় প্রবেশ করিলেন)। অঙ্গ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।) যন্নিবিষ্টানাং (ঐ সভায় যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহাদের) ষট্ ঊর্ম্ময়ঃ ন সন্তি (শোক, মোহ, জরা মৃত্যু, ক্ষুধা, ও পিপাসা এই ছয় প্রকার দেহকর্ম্ম থাকে না) ॥ ১৭ ॥

বিভুঃ যদূত্তমঃ (বিভু যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ) তত্র (সেই সভায়) পরমাসনে উপবিষ্টঃ (শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট) নৃসিংহৈঃ যদুভিঃ বৃতঃ [চ সন্] (ও নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণে পরিবৃত হইয়া) দিবি (আকাশে) তারকাগণৈঃ [বৃতঃ] উড়ুরাজঃ যথা (তারকাগণবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায়) স্বভাসা (স্বীয় কান্তির দ্বারা) ককুভঃ অবভাসয়ন্ (দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া) বভৌ (শোভা পাইতে লাগিলেন) ॥ ১৮ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) [তদা] (তখন) তত্র (তথায়) উপমন্ত্রিণঃ (পরিহাসকগণ) নানাহাস্যরসৈঃ বিভুম্ উপতস্থুঃ (নানাবিধ হাস্যরসের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা অর্থাৎ সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিল), মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ (মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে) নটাচার্য্যাঃ নর্ত্তক্যঃ [চ] (নটশ্রেষ্ঠগণ ও নর্ত্তকীগণ) পৃথক্ (দলে দলে) তাণ্ডবৈঃ ননৃতুঃ জগুঃ [চ] (তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল ও গান করিতে লাগিল)। সূতমাগধবন্দিনঃ চ (এবং সূত, মাগধ, ও বন্দিগণ) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিল) ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বহু গৃহ হইতে বহুরূপে নির্গত হইয়া পরে এক হইলেন এবং যাদবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুধর্মা নাম্নী সভায় প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! ঐ সভায় যাঁহারা প্রবেশ করেন তাঁহাদের শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা এই ছয় প্রকার দেহধর্ম থাকে না ॥ ১৭ ॥ যদুশ্রেষ্ঠ বিভু শ্রীকৃষ্ণ সেই সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ও নরশ্রেষ্ঠ যাদবগণে পরিবৃত হইয়া আকাশে তারকাগণবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় স্বীয় কান্তির দ্বারা সকল দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তথায় তখন পরিহাসকগণ নানাবিধ হাস্যরসের

শ্রীধর—পাণী কৃতাঞ্জলী গৃহীত্বা ॥ ১৫ ॥ সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈরীক্ষিতঃ ক্ষণং স্থিতস্তাভিরেব বীক্ষিতৈঃ কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টো নিরগাদিতি ॥ ১৬ ॥ এবং সর্ব্বগৃহেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ নির্গত্য অনন্তরমেক এব সন্ সুধর্ম্মাং প্রাবিশৎ। যন্নিবিষ্টানাং যত্র প্রবিষ্টানাম্ ॥ ১৭ ॥ নৃসিংহৈর্নৃষু শ্রেষ্ঠৈর্যদুভির্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥

তত্রাহুর্ব্রাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ।
পূর্ব্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাঞ্চাকথয়ন্ কথাঃ ॥ ২ ॥
তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নাগতোঽপূর্ব্বদর্শনঃ।
বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতিহারৈঃ প্রবেশিতঃ ॥ ২২ ॥
স নমস্কৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ।
রাজ্ঞামাবেদয়দ্ দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয় তত্র আসীনাঃ (তথায় উপবিষ্ট) কেচিৎ ব্রহ্মবাদিনঃ ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবাদী কোন কোন ব্রাহ্মণ) [উভে ব্রহ্মণী] আহুঃ (শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের কথা বলিতে লাগিলেন), [কেচিৎ ব্রাহ্মণাঃ] চ (আর কোন কোন ব্রাহ্মণ) পুণ্যযশসাং (পুণ্যকীর্ত্তি) পূর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং (পূর্ব পূর্ব রাজগণের) কথাঃ অকথয়ন্ (কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন) ॥ ২১ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অথ] (অনন্তর) তত্র (সেই সভামণ্ডপের দ্বারে) অপূর্বদর্শনঃ একঃ পুরুষঃ আগতঃ (এক অদৃষ্টপূর্ব লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন)। প্রতীহারৈঃ (দ্বারপালগণ) [সঃ] ভগবতে বিজ্ঞাপিতঃ (তাঁহার কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে) [তত্র] প্রবেশিতঃ (তাঁহাকে সভামধ্যে লইয়া আসিল) ২২ ॥

সঃ (ঐ দূত) পরেশায় কৃষ্ণায় নমস্কৃত্য (পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] (কৃতাঞ্জলি হইয়া) রাজ্ঞাং (রাজগণের) জরাসন্ধনিরোধজং দুঃখম্ (জরাসন্ধ অবরুদ্ধ করিয়া রাখায় যে দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা) আবেদয়ৎ (নিবেদন করিলেন) ॥ ২৩ ॥

দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ সম্পাদন করিতে লাগিল। মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজ, বেণু, করতাল ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নটাচার্যগণ ও নর্ত্তকীগণ দলে দলে তাণ্ডব নৃত্য ও গান করিতে লাগিল এবং সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তব করিতে লাগিল ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—তথায় উপবিষ্ট ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ শব্দব্রহ্ম, ও পরব্রহ্মের কথা বলিতে লাগিলেন এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ, পুণ্যকীর্ত্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর সেই সভামণ্ডপের দ্বারে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দ্বারপালগণ তাঁহার কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে সেই দূতকে সভা মধ্যে লইয়া আসিল ॥ ২২ ॥ তখন ঐ দূত পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া জরাসন্ধ রাজগণকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখায় তাঁহাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে, তাঁহাদের সেই দুঃখের কথা তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—উপমন্ত্রিণঃ পরিহাসকাঃ পৃথক্ পৃথক্ স্বস্বসমুদায়ৈঃ ॥ ১৯ ॥ মৃদঙ্গাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ। দরঃ শঙ্খঃ সূতাদয়স্তুষ্টুবুঃ ॥ ২০ ॥ ব্রাহ্মণা ব্রহ্ম বেদমাহুঃ মন্ত্রান্ ব্যাচক্ষত ইত্যর্থঃ। বাদিনো বদনচতুরাঃ ॥ ২১-২৩ ॥

যে চ দিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ।
প্রসহ্য রুদ্ধাস্তেনাসন্নযুতে দ্বে গিরিব্রজে ॥ ২৪ ॥

রাজান উচুঃ

কৃষ্ণ! কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্! প্রপন্নভয়ভঞ্জন!
বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ॥ ২৫ ॥

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ কর্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ॥ ২৬॥

অন্বয়—তস্য দিগ্‌বিজয়ে (জরাসন্ধের দিগ্‌বিজয় কালে) যে চ নৃপাঃ (সে সকল রাজা) সন্নতিং ন যযুঃ (তাঁহার নিকটে অবনত হয় নাই), তেন (জরাসন্ধকর্ত্তৃক) [তাদৃশাঃ যে] দ্বে অযুতে [নৃপাঃ] (তাদৃশ যে বিশ হাজার রাজা) প্রসহ্য (বলপূর্ব্বক) গিরিব্রজে রুদ্ধাঃ আসন্ (গিরিব্রজ নামক দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন), [সঃ তেষাং দুঃখম্ আবেদয়ৎ] (ঐ দূত সেই সকল রাজার দুঃখ নিবেদন করিলেন) ॥ ২৪ ॥

[তিনি কহিলেন]—রাজানঃ উচুঃ (রাজগণ বলিয়াছেন) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! অর্থাৎ হে সদানন্দ!) অপ্রমেয়াত্মন্! (হে অপরিসীম পরমাত্মন্!) প্রপন্নভয়ভঞ্জন! (হে শরণাগত জনগণের সংসার ভয় ভঞ্জন!) পৃথগ্ধিয়ঃ বয়ং (ভেদদর্শী আমরা) ভবভীতাঃ [সন্তঃ] (সংসার ভয়ে ভীত হইয়া) ত্বাং শরণং যামঃ (আপনার শরণাপন্ন হইলাম) ॥ ২৫ ॥

[হে ভগবন্!] অয়ং লোকঃ (এই লোক সকল) [যাবৎ] (পর্য্যন্ত) বিকর্ম্মনিরতঃ [সন্] (কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া) ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে (গীতা ও পঞ্চরাত্রাদিতে আপনা কর্ত্তৃক উক্ত আপনার আরাধনারূপ) কুশলে স্বে কর্ম্মণি (মুক্তিপ্রদ স্বধর্ম্মে) প্রমত্তঃ [ভবতি] (অনবহিত হয়) তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) ইহ (এই জগতে) বলবান্ যঃ (বলবান্ যে কালাত্মা) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) অস্য (এই লোক সকলের) জীবিতাশাং ছিনত্তি (জীবিতাশা ছেদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে নিপাতিত করেন), তস্মৈ অনিমিষায় [তুভ্যং] নমঃ অস্তু (সেই কালাত্মা আপনাকে নমস্কার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—জরাসন্ধের দিগ্বিজয়কালে যে সকল রাজা তাঁহার নিকটে অবনত হন নাই, জরাসন্ধ বলপূর্ব্বক তাদৃশ বিশ হাজার রাজাকে গিরিব্রজ নামক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে দূত সেই সকল রাজার দুঃখ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করিলেন ॥ ২৪ ॥ তিনি কহিলেন, রাজগণ বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে অপরিসীম পরমাত্মন্! হে শরণাগত জনগণের সংসারভয়ভঞ্জন! আমরা ভেদদর্শী, এক্ষণে আমরা সংসারভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৫ ॥ হে ভগবন্! এই লোকসমূহ যে পর্য্যন্ত কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিরত থাকিয়া গীতা ও পঞ্চরাত্রাদিতে আপনাকর্ত্তৃক উক্ত আপনার আরাধনারূপ মুক্তিপ্রদ স্বধর্ম্মে অনবহিত থাকে, সেই পর্য্যন্ত এই জগতে বলবান্ যে কালাত্মা তৎক্ষণাৎ লোকসমূহের জীবিতাশা ছেদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে নিপাতিত করিয়া থাকেন, সেই কালাত্মা আপনাকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—গিরিব্রজে তৎসংজ্ঞকে দুর্গে যে রুদ্ধা আসন্, তেষাঞ্চ দুঃখমাবেদয়ৎ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

লোকে ভবান্ জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ।
কশ্চিত্ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ! কিংবা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদ্মঃ॥ ২৭॥

স্বপ্নায়িতং নৃপসুখং পরতন্ত্রমীশ! শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ।
হিত্বা তদাত্মনি সুখং ত্বদনীহলভ্যং ক্লিশ্যামহেঽতিকৃপণাস্তব মায়য়েহ॥ ২৮॥

অন্বয়—[লোকের এই অবস্থা; আমরা আপনার ভক্ত হইয়াও এমন দুঃখ পাইতেছি, ইহা বিচিত্র] ঈশ (হে জগদীশ্বর)! ভবান্ জগদিনঃ (আপনি জগতের ঈশ্বর) সদ্রক্ষণায় (সজ্জনের রক্ষার্থ) খলনিগ্রহণায় চ (এবং দুষ্টের দণ্ডবিধানের জন্য) কলয়া (আপনার অংশ বলরামের সহিত) অবতীর্ণঃ লোকে (পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন) [তর্হি] (তবে) [কিম্] (কীরূপে) অন্যঃ কশ্চিৎ (জরাসন্ধ প্রভৃতি কেহ কেহ) ত্বদীয়ং নিদেশম্ (আপনার বিধানও) অতিযাতি (লঙ্ঘন করিতেছে) কিংবা (আবার) জনঃ (আপনার দ্বারা রক্ষিত লোকে ও) স্বকৃতম্ ঋচ্ছতি (নিজ কর্মজনিত ফল অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করিতেছে) তৎ ন বিদ্মঃ (তাহা বুঝিতে পারিতেছি না) [এই উভয়ই অসঙ্গত মনে হয়]॥ ২৭॥

[জরাসন্ধ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমরা যে ক্লেশ পাইতেছি, তাহাও আমাদের কর্মফলই।] ঈশ! (হে পরমেশ্বর!) [বয়ং] (আমরা) শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন [দেহেন] (যাহার নিমিত্ত সতত ভয় সমুপস্থিত হয়; তাদৃশ মৃততুল্য দেহের দ্বারা) ধুরং বহামঃ (গৃহ-পুত্র কলত্রাদির চিন্তাভাব বহন করিতেছি)। তৎ নৃপসুখং (রাজগণের যে সুখ, তাহা) স্বপ্নায়িতং (স্বপ্নসুখের ন্যায় অনিত্য) পরতন্ত্রং চ (এবং অনাত্মভূত দেহ ও গৃহাদিবিষয়ক); [অতএব ঐ রাজসুখও আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় নহে।] ত্বৎ অনীহলভ্যং (আপনার নিকট হইতে নিষ্কাম ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিয়া থাকেন, সেই) আত্মনি সুখং (ধ্যানানন্দ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) [বয়ং] (আমরা) তব মায়য়া (আপনার শব্দাদি বিষয়রূপ মায়ায়) অতিকৃপণাঃ [সন্তঃ] (বিমোহিত হইয়া) ক্লিশ্যামহে (এই স্থানে ক্লেশ পাইতেছি)। [এক্ষণে আমরা আপনার ধ্যানানন্দ লাভের প্রার্থী]॥ ২৮॥

অনুবাদ—হে ঈশ্বর! আপনি জগতের প্রভু—সজ্জনের রক্ষা এবং দুর্জনের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত, আপনার অংশ বলরামের সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। [তবে এইরূপ ঘটে কেন?] কেহ কেহ (জরাসন্ধ প্রভৃতি) আপনার বিধান লঙ্ঘন করিতেছে [অথচ দণ্ড পাইতেছে না] এবং অন্য লোকে (অর্থাৎ আমরা) আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়াও নিজ কর্মজনিত দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না [এই উভয়ই অসঙ্গত মনে হয়]॥ ২৭॥

শ্রীধর—কৃষ্ণ! কৃষ্ণেতি ষট্শ্লোকী রাজ্ঞাং বিজ্ঞপ্তিঃ। তত্র প্রথমেন শরণাশ্রয়ণং ত্রিভির্ভয়ানুবাদো দ্বাভ্যাং প্রার্থনমিতি॥ ২৫॥ পৃথগ্দর্শিনো লোকস্য ভবভয়ং বিবৃণ্বন্তো নমন্তি—লোক ইতি। বিকর্ম নিষিদ্ধং কাম্যঞ্চ তস্মিন্ নিতরাং রতঃ, স্বে কুশলে ধর্মে ভবতোঽর্চনে ত্বয়া উদিতে উক্তে পঞ্চরাত্রে সামান্যতশ্চ গীতাসু "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ মদর্পণম্" ইতি। প্রমত্তোঽনবহিতো যাবদয়ং লোকস্তাবদেবাস্য লোকস্য যঃ সদ্যো জীবিতাশাং ছিনত্তি; তস্মৈ তুভ্যম্ অনিমিষায় কালাত্মনে নম ইতি॥ ২৭॥

তন্নো ভবান্‌ প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মো বদ্ধান্‌ বিযুঙ্‌ক্ষ্ব মগধাহ্বয়কর্ম্মপাশাৎ।
যো ভূভুজোঽযুতমতঙ্গজবীর্য্যমেকো বিভ্রদ্‌ রুরোধ ভবনে মৃগরাড়িবাবীঃ ॥ ২৯ ॥
যো বৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্তচক্র! ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্য্যম্‌।
জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদূঢ়দর্পো যুষ্মৎপ্রজা রুজতি নোঽজিত! তদ্বিধেহি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—তৎ (অতএব) প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মঃ (যাঁহার চরণযুগল প্রণতজনগণের ক্লেশ হরণ করে তাদৃশ) ভবান্‌ (আপনি) [তথাভূতান্‌] বদ্ধান্‌ নঃ (ধ্যানানন্দকামী অবরুদ্ধ আমাদিগকে) মগধাহ্বয়কর্ম্মপাশাৎ (জরাসন্ধ নামক কর্ম্মপাশ হইতে) বিযুঙ্‌ক্ষ্ব (মোচন করুন)। যঃ একঃ (ঐ জরাসন্ধ একাকী) অযুতমতঙ্গজবীর্য্যং বিভ্রৎ [সন্‌] (দশ হাজার হস্তীর বল ধারণ করতঃ) মৃগরাট্‌ অবীঃ ইব (পশুরাজ সিংহ যেমন মেষগণকে নিজের গুহায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ) ভূভুজঃ (বহু রাজাকে) ভবনে রুরোধ (নিজের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে) ॥ ২৯ ॥

উদাত্তচক্র! (হে উদ্যত সুদর্শনচক্রধারিন্‌!) যঃ বৈ (জরাসন্ধ) দ্বিনবকৃত্বঃ (অষ্টাদশ বার) [ত্বয়া সহ] (আপনার সহিত) মৃধে [প্রবৃত্তে সতি] (যুদ্ধ আরম্ভ হইলে) [সপ্তদশকৃত্বঃ] (সপ্তদশ বার) ত্বয়া খলু ভগ্নঃ (আপনাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে এবং) [পশ্চাৎ] (পরে) অনন্তবীর্য্যম্‌ [অপি] নৃলোকনিরতং ভবন্তং (আপনি অপরিমিত বলশালী হইলেও পলায়নের দ্বারা মনুষ্যলোকের কোনও কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে) সকৃৎ জিত্বা (একবারমাত্র জয় করিয়া) ঊঢদর্পঃ [সন্‌] (অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া) যুষ্মৎপ্রজাঃ নঃ (আপনার প্রজা আমাদিগকে) রুজতি (উৎপীড়ন করিতেছে), অজিত! (হে অজিত!) [অত্র যৎ যুক্তং] (এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য) তৎ [ত্বং] বিধেহি (তাহা আপনি সম্পাদন করুন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ! জরাসন্ধ আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমরা যে ক্লেশ পাইতেছি, তাহাও আমাদিগের কর্ম্মফলেই। যাহার নিমিত্ত সতত ভয় সমুপস্থিত হয়, আমরা তাদৃশ মৃত তুল্য দেহের দ্বারা গৃহ, পুত্র ও কলত্রাদির চিন্তাভার বহন করিতেছি। রাজার যে সুখ, তাহা স্বপ্নসুখের ন্যায় অনিত্য এবং অনাত্মভূত দেহ-গৃহাদিবিষয়ক; সুতরাং ঐ রাজসুখও আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় নহে। আপনার নিকট হইতে নিষ্কাম ভক্তগণ যাহা লাভ করিয়া থাকেন, আমরা সেই ধ্যানানন্দ পরিত্যাগ করিয়া আপনার শব্দাদি বিষয়রূপ মায়ায় বিমোহিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছি। এক্ষণে আমরা আপনার ধ্যানানন্দ-লাভের প্রার্থী ॥ ২৮ ॥ আপনার চরণযুগল প্রণতজনগণের ক্লেশ হরণ করে; অতএব আপনি আপনার ধ্যানানন্দকামী অবরুদ্ধ আমাদিগকে, জরাসন্ধ নামক, কর্ম্মপাশ হইতে মোচন করুন। জরাসন্ধ একাকী দশ হাজার হস্তীর বল ধারণ করে; পশুরাজ সিংহ যেমন মেষগণকে নিজের গুহায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ সে বহু রাজাকে নিজের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ২৯ ॥ হে উদ্যত সুদর্শনচক্রধারিন্‌! জরাসন্ধ আপনার সহিত অষ্টাদশবার যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সপ্তদশবার আপনাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে; আপনি অপরিমিত বলশালী হইলেও পলায়ন করিয়া মনুষ্যলোকের কোনও কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া পরে সে একবার আপনাকে জয় করিয়াছে এবং তাহাতে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া আপনার প্রজা আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। হে অজিত! এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি করুন ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—সেয়ং লোকস্য গতিঃ, বয়ন্তু ত্বদ্ভক্তাঃ অতোঽস্মাকং কুতঃ এতৎ দুঃখমাপন্নমিত্যাশ্চর্য্যেণাহুঃ—লোক ইতি। ভো ঈশ! জগত ইনঃ ঈশ্বরঃ। ত্বয়ি সদ্রক্ষণার্থম্‌ অবতীর্ণেঽপি চেদস্মাকং দুঃখম্‌, স্যাৎ, তর্হি কিমন্যঃ কশ্চিৎ জরাসন্ধাদিস্তদাজ্ঞামপি লঙ্ঘয়তি। কিংবা বা ত্বয়া রক্ষ্যমাণোঽপি জনঃ স্বকর্ম্মজং দুঃখং প্রাপ্নোত্যেবেতি ন বিদ্মঃ ন চৈতদুভয়মপি যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

দূত উবাচ

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।

প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

রাজদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ।

বিভ্রৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্ যথা রবিঃ ॥ ৩২ ॥

তং দৃষ্ট্বা ভগবান কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।

ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্যঃ সানুগো মুদা ॥ ৩৩ ।

অন্বয় – দূতঃ উবাচ (এইরূপে রাজগণের কথা জানাইয়া ঐ দূত কহিলেন) [হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ।] মাগধ সংরুদ্ধাঃ [রাজানঃ] (জরাসন্ধকর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ) ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ [সন্তঃ।] (আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া) ইতি (পূর্বোক্তরূপে) তে পাদমূলং প্রপন্নাঃ (আপনার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন)। [ত্বম্ তেষাং] দীনানাং [রাজ্ঞাং] (আপনি সেই দীন রাজগণের) শং বিধীয়তাম্ (মঙ্গল বিধান করুন) ॥ ৩১ ॥

শ্রী শুক উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] রাজদূতে এবং ব্রুবতি [সতি] (রাজদূত এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে) পিঙ্গজটাভারং বিভ্রৎ (পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটধারী) পরমদ্যুতিঃ (অত্যুজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট) দেবর্ষিঃ (দেবর্ষি নারদ) রবিঃ যথা (সূর্যের ন্যায়) [তত্র] প্রাদুরাসীৎ (তথায় আবির্ভূত হইলেন) ॥ ৩২ ॥

সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ (যিনি সর্বলোকের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তং দৃষ্ট্বা (তাঁহাকে দর্শন করিয়া) সসভ্যঃ সানুগঃ (সভ্যগণ ও অনুচরগণের সহিত) উত্থিতঃ [সন] (উত্থিত হইয়া) [লোকশিক্ষার নিমিত্ত] মুদা (সানন্দে, শীর্ষ্ণা ববন্দ (অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে রাজগণের কথা জানাইয়া ঐ দূত কহিলেন—হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ! জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণ আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া পূর্বোক্তরূপে আপনার পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন; আপনি সেই দীন রাজগণের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৩১ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজদূত এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটধারী অত্যুজ্জ্বলকান্তি দেবর্ষি নারদ সূর্যের ন্যায় তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩২ ॥ যিনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সভ্যগণ ও অনুচরগণের সহিত উত্থিত হইলেন এবং (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) সানন্দে অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর—কিং দুঃখং? তদাহুঃ—স্বপ্নায়িতমিতি। স্বপ্নবৎ জাতং নৃপসুখং নৃপোচিতং সুখং, যতঃ পরতন্ত্রং বিষয়সাধ্যম্, কিঞ্চ সম্প্রতি শশ্বৎ ভয়ং যস্মিন্ তেন মৃতকতুল্যেন শরীরেণ ধুরং পুত্রদারাদিচিন্তাং কেবলং বহামঃ। অহো কষ্টং নঃ, যে বয়মিতঃ পূর্বমেব নিষ্কামাঃ সন্তস্ত্বাং নাশ্রিতা ইত্যাহুঃ—হিত্বেতি। ত্বং ত্বত্তো যদনীহৈর্নিষ্কামৈর্লভ্যাম্ আত্মনি স্বতঃসিদ্ধং সুখং তদ্ধিত্বা ক্লিশ্যাম ইতি ॥ ২৮ ॥ ত্বন্মায়াকৃতং কর্ম্মবন্ধং ত্বমেব নিবর্ত্তয়েতি প্রার্থয়ন্তে—তন্ন ইতি। বিমুঙ্ক্ষ্ব বিমোচয়। মগধো জরাসন্ধস্তৎসংজ্ঞকাৎ কর্ম্মপাশাৎ। ভবন্তিরেব বিক্রম্য ততো নির্গম্যতামিতি চেত্তত্রাহুঃ—য ইতি। য এক এবাযুতমতঙ্গজানাং বীর্য্যং বিভ্রৎ সন্ স্বভবনে ভূভুজোঽস্মান্ রুরোধ, সিংহো মেষীরিব ॥ ২৯ ॥ কিঞ্চ যুষ্মদীয়া বয়মিত্যস্মান্ অধিকং বাধত ইত্যাহুঃ—যো বা ইতি। হে উদাত্তচক্র। উদ্যতসুদর্শন। যো বৈ দ্বিনবকৃত্বোঽষ্টাদশবারান্ ত্বয়া সহ যুধে বর্ত্তমানে তত্র সপ্তদশকৃত্বস্ত্বয়া খলু ভগ্নঃ পরাজিতঃ পশ্চাদনন্তবীর্য্যমপি নৃলোকে নিরতং নরশরীরবিনোদং ভবন্তং সকৃজ্জিত্বা উচ্চদর্পঃ প্রাপ্তগর্বো যুষ্মৎপ্রজা নো রুজতি পীড়য়তি, তং তত্র যদ্ যুক্তং তদ্বিধেহীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহম্।
বভাষে সুনৃতৈর্ব্বাক্যৈঃ শ্রদ্ধয়া তর্পয়ন্ মুনিম্ ॥ ৩৪ ॥
অপিস্বিদদ্য লোকানাং ত্রয়াণামকুতোভয়ম্।
ননু ভূয়ান্ ভগবতো লোকান্ পর্যটতো গুণঃ ॥ ৩৫ ॥
ন হি তেঽবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেষ্বীশ্বরকর্ত্তৃষু।
অথ পৃচ্ছামহে যুষ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৬ ॥
দৃষ্টা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া মায়া বিভো। বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ।
ভূতেষু ভূমংশ্চরতঃ স্বশক্তিভি-র্ব্বহ্নেরিব ছন্নরুচো ন মেঽদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—[ততঃ কৃষ্ণঃ] (তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) কৃতাসনপরিগ্রহং মুনিং (দেবর্ষি আসন গ্রহণ ক'রলে পরে তাঁহাকে) শ্রদ্ধয়া বিধিবৎ সভাজয়িত্বা (শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি পূজা করিয়া) তর্পয়ন্ (সন্তুষ্ট করতঃ) সুনৃতৈঃ বাক্যৈঃ বভাষে (প্রিয়বাক্যে কহিলেন) ॥ ৩৪ ॥

[হে ব্রহ্মন্ !] অদ্য (এক্ষণে) ত্রয়াণাং লোকানাং (ত্রিলোকের) অকুতোভয়ম্ অপিস্বিৎ ? (কোন কিছু হইতে ভয় নাই ত ?) ননু (নিশ্চয়ই) লোকান্ পর্যটতঃ (লোকসমূহের পর্যটনকারী) ভগবতঃ (আপনার নিকট হইতে) [অস্মাকং] (আমাদিগের) ভূয়ান্ গুণো [ভবতি] (পরম লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ আপনার নিকট হইতে আমরা সর্বলোকের সংবাদ জানিতে পারি) ॥ ৩৫ ॥

[হে ব্রহ্মন্ !] ঈশ্বরকর্ত্তৃষু লোকেষু (ঈশ্বরসৃষ্ট ভুবনসমূহে) তে (আপনার) কিঞ্চিৎ অবিদিতং ন হি [অস্তি] (কিছুই অবিদিত নাই), অথ (অতএব) পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতং (পাণ্ডবগণের অভিলষিত কার্য কি, তাহা) যুষ্মান (আপনাকে) পৃচ্ছামহে (জিজ্ঞাসা করিতেছি) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ (দেবর্ষি নারদ বলিলেন) ভূমন্ ! (হে সর্বব্যাপিন্ !) বহুশঃ দুরত্যয়া তে মায়া (বহু প্রকারে দুরতিক্রমণীয়া আপনার মায়া) [কৃপাদৃষ্ট্যা] (আপনার কৃপাদৃষ্টিতে) ময়া দৃষ্টা (আমি অনুভব করিয়াছি), [অতঃ] (অতএব) বিভো ! (হে বিভো !) বিশ্বসৃজঃ চ মায়িনঃ [তে] (বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মারও নিয়ন্তা আপনার) [দাসে ময়ি বিধিবৎ অর্চ্চনং] (দাস আমার প্রতি যথাবিধি অর্চ্চনা) ছন্নরুচঃ বহ্নেঃ ইব এবং প্রচ্ছন্ন প্রকাশ অগ্নির ন্যায়) স্বশক্তিভিঃ (জ্ঞানাদি নিজশক্তিসমূহের দ্বারা) ভূতেষু চরতঃ [তে] (সর্বভূতে বিচরণকারী সাক্ষাৎ সর্বদ্রষ্টা আপনার) [প্রশ্নঃ চ] (প্রশ্ন করা) ন মে অদ্ভুতম্ (আমার নিকটে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তৎপরে দেবর্ষি নারদ আসন গ্রহণ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করতঃ প্রিয়বাক্যে কহিলেন ॥৩৪॥ হে ব্রহ্মন্ ! এক্ষণে ত্রিলোকের কোন কিছু হইতে ভয় নাই ত ? আপনি লোকসমূহে পর্যটন করিয়া থাকেন ; আপনার নিকট হইতে আমরা যে সর্বলোকের সংবাদ জানিতে পারি, নিশ্চয়ই ইহা আমাদিগের পরম লাভ ॥ ৩৫ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! ঈশ্বরসৃষ্ট ভুবনসমূহে আপনার কিছুই অবিদিত নাই ; অতএব আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—পাণ্ডবগণ এক্ষণে কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ? ॥ ৩৬ ॥ দেবর্ষি নারদ বলিলেন—হে সর্বব্যাপিন্ ! বহু প্রকারে দুরতিক্রমণীয়া আপনার মায়া আপনারই কৃপাদৃষ্টিতে আমি পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছি ; অতএব হে বিভো !

শ্রীধর—দূত আহ—ইতীতি ॥ ৩১—৩৪ ॥

তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে ॥ ৩৮ ॥
জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃপ্রদীপকং প্রাজ্বালয়ৎ ত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৯ ॥
অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্মন্! নরলোকবিড়ম্বনম্।
রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—বিদ্যমানাত্মতয়া (প্রতীয়মান বস্তুসমূহের কারণরূপে) যৎ অবভাসতে (যে বিশ্ব প্রতীত হইয়া থাকে)। [যে বিশ্বকে স্বরূপতঃ কেহ জানিতে পারে না] [তৎ] ইদং [বিশ্বং] (তাদৃশ এই বিশ্ব) স্বমায়য়া সৃজতঃ নিযচ্ছতঃ [চ] (স্বীয় শক্তির দ্বারা সৃজনকারী ও সংহারকারী তব (আপনার) ঈহিতং (অভিপ্রায়) সাধু বেদিতুং (সম্যক্ জানিতে) কঃ অর্হতি? (কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়?) [অতঃ] (অতএব) স্ববিলক্ষণাত্মনে (জীব হইতে ভিন্ন স্বরূপ) তস্মৈ তে নমঃ (তাদৃশ আপনাকে নমস্কার) ॥ ৩৮ ॥

[ভগবন্! ত্বাং ত্বদীহিতং ত্বৎকৃতং বিশ্বং চ] ন জানতঃ (হে ভগবন্! আপনাকে, আপনার অভিপ্রায়কে এবং আপনাকর্তৃক সৃষ্ট বিশ্বকে যে জানে না), সংসরতঃ (সুতরাং জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারে যে পতিত তাদৃশ) জীবস্য (জীবের) অনর্থবহাৎ শরীরতঃ (জন্মবীজরূপ অনর্থ বহনকারী শরীর হইতে) বিমোক্ষণং (মুক্তি প্রদান করে, এইরূপ) স্বযশঃপ্রদীপকং (স্বীয় যশঃ প্রদীপ) যঃ (যিনি) লীলাবতারৈঃ (লীলাবতারসমূহের দ্বারা) প্রাজ্বালয়ৎ (প্রজ্বালিত করিয়াছেন), অহং (আমি) তং ত্বা (তাদৃশ আপনার) প্রপদ্যে (শরণাপন্ন হইলাম) ॥ ৩৯ ॥

অথাপি (যদ্যপি আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তাহা হইলেও) ব্রহ্মন্! (হে পরমাত্মন্!) নরলোকবিড়ম্বনং [ত্বাং] (নরলোকের অনুকরণকারী আপনাকে) পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য রাজ্ঞঃ (আপনার পিতৃভগিনীর অর্থাৎ পিসীমার পুত্র ও ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের) চিকীর্ষিতম্ আশ্রাবয়ে (অভিলষিত কার্য্য কি তাহা শ্রবণ করাইতেছি) ॥ ৪০ ॥

আপনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মারও নিয়ন্তা; তথাপি দাস আমার যে যথাবিধি অর্চ্চনা আপনি করিলেন এবং আপনি প্রচ্ছন্নপ্রকাশ অগ্নির ন্যায় জ্ঞানাদি স্বীয় শক্তিসমূহের দ্বারা সর্ব্বভূতে বিচরণ করিয়া থাকেন, তথাপি সর্ব্বদ্রষ্টা আপনি যে আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনার ঐ অর্চ্চনা ও প্রশ্ন আমার নিকটে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—প্রতীয়মান বস্তুসমূহের কারণরূপে যে বিশ্ব প্রতীত হইয়া থাকে, যে বিশ্বকে স্বরূপতঃ কেহ জানিতে পারে না, আপনি স্বীয় শক্তির দ্বারা তাদৃশ বিশ্বের সৃজন ও সংহার করিয়া থাকেন; এতাদৃশ আপনার অভিপ্রায় সম্যক্ জানিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? অতএব জীব হইতে ভিন্নস্বরূপ তাদৃশ আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৮ ॥ হে ভগবন্! আপনাকে, আপনার অভিপ্রায়কে এবং আপনা কর্ত্তৃক সৃষ্ট বিশ্বকে জীব জানিতে পারে না; সুতরাং সে জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারে পতিত হয়। জীবশরীর পুনঃ পুনঃ জন্মের বীজরূপ অনর্থ বহন করে, জীবের তাদৃশ শরীর হইতে মুক্তি প্রদান করে এইরূপ স্বীয় যশঃপ্রদীপ যিনি লীলাবতারসমূহের দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়াছেন, আমি তাদৃশ আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩৯ ॥ যদিও আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তাহা হইলেও হে পরমাত্মন্! নরলোকের অনুকরণকারী আপনাকে আমি আপনার ভক্ত ও পিতৃভগিনীর পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিলষিত কার্য্য কি, তাহা শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—ভূয়ান্ মহান্ গুণো লাভোঽয়মস্মাকং যৎ সর্বলোকবৃত্তান্তজ্ঞানমিতি ॥৩৫॥ ঈশ্বরঃ কর্ত্তা যেষাং তেষু ॥৩৬॥

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।
পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ভবাননুমোদতাম্ ॥ ৪১ ॥
তস্মিন্ দেব! ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ।
দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ ॥ ৪২ ॥
শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ।
তব ব্রহ্মময়স্যেশ! কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—পাণ্ডবঃ নৃপতিঃ (পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির) পারমেষ্ঠ্যকামঃ [সন্] (আপনার প্রাপ্তি কামনায়) মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন (যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের দ্বারা) ত্বাং যক্ষ্যতি (আপনাকে অর্চনা করিবেন) ভবান্ (আপনি) তৎ অনুমোদতাম্ (তাহা অনুমোদন করুন) ॥ ৪১ ॥

দেব! (হে দেব!) তস্মিন্ ক্রতুবরে [রাজসূয়ে] (সেই যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ে) ভবন্তং বৈ (আপনাকেই) দিদৃক্ষবঃ (দর্শন করিবার ইচ্ছায়) সুরাদয়ঃ (দেবতা প্রভৃতি) যশস্বিনঃ রাজানঃ চ (ও যশস্বী রাজগণ) সমেষ্যন্তি (সমাগত হইবেন) ৪২ ॥

ঈশ! (হে পরমেশ্বর!) ব্রহ্মময়স্য [জনস্য] (ব্রহ্মময় পুরুষের) নামগুণাদীনাং শ্রবণাৎ কীর্তনাৎ ধ্যানাৎ (নাম গুণাদি শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যানের ফলে) অন্তেবসায়িনঃ [অপি] (চণ্ডালগণও) পূয়ন্তে (পবিত্র হয়), [সাক্ষাৎ] তব [এব] (সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম আপনারই) ঈক্ষাভিমর্শিনঃ (দর্শন ও স্পর্শন করিয়া) সুরাদয়ঃ পূয়ন্তে ইতি কিমুত [বক্তব্যম্?] (দেবতা প্রভৃতি যে পবিত্র হন, তাহাতে আর বক্তব্য কি?) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার প্রাপ্তিকামনায় যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের দ্বারা আপনাকে অর্চনা করিবেন, আপনি তাহা অনুমোদন করুন। ৪১ ॥ হে দেব! সেই যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ে আপনাকেই দর্শন করিবার ইচ্ছায় দেবতা প্রভৃতি এবং যশস্বী রাজগণ আগমন করিবেন ॥ ৪২ ॥ হে পরমেশ্বর! ব্রহ্মময় পুরুষের নামগুণাদি শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যানের ফলে চণ্ডালগণও পবিত্র হইয়া থাকে, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম আপনারই দর্শন ও স্পর্শন করিয়া দেবতা প্রভৃতি যে পবিত্র হন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর—এবমবিদুষেব সর্বজ্ঞেন জরাসন্ধবধার্থমেব পাণ্ডবচিকীর্ষিতং পৃষ্টো নারদো মায়েয়মিতি জ্ঞাত্বাহ—দৃষ্ট ইতি ত্রিভিঃ। বিশ্বসৃজশ্চ ব্রহ্মণোঽপি মায়য়া মোহকস্য তে স্বশক্তিভির্বিদ্যাভির্ভূতেষু অন্তর্যামিতয়া চরতো বর্তমানস্য, যদ্যহং ভূতেষু বর্তে, তর্হি ভূতানি কিমিতি মাং ন পশ্যন্তি? তত্রাহ—বহ্নেরিব ছন্নরুচ ইতি। স্বশক্তিভিরেব ছন্না রুক্ প্রকাশো যস্য তস্য। অতস্তবেদং প্রশ্নাদ ন মেঽদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥ ইদং জগৎ কথম্ভূতম্? অসদেব যৎ তব মায়য়া বিদ্যমানাত্মতয়া অবভাসতে তজ্জগৎ সৃজতঃ, কিন্তু কেবলং তুভ্যং নমনমেব শক্যমিত্যাহ—তস্মৈ নম ইতি। কুতঃ? স্বেন রূপেণ সর্বতো বিলক্ষণাত্মনে অচিন্ত্যায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ নন্বেবন্তর্হ্যস্য কিং মায়াচেষ্টিতৈরিত্যত আহ—জীবস্যেতি। অবিদ্যাতমসাবৃতত্বেন অনর্থপ্রাপকাৎ শরীরাৎ সংসরতঃ, তেনৈব তমসা তস্মাচ্ছরীরাদ্বিমোক্ষোপায়ম্ অজানতঃ। প্রাজ্বালয়ৎ প্রদীপিতবান্, তং ত্বা ত্বাম্ যশঃশ্রবণাদিভির্জীবস্য মোক্ষার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ আশ্রাবয়ে শ্রাবয়িষ্যামি, নরলোকবিড়ম্বনং ব্রহ্ম ত্বাং, ব্রহ্মন্নিতি পাঠেঽপি হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মন্! নরলোকানুকারিণং ত্বাং শ্রাবয়িষ্যামিতি ॥ ৪০-৪১ ॥ ন চাত্রে বাঙ্মোদনং কার্যং কিন্তু তত্রাগন্তব্যমিত্যাশয়েনাহ—তস্মিন্নিতি ॥ ৪২ ॥

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল! দিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্॥ ৪৪॥

শ্রীশুক উবাচ

তত্র তেষ্বাত্মপক্ষেষ্বগৃহ্ণৎসু বিজিগীষয়া।
বাচপেশৈঃ স্ময়ন্ ভৃত্যমুদ্ধবং প্রাহ কেশবঃ॥ ৪৫॥

অন্বয়—ভুবনমঙ্গল! (হে ভুবনমঙ্গল!) দিবি ভূমৌ রসায়াং চ (স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে (বিস্তৃত) দিগ্বিতানং (এবং চন্দ্রাতপের ন্যায় দিক্‌সমূহের সন্তাপহর ও শান্তিকর) যস্য তে (আপনার) অমলং যশঃ (নির্ম্মল যশ) বিশ্বং পুনাতি (বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে), [তথা] (সেইরূপ) দিবি মন্দাকিনী ইতি (স্বর্গে মন্দাকিনী নামে), ইহ গঙ্গা ইতি চ (মর্ত্তে গঙ্গা নামে) অধঃ ভোগবতী ইতি চ (এবং পাতালে ভোগবতী নামে) [প্রথিতং] চরণাম্বু (বিখ্যাত আপনার পাদোদক) [বিশ্বং পুনাতি] (বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে)। [তাদৃশ আপনি স্বয়ং মর্ত্তে আগমন করিয়াছেন। অহো মর্ত্তবাসিগণ ধন্য।]॥ ৪৪॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] তত্র (তথায়) তেষু আত্মপক্ষেষু [যাদবেষু] (নিজ পক্ষীয় যাদবগণ) [জরাসন্ধস্য] বিজিগীষয়া (জরাসন্ধের প্রতি জিগীষাহেতু) [নারদোক্তম্] অগৃহ্ণৎসু [সৎসু] (নারদের বাক্য মান্য না করিলে অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এক্ষণে না যাইয়া পূর্ব্বেই জরাসন্ধবধের চেষ্টা করা উচিত এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলে) কেশবঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) স্ময়ন্ (হাসিতে হাসিতে) বাচঃপেশৈঃ (মধুরবাক্যে) ভৃত্যম্ উদ্ধবং প্রাহ (ভক্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন)॥ ৪৫॥

অনুবাদ—হে ভুবনমঙ্গল! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালে বিস্তৃত এবং চন্দ্রাতপের ন্যায় দিক্‌সমূহের সন্তাপহর ও শান্তিকর আপনার নির্ম্মল যশ বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে, সেইরূপ স্বর্গে মন্দাকিনী নামে, মর্ত্তে গঙ্গা নামে এবং পাতালে ভোগবতী নামে বিখ্যাত আপনার পাদোদক বিশ্বকে পবিত্র করিতেছে। এতাদৃশ আপনি স্বয়ং মর্ত্তে আগমন করিয়াছেন। অহো! মর্ত্তবাসিগণ ধন্য!॥ ৪৪॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিলেন। তখন তথায় নিজপক্ষীয় যাদবগণ জরাসন্ধের প্রতি জিগীষাহেতু তাঁহার বাক্য অমান্য করিলে অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এক্ষণে না যাইয়া পূর্ব্বেই জরাসন্ধকে বধ করা উচিত এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে মধুরবাক্যে ভক্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

শ্রীধর—তত্রাগতাশ্চ সর্ব্বে ত্বদ্দর্শনাদিনা পূতা ভবিষ্যন্তীত্যাহ-শ্রবণাদিতি। অন্তেবসায়িনঃ শ্বপচা অপি, ব্রহ্মময়স্য ব্রহ্মঘনমূর্ত্তেঃ ঈক্ষা চ অভিমর্শঃ স্পর্শনঞ্চ তৌ বিদ্যেতে যেষাং তে॥ ৪৩॥ কৈমুত্যমতিশয়েনাহ—যস্যেতি। হে ভুবনানাং মঙ্গলরূপ! দিবি পাতালে ভূমৌ চ প্রথিতং যস্য যশো বিশ্বং পুনাতি। কথং প্রথিতম্? দিগ্বিতানং দিগ্ভবনানাং বিতানবদলঙ্করণং তথা চরণাম্বু চ প্রথিতং পুনাতি, কথং তৎ প্রথিতম্? দিবি মন্দাকিনীতি অধশ্চ ভোগবতীতি ইহ চ ভূমৌ গঙ্গেতি, তস্য তবাগমনাৎ সর্ব্বং মঙ্গলং পবিত্রঞ্চ ভবিষ্যতীতি ভাবঃ॥ ৪৪॥ তত্রৈবং নারদোক্তং তেষু বর্ত্তমানেষু আত্মীয়পক্ষেষু যাদবেষু জরাসন্ধস্য বিজিগীষয়া অগৃহ্ণৎসু অমন্যমানেষু বাচঃপেশৈঃ পেশলবাগ্ভিরিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ ॥ ৪৬ ॥
ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্ব্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ।
নিদেশং শিরসাধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীভগবৎপ্রশ্নো নাম সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) [হে উদ্ধব!] ত্বং হি (তুমিই) নঃ (আমাদিগের) সুহৃৎ (বন্ধু) পরমং চক্ষুঃ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পরম দ্রষ্টা) মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ (এবং মন্ত্রণাসাধ্য বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধারণে অভিজ্ঞ), অথ (অতএব) অত্র (এই উপস্থিত কর্ত্তব্যদ্বয়ে) অনুষ্ঠেয়ং ব্রূহি (কিরূপ করা উচিত তাহা বল), [বয়ং] তৎ [এব] (আমরা তাহাই) শ্রদ্দধ্মঃ (শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিব [চ] (এবং তদনুসারে কার্য্য করিব ॥ ৪৬ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] সর্ব্বজ্ঞেন অপি ভর্ত্রা (সর্বজ্ঞ হইয়াও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ) মুগ্ধবৎ (অজ্ঞ জনের ন্যায়) ইতি উপমন্ত্রিতঃ (এইরূপ মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে) উদ্ধবঃ (উদ্ধব) [তস্য] নিদেশং (তাঁহার আজ্ঞা) শিরসা আধায় (শিরোধার্য্য করিয়া) প্রত্যভাষত (প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন - হে উদ্ধব! তুমিই আমাদিগের বন্ধু, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পরম দ্রষ্টা এবং মন্ত্রণাসাধ্য বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধারণে অভিজ্ঞ; অতএব এই উপস্থিত কর্ত্তব্যদ্বয়ে কিরূপ করা উচিত, তাহা তুমি বল; তুমি যাহা বলিবে আমরা তাহাই শ্রদ্ধায় সহিত গ্রহণ করিব এবং তদনুসারে কার্য্য করিব ॥ ৪৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি তিনি অজ্ঞ জনের ন্যায় এইরূপ মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধব তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

শ্রীধর—চক্ষুষ্ট্বে হেতুঃ—মন্ত্রার্থানাং মন্ত্রসাধ্যানাং তত্ত্ববিৎ পরিপাকবেদিতা ॥ ৪৬-৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

ফেলালব

অধ্যায়ে সপ্ততিতমে প্রাতঃকৃত্যকথা হরেঃ।
সুধর্ম্মায়াং দূত-নারদয়োঃ, কার্যবিচারণা ॥

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃকর্ত্তব্য হইতে আহ্নিক কর্মের কথা বর্ণিত আছে। সুধর্মা রাজসভায় একদিন এক দূত এবং নারদ দুই প্রকার কার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান জানাইলে—কোন্‌টি পূর্ব্বে করণীয় এই বিচারের ভার তিনি উদ্ধবের উপর অর্পণ করেন—এই সকল কথা বর্ণিত আছে।

বিবরণী

শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিনের বিবরণ দিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করেন (ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায়) আচমন করেন (বার্য্যুপস্পৃশ্য) পরমাত্মা স্বরূপ আপনাকে ধ্যান করেন। (ব্রহ্মাখ্যং আত্মানং দধ্যৌ)

নির্মল সলিলে অবগাহন করেন (আপ্লুত্য অম্ভস্যমলে , সন্ধ্যা বন্দনা করেন (চকার সন্ধ্যোপগমাদি) অগ্নিতে আহুতি করেন (হুতানলঃ)। উদীয়মান সূর্যদেবের অভ্যর্চনা করেন (উদ্যন্তমর্কমুপস্থায়) গায়ত্রী জপ করেন (ব্রহ্ম জজাপ)। দেব-ঋষি পিতৃগণের তর্পণ করেন (দেবানৃষীন্ পিতৃন্ তর্পয়িত্বা)।

ব্রাহ্মণদিগকে সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী দান করেন। গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা তো বৃদ্ধ ও গুরুজনকে এবং অন্যান্য ভূতগণকে নমস্কার করেন (গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধগুরূন্ ভূতানি সর্ব্বশঃ নমস্কৃত্য) মাঙ্গলিকদ্রব্য সকল স্পর্শ করেন (মঙ্গলানি সমস্পৃশৎ) দিব্যভূষণে নিজে ভূষিত হন (আত্মানং ভূষয়ামাস) প্রজাদিগকে অভিলষিত দ্রব্যাদি অর্পণ করেন (প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষ্য)।

বিপ্র, বান্ধব, প্রজা ও পত্নীদিগকে তাম্বুল ও মাল্যচন্দন উপহার প্রদান করেন ও পরে স্বয়ং ঐ সকল গ্রহণ করেন। এই সময় দারুক রথ আনেন। সূর্য্যদেবের উদয়াচলে আরোহণের ন্যায় উদ্ধব ও সাত্যকি দুই বন্ধুর হাত ধরিয়া রথে আরোহণ করেন। (গৃহীত্বা পাণিনা পাণী পূর্ব্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ)। অন্তঃপুরের নারীগণ সপ্রেম দৃষ্টিপাতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন ও কষ্টের সহিত বিদায় দেন। (কৃচ্ছ্রাদ্বিসৃষ্টঃ) তিনি হাস্য দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত হরণপূর্ব্বক গমন করেন (নিরগাৎ জাতহাসো হরন্ মনঃ)।

সভায় গিয়া বসেন নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের মত (যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ)।

সভায় বন্দিগণ বাদ্যযন্ত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন। ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র ব্যাখ্যান করেন। সুবক্তা পুরুষ পুণ্যশ্লোক প্রাচীন নৃপতিগণের চরিত্র বর্ণনা করেন (পূর্ব্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাঞ্চাকথয়ন্ কথাঃ)।

সুধর্ম্মা রাজসভায় একদিনকার একটা ঘটনা বলিতেছেন—

এক অভিনব পুরুষ আসিলেন একদিন। পরিচয় দিলেন আমি জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ বিশহাজার নৃপতি প্রেরিত দূত। তিনি বলিলেন, তাঁহারা আমাকে পাঠাইয়াছেন শ্রীচরণে জানাইতে। তাঁহারা আপনার শরণাগত। বিনাদোষে কারারুদ্ধ। যাহা সমুচিত মনে করেন তাহা বিধান করুন (তদ্বিধেহি)।

ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইলেন দেবর্ষি নারদ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাব নিকট জানিতে চাহিলেন পাণ্ডবগণের সংবাদ। দেবর্ষি জানাইলেন, পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির এখন বাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছুক। তাঁহারা আপনার অনুমোদনেব অপেক্ষায় আছেন। আপনাব দর্শনাভিলাষে দেবতাগণ বাজন্যবর্গের সভায মিলিত হইবেন। আপনার সেখানে পদার্পণ বাঞ্ছনীয়।

দুইদিক্ হইতে দুই কর্ত্তব্যেব আহ্বান। জরাসন্ধদমন ও বাজসূয় যজ্ঞে গমন, একটি শবণাগতদের নিবেদন, অপরটি আত্মীয়জনের আবেদন কোন্‌টি অগ্রে কবণীয। এই বিষয় উদ্ধবেব উপব বিচাবেব ভাব দিলেন। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ যেন কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম হইলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। (ক) শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পবমাত্মাব ধ্যান কবিতেছেন। নিজেকেই নিজে। তাই শ্রীশুক বলিয়াছেন, “আত্মানং”। শ্রীবিশ্বনাথ বলিয়াছেন—আত্মানং স্বং দধ্যৌ। যথান্যজনঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তং ধ্যায়তি তথৈব সোঽপি স্বমেব দধ্যৌ, অন্য লোক যেমন তাঁহাকে ধ্যান কবে তিনিও তদ্রূপ নিজেকে ধ্যান করেন।

(খ) শ্রীকৃষ্ণ সকালে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কবিতেছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেবই অংশেব অংশ। শ্রীশুক কহিয়াছেন—আত্মনঃ কলাঃ। স্বস্যৈবাংশভূতান্। আপনার অংশ কলা শক্তিকে আপনি তর্পণ করিতেছেন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণ গো ব্রাহ্মণ দেবতা বিপ্র ও গুরুগণকে ও অন্যান্য ভূতগণকে নমস্কাব কবেন। ঐ সকল বস্তু তাঁহারই “আত্মসম্ভূতি” স্বস্য বিভূতি-স্বরূপান্। নিজ বিভূতিগণকে নিজে নমস্কাব কবিতেছেন। এই সকল কার্য্যেব তিনটি উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীবশিক্ষা, স্বাস্বাদন ও এই সকল লীলাকথা শ্রবণে জীবহৃদয়ে ভক্তির উদয় করান।

২। শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীরা তাঁহাকে কত ভালবাসিতেন—তিনটি পদে প্রকাশ কবিযাছেন।

(ক) কৃষ্ণ মহিষীগণ রাত্রিশেষে শব্দকারী কুক্কুটকে অভিসম্পাত দিতেছেন। তাঁহারা কৃষ্ণ-কণ্ঠালিঙ্গনে আছেন। কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিলে বিরহ ভোগ করিতে হইবে এই আশঙ্কায় শাপ দিয়া বলিলেন—রে কুক্কুটাঃ—প্রিয়বিচ্ছেদকাঃ, প্রাতঃসময়ে প্রাদুর্ভাবকাঃ যূয়ং শীঘ্রমেব ম্রিয়ধ্বমিতি।

(খ) শ্রীকৃষ্ণের ভুজযুগলের মধ্যে অবস্থিতা রুক্মিণী ও অন্যান্য মহিষীগণ মনোরম প্রভাতকালকে সহ্য করিতে পারিলেন না—কারণ, পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ। প্রভাতকাল হইল বিরহ কাল—এইজন্য।

(গ) শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া অল্প সময়ের জন্য রাজসভায় গমন করেন—নারীগণ তাঁহাকে সলজ্জ প্রেমদৃষ্টিপাতে নিরীক্ষণ করেন ও অতিকষ্টে বিদায় দেন। "সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ" দর্শন করেন। দৃষ্টি দ্বারা এই কথা বলেন—ত্বদ্বিরহতাপমিমং কথং সহামহে। কিরূপে এতক্ষণ তোমার বিরহতাপ সহ্য করিব।

শ্রীকৃষ্ণ তখন মধুর হাসিয়া তাঁহাদের মন হরণ করেন। হাসির মধ্যে সংকেতে বলেন—ভো অধীরাঃ, এতন্মাত্রবিরহেণৈব বিহ্বলীভবথ, অয়মহমধুনৈব ভোক্তুমেষ্যামীতি। এতটুকু সময়ের বিরহেই বিহ্বল হও কেন, আমি এখনই আহার করিতে আসিব। হাসিখানি এইরূপ আশ্বাসব্যঞ্জক। তারপর কৃচ্ছ্রাৎ বিসৃষ্টঃ—তৎপ্রেমাবলোকবন্ধাদ্বিমুক্তঃ—তাঁহাদের প্রেমদৃষ্টির বন্ধন হইতে কোনপ্রকারে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিরগাৎ—চলিয়া যান।

ষোলহাজার গৃহ হইতে এইরূপভাবে বহির্গত হইয়া সুধর্মাসভা—গোপুরবর্ত্ম পর্য্যন্তমাগত্য—তত্র পুনরেকীভূয় সুধর্মাং সভাং হেকেনৈব প্রকাশেন প্রবিশতি। বহু প্রকাশে সদর দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়া আবার একজন হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করেন। ইহা এক আশ্চর্য্য সংবাদ।

৩। জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের দুর্দ্দশার সংবাদ জানাইয়াছেন। সংবাদের মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে "অযুতে দ্বে" (বিশহাজার) মহাভৈরব যজ্ঞে একশত রাজন্য বলি হইবে। এই মহা বিপদ্ হইতে তাঁহারা ত্রাণ পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছেন। আর একটি কথা ব্যক্ত হইয়াছে এই যে, জরাসন্ধ "দ্বিনবকৃত্বঃ ত্বয়া মৃধে ভগ্নঃ", ১৮ বার যুদ্ধে হারিয়াছে। তন্মধ্যে একটিবার মাত্র আপনাকে হারাইয়াছে তাহাতেই সে কত গর্ব্বিত, সকৃদূঢ়দর্পঃ এই দুর্ব্বৃত্তকে দমন করুন।

৪। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মুগ্ধবৎ আচরণ করেন। এই অধ্যায়ে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত—

(ক) শ্রীনারদকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—পাণ্ডবেরা সংপ্রতি কোন্ কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করিতেছেন, অথ পৃচ্ছামহে যুষ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতম্। নারদ উত্তরে বলিয়াছেন—আপনি সর্ব্বজ্ঞ সবই জানেন—তবু যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তখন বলিব।

(খ) দূতের নিবেদন জরাসন্ধ বধ করুন বন্দী রাজন্যবর্গের উদ্ধার জন্য। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ রাজসূয় যজ্ঞের আলোচনার্থ সভায় আসুন। প্রথমে কোন্‌টি করণীয় ঠিক করিতে না পারিয়া উদ্ধবের উপর বিচারের ভার অর্পণ করিলেন। এই আচরণকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশুক বলিয়াছেন "সর্ব্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ"—সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অন্যের উপর বিচারের ভার দিলেন। দিয়া বলিলেন—

ত্বং হি নঃ পরমং চক্ষুঃ
সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং
শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ॥

উদ্ধব, তুমি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ কর। তোমার নির্দ্দেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিব। এই ভক্তবাৎসল্য অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত।

এ যেন অধীনতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভক্তবাৎসল্যে সব জানিয়াও কিছু জানেন না; স্নেহের উদ্ধবকে বলিতেছেন—তুমি আমাদের পরম চক্ষু। সর্ব্বতঃ চক্ষু যাঁর তিনি উদ্ধবকে নিজ চক্ষু বলিতেছেন। এ মাধুর্য্য নিরুপম।

উদ্ধবকে কর্ত্তব্য সমাধানের ভার দিবার আর একটি হেতু এই যে, যখন জরাসন্ধবিজয়ের কথা উঠিয়াছে, তখন সভাস্থ যাদবগণ উল্লসিত হইয়াছেন। তারপর নারদ যখন পাণ্ডবদের নিকট যাইবার কথা বলিতেছিলেন তখন যাদবেরা তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেছিলেন না।

দেবর্ষির বাক্যে অমনোযোগিতা অপরাধ তুল্য। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, এমন একটা সমাধান হউক যাহাতে উভয়দিক্ রক্ষা হয়। ঈষৎ হাসিদ্বারা সমাধানের ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমান্ উদ্ধবকে বিচারের ভার অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোমত সমাধান উদ্ধবের মুখ হইতে বাহির হইবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে।

ইতি ভগবৎপ্রশ্ন-নামক সত্তর অধ্যায়ের “ফেলালব” নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।